কায়স্থ-পুরাণ

৺শশিভূষণ নন্দী বর্ম্মা
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
সম্পাদিত।

১৩৩৫

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা, বি, এল্,
কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। হিতবাদী পুস্তক বিভাগ,
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
৫৭ নং হ্যারিসন রোড, কটন প্রেসে
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

কায়স্থ-পুরাণের প্রথম সংস্করণ ১২৮৫ সালে অর্থাৎ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন কায়স্থের উপবীত গ্রহণের আন্দোলন অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছিল। যিনি সর্ব্বপ্রথম এই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি আন্দুলের রাজা ৺রাজনারায়ণ রায়। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের গলদেশে তিনি যখন রত্নহার পরাইতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার যজ্ঞোপবীত ছিল না বলিয়া মন্দিররক্ষকগণ তাঁহাকে বিগ্রহ স্পর্শ করিতে দেয় নাই। লজ্জায় ও অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া রাজা ফিরিয়া আসিয়া তীর্থপর্য্যটনের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জাতির শূদ্রত্বাপবাদ মোচনের জন্য এবং স্বীয় সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার পর তিনি বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক ব্যবস্থাপত্র লইলেন, পুত্রসহ উপবীত গ্রহণ করিলেন, এবং স্বজাতির দ্বিজত্ব প্রচারের জন্য "কায়স্থ-কৌস্তভ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। ইহা ১২৫১ সালের কথা। এই গ্রন্থখানি এখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।

ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ঘটনাক্রমে ঐ গ্রন্থের একখণ্ড শশিভূষণ নন্দী মহাশয়ের হস্তগত হয়। তিনি এই পুস্তক হইতে স্বীয় জাতি সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য অবগত হইয়া স্বকীয় জাতিতত্ত্ব আরও বিস্তৃতরূপে গবেষণা করিতে যত্নবান হন, এবং তাহার ফলেই "কায়স্থ-পুরাণ" নামক গ্রন্থের উৎপত্তি।

এই গ্রন্থখানিও কায়স্থ-কৌস্তভের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহা প্রকাশিত হইবার পর ১০।১২ বৎসরের মধ্যেই বিক্রীত ও বিতরিত

হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়; দুঃখের বিষয় গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ইহা পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে, গতবৎসর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার খ্যাতনামা প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের নিকট একখণ্ড "কায়স্থ-পুরাণ" দেখিতে পাই, এবং তাহা পাঠ করিয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়া উক্ত প্রচারক মহাশয়ের নিকট সেই অভিপ্রায় জানাইবামাত্র তিনি ৺শশিভূষণ নন্দী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ নন্দী, এবং পৌত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন নন্দী মহাশয়-দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবার কথাবার্ত্তা স্থির করেন, এবং তাহার ফলে গত ২১ শে মে ১৯২৮ তারিখে উক্ত নন্দীমহাশয়দ্বয়ের সহিত সম্পাদিত এক চুক্তিপত্রমূলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ২২০০ খানি প্রকাশিত করিলাম। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আমি বা মাখন বাবু উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পুস্তক আর একখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তখন মাখন বাবু তাঁহার নিজের সযত্নরক্ষিত পুস্তক খানি ব্যবহার করিতে দেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইলে এবং ছাপাখানায় যাইলে উহার যে কিরূপ জীর্ণ অবস্থা হইবে, তাহা জানিয়াও তিনি স্বজাতির কল্যাণার্থ এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার জন্য নিজের বহু চেষ্টায় সংগৃহীত পুস্তকখানির মায়া ত্যাগ করেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাহা ছাড়া, তিনি ৺শশিভূষণ নন্দী মহাশয়ের একটী জীবনী লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

কায়স্থ-জাতিতত্ত্বে সুপণ্ডিত স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তথাপি ইহা সকলের জানিয়া রাখা উচিত যে, নিজে স্বতন্ত্রভাবে পুস্তক প্রণয়ন করা, এবং অপরের লিখিত পুস্তক সংশোধন করিয়া সম্পাদন করা দুইটী পৃথক জিনিস। নিজে স্বতন্ত্রভাবে পুস্তক লিখিলে যেরূপ স্বাধীনতা

পাওয়া যায়, অপরের পুস্তক সম্পাদনে তাহা পাওয়া যায় না, অনেকটা আড়ষ্টভাবে কার্য্য করিতে হয়। এই পুস্তকসম্পাদনেও বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে সেইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে মূল গ্রন্থের ভাষার সহিত, বক্তব্য বিষয়ের সহিত, এবং গ্রন্থকারের মনোবৃত্তির সহিত, সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পুস্তকখানি সংশোধন করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি ইহা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

পুস্তকখানি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। সেজন্য, স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে বর্ণাশুদ্ধি থাকা সম্ভব। পাঠকগণ কোন বর্ণাশুদ্ধি বা অন্য কোন ভুল দেখিলে তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। নিবেদন ইতি—

২৯ নং হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা।
২রা কার্ত্তিক, সন ১৩৩৫।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা,
সম্পাদক, কায়স্থ-পরিষৎ।

৺শশিভূষণ নন্দী বর্ম্মা মহাশয়ের জীবনী

জন্ম—১২৪৯। মৃত্যু—১২৯৯

ইংরাজ শাসনের বহুপূর্ব্বে মহাত্মা প্রভাকর নন্দী বংশ-সম্ভূত কাশ্যপ গোত্রজ মৌল্যাধিপ রাজা রামচন্দ্র নন্দী মহোদয় পূর্ব্ববঙ্গে দ্বীপ নগর স্থাপনপূর্ব্বক বাস করেন। তাঁহার বংশধর জীবনকৃষ্ণ নন্দী, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাবুদের ফরিদপুর জিলান্তর্গত বন্দর-খোলা পরগণার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিপতি হইয়া কয়েক ঘর জ্ঞাতিসহ পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী রসুলপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তদবধি তাঁহার পৌত্র জগন্নাথ ও রাধানাথ নন্দী পর্য্যন্ত উক্ত রসুলপুরে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ৬ই আশ্বিন তারিখে ডাইয়ারচর-নিবাসী ব্রজমোহন বসুর কন্যা আনন্দময়ী দেবীর গর্ভে এবং উক্ত জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের ঔরসে শশিভূষণের জন্ম হয়।

উক্ত ১২৪৯ সনে রসুলপুর গ্রাম পদ্মা নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় উভয় জগন্নাথ ও রাধানাথ তাঁহাদিগের খুল্লতাত ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর মাতুল জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ষ্টেশন ভাঙ্গার অধীন নওপাড়া গ্রামনিবাসী কালীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের যত্নে উক্ত নওপাড়া গ্রামে আনীত হন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার মাতুলবাড়ীতে এবং জগন্নাথ ও তৎকনিষ্ঠ রাধানাথ নন্দী পৃথক বাটী ও সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি করিয়া উক্ত নওপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। কিছুদিন পরে উভয় ভ্রাতা কলিকাতা যাইয়া খিদিরপুরের অরফ্যান গঞ্জ (Orphangunj) বাজারে দুইখানা কাপড়ের দোকান করেন। তদনন্তর উক্ত খিদিরপুর

৫ নং মুন্সিগঞ্জ রোডে গঙ্গার তীরবর্ত্তী মহেশচন্দ্র মল্লিক বাবুদের অধীন কতকটা ভূমিতে পত্তন হইয়া একটী বাসাবাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক দুইভ্রাতা সপরিবারে একান্নে তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরে ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষালবাহাদুরের পুষ্করিণীর উত্তরদিকে রাজারামপুর গ্রামে লাখেরাজ কিঞ্চিৎ জমি সহ একটী প্রাচীর বেষ্টিত দ্বিতল পাকাবাটী খরিদ করিয়া তাহা ভাড়া দেন। এইরূপে উভয় ভ্রাতা স্থায়ীরূপে খিদিরপুরেই থাকেন।

রাধানাথ নন্দী নিঃসন্তান এবং জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের শশিভূষণ একমাত্র পুত্র বিধায়, শৈশবে শশিভূষণ বড়ই আদুরে ছিলেন। তৎকালে উভয় ভ্রাতার অবস্থা উন্নত ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় উক্ত অরফ্যান গঞ্জ বাজারের ইজারদার ছিলেন। তাহাতে বেশ আয় হইত এবং তিনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মনোহরপুর কাছারীর নায়েব ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় শশিভূষণ বাল্যকালে ভবানীপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পিতৃবিয়োগ পর্য্যন্ত তথায় পাঠ্যাবস্থায় ছিলেন।

১২৭০ সনে শশিভূষণ নন্দী একবিংশতি বয়সে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত মোচনা নিবাসী গুরুদাস ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ মুন্সিগঞ্জের বাসায় হইয়াছিল। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর সহিত অরফ্যান সোসাইটীর নানাকারণ বশতঃ অসদ্ভাব হওয়ায় ১২৭১ সনে দৈব কর্ত্তৃক অথবা অরফ্যান সোসাইটীপক্ষীয় লোক কর্ত্তৃক রাত্রিতে ঐ বাজারে আগুণ লাগে। তাহাতে বাজারের লোকদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়, অনেক দালান কোঠা পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়, সেই সঙ্গে জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের দোকান দুই খানাও ভস্মসাৎ হয়। তদবধি অরফ্যান সোসাইটী ঐ বাজার খাস দখল করিয়া লয়। তৎকালে ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের

পিতা হরকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অধীন ফরিদপুর জেলার থাকবস্তা জরিপ্‌পুর মোক্তারী কার্য্য করিতেন। তিনি দেশে আসিয়া কয়েক খণ্ড তালুক খরিদ করিয়া নওপাড়াতে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত বসবাস করিতেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বিধায় তাঁহার সম্পত্তি তদীয় ভাগিনেয় ইসিবপুর নিবাসী শ্রীধর গুহ মহাশয়ের পুত্র বনমালী গুহ ও জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শশিভূষণ ও মামাতো ভ্রাতা বিপিন ও রজনী ঘোষকে ১২৭৯ সালের ১৭ই কার্ত্তিক উইল করিয়া দিয়া তাঁহার বসতবাটীর উপরে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়া ১২৭৯।২৮শে কার্ত্তিক নওপাড়া বাটীতে পরলোক গমন করেন।

জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের দোকান ভস্মসাৎ হইবার পর তিনি শশিভূষণকে খিদিরপুরে রাখিয়া সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মহোৎসব আদি দেন এবং ১২৭২ সনে গঙ্গাতীরস্থ ৫নং মুনসীগঞ্জের বাসায় দেহত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগের পর শশিভূষণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আলিপুরের মুন্সেফ কোর্টে নাজিরী পদে নিযুক্ত হন। ১২৭৫ সনে তাহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। ১২৭৭ সনে বৈশাখ মাসে তিনি উক্ত মোচনা গ্রামের দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা ইচ্ছাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ১২৭৮ সনের ৬ই মাঘ শশীভূষণের প্রথম পুত্র যতীন্দ্রমোহন মুনসীগঞ্জের বাসায় জন্মগ্রহণ করেন।

১২৮১ সনে তিনি নাজিরী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ইহার প্রমাণাদি সঙ্কলনমানসে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে বার্ষিক বৃত্তি ধার্য্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে দুইএকজনকে নিজ বাসায় রাখিয়া শাস্ত্রের তর্ক মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন। এই কার্য্যে তিনি ক্রমাগত চারি-বৎকাল ব্যাপিত থাকিয়া ১২৮৫ সনের বৈশাখ মাসে "কায়স্থ-পুরাণের" প্রথমভাগ প্রকাশ করেন। ঐ সন ১০ই আষাঢ় মুন্সীগঞ্জের বাসায় তাঁহার

দ্বিতীয় পুত্র ফণীন্দ্রভূষণের জন্ম হয়। ১২৮৮ সনের ভাদ্র মাসে "কায়স্থ পুরাণের" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

১২৯১ সনে জনৈক মাড়োয়ারী লালা দ্বারকা প্রসাদ রায়ের এষ্টেটে তিনি মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া অধিকাংশ সময় পশ্চিম দেশে বাস করিতেন এবং তথায় থাকিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত উর্দ্দু ও নাগরী ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার পশ্চিমদেশস্থ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করেন এবং একদা মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাসী হইয়াছিলেন। ১২৯৪ সনে তিনি উক্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া খিদিরপুরে নবীন চন্দ্র আঢ্য বাবুদের এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১২৯২ সনে তাঁহার রাজারামপুরের বাটী খিদিরপুর ডক্ কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় মামলা মোকর্দ্দমার পর তিনি ৭৫০০৲ টাকা ক্ষতি-পুরণ প্রাপ্ত হন। ১২৯৪ সনের ২৪ বৈশাখ কনিষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রভূষণ মুন্সীগঞ্জের বাসায় জন্মগ্রহণ করে। ঐ সনে "ধর্ম্ম-নিগম" নামক ধর্ম্ম বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তদবধি স্থানে স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপন এবং ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। ১২৯৬ সালে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের রচিত সংস্কৃত "মিশ্রকারিকা"র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন, এবং ফরিদপুর নগরে "আর্য্য কায়স্থ সমিতি" সংস্থাপন করেন। জজকোর্টের উকিল ৺চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ বর্ম্মা মহাশয় তাহার সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৭ সনে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উন্নতি কল্পে খিদিরপুরেও একটী "কায়স্থ সমিতি" স্থাপন করেন। ৺কিশোরী মোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার বাসায় ঐ সমিতির অধিবেশন হইত। ১২৯৯ সনের আষাঢ় মাসে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দত্তপাড়া নিবাসী গঙ্গাধর বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত যতীন্দ্রমোহন নন্দী বর্ম্মার বিবাহ হয়। এই বিবাহ 'দেব বর্ম্মা'

এবং 'দেবী' শব্দ উল্লেখে বৈদিক মন্ত্রে ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন হয়। ঐ বর্ষে কার্ত্তিক মাসে মুন্সীগঞ্জের বাসায় মহাসমারোহের সহিত কায়স্থ-বীজ-পুরুষ ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করেন। ঐ বর্ষে ১২ই অগ্রহায়ণ রাত্রি দুই ঘটিকার সময় গঙ্গাতীরস্থ ৫ নং মুন্সীগঞ্জের বাসা বাটিতে নীরোগাবস্থায় শৌচাগার হইতে আসিয়া তাঁহার মাতা এবং পুত্রগণকে ঘুম হইতে উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে "রাধা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে পুত্রগণ প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বারান্দা হইতে দালানের সোপানোপরি বসিয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার আত্মা অমর ধামে প্রস্থান করিল। এই ঘটনা ৫।৭ মিনিট মধ্যে হইয়া গেল। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহার পত্নী নওপাড়ার বাটীতে ছিলেন, তাঁহার সহিত শেষ দেখা হয় নাই।

তাঁহার আদ্যকৃত্য শ্রাদ্ধ মুন্সীগঞ্জ ও নওপাড়া উভয় স্থানেই হইয়াছিল।

মহাত্মা শশিভূষণ নন্দী বর্ম্মা মহাশয় অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই বলিষ্ঠকায়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তেজস্বীপুরুষ বলিয়া অনুমিত হইত; তিনি মৃদুভাষী, উচিতবক্তা, ক্ষমা ও ত্যাগশীল এবং নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার মস্তকে একটী ক্ষুদ্র শিখা ছিল। তিনি প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি যথানিয়মে করিতেন। আহ্নিকাদির পর নবগ্রহস্তোত্র, দুর্গাষ্টক, আদ্যা এবং অর্গলা স্তব পাঠ করিতেন। দুর্গোৎসবের কয়েক দিবস নিজ বাসাবাটীর একটী প্রকোষ্ঠ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করাইয়া অর্গলবদ্ধ করতঃ দশভুজার চিত্রপট সান্নিধ্যে ঘটস্থাপন-পূর্ব্বক ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পুষ্প, বিল্বপত্র এবং ঘণ্টা বাদ্য দ্বারা যথানিয়মে নিজেই ষোড়শোপচারে মহামায়ার পূজা করিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে নন্দী মহাশয় রিজলী সাহেবের লিখিত ইংরাজী ভাষার জাতি ও সম্প্রদায় (Castes and Tribes of Bengal) পুস্তকের বঙ্গীয়কায়স্থসম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতিবাদ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ফরিদপুর "আর্য্যকায়স্থসমিতি" হইতে তৎকালীন সম্পাদক

চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ বর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৯৩ সালে অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দে ইংরাজি ভাষায় রিজলীসাহেবের প্রবন্ধের প্রতিবাদ "Criticisms on Mr. Risley's Article" নামে মুদ্রিত হয়।

তিনি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর "আর্য্যকায়স্থ সমিতির" মুখপত্র "আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা" নাম্নী একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পত্রিকা পাঁচ বর্ষ কাল চালিত হয় এবং মৃত্যুর পর চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ, ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ, অমৃতলাল রায় চৌধুরী এবং দীননাথ দাস বর্ম্মা মহাশয়গণ দ্বারা আরও দুই বর্ষ কাল পরিচালিত হইয়া স্থগিত হয়। তদনন্তর ফরিদপুর-নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয় দ্বারা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ হইতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উহা কিছুকাল পরিচালিত হইয়াছিল।

মহাত্মা শশিভূষণ নন্দী বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচারের জন্য বহু অর্থ নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যে এতাধিক ব্যয় করিয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে তাঁহার সমুদয় উপার্জ্জিত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া সামান্য কিছু দেনা হইয়াছিল। নচেৎ তাঁহার নাবালক পুত্রগণকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইত না। নন্দী মহাশয়ের দেনা এবং বাসাবাটীর মালিক মল্লিক বাবুদের সহিত নানাবিধ মোকর্দ্দমাদির ব্যয় বাহুল্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যতীন্দ্রমোহন অধিকতর ঋণগ্রস্ত হন, অবশেষে ১৩০৪ সনে উক্ত মুন্সীগঞ্জের বাটী তাঁহার কোন চতুর আত্মীয়ের নিকট সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এইরূপে খিদিরপুরের সহিত নন্দী বংশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। যতীন্দ্রের মৃত্যুর পর শশিভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র ফণীন্দ্রভূষণ নন্দী বর্ম্মা ও যতীন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র এক্ষণে তাহাদিগের ফরিদপুরস্থ নওপাড়া গ্রামের বাটীতে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

প্রথম ভাগ।

যে শাস্ত্রবিধি (ঘ্রাণেনাপ্যর্দ্ধভোজনম্) অনুসারে কত জনকে সমাজ-ভ্রষ্ট ও অপদস্থ হইতে হইয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এক্ষণে পূর্ণ ভোজন করিলেও কোন ক্ষতি না হইয়া বরং শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে; যে মহাত্মাদিগের নিমিত্ত হিন্দুসমাজ প্রাচীন কাল হইতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহারা এক্ষণে সমাজের অনিষ্টকারী স্বরূপে পরিচিত হইতেছেন; যে তন্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের পূজা হইত, তাহা এক্ষণে কবিকল্পিত বলিয়া অগ্রাহ্য হইতেছে; যে সকল খাদ্য শরীরের অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যজ্য ছিল, তাহা এক্ষণে পুষ্টিকর বলিয়া গৃহীত হইতেছে; যে সকল ব্যবহার ও নিয়ম অসভ্য বলিয়া কেহই গ্রহণ করিত না, তাহা এক্ষণে সভ্যতার আকর বলিয়া গণ্য হইতেছে। অতএব দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে যখন হিন্দুদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত জাতি লইয়া আন্দোলন করা অতি অকার্য্য বটে। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইলেও অন্যদিকে তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিতেছে। যে সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) দিগকে অর্চ্চনা করিতেন, যে সমুদায় জাতির আদিপুরুষেরা তাহাদের আগমনেগললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "আপনার পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমার জন্ম সফল হইল" ইত্যাদি স্তব করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন, যে সমস্ত জাতির পূর্ব্ব-পুরুষেরা, ও স্থান বিশেষে বর্ত্তমান পুরুষেরা, তাহাদের নিকট আজ্ঞাবহের

স্থায় দণ্ডায়মান অথবা দূরে উপবেশন করিয়া থাকিত ও থাকিতেছে, ঐ সকল জাতির অনেকে এক্ষণে আর্য্যবংশজ বলাইতে ও উপবীত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে জাতিদেবী হয়ত একেবারে অন্তর্হিত হইবেন, নতুবা আচণ্ডাল সমস্ত জাতিই উপবীত ধারণপূর্ব্বক আর্য্যবংশজ হইবেন। সুতরাং কোন জাতির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অকার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এক্ষণে হিন্দুদিগের চক্রবর্ত্তী রাজা নাই। সমাজপতিরাও আর সমাজের কর্ত্তৃত্বকরণে সক্ষম নহেন। এতদ্বশতঃ উপবীত ধারণ সাধারণের ইচ্ছাধীন হইয়াছে; কিন্তু উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক সামাজিক নিয়মানুসারে যদি উপবীত-বিহীন জাতিগণের নমস্য অথবা বিধিবদ্ধরূপে নমস্কার প্রাপ্ত না হওয়া যায়, কিম্বা ঐ উপবীতসূত্র যদি সামাজিকরূপে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য না হয়, তাহা হইলে উপবীতসূত্র মর্য্যাদাদায়ক না হইয়া বরং উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিবে, এবং ঐ সূত্র সাধারণতঃ উত্তরীয়সূত্র স্বরূপে গণ্য হইবে মাত্র। অতএব নূতন যজ্ঞোপবীত লইতে হইলে সর্ব্ব সমাজপতি ও বিধিদাতাদিগকে একত্রিত করিয়া সর্ব্ব সম্মতিতে উপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এক্ষণে এইরূপ প্রত্যাশা করা ভ্রম মাত্র। এইজন্যই উন্নতাশয় বিশুদ্ধ হিন্দু-সমাজপতি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে রাজা রাজনারায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

প্রচলিত সামাজিক অবস্থার বিপরীতে উপবীত গ্রহণ করা বিদ্রূপের স্বরূপ গণ্য হইলেও কালক্রমে তদ্দ্বারা সুমহৎ ফললাভের সম্ভাবনা আছে। হিন্দুগণ স্বজাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ, রীতি, নীতি ও প্রাচীন বিবরণ পরিজ্ঞাত হইবার যত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন ইউরোপ খণ্ডের বিবরণ অনুশীলন করণার্থ দেহ ও মন সংলিপ্ত করিয়া যেমন স্বদেশীয় সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ হইতেছেন, তদ্রূপ যে সকল অনার্য্য উপবীতসূত্র ধারণ

করিতেছেন, ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তাহারা আর্য্যবংশজ বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং প্রকৃত আর্য্য বংশজগণ উপবীত না থাকা হেতু অবশ্যই অনার্য্য বংশজ বলিয়া অনাচরণীয় হইবেন। ইহার নমুনা এক্ষণ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্বরীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিলে যে ইষ্ট ও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল মাত্র। এতৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থের কোন সংস্রব নাই; কেবল কায়স্থ জাতির প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজা ৺রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ব্রহ্মকায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক "কায়স্থকৌস্তুভ" নামক জগদ্বিখ্যাত রত্ন সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপনয়ন সংস্কার পুনঃ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ রাঢ়শ্রেণীয় কায়স্থের সমাজপতি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট কৌস্তুভ স্থাপন করিয়া তল্লিখিত মত প্রচলিত হইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে কায়স্থগণ সমাজে ব্রাহ্মণ-দিগের অধস্তন আসন ব্যতীত উচ্চতর আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, উপবীত-বিহীন হইয়াও তাহারা ঐরূপ আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, সুতরাং প্রচলিত প্রথার অন্যথায় উপবীত গ্রহণ করিলে তদতিরিক্ত কিছুই হইবে না, বরং উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, ইত্যাদি কারণে উন্নতমনা ও দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এতৎ-প্রযুক্ত রাজা রাজনারায়ণ আপন উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পুত্র সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক উপবীতসূত্র ধারণ করিলেন।

যখন উল্লিখিত কারণে কৌস্তুভের মত সাধারণতঃ প্রচলিত হইতে পারিল না, তখন তদ্বিদ্বেষী কেহ কেহ ঐ গ্রন্থোক্ত বিষয় অশাস্ত্রীয় বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে 'কায়স্থ-দীপিকা' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল, 'কুলপীযূষপ্রবাহ' প্রবাহিত হইয়া ঐ সকল গ্রন্থকর্ত্তাদের ভ্রম তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। তদবধি কৌস্তভের প্রতি আর কেহ আক্রমণ করে নাই। সুতরাং সাধারণের হৃদয় হইতে কৌস্তভ অন্তর্ধান হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামস্থ কতিপয় কায়স্থ ঐ কৌস্তভের নীত পাঁতি অনুসারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। জনরব এই যে, ঐ উপলক্ষে সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতম সম্পাদকের বাদানুবাদ হইয়াছিল। অমনি ঘোষিত হইল, কাহারই কায়স্থ। 'কুলপীযূষপ্রবাহ' যে সকল বিপক্ষ গ্রন্থের উত্তর প্রদান করিয়া নিরস্ত করিয়াছে, মালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আবার ঐ সকল গ্রন্থের লিখিত তর্ক পুনরবলম্বন পূর্ব্বক তাহা স্বকপলোত্থিত পাণ্ডিত্যবিলাস স্বরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া নানাবিধ ভ্রুকুটী সহ কায়স্থকে অধম শূদ্র নির্ণয় করিয়া "কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতা" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর 'জাতিমিত্র' অর্থাৎ সমস্ত জাতির সূর্য্য উদয় হইয়া কৌস্তভকে নিষ্প্রভ করিবেন বলিয়া বহ্বাড়ম্বর পূর্ব্বক ঘোর আস্ফালন করিয়াছেন। এতদ্দর্শনে মনোমধ্যে উদয় হইল যে, কায়স্থ জাতি ঐ সকল গ্রন্থের লিখিত মতে প্রকৃতার্থে হীন জাতি হইলে কি প্রকারে সমাজে এতাধিক উচ্চতর আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন?, যখন এই উনবিংশ শতাব্দীতেও সামান্য টোটা উপলক্ষ করিয়া রক্তে ভারত প্লাবিত হইল, তখন বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবার সময় হইতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাতি কি নিমিত্ত অবনত মস্তকে এই জাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পূর্ব্বক ইহাদের পৃষ্ঠভোজী হইল? কি নিমিত্তই বা হিন্দুরাজগণ, সমাজপতিগণ ও ধর্ম্মবিধায়কগণ অন্যান্য স্পর্শীয় জাতিকে উপেক্ষা করিয়া এই জাতিকে ব্রাহ্মণের অধস্তন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-দিগের সমান আসন প্রদান করিয়াছেন? এই বিষয় সকল চিন্তা করিয়া

বলিলেন—রে সুযজ্ঞ, আমি বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছি, তুমি বিপ্র এবং ক্ষত্রিয়দিগকে বরণ করিয়াছ, চক্ষু থাকিতেও তুই আমাকে দেখিতে পাস্ নাই; তোর যজ্ঞ ভ্রষ্ট এবং শ্রী অন্তর্হিত হউক। সুতপা ক্রোধান্ধ হইয়া রাজার নিকট এইরূপ বলিতে লাগিলেন। বিপ্র-মুখ-নিঃসৃত এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সুযজ্ঞ ভীতমনে বলিলেন, হে বিপ্র, হে পুরোহিত, হে অঙ্গিরা, এই সমাগত ব্যক্তি কে? কি কারণেই বা ইনি আমাকে সভামধ্যে "রে" বাক্যে সম্বোধন করিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বলুন।

এই বলিয়া রাজা সুতপা ঋষিকে বরণ করণ জন্য অর্থ, পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি আনয়ন জন্য জনৈক ক্ষত্রিয়কে অনুমতি করিলেন। ঐ ক্ষত্রিয় রাজাদিষ্ট বস্তু আনয়নার্থ কোষমন্দিরে গমনপূর্ব্বক তাহার অবস্থা দর্শনে নৃপতিসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, মহারাজ!

ঋতৌ গচ্ছেচ্চ স্বাং কান্তাং মুদা কালঞ্চ পাতয়েৎ
কালীং কালাদিকং বাপি জপেদ্বিপ্রো নিরন্তরম্॥
স্বয়ং স্বভাবতো নৃণাং ক্ষত্রাদীনাং শিবং বচঃ।
বক্তব্যং চেন্ন গৃহ্ণন্তি বিপ্রহানি র্ন তৎক্ষতিঃ॥

ব্রাহ্মণ্যুবাচ। সুমানুষত্বং তে কান্ত সুবিপ্রত্বং ধব ত্বয়ি।
তিষ্ঠত্যেব চিরং বিপ্র তেহন্তৌ মে মরণং শিবম্
কাংস্যকঙ্কণবলয়ৌ সঙ্গিনৌ মে মৃতাবধি॥

সুতপা উবাচ। প্রিয়ে তে হ্যধুনা তীব্রং ধনান্তঃকরণং সদা।
বিনা নিমন্ত্রিতেনাপি গত্বা চানীয়তে ধনম্॥
ইত্যুক্ত্বা সুতপাঃ কান্তাং গত্বা রাজসভাং প্রিয়ে।
রাজ্ঞঃ সুযজ্ঞং বচনং প্রোবাচ নৃপতিং দ্বিজঃ॥

আপনার কোষমন্দির অতি বিচিত্র অবলোকন করিলাম। তন্মধ্যে কোন দ্রব্য নাই, কেবল ভস্ম তৃণাদি দৃষ্ট হইল। এতচ্ছ্রবণে রাজা বিস্মিত হইয়া পুরোহিতকে বলিলেন, হে পুরোহিত, হে বিপ্র, আপনি যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে, আমার কি অপরাধ, বলুন। হে প্রভু, ব্রাহ্মণ কেন শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন? সংবাদ আসিয়াছে, কোষমন্দির শূন্য, তন্মধ্যে ধন নাই, কেবল ভস্ম তৃণাদি রহিয়াছে। অঙ্গিরা ইহা শুনিয়া বলিলেন, সুতপা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন করুন। হে দুর্গে, অতঃপর রাজা গলদেশে স্বর্ণকুঠার বন্ধন করিয়া দ্বিজগণ সহ সুতপার নিকট গমন করিলেন। অঙ্গিরাদি দ্বিজগণ সুতপা সমীপে যাইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রাজা ভক্তিপূর্ব্বক

যে স্বয়ঞ্চ বিনাহ্বানৈরগচ্ছং তে সভামহম্।
বিপ্রাণাং বরণং রাজন্ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ॥
কৃতং তদপি নাহং রে ত্বয়া দৃষ্টঃ স্বচক্ষুষা।
ভ্রষ্টো ভবতু তে যজ্ঞঃ শ্রীশ্চ যাতু স্থলান্তরম্॥
ক্রুধৈতদুক্ত্বা সুতপাস্ততো নৃপসদঃ স্থলাৎ।
বিপ্রো নিঃসৃতবান্ রাজা ভীতেন মনসাব্রবীৎ॥
হে পুরোহিত হে বিপ্র হেঽঙ্গিরোঽসৌ গতঃ স কঃ।
রে ইত্যুক্ত্বা সভামধ্যে বৃত্তান্তং বদ বিস্তরাৎ॥
ইদং ব্রুবন্তং রাজানং কুর্ব্বন্তং বরণং মুদা।
নৃপাজ্ঞয়া ক্ষত্রিয়োঽর্থং পট্টাদিবস্ত্রসংকুলম্॥
স্বর্ণাঙ্গুরীয়কমপি চানেতুং গতবান্ হি যঃ।
কোষমন্দিরমালোক্য রাজান্তং শীঘ্রমারয়ন্॥
ইত্যব্রবীচ্চ হে রাজন্ চিত্রন্তে কোষমন্দিরম্।
কিঞ্চিচ্চ বস্তু দৃষ্টং ন দৃষ্টং ভস্মতৃণাদিকম্॥

কিঞ্চিদন্তরে থাকিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অঙ্গিরা প্রভৃতি দ্বিজগণ বলিতে লাগিলেন—হে ভূদেবশ্রেষ্ঠ, জগতীতলে আপনি কেবল আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে উমেশঙ্গং! রাজার মঙ্গল এবং আমাদের মান আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আপনি দেবতা, আপনি দেবজ্ঞ, আপনি পণ্ডিতগণেরও পণ্ডিত। আপনি দয়াবান্; আমাদিগকে দয়া করুন। হে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম, আপনি ব্রহ্মজ্ঞ, আপনি ব্রাহ্মণেশ্বর এবং মানদাতা। হে উমেশঙ্গং! রাজার মঙ্গল এবং আমাদের মান আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি।

রাজা সুবজ্ঞ বলিতে লাগিলেন, হে নাথ, হে পৃথিবীর ঈশ্বরের ঈশ্বর, হে ধর্ম্মকর্ম্মবিধায়ক, আপনি সর্ব্ববর্ণের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার

শ্রুত্বৈতং বিস্মিতো রাজাব্রবীচ্চৈতং পুরোহিতম্।
হে পুরোহিত বিপ্র ত্বং কৃতবান্ যত্বভচ্চ তৎ॥
কোঽপরাধোঽস্তি মে বিপ্রঃ কথং শপ্ত্বা গতঃ প্রভো।
কোষমন্দিরাদাগত্য সংবাদং দত্তবানিমম্॥
কোষে নাস্তি ধনং রাজন্ দৃষ্টং ভস্মতৃণাদিকম্;
শ্রুত্বৈতদঙ্গিরা ব্রূতে স্বতপা যত্র তৎ পট॥
ততো দুর্গে স রাজা চ তূর্ণং স্বর্ণকুঠারকম্।
গলে বদ্ধা দ্বিজকুলৈর্গতবান্ স্বতপোঽন্তিকম্॥
অঙ্গিরাদিদ্বিজাঃ সর্ব্বে তত্রাটা স্বতপোদ্বিজং।
স্তুতিঞ্চক্রুঃ স রাজা চ দরস্থো ভক্তিতোঽস্তবীৎ॥

অঙ্গিরঃপ্রভৃতয় উচুঃ।

ধরামরবর প্রাজ্ঞ নো বরস্তং ধরাতলে।
রাজ্ঞঃ শিবং নো মানং ত্বদ্যাচামহ উমেশঙ্গং॥

করি, আপনার চরণাম্বুজ বন্দনা করিতেছি। হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে নাথ, হে পৃথিবীর দেবতা, হে প্রভো, আমাকে কৃপা করুন; আপনাকে নমস্কার করি, আপনার পাদপদ্মে প্রণত হই। আপনার পূজা, আপনার স্তুতি, আপনার ধ্যান, কিছুমাত্র অবগত নহি, আমি মূঢ়, আমাকে কৃপা করুন।

সুতপা বলিলেন—হে বিপ্রগণ, কি কারণে আমার স্তব করিতেছ, হে রাজন্, কি কারণে আমার স্তুতি করিতেছ; যাও, সুখ এবং মঙ্গল সহকারে গোমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। সুতপার বাক্য শ্রবণে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তিসহ কৃতাঞ্জলিপুটে এই উত্তম বাক্য বলিলেন—আপনি আমার নিমন্ত্রণ এবং উত্তম ভোজ্যসকল গ্রহণ করুন। আমার সহস্র

দেবস্ত্বং দেবতাজ্ঞস্ত্বং পণ্ডিতানাঞ্চ পণ্ডিতঃ।
দয়ালো নো দয়স্ব ত্বং নমস্তে বরতো বর॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞ এব ত্বং ব্রাহ্মণেশ্বর মানদ।
রাজ্ঞঃ শিবং নো মানং ত্বদ্যাচামহ উমেশহৃৎ॥

সুযজ্ঞরাজ উবাচ। হে নাথ হে ধরেশেশ ধর্ম্মকর্ম্মবিধায়ক।
বণেশ্বর নমস্তুভ্যং বন্দে তে চরণাম্বুজম্॥
হে ব্রহ্মণ্যদেব হে নাথ হে ধরামর হে প্রভো।
কৃপাং কুরু নমস্তুভ্যং প্রণমামি পদং তব॥
নাহং জানামি তে পূজাং নাহং জানামি তে স্তুতিম্।
নাহং জানামি তে ধ্যানং মূঢ়ং মাং কৃপয়া দয়॥

সুতপা উবাচ। কিমর্থং স্তুথ হে বিপ্রাঃ কিমর্থং স্তৌষি হে নৃপ।
গচ্ছ যাথ মখং গাবং সুখেন শিবদং কুরু॥
শ্রুত্বেতি সুতপোবাক্যং সুযজ্ঞঃ সুখমানসঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো রাজা চাব্রবীদিদমুত্তমম্॥

অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি সহস্র দোষে দূষিত, অযুত রজতমুদ্রা গ্রহণ করুন, আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সভাস্থিত দ্বিজগণ বলিয়াছেন, আপনি অসাধারণ পণ্ডিত, এবং অসীমগুণসম্পন্ন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। হে নাথ, অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। আমার সভাস্থিত বিপ্রগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। প্রশ্ন এই, ঘোর কলি আগতপ্রায়, তৎকালে বিপ্রসেবা কে করিবে? এই বিষয় অবগত হইয়া লোকান্তরিত হইতে পারিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হয়। তচ্ছ্রবনে সুতপা অনুগ্রহপূর্ব্বক নৃপবরকে বলিতে লাগিলেন—হে সুযজ্ঞ, তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ এবং দ্বিজপ্রিয়। দেখ, এই যাহারা ব্রাহ্মণের ভৃত্যরূপে আসনাদি শিরে ধারণ করিয়াছে, তাহারাই ঘোর কলিতে দ্বিজসেবক হইবে, তাহারা মসীশ কায়স্থ, ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া থাকে, মহাবিদ্যার উপাসক এবং গুণে ক্ষত্রিয়ের সদৃশ। কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের

রাজা উবাচ। নিমন্ত্রণন্তু বিপ্রেন্দ্র ভোজাঞ্চ সকলোত্তমম্।
গৃহ্ণাপরাধসাহস্রং মে ক্ষমস্ব কৃপাং কুরু॥
অপরাধসহস্রাণি কৃতবানহমব্যয়।
গৃহ্ণ মদ্রাজতীং মুদ্রামযুতাং মাং কৃপাং কুরু॥
মৎসভাস্থদ্বিজা হ্যেতে প্রোচুঃ পাণ্ডিত্যমদ্ভুতম্।
গুণাংশ্চ তে বহুবিধান্ শ্রুত্বাহং সুখমানসঃ॥
ক্ষন্ত্বাপরাধং মে নাথ প্রশ্নমেকং ব্রবীষি চেৎ।
মৎসভাস্থবুধঃ কোঽপি কুর্ব্বন্ ব্রবীতি ন কৃপাম্॥
আগচ্ছতি কলির্ঘোরস্তত্র কে ভক্তিতো দ্বিজান্।
অর্চ্চিষ্যন্তীতি শ্রুত্বা মে বরঞ্চ মরণং শিবম্॥
শ্রুত্বৈতৎ সুতপা বিপ্রোঽব্রবীচ্চ সদয়ো নৃপম্॥

অভাবে কায়স্থজাতি বিপ্রভক্তিশীল এবং বিপ্রের মর্য্যাদা রক্ষক হইবে। তাহারা বিপ্রপ্রিয়, বিপ্রভক্ত ও বিপ্রের মর্য্যাদাপ্রদ হইবে। তাহারা মহাবিদ্যা প্রাপ্তিহেতু কলিযুগে ক্ষত্রিয়কার্য্য করিবে। তাহারা মসীর ঈশ্বর বলিয়া মসীশ-সংজ্ঞাধারী। বিপ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মের পাদাংশ হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া হে সুযজ্ঞ, তাহারা মঙ্গলমতি ও কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। সুতপার প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক সুযজ্ঞ নরবরের প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, এবং নৃত্য করিতে করিতে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—হে ঋষে, অতঃপর আমার মৃত্যু হইলেও মঙ্গল, যেহেতু ক্ষত্রিয়হীন কলিযুগে আপনার স্বজাতীয়গণের কিসে সুখ হইবে তাহা শুনিলাম। তখন সুতপা মধুর বাক্যে রাজাকে বলিলেন, হে সুযজ্ঞ, তুমি অতি সুমতি, তোমার ন্যায় বিপ্রপ্রিয় আর নাই। ব্রাহ্মণদের মানদান হেতু তুমি শ্রেষ্ঠমৃত্যু প্রাপ্ত হইবে।

সুতপা উবাচ। হে সুযজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাতিপ্রিয়ো নৃপ।
পশ্যৈতান্ বিপ্রভৃত্যাং স্বমাসনাদিশিরোধৃতান্॥
এতদ্ঘোরকলাবেতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজার্চ্চকাঃ।
জাত্যা মসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণেশ্বরমানসাঃ॥
মহাবিদ্যোপাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়াভাবাৎ বৈশ্যাভাবাচ্চ সুব্রত॥
এতে ভক্তা ভবিষ্যন্তি বিপ্রামানাসহিষ্ণবঃ।
বিপ্রপ্রিয়া বিপ্রভক্তা বিপ্রমানপ্রদা যতঃ॥
মহাবিদ্যাপ্তিতশ্চৈতে ক্ষত্রকর্ম্মকৃতঃ কলৌ।
মস্যা এবেশঃ স ইতি মসীশ ইতি সংজ্ঞকঃ॥

সুযজ্ঞ বলিলেন, হে নাথ, হে বিপ্র, আমার পিতৃদেবের প্রমুখাৎ ব্রাহ্মণ জাতির মহিমা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা শ্রবণ করুন। বেদে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানেন, অন্য জাতি জানে না। বিপ্র সতত ব্রহ্মজ্ঞানী, নতুবা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বিনা প্রার্থনায় যে ব্রাহ্মণ পরোপকার করেন এবং আপন ইচ্ছামত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির মঙ্গল জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, এবং ঐ কার্য্যই ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ হইতেছে। ব্রাহ্মণের আজ্ঞা এবং বচন যিনি গ্রহণ এবং পালন না করেন, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপ তাহার শরীর স্পর্শ করিয়া থাকে। পিতা এই সকল বলিয়াছেন। পিতা আরও বলিয়াছেন, সেই দীপ্তিশালী ব্যক্তিগণ যাহারা বশীকরণ প্রভৃতি ও সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় করিতে সমর্থ তাহারাই বিপ্র। কষ্ট

ব্রহ্মণো বিপ্রমূর্ত্তেস্তু পাদাংশে সম্ভবন্তি তৎ।
কায়স্থা ইতি সংজ্ঞাঃ স্যুঃ সুযজ্ঞেযাং শিবা মতিঃ॥
শ্রুত্বৈতৎ সকলং রাজা বৃত্তান্তং সুতপোমুখাৎ।
প্রেমাশ্রুভির্ন্ত্যাকারী কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ॥

রাজা উবাচ। ইতঃ পরমুপেঽহঞ্চেৎ ম্রিয়ে তদপি মচ্ছিবম্।
শ্রুতং যত্তব জাতীনাং ক্ষত্রহীনকলৌ সুখম্॥
ততোঽতিতুষ্টঃ সুতপা উবাচ মধুরং নৃপম্।
সুযজ্ঞ সুমতিস্ত্বং হি ত্বত্তো বিপ্রপ্রিয়ো ন হি॥
মানেন ব্রাহ্মণানাং হি বরঞ্চ মরণং নয়েঃ॥

সুযজ্ঞ উবাচ। হে নাথ সুতপো বিপ্র শ্রুতং যম্মেঽঙ্গকৃণ্মুখাৎ।
কৃপয়া শৃণু তৎ সর্ব্বং তে জাতের্ম্মহিমানম্॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম জানাতি নান্যজাতিরিতি শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা বিপ্রো ন চেদ্ব্রাহ্মণসংজ্ঞকঃ॥

জ্ঞান না করিয়া সাধ্যমত যিনি যাহা দান করিবেন, বিপ্র আনন্দের সহিত তাহাই গ্রহণ করেন, ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বিপ্রগণ কখন কাহারও নিকট কপটতাচরণ করেন না, এবং বিনাপরাধে কাহাকেও অভিসম্পাত করেন না। হিংস্রকের প্রতি হিংসা, শঠের প্রতি শাঠ্য, সর্ব্বদা সরল ব্যবহার এবং ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা, সর্ব্বদা দয়াপরতন্ত্র হওয়া, ইহা বিপ্রের লক্ষণ, অতএব হে পুত্র, ভয় ও ভক্তিসহকারে বিপ্র সদা পূজ্য, পিতা আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন। কটূক্তি করিয়া গ্রহণ করিলে বা আন্তরিক কষ্টের সহিত দান করিলে সেই ব্রাহ্মণ দুঃখভাজন হইবেন, দাতারও মঙ্গল হইবে না। দাতার বিত্তশাঠ্য এবং গ্রহণকারীর গ্রহণশাঠ্য এই দুই কার্য্য উভয় পক্ষেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব হে আত্মজ, শ্রবণ কর, বলিতেছি। শাস্ত্রসম্মত বিপ্রার্চ্চনা সাবধানে করিবে, আঘাত করিলে বা বহু শাপ দিলেও ব্রাহ্মণের

বিনা প্রযুক্তিং যো বিপ্র উপকারী স্বয়ং ভবেৎ।
আশীঃ করোতি ব্রূতে চ ক্ষত্রাদীনাং শিবং বচঃ॥
স এব সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি বিপ্রাণাং জাতিলক্ষণম্।
ব্রাহ্মণাজ্ঞাবচো যে ন গৃহ্নন্তি পালয়ন্তি চ॥
গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনং পাপং স্পৃশেত্তেষাং শরীরতঃ।
পিত্রেতি সকলং চোক্তং যে চ সন্দীপ্তজাতয়ঃ॥
াকারাদি সকলং সৃষ্টিস্থিতিলয়ঞ্চ যৎ।
শক্নুবন্তি হি কর্ত্তুং তে বিপ্রাঃ পিত্রেতি চোক্তম্।
বিনায়াসৈর্মুদা যো যৎ বিপ্রায় শক্তিতো দদেৎ।
মুদা তদেব গৃহ্নাতি বিপ্রাণামিতি লক্ষণম্॥
কেষামপি ন কাপট্যং কুরুতে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
বিনাপরাধৈর্ন শপেদিতি তজ্জাতিলক্ষণম্॥

সহিত দ্রোহ করিবে না। হে স্থতপোনাথ, পিতা যেরূপ বলিয়াছেন তাহা নিবেদন করিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মস্বরূপ; এখন যাহা ইচ্ছা হয় করুন। স্থতপা এই সকল শ্রবণ করিয়া সাদরে বলিলেন, হে রাজন্, আপনার অভিলাষানুরূপ বর গ্রহণ করুন।

সুযজ্ঞ নিবেদন করিলেন, হে ঋষে, আপনার বরে এক্ষণে আমার কোন উপকার দর্শিবে না, যজ্ঞ সমাপন হইলে পরশুরাম আমার মস্তক ছেদন করিবেন। স্থতপা বলিলেন, তুমি সুখে যজ্ঞ সমাধান করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের নৈঋতদিকে গমন কর, সেই দিকে স্বর্ণদা-নদী মধ্যে দ্বাদশক্রোশ-পরিসর এক দ্বীপ প্রাপ্ত হইবে, তথায় বসতি কর, পরশুরাম তোমার মস্তক ছেদন করণার্থ তথায় গমন করিলে, চক্ষুহীন হইবেন। তুমি

হিংস্রে ভবতি হিংস্রঃ স শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
আর্জবঞ্চেন্দ্রিয়গ্রামান্ স্ববশে স্থাপয়েচ্চিরম্॥
দয়ালুশ্চ সদা বিপ্র ইতি পুত্র হৃদি স্মরন্।
ভীত্যা ভক্ত্যা সদা পূজ্যঃ পিতেতি ক্রতবাংশ্চ মে॥
কটূক্ত্যা যদি গৃহ্লাতি হৃদা দুঃখেন রাতি চেৎ।
তদ্বিপ্রো দুঃখং ভজতে দাতুর্নৈব শিবং ক্বচিৎ॥
বিত্তশাঠ্যং গ্রহশাঠ্যং কার্য্যং নোভয়তঃ ক্বচিৎ।
ইত্যাত্মজ বিপ্রার্চ্চনং শ্রুতং শাসনসম্মতম্॥
শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি সাবধানং সমাচর।
ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নৈব দ্রুহ্যতি ভূসুরম্॥
স্থতপোনাথ মে পিত্রা যদ্যদুক্তং তদুক্তবান্।
ত্বঞ্চাপি ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম যথারুচি তথা কুরু॥
শ্রুত্বৈতৎ স্থতপা বিপ্র উবাচ পরমাদরম্।
রাজন্ বরং বৃণু বৃণু যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্॥

ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। তৎপরে হে রাজন্, তুমি সত্যযুগে পুণ্যবলে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইবে। ঐ দ্বীপে আপন ক্ষত্রিয় বংশের বীজরূপে অবস্থিতি কর। তোমার স্তবে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব যে সকল উত্তম কার্য্য দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে পরমানন্দ লাভ হয়, তন্মধ্যে যে বর ইচ্ছা গ্রহণ কর।

সুযজ্ঞ বলিলেন, হে নাথ, আমি বরাকাঙ্ক্ষা করি না, আমার বাসনা, কেবল আপনার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হই। অতএব এইরূপ উত্তম বর প্রদান করুন, যেন চিরকাল পবিত্র ও সুখদায়ক আপনার চরণে মতি থাকে। এতচ্ছ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া সুতপা নিজগৃহে গমন করিলেন। রাজা সুযজ্ঞ যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিপ্রদিগকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক সপরিবারে কাঞ্চন-নদীস্থিত জলবেষ্টিত দ্বীপে গমন করিলেন। তত্রত্য বিপ্র পণ্ডিতগণ স্ব স্ব বাসভূমিতে আগত হইলেন।

সুযজ্ঞ উবাচ। ঋষে বরেণ তে নৈক উপকার ইহাধুনা।
যজ্ঞে সমাপ্তৌ মে মস্তচ্ছেত্তা রামো ভবিষ্যতি॥

সুতপা উবাচ। যজ্ঞং সমাপ্য সুখতঃ প্রগচ্ছেবিন্ধ্যানৈর্ঋতিম্।
তত্র বৈ স্বর্ণদানদ্যা মধ্যে দ্বীপোঽস্তি সুন্দরঃ॥
দ্বাদশক্রোশমানী হি তদ্গত্বা বসতিং কুরু।
যদা পরশুরামস্তে কর্চ্চিচ্ছেত্তা ভবিষ্যতি॥
ভবিষ্যতি চ কাণঃ স নয় তে বাঞ্ছিতং বরম্।
ততঃ পুনঃ কৃতে রাজন্ জম্বুদ্বীপেশ্বরো ভবান্॥
ভবিষ্যতীতি ত্বং বীজরূপেণ তিষ্ঠ তত্র হি।
বরং তে বাঞ্ছিতং গৃহ্ণ তুষ্টোঽহং ভক্তিতস্তব॥
ইহতঃ পরতো যদ্যৎ পরমানন্দমুত্তমম্॥

ঐস্থানে কায়স্থ-কুল-প্রদীপ শর্ব্ব নামা জনৈক মসীশ স্বজাতির পবিত্রতাসাধন কামনায় শর্ব্বাণীহৃদয় নামক পণ্ডিতবর হইতে বগলা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন এবং গুরুসমীপে বর প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিলেন, হে গুরো! আমাকে ত্রিলোকের অধিপতি করুন; হে নাথ, আপনি আমার ইষ্টদেবী বগলা, আমাকে কৃপা করুন। গুরু বর প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি রাজ্যলাভ করিয়া এবং পুনরায় ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া সুখ ভোগ করিবে। গুরুর আদেশে ঐ মসীশ স্বরাজ্য প্রাপ্ত এবং দ্বিজার্চ্চক হইলেন এবং দেহান্তে পুনঃ ত্রিনরূপ

সুযজ্ঞরাজ উবাচ। নাথ নাহং বরং যাচে যাচে কেবলমঙ্ঘ্রিং তে।
চিরং মম মতির্ত্তিষ্ঠেদিতি দেহি বরোত্তমম্॥
তেহজ্ঘ্রী পবিত্রে পরমে সর্ব্বত্র সুখদে কিল।
তদেবাস্তু ইতি প্রোচ্য স্বতপা গতবান্ গৃহম্।
রাজাপি চ মখং কৃত্বা বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদন্।
পরিবারযুতোঽগচ্ছদ্দ্বীপে কাঞ্চনদান্তরে॥
বসতিং বরতঃ প্রাপ্তাং চতুর্দিক্ষু জলপ্লুতাম্।
অত্রস্থাঃ প্রাপটন্ বিপ্রাঃ পণ্ডিতাঃ স্বস্ববাসভূম্
একো মসীশঃ শর্ব্বাখ্যঃ শর্ব্বাণীহৃদয়দ্বিজাৎ।
কুলপ্রদীপঃ স্বীয়ানাং জাতীনাং পূততাস্পৃহঃ।
বগলেতি মহাবিদ্যাং গৃহীত্বা সাধয়ন্ মুদা।
শর্ব্বাণীহৃদয়াখ্যস্য পণ্ডিতস্য প্রসাদতঃ॥
বরং যাচিতবান্ ভক্ত্যা ত্রিলোকাধিপতিং গুরোঃ।
কৃপয়া কুরু মাং নাথ ত্বমেব বগলা মম॥
গুরুস্তপি বরং দত্তো রাজ্যং ভুক্ত্বা পুনর্ভবন্।
ত্রিলোকাধিপতির্ভূয় মুদা তত্র সুখিষ্যসি॥

ধারণ করিলেন। চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন এবং চিত্রাঙ্গদ এই তিন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালে চিরকাল রাজ্য করিতে লাগিলেন। চিত্রগুপ্ত কুল্ল নামা বিপ্র হইতে মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকামনা না করিয়া গুরু হইতে দেবত্বলাভ করিলেন। তিনি যমপুরীতে অবস্থিতি করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালের বিচারকর্ত্তা হইয়া চিরকাল সকলের শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার করিতে লাগিলেন। যম তাঁহার অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। চিত্রসেন গুরুর নিকট মহাবিদ্যা-বগলামন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন। ঐ বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি মর্ত্ত্যলোকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদ পাতালের অধিপতি হইলেন। হে কালি, হে বগলে, চিত্রাঙ্গদ যে কারণে পাতালে গমন করিযাছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

গুর্ব্বাজ্ঞয়া মসীশঃ স রাজাভোগী দ্বিজার্চ্চিতঃ।
বিহায় দেহং ভূয়শ্চ ত্রিধারূপো বভূব হ॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গদ ইতি ত্রয়ঃ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে রাজতে চিরমুত্তমঃ॥
চিত্রগুপ্তো মহাবিদ্যাং প্রাপ্য কুল্লাখ্যবিপ্রতঃ।
পুত্রান্ যাচিতবান্নৈব গুরোর্দ্দেবত্বমাবহন্॥
যমান্তিস্থো বভূবাপি স্বর্ম্মর্ত্ত্যাধোবিবেচকঃ।
চিরং শুভাশুভং কর্ম্ম বিবেচ্য শমনান্তিকে॥
যদ্বদেৎ সকলানাং তু তদেবাভোজয়ৎ যমঃ।
চিত্রসেনো মহাবিদ্যাং বগলেতি গুরোর্নয়ন্॥
জপ্ত্বা সংতোষ্য পুত্রাদীন্ যাচিত্বা প্রাপ্য মর্ত্ত্যতঃ
রাজ্যং চকার মুদ্‌যুক্তশ্চিত্রাঙ্গদ অধোগতঃ॥

চিত্রাঙ্গদ বগলা মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হইবার বাসনায় পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন, সায়ংকালে অনায়াসলব্ধ ফল-মূলাদি-গ্রাহী হইয়া অন্নত্যাগ পূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুপূজা ত্যাগ করিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিত্য কেবল বগলা মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাহা জানিয়া চিত্রাঙ্গদের প্রতি সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ক্রোধান্বিত হইয়া কিঞ্চিন্মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, রে বৎস, চিত্রাঙ্গদ! তুমি অজ্ঞান, বিপ্র হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, পাদুকা কখন মস্তকে উঠিতে পারে না, শীঘ্র অধোগমন পূর্ব্বক তপস্যা কর।

অধোগতস্য হেতুং ত্বং বগলে শৃণু কালিকে।
বগলেতি মন্ত্রং প্রাপ্য বিপ্রোঽস্মি ইতি বাঞ্ছয়া॥
তপশ্চকার পঞ্চাব্দং নান্নং কিঞ্চিদ্ গৃহীতবান্।
ফলমূলাদিকং কিঞ্চিৎ সায়মত্তি যথা মিলেৎ॥
বিহায় বিপ্রস্য গুরোরপি পূজাঞ্চ পার্ব্বতি।
জপেন্নিত্যং হি বগলামন্ত্যবিপ্রঞ্চ নেক্ষয়ন্॥
জ্ঞাত্বেতি ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে উচুশ্চিত্রাঙ্গদং ক্রুধা।
বাচো হি মধুরং কিঞ্চিৎ প্রিয়াদ্ভক্তাচ্চ সুন্দরি॥
রে চিত্রাঙ্গদ অজ্ঞস্ত্বং বৎস বিপ্রত্বমিচ্ছসি।
কদাপ্যুপানন্মস্তস্থো নৈবেতি ন হি বুধ্যসি॥
বৎস শীঘ্রমধো গচ্ছ চিরং কুরু তপো মুদা।
ততঃ শ্রুত্বেতি শাপং স ভক্ত্যাতিশয়মানসঃ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ব্রূতে চিত্রাঙ্গদ ইতীশ্বরি॥

চিত্রাঙ্গদ উবাচ। হে ব্রাহ্মণা হে গুরবো মামেবাতিনিরাগসম্
কথং শেপুর্ভবন্তো হি বিপ্ররূপা হি ঈশ্বরাঃ॥

হে ঈশ্বরি, চিত্রাঙ্গদ এই দারুণ শাপ শ্রবণে সাতিশয় ভক্তিমৎ-চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বররূপী বিপ্রগণ, কি জন্য ক্রোধ পরবশ হইয়া নিরপরাধ আমাকে অভিসম্পাত করিলেন? হে বিপ্রগণ, আপনাদের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ আচরণ করিতে ক্ষতি কি? উপাস্য দেবতা যিনি, তেমন হইতে সকলেই উদ্যোগী হইয়া থাকে। আমি জানি, ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম, ইচ্ছায় বিবিধাকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যমূর্ত্তিতে নানা প্রকার লীলা করিয়া থাকেন। আমি জানি, ব্রাহ্মণই সেই ব্রহ্ম এবং সর্ব্বরূপ ধারণে ক্ষমতাবান্। কখন রাজা হইয়া রাজা এবং প্রজা রূপে প্রজা আখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি সকল স্থানেই আছেন, সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সকলকে পালন ও বিনাশ করেন। তিনিই পুরুষ, প্রকৃতি এবং ক্লীব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই একাত্মা ব্যষ্টি রূপে অনেক রূপ সৃজন করিয়া থাকেন।

যো মুখাৎ শ্রুতবান্ যদ্ যৎ ক্ষতিঃ কা তৎ সমাচরন্।
উপাস্যো যস্তদ্ভবিতুং সর্ব্বে হ্যুদ্যোগিনঃ স্যুরু।
জানেঽহং ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম স্বেচ্ছয়া বিবিধাকৃতিঃ।
নানালীলামাচরিতুং মানুষ্যাকৃতিরপ্যভূৎ॥
তদ্ব্রহ্ম ব্রাহ্মণং জানে জানে তৎ সর্ব্বরূপধৃক্।
রাজেতি সংজ্ঞাধারী ক্ব ক্বাপি তচ্চ প্রজাভিধম্॥
তদেব সকলস্থায়ি তদেব সর্ব্বকর্ত্তৃ চ।
তদেব সর্ব্বপাতৃ স্যাত্তদেব সর্ব্বহন্তৃ চ॥
পুংরূপং চৈব স্ত্রীরূপং ক্লীবরূপঞ্চ নান্যথা।
আত্মা একৈব রূপং তৎ স্বনেবানেকমকরোৎ॥
নানাপ্রকারজীবাদি চাত্মনাত্মানমেব হি।
স্থাবরং জঙ্গমং বিপ্রাস্তদেব নাত্র সংশয়ঃ॥

আত্মা দ্বারা আত্মাকে অনেক করিয়া বিপ্রগণই স্থাবর, জঙ্গম এবং নানা জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোন সংশয় নাই। আপনারা ঈশ্বর, তবে আবার কেন, কাহার চিন্তা করেন? কি নিমিত্ত অর্চ্চনার সময় আত্মাকে চিন্তা করেন? দেবত্ব লাভের জন্য ছলপূর্ব্বক কি জন্য ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন? ঈশ্বর মনুষ্যরূপধারী হইয়া পুনরায় ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে যখন উদ্যোগ করিয়া থাকেন, তখন আমি মনুষ্য হইয়া কেনই বা তাহার অনুষ্ঠান না করিব? ব্রহ্ম কখন অন্যায় করেন না, তবে আপনারা কি নিমিত্ত অন্যায় আচরণ করিলেন? যিনি বগলা মন্ত্র জপ করেন, তিনি ব্রাহ্মণকেই চিন্তা করেন। দ্বিজ এবং বগলামন্ত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, আমি তাহাই হইবার জন্য তপস্যা করিতেছি। গুরু আমাকে গুরুপূজা ও ব্রাহ্মণপূজা প্রভৃতি ত্যাগ

ভবন্তো ঈশ্বরাঃ সর্ব্বে কিমর্চ্চয়থ তৎ কথম্।
কথং চিন্তয়থাত্মানং দেবমর্চ্চনকালতঃ॥
ছলেন ভূতশুদ্ধ্যাদি কৃত্বা দেবাঃ স্মরেৎ কিম্।
ঈশোঽপি মানুষাকৃত্যা ঈশত্বপ্রাপ্তয়ে পুনঃ॥
যত্নাদযোগী ভবেত্তং কিং মানুষোঽহং ন তচ্চরে।
অন্যায়ি ন ভবেদ্ব্রহ্ম যূয়মন্যায়িনঃ কথম্॥
বগলাপি চ যা জপ্যা সা চ ব্রাহ্মণ এব হি।
কিঞ্চিদ্বিশেষো ভেদোঽপি বগলায়াং দ্বিজেঽপি ন॥
অতস্তদ্ভবিতুং বিপ্রা অহমপ্যেব তাপসঃ।
গুর্ব্বাজ্ঞা মে পুরাভচ্চ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা জপং কুরু॥
অতোঽহং সকলং ত্যক্ত্বা কেবলাং বগলাং জপে।
বগলায়াং দ্বিজে নৈব কিঞ্চিদ্ভেদোঽস্তি শাসনে॥
অতো বিপ্রোঽস্মীতি কামং কৃতবান্ জপকর্ম্মণি।

করিয়া কেবল মাত্র বগলা মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করিয়াছেন; আমি তজ্জন্য ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বগলা মন্ত্র জপ করিতেছি। বগলা এবং দ্বিজ এই দুয়ের মধ্যে শাস্ত্রানুসারে কোন ভেদ নাই; সুতরাং আমি বিপ্র হইবার কামনায় জপ করিতেছি। গুরু, বিপ্র, মন্ত্র, দেবতা এবং আত্মাতে কায়স্থজাতি কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান করে না। ব্রাহ্মণগণও অবিশেষ, কেন না সকলেই ভূ-দেবতা। কীটের আত্মা এবং স্ব-আত্মা এক জ্ঞান করা ব্রাহ্মণজাতির লক্ষণ। আমি মূর্খ, ব্রাহ্মণের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই আচরণ করিতেছি, অতএব আমার কি দোষ বলুন! তবে বামনরূপ ধারণ করিয়া যখন বিনাপরাধে আপন ভক্ত বলিকে পাতালে স্থাপন করিয়াছেন, তখন কীটস্বরূপ আমাকে পাতালে প্রেরণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক আপনাদের চরণে শতবার প্রণাম করিতেছি, আপনারা গৃহে গমন করুন; আমি

গুরৌ বিপ্রে মনৌ চাপি দেবে চাত্মনি ভূসুরাঃ॥
মসীশজাতিঃ কিঞ্চিচ্চ ন বিশেষং বিচিন্তয়েৎ।
ব্রাহ্মণোঽপ্যবিশেষশ্চ তস্মিংস্তস্মিংশ্চ ভূসুরাঃ॥
আত্মন্যাত্মনি কীটেঽপি চেতি বো জাতিলক্ষণম্
মূর্খোঽহং যচ্চ শ্রুতবান্ প্রভো বা ব্রাহ্মণাস্ততঃ॥
তদাচরিতবান্ মে কো দোষোঽস্তি বদত দ্বিজাঃ
বিনাপরাধতো বিপ্রা যূয়ং বামনরূপতঃ॥
বলিঞ্চাতিপ্রিয়ং ভক্তমধঃ প্রাস্থাপয়ন্ যদি।
অহং কীটোঽত্র নাশ্চর্য্যং কিমধো ন পটে কথং॥
কৃতাঞ্জলিপুটোঽহং বশ্চরণং শতসংখ্যয়া।
প্রণমে স্বগৃহং বিপ্রা গচ্ছতাঽমধঃ পটে॥
অধো গচ্ছাম্যহং তত্র কিঞ্চিৎ খেদং করোমি ন।

পাতালে যাই। পাতালে গমন করি, তাহাতে কিছুমাত্র খেদ নাই, কিন্তু এই কামনা করি, যেন আপনাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়॥(১) হে কালি, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্রগণ লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া যেন ক্রন্দন করিতে করিতে মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, হে চিত্রাঙ্গদ, হে তাত, হে বৎস, তুমি নিরানন্দ হইয়াছ, তুমি দুশ্চিন্তা করিও না, যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে তাহা বলিতেছি। তপোবলে মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু, হে তাত, ঈশ্বর ভিন্ন কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। ইহা ঈশ্বর বেদে আদেশ করিয়াছেন। বরং দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কখন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যাইতে পারে না। কেন না, ঈশ্বর বিনা অমরত্ব লাভ করণে কাহারও সামর্থ্য নাই। তুমি

বাঞ্ছয়ামীতি চাজ্ঞা বো ন লঙ্ঘ্যা ভবতু ক্বচিৎ॥
ইত্যাদি শ্রুত্বা হে কালি লজ্জাং প্রাপ্যাতিখেদিতাঃ।
ব্রুবন্তি চাতিমধুরং ক্রন্দন্ত ইব তে দ্বিজাঃ॥
হে চিত্রাঙ্গদ হে তাত বৎস ত্বং নোৎসবঃ কিল।
দুশ্চিন্তাং কুরু মা তাত ভদ্রং তে কথযামি তে॥
জনস্তপোবলেনৈব সর্ব্বং ভবিতুমর্হতি।
নাইতীশং বিনা তাত ব্রাহ্মণো ভবিতুং কিল॥
ইতীশ্বরাজ্ঞা বেদেহস্তি প্রতিজানীহি তত্ত্বতঃ।
বরং প্রাপ্নোতি দেবত্বং ব্রাহ্মণত্বং কদাপি ন॥
যথামরত্বমীশেন বিনা ক্বাপি ন শাসনে।
নোৎসবস্ত্বমধো গচ্ছ সুখেন বগলাং জপ॥

(১) এই উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে প্রমাণিত হইতেছে, কেবল ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়, এইজন্য চিত্রাঙ্গদ পাতালে গমন করিতে স্বীকার করিলেন; নচেৎ তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ অন্যায় শাপ সত্ত্বেও পৃথিবীতে থাকিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে পারিতেন।

নিরুৎসাহ হইয়াছ, পাতালে গমনপূর্ব্বক সুখে বগলা-মন্ত্র জপ কর; কলিযুগে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নাগ-লোকের অধিপতি হইবে, তৎপরে ত্রিলোকনাথ হইয়া, ইন্দ্র সদৃশ রাজ্য ভোগ করিবে, তোমার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। তুমি ভীত হইও না, আমরা সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল চিন্তায় রহিলাম। তুমি ঈদৃশ ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং বিবেচক, জানিতে পারি নাই; তোমাকে যে দারুণ শাপ দিয়াছি, তাহা খণ্ডিবার নহে। অতএব হে তাত, বিস্তৃত নাগলোকে গমন পূর্ব্বক সুখ ভোগ কর। চিত্রাঙ্গদ ইহা শ্রবণ করিয়া সানন্দ মনে পাতালে গমন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত অন্তঃকরণে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। পৃথিবীস্থ কায়স্থগণ বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ্ত এবং শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন। মহামন্ত্র বগলা সকলের সর্ব্বকামনা প্রদান করেন। হে কালি, কেবল ঐ মন্ত্র লক্ষবার জপ

কলের্দ্দশসহস্রাণি নাগলোকেশ্বরো ভব।
ততস্ত্রিলোকনাথস্ত্বমিন্দ্রতুল্যো ভবিষ্যসি॥
রাজ্যং ভুক্ত্বা ততো নৈব পুনরাবর্ত্তনং তব।
সদা বয়ং তব শিবং চিন্তয়ামো ন ভীং কুরু॥
কে জানন্তীদৃশং ত্বাং হি ভক্তশ্রেষ্ঠং বিবেচকম্।
শাপং দারুণমাহুস্তামধুনা তন্ন খণ্ডতি॥
তাত গচ্ছ সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব নাগলোকেঽপি বিস্তরাৎ;
তত আনন্দমনসা গতশ্চিত্রাঙ্গদস্তলম্॥
স্বস্থানং ব্রাহ্মণাশ্চাপি চাগচ্ছঁল্লজ্জিতান্তরাঃ।
ভূস্থো মসীশঃ সর্ব্বোঽপি বিপ্রদাসাভিধোঽভবৎ॥
বিপ্রপ্রসাদাৎ শূদ্রাণামপি শ্রেষ্ঠো বভূব হ।
বগলেতি মহামন্ত্রং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকামদম্॥
কেবলেন জপেনৈব লক্ষেণ কালি সিধ্যতি।
বশীকরণকর্ম্মাদি দশসাহস্রতো ভবেৎ॥

করিলেই সিদ্ধ হওয়া যায়। ঐ মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিলে বশীকরণাদি কার্য্যে সিদ্ধি জন্মে। হে মহেশানি, বগলা সাধনা তোমারই সাধনা। পুরশ্চরণ কার্য্যে ঐ মন্ত্র জপের সংখ্যা লক্ষ বার, তাহাতে যুগ প্রভেদের আবশ্যকতা হয় না। বশীকরণাদি কর্ম্মে এবং আরোগ্য ও ধনলাভ কামনায় ঐ মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করা কর্ত্তব্য। হে কালি, কলিযুগে ঐ মন্ত্রের প্রভাব কত বড় তাহা আর কি বলিব? সহস্র হোম করিলেই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ মন্ত্র সাধনে ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ বা ন্যাসের প্রয়োজন হয় না। হে প্রিয়ে, বগলা স্বয়ংসিদ্ধ বিদ্যা। হে কালি, তুমি আদ্যারূপে একদা বলিয়াছ, শরীরের আরোগ্যলাভ এবং শত্রুদমনার্থ দিবা রাত্রি সহস্রবার আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেবল রাত্রিতে আহুতি প্রদান করিলে শরীরের আরোগ্য লাভ হয়। "বগলে" এই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিলে

অথ বক্ষ্যে মহেশানি বগলাসাধনং তব।
বগলেতিমনোঃ সংখ্যা পুরশ্চরণকর্ম্মণি॥
লক্ষেণ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ নাস্ত্যত্র যুগসংখ্যকম্।
ততো বশ্যাদি কর্ত্তব্যং দশসহস্রসংখ্যয়া॥
শরীরারোগ্যতো বাপি ধনেচ্ছুশ্চাযুতং জপেৎ।
কলাবেতস্য হি মনোঃ প্রভাবং কিং ব্রবীমি তে॥
সহস্রমাত্রহোমেন সর্ব্বসিদ্ধির্ন চান্যথা।
নাস্ত্যপেক্ষা হি ঋষ্যাদেঃ স্তুতিপাঠাদিকস্য বা॥
স্তুতির্ব্বা কবচং বাপি ঋষ্যাদিন্যাস এব বা।
বগলেতি স্বয়ং সর্ব্বং সিদ্ধবিদ্যা ইতি প্রিয়ে॥
ত্বয়াদ্যারূপয়া কালি স্বয়মুক্তং পুরৈকদা।
শরীরারোগ্যতো দেবি বৈরিনিগ্রহতোঽপি বা॥
দিবা নক্তঞ্চ কর্ত্তব্যা সহস্রমানতো হুতিঃ।

রাত্রিদৃষ্ট পথস্থিত বিঘ্নদায়ক অপদেবতাসকল পলায়ন করে। যে জন বগলাকে স্মরণ করে তাহার নিশ্চয়ই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যে বগলা মন্ত্র জপ করে, সকলে তাহাকে ভয় করে। হে কালি, এই পটল যে পাঠ করে এবং যে শ্রবণ করে, দেহান্তে তাহার বগলা লাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সিদ্ধ বিদ্যা, কায়স্থ জাতির সর্ব্বদাই উপাস্য মন্ত্র; তাহাতে কোন সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ এবং বগলা উভয়ই একস্বরূপ চিন্তা করিবে। বিনা প্রার্থনায় ব্রাহ্মণগণ এই পটল শ্রবণ করাইবেন, ইহা শ্রবণ করাইবার জন্য যে ব্রাহ্মণ ধন প্রাপ্তি ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণাধম। কায়স্থের বিপদাদিতে দ্বিজ যদি আলস্য করিয়া ইহা শ্রবণ না করান, তাহা হইলে তিনি কায়স্থ-হত্যা পাপের ভাগী হইবেন, আর শ্রবণ করাইলে তোমার প্রিয় হইবেন। হে বরারোহে, ব্রাহ্মণ যদি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন এবং নিষ্কাম হইয়া পাঠ করেন, তাহা

কেবলাহুতিমাত্রেণ রাত্রাবারোগ্যতাং লভেৎ ॥
বগলে ইতি যো দ্বিশ্চাপ্যুক্ত্বোচ্চৈযত্র বারয়েৎ।
পথিস্থা বিঘ্নদাঃ সর্ব্বে পলায়ন্তে তমীক্ষিতাঃ ॥
ভবেদ্ধি সফলকর্ম্মা বগলেতি স্মরন্ জনঃ।
বগলাজাপিনং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে ভীতিমবাপ্নুয়ুঃ ॥
কেবলং পটলমিদং পঠন্ শৃণ্বন্ মনোরথম্।
লভেৎ কালি বপুস্ত্যক্ত্বা বগলাঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥
এষা বিদ্যা মসীশেন সদোপাস্যা ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণে বগলায়াঞ্চ চিন্তয়েদেকরূপতঃ ॥
বিনা প্রযুক্তিমপি চ মসীশং শ্রাবয়েদ্দ্বিজঃ।
শ্রাবণায়াং ধনাকাঙ্ক্ষী ন ভবেদ্ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥
আলস্যাদ্বা প্রমাদাদ্বা শ্রাবয়েন্ন যদি দ্বিজঃ।
মসীশহত্যাভাগী স্যাচ্ছ্রাবয়িত্বা তব প্রিয়ঃ ॥

হইলে তিনি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবেন। হে প্রিয়ে, কায়স্থ যদি এই সকল বিষয় শ্রবণ না করে তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপভাগী হয়।

আচার-নির্ণয় তন্ত্রের সারসংগ্রহ।

আচার-নির্ণয় তন্ত্রোক্ত শিব-বাক্যের সারতত্ত্ব এই যে, ব্রহ্মার পাদাংশ হইতে বৃহস্পতির দৃষ্টিতে শুক্রের এক পাদাংশে দেবত্ব-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় মসীশবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান তাহার কায়ে বিরাজিত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া মসীশ কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিতে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় কার্য্য করিবে। তাহারা চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের পূজিত। তাহারা স্বভাবতঃ যজ্ঞোপবীতধারী এবং বেদাধিকারী; সাকার-ব্রহ্মোপাসনা-বেদ-মতে বগলা দেবী তাহাদের উপাস্য দেবতা। কায়স্থ বিপ্রমূর্ত্তিতে উদ্ভূত, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেও সক্ষম। শর্ব্বনামা জনৈক কায়স্থ শর্ব্বাণী-হৃদয় নামক দ্বিজের নিকট বগলামন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে পুনর্ব্বার চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন এবং চিত্রাঙ্গদ এই তিন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চিত্রগুপ্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালের শুভাশুভ কর্ম্মের বিচারকর্ত্তা হইয়া যমপুরীতে অবস্থিতি করিতেছেন। চিত্রসেন পৃথিবীর রাজা হইয়া রহিলেন, তাঁহার বংশজাত কায়স্থগণ পৃথিবীতে রহিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদ প্রথমে ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণোঽপি বরারোহে শৃণুয়াৎ ভক্তিতৎপরঃ।
নির্ব্বাণং লভতে কালি নিষ্কামী কোঽপি চেৎ পঠেৎ॥
এতদুক্তেঽপি কায়স্থঃ শৃণুয়ান্ন যদি প্রিয়ে।
পটলং কাম্যদক্ষাশু ব্রহ্মহত্যাফলং লভেৎ॥
ইতি আচারনির্ণয়তন্ত্রে বাসুদেবসম্মতে হরপার্ব্বতীসংবাদে
সপ্তত্রিংশত্তমঃ পটলঃ॥

হইবার কামনায় তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে পাতাল গমনের অভিসম্পাত করেন; তৎপরে চিত্রাঙ্গদ তাঁহাদের জ্ঞান উদ্দীপন করিয়া দিলে তাঁহারা লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন যে তিনি নাগলোকের রাজা ও পরে ইন্দ্রসদৃশ হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। বগলামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য তপস্যা করিলে গুরুপূজা, ব্রাহ্মণপূজা ও ঋষ্যাদির ন্যাস আবশ্যক হয় না। সত্যের শেষে ত্রেতা যুগের প্রথমে মসীশ উৎপন্ন হইয়াছেন।

পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত এই শ্রুতি অনুসারে পাদজ বলিলে শূদ্রকেই বুঝায়। কায়স্থ ব্রহ্মার পাদাংশে সমুদ্ভূত; সুতরাং অনেকের এরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, কায়স্থেরাও শূদ্র, কিন্তু ব্রহ্মশরীরে কেবল স্ব স্ব জন্মের স্থানানুসারে ব্রাহ্মণাদি প্রথমোৎপন্ন চারি বর্ণের জাতি নিরূপণ হইয়াছে এই চারি বর্ণ ব্যতিরিক্ত আর যাহারা সময়ে সময়ে ব্রহ্মশরীরে লব্ধোদয় হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না। দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার কনিষ্ঠ পাদাঙ্গুলি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াও ব্রহ্মার নিরূপণানুসারে দেবাসুর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির জনক হইয়াছেন। সেইরূপ কায়স্থ ব্রহ্মপদে লব্ধপ্রভব হইলেও কেবল নিরূপণবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন।

তন্ত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কায়স্থ শূদ্র নয়, ক্ষত্রিয়সদৃশ এবং কলিতে ক্ষত্রিয়ের অভাবে কায়স্থই ক্ষত্রিয় কার্য্য করিবে। অতএব আচার-নির্ণয় তন্ত্রে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, পদ্ম-পুরাণেও চিত্রগুপ্তের রূপবর্ণনায় কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং ঐ দুই বর্ণই এক বর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব এতৎসম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই।

কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আচার-নির্ণয়তন্ত্র এবং পদ্মপুরাণ মধ্যে যে সকল স্থূল অনৈক্য রহিয়াছে, তাহার ভঞ্জন করিবার পূর্ব্বে ঐ দুই গ্রন্থ কোন্ কোন্ প্রস্তাব লইয়া সংরচিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক

তাহা হইলেই সহজে প্রতীতি হইবে যে, কায়স্থ সম্বন্ধে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃত কোন অনৈক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তন্ত্র সাকার ব্রহ্মোপাসনার বেদ; সাকার ব্রহ্মোপাসনার অন্তর্গত বগলা উপাসনার আধিক্য বশতঃ বগলামন্ত্রপ্রভাবে যে ফল লাভ হইবে এবং তদ্দ্বারা কায়স্থ জাতি যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় আনুষঙ্গিকরূপে কায়স্থ জাতির বিষয় আচারনির্ণয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির বিষয় বর্ণনাস্থলে চিত্রগুপ্তের বর্ণনার প্রয়োজন বশতঃ তিনি কি প্রকারে সৃষ্ট হইলেন, তাহাই পদ্মপুরাণে ব্যক্ত হইয়াছে। কায়স্থ অথবা মসীশের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ হয় নাই।

আচারনির্ণয় তন্ত্রে লিখিত আছে, শব্দনামা জনেক মসীশ তপস্যা করিয়া চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন এবং চিত্রাঙ্গদরূপ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোকে রাজত্ব করেন। কিন্তু ঐ সকল মহাপুরুষগণ কাহারও গর্ভজাত কি না, অথবা ব্রহ্মার কোন্ অংশ হইতে উদ্ভূত, তৎসম্বন্ধে ঐ গ্রন্থ নীরব। ত্রিধা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই শব্দের আবির্ভাব ব্যক্ত আছে। এই কারণে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হইতেছে যে শব্দ লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নূতন সৃষ্টি স্বরূপ পুনরায় চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি তিন মূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মার কোন্ অংশ হইতে ঐ তিন মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তন্ত্রে তাহা পরিব্যক্ত হয় নাই। মহর্ষি বেদব্যাস নারায়ণ স্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ; তিনি অবগত ছিলেন, শব্দ ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি ত্রিধামূর্ত্তিতে নূতন সৃষ্টি স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং চিত্রগুপ্তের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা না করিয়া তিনি ব্রহ্মকায় হইতে উদ্ভূত লিখিত হইয়াছে। তিনি যে ব্রহ্মা হইতে নূতন সৃষ্টি স্বরূপ উদ্ভূত, তাহা আচারনির্ণয় তন্ত্রে প্রকারান্তরে এবং পদ্মপুরাণে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ চিত্রগুপ্তের পূর্ব্ব জন্মের প্রতিবাদ করে না। অতএব এতৎসম্বন্ধে ঐ দুই গ্রন্থের অনৈক্য কিছু নাই।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত আছে, মসীশ নিত্য ব্রহ্মসমীপে। কায়ে। স্থিত বলিয়া কায়স্থ সংজ্ঞায় পরিচিত। পদ্মপুরাণ মতে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন এবং সেই হেতু কায়স্থ বলিয়া খ্যাত। এই দুই বিষয়ের একতা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে মসীশ এবং চিত্রগুপ্ত কি কারণে কোন্ সময়ে কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক, তাহা হইলেই অনেকাংঘটিত সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। তন্ত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যেরূপ সামাদি বেদানুসারে চলিতেন, মসীশ অলসতা বশতঃ তদনুসারে না চলিয়া স্বভাবসিদ্ধরূপে লেখক হইয়া সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগ অতিবাহিত করেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থ মতে প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং ঐ জাতিচতুষ্টয় যে সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে সেই সময়ে যে মসীশ উৎপন্ন হয় নাই, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে। হিন্দু ধর্ম্ম-গ্রন্থোক্ত অবস্থা যুগলক্ষণসহ একত্র করিয়া সাময়িক অবস্থান সহিত সন্দর্শন করিলে নিঃসন্দেহরূপে প্রতীত হয় যে, প্রকৃত সত্যযুগে কায়স্থ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত সত্যযুগ অর্থাৎ ঐ যুগের যে ভাগ ত্রেতার অন্তর্গত নহে সেই ভাগে মানবগণ অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তৎকালে একমাত্র বেদ-বিধি প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ে লোকে নিরবচ্ছিন্ন বেদোক্ত নারায়ণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিত। তখন পাপের লেশমাত্র ছিল না, সম্পূর্ণ পুণ্য এবং শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিত। মানবগণ সত্যবাদী ও সত্যব্রহ্মধর্ম্মে নিরত ছিলেন ও সর্ব্বদা তীর্থবাসী হইয়া থাকিতেন। (১) এই কালকেই গ্রীকেরা

(১) সত্যযুগস্য লক্ষণম্।

পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি। সত্যধর্ম্মরতো নিত্যং তীর্থানাঞ্চ সদাশ্রয়ঃ। নদন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সত্যে সত্যপরা নরাঃ। তারক-ব্রহ্ম নাম। নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তি র্নারায়ণপরা গতিঃ॥

"স্বর্ণযুগ" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে।* সৃষ্টির প্রথমে মনুষ্যসংখ্যাও অল্প ছিল। জগদীশ্বর দয়াপরতন্ত্র হইয়া উপাসকদিগকে দর্শন দিতেন এবং সময়ে সময়ে দৈববাণী দ্বারা তাহাদিগকে সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যোপদেশ প্রদান করিতেন। বোধ হয় ঐ সকল দৈববাণীই বেদ। ঐ সময়ে মানবগণ নবশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল দৈববাণী অনায়াসে স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। এই কালে সম্পূর্ণ পুণ্য এবং শান্তি বিরাজমান থাকায় মানবসমাজে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, প্রতারণা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি কোন প্রকার পাপের লেশমাত্র ছিল না। স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ এবং প্রবঞ্চনাদির নিবারণার্থ লেখা পড়ার প্রয়োজন। ব্রহ্ম স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি কর্ম্মগুণ বিভাগ করিয়া জাতি সৃষ্টি করিয়াছি।† প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি বর্ণ কর্ম্মগুণ অনুসারে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের কাহারও মসীবৃত্তি নহে। এই সকল কারণে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ হয়, এই প্রকৃত সত্যযুগে আদৌ লেখা পড়ার প্রয়োজন ছিল না, সুতরাং মসীকার্য্য নির্ব্বাহার্থ মসীশ (কায়স্থ) সৃষ্ট হয় নাই।

সত্যযুগের শেষভাগে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছে। স্বভাবের গতি অনুসারে ত্রেতাযুগে মানবগণের চিত্তস্থিরতা এবং স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া উঠিল। তাহারা ক্রমে ভোগাভিলাষী এবং সুখবিলাসী হইয়া পড়িলেন। আর তাহারা বাক্য ও মনের অগোচর বিষয় (নিরাকার ব্রহ্মকে) মানসগোচর করিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহারা দৈববাণী, ঈশ্বরাদেশ, বেদ, ধর্ম্মবিধি এবং আচার প্রভৃতি (যাহা এক সময়ে লিপিবদ্ধ

* Golden age.

† চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তার মব্যয়ম্‌॥

ইতি গীতাস্মৃতিঃ।

না থাকিয়াও তাঁহাদের মনোমধ্যে গ্রথিত ছিল তাহা) ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। একপাদ পাপও পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তৎপ্রভাবে মানবগণের মধ্যে মিথ্যাচরণ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গাদি কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত হইতে লাগিল। আর তাঁহারা সত্যধর্ম্মে রত থাকিতে পারিলেন না। এই সময় অবধি দুষ্টদমনার্থ ব্রহ্ম মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। এই যুগেই তিনি বামন, রাম প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন। সত্য যুগের ন্যায় আর নরগণ তীর্থাশ্রয় করিতে পারিলেন না, তীর্থ-দর্শন ও দান-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।* সত্য যুগের লক্ষণ বর্ণনায় যেরূপ "নারায়ণপরা বেদাঃ" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, এই যুগে সেরূপ আর "বেদ" শব্দ ব্যবহার হয় নাই। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, এই যুগে বেদানুসারে উপাসনা রহিত হইতে আরম্ভ হয়। যখন এই যুগে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অন্তর্হিত হওয়া প্রকাশ আছে, তখন সামান্যতঃ উপলব্ধি হয়, এই যুগেই দৈববাণী বেদ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয়। যখন এই যুগে একপাদ পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন এই যুগে মানবগণের মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও মিথ্যাচরণ প্রভৃতি কার্য্য প্রচলিত হইতে যে আরম্ভ হয় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে; প্রকৃত সত্যযুগাপেক্ষা এই যুগে মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই সকল কারণে ধর্ম্ম-বিধি, আচার-বিধি, সমাজ-বিধি, ব্যবহার-বিধি, শাসন-বিধি, প্রভৃতি সমস্ত বিধি, নিয়ম এবং অনুশাসন, বিচারালয় ও দণ্ড-বিধানাদি, রাজ্য এবং প্রজাশাসনের নিয়ম সংস্থাপিত হয়। এই যুগলক্ষণ বর্ণনায় "রাম-নারায়ণ" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে এই যুগে

---

* ত্রেতা-যুগস্য লক্ষণম্।

পুণ্যং ত্রিপাদং পাপমেকপাদম্। দানধর্ম্মরতো নিত্যং তপস্যা তীর্থদর্শনম্। অগ্নিহোত্রপরা লোকাঃ রাজানো যজ্ঞকারিণঃ॥ তারক-ব্রহ্ম-নাম। রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা একবারে রহিত হয় নাই ; সুতরাং মানবগণের মধ্যে উপাসনাজনিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্থাপন ও বিধি সংবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সকল কারণে লেখা পড়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। উক্ত কর্ম্মবিভাগ সম্পূরণ জন্য তৎকালে কোন জাতি ছিল না। এই অভাব পূরণার্থ মসীশের উৎপত্তির প্রয়োজন হয়। মসীশের উৎপত্তির পর বেদ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থ ও শাসন-বিধি সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেদ যে পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ ছিল না তাহা শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের দ্বারা প্রমাণ হয়। শ্রুতির আর্য্যা ছন্দ প্রসিদ্ধ আছে। ঐ ছন্দ কায়স্থ জাতির প্রকাশিত। (১) সত্যের শেষে মসীশ উৎপন্ন হইয়াছেন ; এই নিমিত্ত বোধ হয়, আচার-নির্ণয় তন্ত্রে সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে মসীশ অলসতাবশতঃ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অতিবাহিত করেন। ত্রেতা যুগে সাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে সাধারণতঃ সকলেই যত্ন করেন ; কিন্তু মসীশ স্বভাবতঃ নিরাকার ব্রহ্মোপাসক ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত হন। ঐ যুগে বোধহয় ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কায়স্থ বলিত। সাকার উপাসনা না করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করাতে কায়স্থগণ বোধ হয় প্রথমতঃ সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহারা পৃথক সমাজভুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী অর্থাৎ কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বগলা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনরায় স্বীয় ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণ এবং যুগলক্ষণ ও সাময়িক অভাব একত্রিত করিয়া

---

(১) বিরাটকায়জো বংশঃ কায়স্থ ইতি বিশ্রুতঃ।
আর্য্যাছন্দঃপ্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্ত ইত্যুচ্যতে॥
অয়ং তু নবম স্তেষাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥

মেরুতন্ত্র ১৯ পটল॥

বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানহেতু মসীশ কায়স্থ-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্ত্রমতে কায়স্থ শব্দের অর্থ ব্রহ্মসমীপে অবস্থিত বা ব্রহ্মজ্ঞানী।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অনেকবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সৃষ্ট হইয়া এক এক কল্পে এক এক প্রকারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন কল্পে সৃষ্টির প্রথমেই ব্রহ্মার কায় অর্থাৎ দেহ হইতে কায়স্থ-উপাধি-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকিবেন। পদ্মপুরাণমতে নূতন সৃষ্টি স্বরূপ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায় হইতে উদ্ভূত ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন; সুতরাং কায় হইতে উদ্ভব হেতু এই যুগে তিনি জন-সমাজে কায়স্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সকল কারণ এবং যুগলক্ষণ একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐ তন্ত্র এবং পদ্মপুরাণে কায়স্থের উৎপত্তি এবং কায়স্থ সংজ্ঞা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই। যে গ্রন্থ যে বিষয় বর্ণনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণমতেও কায়স্থ শব্দ যৌগিক, ব্যক্তি-বাচক নহে।

উল্লিখিত তন্ত্রে চিত্রগুপ্ত পুত্রবর কামনা না করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর পদ্মপুরাণে কায়স্থগণ তাঁহার বংশজ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। চিত্রগুপ্ত যে কখনও দার-পরিগ্রহ করেন নাই, অথবা কখন তাঁহার পুত্র হয় নাই, একথা আচার-নির্ণয় তন্ত্রে লিখিত হয় নাই। তাহাতে কেবল উক্ত হইয়াছে যে চিত্রগুপ্ত পুত্র কামনা করেন নাই। বিজ্ঞান-তন্ত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহী হইবার আদেশ করেন। এই সকল কারণে প্রতীত হয় যে চিত্রগুপ্ত প্রথমতঃ পুত্র কামনা না করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন; তৎপরে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ পুত্রগণের সন্তান সন্ততিগণ তাঁহার বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

পিতামহ ব্রহ্মার ইচ্ছায় এইরূপ ঘটিলে কোন দোষ হইতে পারে না, অথবা তজ্জন্য ঐ দুই গ্রন্থের অনৈক্য আছে, বলা ভ্রম মাত্র। এতদ্দ্বারা বরং প্রতীত হয় যে, ঐ দুই গ্রন্থের মধ্যে যে গ্রন্থ যতদূর বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে যখন আচারনির্ণয় তন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে চিত্রসেনের বংশজাত কায়স্থগণ রহিয়াছেন, তখন চিত্রগুপ্তের বংশ থাকিলে অবশ্যই ঐ গ্রন্থে লিখিত হইত। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে আচারনির্ণয়-তন্ত্র বগলা-মন্ত্রের আধিক্য এবং পদ্মপুরাণ চিত্রগুপ্তের বিবরণে সংরচিত হইয়াছে। প্রধান বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আনুষঙ্গিক রূপে বিবৃত না হইলে ক্ষতি কি? অথবা কোন বিষয় সম্বন্ধে এক গ্রন্থ নীরব থাকিলে ও অন্য গ্রন্থ তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিলে ঐ বিষয় মিথ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

তন্ত্রে চিত্রগুপ্তকে সদসৎ কার্য্যের বিচারকর্ত্তা এবং পদ্মপুরাণে তিনি ঐ বিষয়ের লেখ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পদ্মপুরাণে এরূপ লেখা নাই যে চিত্রগুপ্ত কাহার উপদেশানুসারে প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্ম লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। অন্যের কথা মতে কোন বিষয় না লিখিয়া স্বয়ং তাহার দোষগুণবিবেচনা পূর্ব্বক লিখিতে হইলে কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ তাহার বিবেচনা আবশ্যক করে। ঐ বিবেচনার কার্য্যকেই বিচারের কার্য্য বলিতে হইবে। যখন ঐ পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হয় নাই যে চিত্রগুপ্ত কাহার কথনানুসারে সদসৎ কর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেন, তখন অনায়াসে উপলব্ধি হয়, যে তিনি স্বয়ং প্রাণিসমূহের সদসৎ কার্য্য স্থির করিয়া তাহার যে ফল হইতে পারে তাহা লিপি-বদ্ধ করিয়া যমকে শুনাইয়া দিতেন এবং যম তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন। আচারনির্ণয় তন্ত্রেও ঠিক এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, চিত্রগুপ্ত সদসৎ কার্য্য বিচারপূর্ব্বক যমকে যেরূপ বলিতেন,

যম তদনুযায়ী হইয়া কার্য্য করিতেন। এই সকল কারণে পদ্মপুরাণের "লেখার" শব্দের দ্বারা বিচারও বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণ বলিতেছেন প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্ম জ্ঞানের জন্যই চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি। নিখিল জীবের পাপপুণ্য বিচারের ক্ষমতাদ্বারাও চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

ইত্যগ্রে যে সকল তর্কের মীমাংসা করা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে আচার-নির্ণয় তন্ত্র এবং পদ্মপুরাণের মধ্যে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে সকল স্থল অনৈক্য দৃষ্ট হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে অনৈক্য নহে।

ভবিষ্যপুরাণ মতে কায়স্থজাতির মাহাত্ম্য ও চিত্রগুপ্তের পূজার নিয়ম।

দত্তাত্রেয় বলিলেন—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ, মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহর্ষে, আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, বাণপ্রস্থাদি আশ্রম ও সঙ্করজাতিদিগের উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এখন খ্যাত কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।* যাহারা বৈষ্ণব, দানশীল ও পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের রসজ্ঞ, আত্মীয় স্বজনের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক, সেই কায়স্থদিগের বিষয় বর্ণনা করুন।

দত্তাত্রেয় উবাচ। ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যমুনিপুঙ্গবম্
উপসংগম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শাস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া॥
কায়স্থোৎপত্তয়ো লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥

পুলস্ত্য বলিলেন, হে গাঙ্গেয়, কায়স্থের উৎপত্তির কথা যাহা তুমি পূর্ব্বে শ্রবণ কর নাই, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং শেষে ধ্বংস করিবেন, সেই অব্যক্ত শান্ত পুরুষ ব্রহ্মা যেরূপে পূর্ব্বে জগৎ সংসার সৃষ্টি করিলেন, তাহা আমি সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ, প্লবঙ্গম ও সরীসৃপ সকল এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহসকল এককালে সৃষ্টি

বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি কায়স্থোৎপত্তিকারণম্।
ন শ্রুতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু।
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পালয়ত্যেব ভূয়ো নিধনায় প্রকল্পতে॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥
মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ॥
দ্বিচতুঃষট্পদাদীংশ্চ প্লবঙ্গমসরীসৃপান্।
এককালেঽসৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা॥
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত।
উবাচ তৎসুতং জ্যেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসম্॥

করিলেন। এইরূপে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা ঋষিসম্ভবহেতু অতি তেজস্বী জ্যেষ্ঠপুত্র কশ্যপকে জগৎ পালন করিতে আদেশ করিলেন।, তাহার পর ব্রহ্মা যাহা করিলেন, তাহার বিষয় শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা একাদশ সহস্র বৎসর নিশ্বাসবায়ুরোধপূর্ব্বক প্রশান্তভাবে সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। তাহার পর সমাহিতমতি ব্রহ্মার শরীর হইতে মহাবাহু, শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চণবর্ণাভ), পদ্মপলাশলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শির, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশানন, এক পুরুষ লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে বহির্গত হইয়া সেই অব্যক্তজন্ম ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হে গাঙ্গেয়, বিচিত্রাঙ্গ, ধ্যানস্তিমিতনেত্র পিতামহ ধ্যান ত্যাগ করিয়া সেই পুরুষোত্তমকে আপাদমস্তক দর্শন করিতে লাগিলেন; তখন সেই

প্রতিবত্নেন ভোঃ পুত্র জগৎ পালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ঋষিসম্ভবহেতুকম্॥
ততস্তু ব্রহ্মণা তেন যৎ কৃতং তন্নিবোধ মে॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
সমাধিস্থোঽভবৎ প্রাণান্ সংযম্য শান্তমানসঃ।
ততঃ সমাহিতমতের্যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গঃ ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ।
অধোঽর্দ্ধন্তন্নিরীক্ষ্যাঽথ পুরুষশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ॥
নামধেয়ং হি মে তাত বক্তুমর্হস্যতঃপরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎ কার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয়॥

পুরুষ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে তাত, আমার নাম ও কর্ত্তব্য কার্য্যাদি নির্দ্দেশ করুন।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্তে সেই স্বশরীরজ অতি সুন্দর পুরুষকে বলিলেন, যেহেতু তুমি আমার কায়ে (অর্থাৎ দেহে) উৎপন্ন হইয়াছ, সেই হেতু তুমি কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে। তুমি পৃথিবীতে চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হইবে। লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ তুমি যমপুরীতে বাস করিবে। হে বৎস, আমার আদেশে তুমি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে। হে বৎস, তুমি পৃথিবীতে প্রভাবশালী প্রজাবর্দ্ধনে নিরত হও। ব্রহ্মা তাহাকে এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পুলস্ত্য বলিলেন, চিত্রগুপ্তের বংশে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদের নাম শ্রবণ কর। শ্রীমদ্র, নাগর, গৌড়, সৌরসেন, শৈবসেন,

ব্রহ্মোবাচ। ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরচিত্তং সমাধায় ধ্যানস্থমতিসুন্দরম্।
মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ॥
তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

পুলস্ত্য উবাচ। চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌড়াঃ শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ॥
অহিফণাঃ সৌরসেনাঃ শৈবসেনাস্তথৈব চ।
বর্ণাবর্ণদ্বয়শ্চৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তম॥

শ্রীবৎস, মাথুর, অহিফণ, বর্ণাবর্ণদ্বয় এবং অম্বষ্ঠাদি জাতিসকল উৎপন্ন হইয়াছে। হে কুরুবংশবর্দ্ধন, তাহাদের কর্ম্মাদি শ্রবণ কর।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারজ্ঞ মহামতি চিত্রগুপ্ত পুত্রদিগকে সর্ব্বসাধন ভূস্থান-নির্ণয় শিক্ষা দিয়া পৃথিবীতলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাহাদের নিম্নলিখিত এই কয়েকটি কর্ত্তব্য কাযা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। যথা, দেবতাদিগের পূজা, পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের ও অতিথি-গণের সেবা, প্রজাদিগের নিকট করগ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের বিচার প্রভৃতি। চিত্রগুপ্ত বলিলেন, হে বৎসগণ, দেবগণ যাহার পূজা করিয়া সিদ্ধি ও স্বর্গাধিকার লাভ করিয়া দিব্যলোকে গিয়াছেন সেই চণ্ডাসুরমর্দ্দিনী শক্তিস্বরূপা চণ্ডিকাকে অর্চ্চনা অবশ্য করিবে। সেই সিদ্ধিদা দেবী স্রক্‌চন্দনাদিদ্বারা পূজা, তিনি প্রসন্না হইয়া তোমাদের পুত্রদা হইবেন।

যে সুরা দ্বিজাতিগণের পান করা অবিধেয়, সেই সুরা অপেয়-স্বরূপে বর্জ্জন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক লোকহিতার্থ পরম যত্নে আমার আদেশ পালন কর, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের হিতার্থে কর্ত্তব্য সাধন কর।

শৃণু তেষাঞ্চ কর্ম্মাণি কুরুবংশবিবর্দ্ধন।
পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ।
ভূস্থানং বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম্।
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্॥
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোকনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ স্বর্গস্য কাম্যয়া॥
যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রমর্দ্দিনী।
তস্যাস্তু পূজনং কার্য্যং সিদ্ধিং প্রাপ্য দিবং গতাঃ॥

চিত্রগুপ্ত পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যমের প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। হে ভীষ্ম, এইরূপে যে কায়স্থেরা সমুৎপন্ন হইলেন এবং যাহাদের বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের পরমাদ্ভুত বিচিত্র আখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্রগুপ্তের অদ্ভুত প্রভাবের বিষয় শ্রবণ কর।

পুলস্ত্য বলিলেন, সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পাপ-কার্য্যে রত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য ছিলেন। তিনি যেরূপে স্বর্গলাভ করিয়া পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর।

স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা ধ্যাতব্যা সুফলাদিভিঃ।
ভবতাং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সা তু চণ্ডিকা।
তথাচোক্তা সুরাপেয়া যা ন পেয়া দ্বিজাতিভিঃ॥
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকদ্বয়হিতায় বৈ॥
অনুশাস্য সুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূব হ॥
স্বয়ং ভীষ্ম সমুৎপন্নাঃ কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যে পৃষ্টাস্তে ময়াখ্যাতা সংবাদং শৃণু তৎপরম্॥
অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতম্।
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ॥
পুলস্ত্য উবাচ। সৌদাসো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
সদা পাপরতঃ সোঽথ ধর্ম্মাধর্ম্মং ন বিন্দতি॥
স যথা স্বর্গমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বপাপো দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ॥

পাপাত্মা, দুরাচার, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিহীন রাজা সৌদাস রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য কিছুই জানিতেন না। "অতিথি সেবা বা জয়কর্ম্মাদি এবং তাহাদের সাধনোপায়, দৈব ও পিতৃকার্য্যাদি কিছুই দ্বিজাতিরা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না, ইহাই আমার আদেশ।" ব্রাহ্মণাদি সকলে রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া স্বদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন করিলেন। হে গাঙ্গেয়, সেই অবধি রাজ্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। লোকে আর কোন প্রকার পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। রাজা ব্রাহ্মণাদির নিকট কর গ্রহণ করিয়া দূষিতকর্ম্মা হইয়া পড়িলেন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্তের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ঐ দিবস রাজা সৌদাস পৃথিবীপর্য্যটনক্রমে যেখানে ধূপ-দীপাদি দ্বারা ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্তের পূজা হইতেছিল, দৈবযোগে সেই

রাজনীতিগতং ধর্ম্মং ন জানাতি কথঞ্চন।
আতিথ্যজয়কর্ম্মাণি তৎতৎসাধনমুত্তমম্।
ন কর্ত্তব্যং দ্বিজৈঃ ক্বাপি ময়াজ্ঞপ্তৈর্মহীতলে।
এবমাজ্ঞপ্তবাঁল্লোকে দৈবপিত্রেয়কর্ম্মণি॥
পরিত্যজ্য স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ।
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্লোকেষু ব্রাহ্মণাদিষু॥
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয় ন যজ্ঞহবনং কচিৎ॥
ন কোঽপি কুরুতে ভীষ্ম পুণ্যং তত্র নিষেবিতম্।
গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং কর্ম্মবিদূষকঃ॥
অহো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কর্ম্ম বিপাকজম্।
কালেনান্যেন গাঙ্গেয় সৌদাসো বিচরন্ মহীম্॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথিঃ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্॥

স্থানে উপস্থিত হইলেন। পূজা দেখিয়া রাজার মনে ভক্তির সঞ্চার হইল। তিনি সেইস্থানে চিত্রগুপ্তের অৰ্চ্চনা করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং তৎপ্রভাবে শেষে স্বর্গে স্থানলাভে অধিকারী হইলেন। চিত্রগুপ্তের প্রভাবে জাত এই বিচিত্র মাহাত্ম্য বলিলাম। হে রাজন্, তোমার আর কি শুনিতে বাসনা আছে, প্রকাশ কর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মুনিকে বলিলেন, মহর্ষে, কি বিধানে এই পূজা করিতে হয়? যে অর্চ্চনার ফলে সৌদাস স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মন্ত্রাদি সমস্ত ব্যক্ত করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধান আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। ঘৃতপক্ক দ্রব্যের নৈবেদ্য ও সাময়িক ফল, গন্ধ, পুষ্প,

মহতীভক্তিভাবেন ধূপদীপাদিভিস্তথা।
দৈবযোগাত্তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীম্॥
শ্রদ্ধাযুক্তশরীরেণ দৃষ্ট্বা চ পূজনং ততঃ।
কৃত্বা সুপূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ॥
গতপাপোঽভবৎ সদ্যঃ সৌদাসোঽসৌ মহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেন গতো লোকং সুরালয়ম্॥
ইদং বিচিত্রমাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজম্।
কথিতং নৃপশার্দ্দূল কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

ভীষ্ম উবাচ। ইত্যাকর্ণ্য ততো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ।
বিধিনা কেন তত্রাপি পূজা কার্য্যা মহামুনে॥
কো মন্ত্রঃ কো বিধিস্তত্র সর্ব্বং তদ্বদ মে প্রভো।
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠ সৌদাসঃ স্বর্গমাপ্তবান্॥

পুলস্ত্য উবাচ। চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥

ধূপ, দীপাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিতে হয়। নূতন কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে পানীয় ও তাহার উপর শর্করাপূর্ণ পাত্র স্থাপিত করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য নিবেদনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে যত্ন সহকারে দান করিতে এবং ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থদিগকে ভোজন করাইতে হয়। চিত্রগুপ্তের প্রণাম মন্ত্র যথা—মসীপাত্র ধারণ পূর্ব্বক তুমি সর্ব্বদা পৃথিবীতে বিচরণ কর। হে চিত্রগুপ্ত, হে লেখনীছেদনী-ধারিন্, তোমাকে নমস্কার করি। হে চিত্রগুপ্ত, হে ধর্ম্মরূপিন্, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি লোকের পালনকর্ত্তা, তুমি আমাকে শান্তি প্রদান কর।

হে রাজেন্দ্র, এই মন্ত্রদ্বারা ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া রাজা সৌদাস অচিরাৎ পাপনির্ম্মুক্ত হইলেন। তিনি কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়া দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণ তাঁহাকে ভয়াবহ যমপুরীতে লইয়া

গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সমাসতঃ।
চিত্রগুপ্তঞ্চ সংপূজ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
নবকুম্ভঃ সমানীয়ং পানীয়পরিপূরিতম্
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ।
পূজান্তে চ প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥
মসীভাজনসংযুক্তঃ সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোহস্তু তে॥
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ॥
অচিরাৎ পাপসংমুক্তো রাজ্যং কৃত্বা মৃতো নৃপঃ।

গেলেন। হে ভারত, তখন ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রাজা সৌদাস দুরাচার এবং সর্ব্বদা পাপকার্য্যে নিরত ছিল। এ কোন্ কোন্ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা জিজ্ঞাসিলে ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত বলিতে লাগিলেন, এই রাজা সৌদাস যে নিতান্ত পাপাচারী তাহা আমি অবগত আছি। হে ধর্ম্মরাজ, আপনার প্রসাদে আমি পৃথিবীতলে পূজনীয় হইয়াছি। আমি আপনার ভক্ত ও প্রিয়। আমি নিবেদন করিতেছি, এই রাজা পাপাচারী ছিল। একদা সে আমার পূজা দেখিয়া ভক্তিভাবে তাহার অনুষ্ঠান করে; সেই হেতু হে দেব, আমি ইহার উপর পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই রাজা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হউক। তখন

নীতোঽসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকম্ ॥
চিত্রগুপ্তস্তদাপৃচ্ছদ্ধর্ম্মরাজোঽপি ভারত ॥
ধর্ম্মরাজ উবাচ। সৌদাসোঽসৌ দুরাচারঃ পাপকর্ম্মসদারতঃ।
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভুবি ॥
পৃষ্টোঽসৌ যমরাজেন ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদঃ।
ধর্ম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥
বিপাকং ধর্ম্মজং জ্ঞাত্বা তৎপ্রহস্যাব্রবীদ্বচঃ ॥
চিত্রগুপ্ত উবাচ। জানেঽহং পাপকর্ম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা।
ত্বৎপ্রসাদাদহং সৌরে পূজ্যোঽস্মি বসুধাতলে ॥
ত্বয়া দত্তং বরং স্থানং ভক্তস্তেঽহং সদা প্রিয়ঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজাঽপাপোঽস্তি মে মতিঃ ॥
পূজাং চকার রাজাসৌ দৃষ্ট্বা পূজাঞ্চ মামকীম্।
অতস্তুষ্টোঽস্মি হে দেব যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ ॥
যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্।
যে চান্যে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে ॥

সৌদাস যমের আদেশে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন। অন্য যে সকল কায়স্থ পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে তাহারাও পাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করিবে। হে ভীষ্ম, সেই হেতু তুমিও তাঁহার পূজা কর।

দত্তাত্রেয় বলিলেন, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম সংযতচিত্তে চিত্রগুপ্তের অর্চ্চনা করিলেন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে যম, চিত্রগুপ্ত ও যমদূতদিগকে পূজা করিতে হয়। এই কারণে ঐ তিথিকে যমদ্বিতীয়া বলে। ঐ দিবস ভগিনীর স্বহস্তপ্রস্তুত অন্ন ভোজন করিলে পুষ্টিবর্দ্ধন এবং যশ, আয়ু ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ঐ দিবস ভগিনীকে নানা দ্রব্য উপহার প্রদান করা বিধেয়।

সেই সময়ে রক্তচন্দনমিশ্রিত বিচিত্র পুষ্প দ্বারা ও চিত্র দ্বারা লেখক চিত্রগুপ্তকে পূজা করিয়া গুড়মিশ্রিত মোদক নৈবেদ্য দান করিতে হয়।

কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয় পূজাং কুরু বিধানতঃ॥
দত্তাত্রেয় উবাচ। মুনের্বচনমাকর্ণ্য ভীষ্মঃ প্রজতমানসঃ।
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ॥
অতো যমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বভূব হ।
তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
দানানি দাপয়েদ্ যস্তু ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ॥
কালে তত্র চ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ॥
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম্॥

ভীষ্মোক্ত চিত্রগুপ্তের প্রার্থনা যথা—হে শ্রীমন্, সৃষ্টি ও প্রলয়ে, কৃতাকৃত ভোগ ও দানে তুমিই লেখক, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি লক্ষ্মীর সহিত সমুদ্রমথনে সমুদ্ভূত হইয়াছিলে; হে মহাবাহো চিত্রগুপ্ত, তুমি অদ্য আমাকে বর দান কর। চিত্রগুপ্ত প্রসন্ন হইয়া ভীষ্মকে এই বর দান করিলেন যে, হে মহাবাহু, আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন মৃত্যু ইচ্ছা করিবে, কেবল সেই সময়েই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। চিত্রগুপ্ত ভীষ্মকে এই বর দান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

হে মহাবুদ্ধিমন্, এইরূপে যে ব্যক্তি চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি ইহকালে বিপুল ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ এবং সর্ব্ব মনোরথ লাভ করিয়া পরকালে অক্ষয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। চিত্রগুপ্তের কায়স্থোৎপত্তি সংজ্ঞক দিব্য কথা যে নরগণ ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবেন, তাহারা দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বব্যাধিবিহীন হইয়া মহর্ষিগণলভ্য বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন।

ভীষ্মোক্তপ্রার্থনা যথা।

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ভোগে দানে কৃতাকৃতে
লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে॥
শ্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো মমাদ্য বরদো ভব॥
চিত্রগুপ্তস্তু সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরং দদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি।
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ॥
অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥

ভবিষ্যপুরাণের সারসংগ্রহ।

চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়া তৎকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে আদিষ্ট হন। শ্রীমদ্র, নাগর, গৌর, শ্রীবৎস, মাথুর, অহিফণ, সৌরসেন, শৈবসেন, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থগণ তাঁহার বংশজ। তাহাদের ক্রিয়া এই যে তাহারা প্রজাগণের নিকট করগ্রহণপূর্ব্বক সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের বিচার করিয়া দ্বিজাতির ন্যায় সুরাসেবনে বিমুখ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালন এবং লোকের উপকারার্থ সতত যত্ন করিবেন। তাহারা প্রথম চারিবর্ণ হইতে পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশবিভাগানুসারে তাহাদের শ্রীমদ্র, নাগর, গৌড়াদি নাম হইয়াছে। কায়স্থসমূহের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত সর্ব্ববর্ণের পূজনীয়। তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্ব পাপধ্বংস ও স্বর্গলাভ হয়। চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তির বিষয় ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মানব দীর্ঘায়ু ও ব্যাধিহীন হয় এবং মহর্ষিগণ তপস্যাবলে যে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব মানবের সেই বিষ্ণুপদ লাভ হয়। ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ একই জাতি। পুরাণে বলা হইয়াছে, সূর্য্যবংশীয় "রাজা সৌদাস চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন। অন্য

ইহৈব বিপুলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথান্।
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি ন সংশয়ঃ॥
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাম্।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ॥
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জিতাঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তকায়স্থোৎপত্তিমাহাত্ম্যকথাসহিতা কার্ত্তিক-শুক্লদ্বিতীয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

যে সকল কায়স্থ তাঁহার অর্চ্চনা করিবে তাঁহারাও পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন। অতএব হে ভীষ্ম, তুমিও তাঁহার অর্চ্চনা কর।" ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের অভিন্নতা সপ্রমাণ হইতেছে।

কায়স্থজাতি শূদ্রের পূজিত।

শূদ্রের বেদ-পাঠাদিতে এবং যজ্ঞ ও হোম-ভাগ-গ্রহণে অধিকার নাই। শূদ্র দূরে থাকুক, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি কয়েক জন দেবতা ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন। পদ্মপুরাণে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী। শূদ্র ব্রাহ্মণের নমস্য ও পূজ্য নহে, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শূদ্রের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতে শাস্ত্রানুসারে নিবারিত হইয়াছে। বিজ্ঞানতন্ত্রে লিখিত আছে, চিত্রগুপ্তের বংশজগণ বেদ অধ্যয়ন করিবে, তাহারা দশবিধ সংস্কারসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপবীতধারী। ব্রাহ্মণগণ চিত্রগুপ্তের অর্চ্চনা ও তদুদ্দেশে আহুতি প্রদান করেন।

তিনি সর্ব্বজাতির নমস্য এবং সর্ব্বপ্রাণীর সদসৎ কর্ম্মের বিচার-কর্ত্তা। তিনি চতুর্দ্দশ যম মধ্যে পরিগণিত। অদ্যাবধি কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর, সর্ব্ব জাতি আপনাপন পিতৃলোকের উদ্ধরণ কামনায় তর্পণ করিয়া থাকেন।(১) এই চিত্রগুপ্ত ও তৎসন্ততি কায়স্থগণের দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন তর্কই চলিতে পারে না।

(১) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
ইতি যমতর্পণম্।

কায়স্থজাতির ক্রিয়া ও ধর্ম্মনির্ণয়।

আচার-নির্ণয় তন্ত্র, পদ্মপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়-বর্ণ, দেবত্বসম্পন্ন, মসীশ এবং রাজন্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ তিন গ্রন্থের মর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তির পর কায়স্থ উপাধি-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হওয়া প্রকাশ আছে। পিতামহ ব্রহ্মা যখন যে জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের ক্রিয়া এবং কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন এবং তাহা ধর্ম্মগ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় হইলেও যখন ভূতপূর্ব্ব আদিজাতি-চতুষ্টয়ের পর উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহাদের ক্রিয়া এবং ধর্ম্মবিধান নিরূপিত না হইলে অনেকে তদ্বিরুদ্ধে নানাবিধ কূট তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন। সত্য বটে, ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে, চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিবেন, ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি ক্ষত্রিয়। কিন্তু যদিও পুত্র স্বীয় পিতৃধর্ম্ম পালন করিতে অধিকারী বলিয়া চিত্রগুপ্তের বংশও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বনে সক্ষম, তথাপি কূটতার্কিকগণ বলিতে পারেন, যে ঐ গ্রন্থানুসারে কেবল তিনিই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন,—তাঁহার বংশজাতগণ যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন করিবে, একথা ঐ পুরাণদ্বয়ে অথবা আচার-নির্ণয় তন্ত্রে বিধি-বদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ঐ জাতি ক্ষত্রিয় হইলেও যখন আদিজাতিসমূহের পরে সৃষ্ট ও স্বতন্ত্রসংজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছে, তখন ঐ আদিজাতি সকলের ন্যায় তাহারা কি প্রণালীতে চলিবে এবং কোন্ জাতির মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এই সকল বিষয় অবশ্যই বিধাতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক ঐরূপ স্বতন্ত্র বিধান সংস্থাপন না হইলে ব্রহ্মকায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না এবং তাহারা উক্ত জাতির নির্দ্ধারিত

ক্রিয়া ও ধর্ম্মগ্রহণ এবং অধিকার করিতে সক্ষম হইতে পারে না। এই কারণ বশতঃ ব্রহ্মকায়স্থদিগের ক্রিয়া ও ধর্ম্ম বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা বিধেয়।

বিজ্ঞানতন্ত্রে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, দশবিধ-সংস্কারসম্পন্ন ও বেদাধ্যায়ী। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা চিত্রগুপ্তকে উৎপন্ন করিয়া বলিলেন, "আমার কায় হইতে তুমি উৎপন্ন হইলে, তোমার নাম চিত্রগুপ্ত, সর্ব্বলোকে তোমাকে কায়স্থ বলিবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কখনও শূদ্র নহে। এজন্য তোমার গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের ব্যবস্থা হইল। প্রথম—গর্ভাধান, দ্বিতীয়—তৃতীয় মাসে পুংসবন, তৃতীয়—অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, চতুর্থ—জাতকর্ম্ম, পঞ্চম—নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠ—নামকরণ, সপ্তম—অন্নপ্রাশন, অষ্টম—চূড়াকরণ, নবম—উপনয়ন, গায়ত্রী

ব্রহ্মোবাচ। নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি।
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ।
গর্ভাধান মৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংক্রিয়া।
মাসাষ্টমে স্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম্ম চ।
দশাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসে চূড়া কার্য্যা যথাকলম্।
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকম্।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা।
কৃত্বা তু মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বিধায় চ।
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ॥
কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্।
ততঃ প্রধানসংস্কারাঃ কার্য্যা এষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

ইতি বিজ্ঞানতন্ত্রম।

দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য বেদাধ্যয়ন, যথাবিধি গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও গায়ত্রী জপ, দশম—মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বিধিপূর্ব্বক করিয়া দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থ হইবে; তোমার বংশের এই ব্যবস্থা জানিবে।" এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এই সকল সংস্কার চিত্রগুপ্তের বংশজাত কায়স্থগণেরপক্ষে ব্যবস্থিত হইতেছে; কিন্তু চিত্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী মসীশদিগের ক্রিয়া এতদ্দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। এইরূপ তর্ক করিবার অগ্রে স্মরণ করা উচিত যে প্রথমতঃ কায়স্থগণের ও সামাদি-বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার ছিল; কিন্তু তাচ্ছিল্য বশতঃ তাহারা তদনুসারে না চলিয়া স্বভাবসিদ্ধ রূপে উপবীত ধারণ এবং বৈদিকাচারে চলিয়া ছিলেন। তৎপরে তাঁহারা বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধতা লাভ করেন। এই সকল কারণে অনায়াসে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, কায়স্থ জাতির ক্রিয়া এবং কর্ম্ম প্রথমতঃ সামাদি বেদ-বিধি অনুসারে ব্যবস্থিত ছিল। পরে অন্য কল্পে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা তাহাদের দশসংস্কার এবং ধর্ম্ম-বিধি নিশ্চয় করিয়া সংস্থাপন করিলেন, এবং তাহা বিজ্ঞানতন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব যে কোন অবস্থা গ্রহণ করা যাউক না কেন, কায়স্থ জাতি দশসংস্কারসম্পন্ন এবং উপবীতধারণ ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী! বিজ্ঞানতন্ত্র মতেও কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক, ব্যক্তিবিশেষ-বাচক নহে।

কায়স্থজাতির পরিচায়ক উপাধি নিরূপণ

আচার-নির্ণয় তন্ত্র, বিজ্ঞানতন্ত্র এবং পদ্মপুরাণে ব্রহ্মকায়স্থগণ দশ সংস্কারসম্পন্ন, ও উপবীত-ধারণে এবং বেদাধ্যয়নে অধিকারী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রে আদি জাতিচতুষ্টয়ের পরিচায়ক ভিন্ন ভিন্ন উপাধি নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের উপাধি

বর্ম্মা, বৈশ্যের উপাধি ধন-বাচক, এবং শূদ্রের উপাধি দাস। (১) ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও যখন ক্ষত্রিয় সৃষ্টি হইবার পরে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সেই কারণে যখন তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তখন ইহাদের উপাধি অবশ্যই স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মকায়স্থদিগের স্বতন্ত্র উপাধি না থাকিলে তাহারা যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা জানা যাইতে পারে না। কারণ আদি-সৃষ্ট জাতিচতুষ্টয়ের পর তাহাদের উৎপত্তি হওয়া প্রকাশ আছে। অতএব কায়স্থগণের উপাধি কি, দেখা আবশ্যক। ব্যোমসংহিতায় লিখিত আছে, কায়স্থের উপাধি বর্ম্মা।* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য এবং শূদ্রের স্ত্রীগণের উপাধি এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে, যথা—ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীর উপাধি দেবী, ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীর উপাধিও দেবী, বৈশ্য এবং শূদ্রের স্ত্রী দাসী উপাধি বাচ্য। ক্ষত্রিয়বর্ণের উপাধি বর্ম্মা বলিয়া তাহাদের স্ত্রীগণ যখন দেবী-উপাধিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মকায়স্থগণ যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোচিত বর্ম্ম-সংজ্ঞাধারী তখন তাহাদের স্ত্রীগণও দেবী-উপাধিবাচ্য।

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ইতি যমবচনাৎ।
ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মাণৌ রায়ো বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়ে।
ধনো বৈশ্যে তথা শূদ্রে দাসশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥
ইতিবৃহদ্ব্রহ্মপুরাণম্।
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
ইতি শাতাতপবচনাৎ।

* ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনম্॥ ব্যোমসংহিতা।
স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে।
দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
ইতি বৃহদ্ব্রহ্মপুরাণম্

ব্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ের একবর্ণতা এবং একজাতিত্ব প্রতিপাদন।

আচার-নির্ণয় তন্ত্র, বিজ্ঞান-তন্ত্র, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও ব্যোম-সংহিতা দ্বারা ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, দশসংস্কার-সম্পন্ন, উপবীত-ধারণে ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী এবং বর্ম্ম-সংজ্ঞক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিলে ধারণা হয়, তাহারা ক্ষত্রিয় হইলেও যেন স্বতন্ত্র সৃষ্টি স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছেন। এজন্য নির্ণয় করা আবশ্যক, যে ক্ষত্রিয়জাতিই কায়স্থসংজ্ঞা ধারণপূর্ব্বক জগতে উৎপন্ন হইয়াছেন কি না এবং ঐ বিভিন্ন-সংজ্ঞা-সম্পন্ন বর্ণদ্বয় এক ক্ষত্রিয়বর্ণ কি না। আপস্তম্ব-শাখায় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে এবং বিচিত্র নাগলোকে অবস্থিতি করিলেন। চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতের অধিপতি হইলেন।* পরাশরীয়-কুলার্ণবগ্রন্থে কায়স্থশব্দের অর্থ এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—ক শব্দে প্রজাপতি (ব্রহ্মা), আয় শব্দে বাহু, এবং স্থ শব্দার্থে জাত ; অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহুজাতই কায়স্থ। † আচারনির্ণয়-তন্ত্র

* বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে॥
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞ শ্চিত্রকূটাচলাধিপঃ।
ইতি আপস্তম্ব-শাখা।

† কঃ প্রজাপতি রাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্র স্থ স্তৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
ইতি পরাশরীয়কুলার্ণবঃ।

বিজ্ঞান-তন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণ এবং পদ্মপুরাণ গ্রন্থে ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। অতএব আপস্তম্ব-শাখার বচন এবং পরাশরীয় কুলার্ণব গ্রন্থোল্লিখিত কায়স্থশব্দের অর্থ ঐ সকল গ্রন্থের সহিত একত্রিত করিয়া বিবেচনা এবং পাঠ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুজাত ক্ষত্রিয়েরই কায়স্থ-সংজ্ঞায় জগতে পুনরুৎপত্তি হওয়া প্রমাণিত হয়; সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থই ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ই ব্রহ্মকায়স্থ; উভয়ে এক বর্ণ ও এক জাতি; কেবল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক সংজ্ঞা ধারণপূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ।

আচার, ক্রিয়া এবং কার্য্য দ্বারাও ব্রহ্মকায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় যে একজাতি, একবর্ণ, ইহা সপ্রমাণ হয়। ক্ষত্রিয়জাতি রাজন্য, পরত্রাণকারী, বেদাধ্যায়ী এবং প্রতিগ্রহবিমুখ।* কায়স্থগণ রাজন্য এবং জপযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকারী।† চিত্রগুপ্তের সন্তান ব্রহ্মকায়স্থগণ শুচি, আস্তিক, বেদাভ্যাসে রত, গুরুপূজাসক্ত, অতিথিসেবা ও যাগাদি কর্ম্মপ্রিয়; ‡ এবং তাহারাও প্রতিগ্রহবিমুখ।

ভবিষ্যপুরাণ মতে ব্রহ্মকায়স্থদিগের বৃত্তি লেখনীবলে রাজ্যশাসন, প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ ও সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা।

---

* ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ।
দানাদানবহির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
ইতি পাদ্মে, স্বর্গখণ্ডে।

† ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনম্॥
ইতি ব্যোমসংহিতা।

‡ শৌচ মাস্তিকামভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনম্।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যা চ ব্রহ্মকায়স্থলক্ষণম্॥ আয়ুর্ব্বেদঃ॥

ক্ষত্রিয়জাতির কার্য্য যুদ্ধ করা। চিত্রগুপ্তও দেবাসুর-যুদ্ধে যমসম, বজ্রদণ্ডধারী ও মহাবল।* অতএব তৎসন্ততিগণেরও যুদ্ধধর্ম্ম আছে। ক্ষত্রিয়গণ বর্ম্ম-উপাধিধারী, ইহা শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, কায়স্থগণও বর্ম্ম-সংজ্ঞাধারী। যখন ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মকায়স্থগণ এক ব্যবসায়ী, এক আচার, ক্রিয়া ও সংস্কার-সম্পন্ন এবং এক উপাধিধারী, যখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ-সংজ্ঞায় উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় যে একজাতি, একবর্ণ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

ক্ষত্রিয়জাতির কায়স্থ-সংজ্ঞায় উৎপত্তি হইবার কারণ।

কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় এক জাতি প্রমাণ হইল; কিন্তু ক্ষত্রিয় যখন রাজন্য হইয়া একবার উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন সেই ক্ষত্রিয় পুনরায় কায়স্থ-সংজ্ঞায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি? পৃথিবীর কর্ম্মবিভাগানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা বিরিঞ্চি রাজকার্য্য নিষ্পাদন হেতু দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। পুনরায় ঐ বর্ণের কায়স্থ-সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র আচার এবং নিয়মাধীন হইয়া সৃষ্ট হইবার কারণ কি?

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মানবগণ ক্রমে সুখাভিলাষী এবং ভোগ-বিলাসী হওয়ায় তাঁহাদের ধারণা এবং স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া উঠিল। সত্যযুগে মানবের নব বুদ্ধি ও অসীম স্মরণশক্তি ছিল। এ নিমিত্ত ঐ

---

* আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ।
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ॥
ইতি দেবীপুরাণম্।

যুগে লেখাপড়ার কোন আবশ্যকতা ছিল না। ত্রেতাযুগে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম-কায়স্থ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ঐ কর্ম্মবিভাগ সম্পূর্ণ করণার্থ কোন বর্ণ ছিল না। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, লেখা পড়ায় কোন্ বর্ণের বিশেষ প্রয়োজন।

রাজকার্য্য পরিচালনায় লেখা পড়া বিশেষ আবশ্যক; এমন কি, লেখা পড়া ব্যতীত রাজকার্য্য কোন মতে চলিতে পারে না। রাজকার্য্যে সময়ে সময়ে কত প্রকার নূতন নূতন বিধি স্থাপন করিতে হয়; নূতন বিধি স্থাপন সময়ে তৎপূর্ব্বকৃত বিধি অচল বলিয়া জারি করিতে হয় ও সংবদ্ধ করিতে হয়। বিধিকর্ত্তৃগণ স্বীয় স্বীয় মনোভাব অক্ষরসংযোগ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে রাজকার্য্য চলে না। প্রজাদের জমি জমাও লিখিত থাকা আবশ্যক। এইরূপে রাজকীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই লেখা পড়ার আবশ্যকতা হয়।

লেখা পড়ার বলেই রাজ্যস্থিত প্রজাগণ সভ্য হইয়া সুখী হয় এবং রাজাও উন্নতি লাভ করেন। ধর্ম্মোপদেশ সকল লিপিবদ্ধ হইলেই রাজা তৎপাঠে ধার্ম্মিক হইয়া সমস্ত প্রজাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে পারেন। রাজার এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের ধার্ম্মিক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং মহাত্মাদিগের নির্দ্দেশিত বিষয়ের অনুগামী হওয়া রাজ্য-শাসন-কারীদিগের নিতান্ত প্রয়োজন। মহাত্মাদিগের মনোভাব অক্ষর-যোজিত না হইলে বোধ হয় কোন ব্যক্তিই মানসিক উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, শিল্পকার্য্য, দণ্ডবিধি, অনুশাসনাদি সমস্ত বিধি অক্ষর-যোজিত হইয়া গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ না হইলে, কখনই মানবগণ সভ্য এবং উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন না। যে সকল মহাত্মাগণ ঐ সকল গ্রন্থোক্ত বিষয় আপন বুদ্ধিপ্রভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহারা অক্ষর-যোজনা বিষয়ে অজ্ঞ হইলে কদাচ মানবসমাজে আপনাদের বুদ্ধির পরিচয় দিতে এবং মানবদিগের উপকার সাধন করিতে

পারিতেন না। অক্ষরযোজনা দ্বারা মহাত্মাদিগের আবিষ্কৃত বিষয় লিপিবদ্ধ না হইলে কোন ব্যক্তি তাহা অনুশীলন করিতে অথবা সহজে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। সভ্যতার মূলই অক্ষরানুশীলন।

অক্ষর-যোজনা দ্বারা মনোভাব স্মরণার্থ সংস্থাপন করাই লিপি কার্য্য—অর্থাৎ লেখা পড়া। যে সঙ্কেত-যোজনা দ্বারা ঘটনা-তত্ত্ব পাত্রে অঙ্কিত করিয়া চির প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাকে অক্ষর অথবা বর্ণ কহে। ঐ অক্ষর ব্যষ্টি কি সমষ্টি ভাবে অর্থবোধক রূপে সংযোজিত করাই লেখা.. এবং আন্তরিক অথবা বাহ্যিক উচ্চারণ দ্বারা তদর্থ গ্রহণ করাই পাঠ অর্থাৎ পড়া। লেখা পড়া হইতে ফল রূপে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে লিপিবৃত্তি বলা যায়। লিপির আধার মন, লেখনী, মসী এবং পাত্র। কর্ম্ম এবং তৎকারণ-নিশ্চয় ঘটনাতত্ত্ব। পৃথিবী, স্বর্গ, এবং জীব সম্বন্ধীয় যে সকল ঘটনা গত হইয়াছে, যে ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে, এবং যাহা ঘটিতে পারে, এবং ঐ সকল ঘটনার কারণ কি, এই সকল তত্ত্ব অবগত হইলে মানসিক বৃত্তির উন্নতি, চরিত্র সংশোধন, হিতাহিত জ্ঞান এবং অন্যান্য প্রকার অদ্ভুত কার্য্য নিষ্পাদন হয়। যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মন, লেখনী, মসী এবং পাত্র সংযোগে ঘটনাতত্ত্ব চিরপ্রত্যক্ষ করিয়া রাখিবার কার্য্য-বিভাগের অধিপতি মসীশ উৎপন্ন হন নাই এবং মানবগণ ঐ কার্য্য অধিকার করিতে পারেন নাই, সে পর্য্যন্ত যে মানবমণ্ডলী অজ্ঞান-তিমিরাবৃত এবং অসভ্যতা-রজ্জুতে পরিবদ্ধ হইয়া কেবল শ্রমের দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় পুরাবৃত্তে বর্ণিত রহিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থমতে "ক" প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা ঐহিক এবং পারমার্থিক সুখানুভব করা যায় তাহাকে বিদ্যা বলে; ঐ বিষয় জ্ঞানের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। জ্ঞান ব্রহ্মের অংশ বলিয়া বর্ণেরও অংশ হইতেছে; সুতরাং

বর্ণের অংশই বিদ্যা। অক্ষরই যে জ্ঞানের আধার তাহা সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অজ্ঞান অথবা মুর্খ ব্যক্তির পরিচয় দিবার সময়ে বঙ্গদেশে অনেকে বলিয়া থাকেন "ক অক্ষর এঁর গোমাংস"। "ক" অক্ষর হিন্দুভাষাসমূহের প্রথম অক্ষর। ঐ প্রবাদের অর্থ এই যে, ইনি এত অজ্ঞান যে, ইহার প্রথম অক্ষরও বোধ নাই। ইংরাজি ভাষায় অক্ষরকে লেটার (letter) বলে। যাহারা মূর্খ এবং অজ্ঞান তাহাদিগকে ইল্লিটারেট (illiterate) অর্থাৎ "অক্ষর-হীন"—অর্থাৎ অজ্ঞান বলে। এই সকল কারণে সপ্রমাণ হয়, অক্ষরই জ্ঞানের আধার, সভ্যতার আধার, বিষয় কার্য্যের আধার, ধর্ম্মের আধার, প্রভৃতি সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক সুখানুভবের আধার। লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রথমতঃ চারি বৃত্তি বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয় উৎপন্ন করিলেও যুগধর্ম্মানুসারে অক্ষরবৃত্তি অর্থাৎ বিদ্যাবৃত্তি বিভাগের অধিপতির অভাব ছিল। রাজকার্য্য পরিচালনাতেই লিপিবৃত্তির বিশেষ আবশ্যক। ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল এবং অস্ত্রবল থাকিলেও অক্ষরযোজনা করাও তাহাদের বিশেষ আবশ্যক, কারণ তাহারা রাজন্য, রাজা, মন্ত্রী, বিচারপতি, যোদ্ধা, শান্তিরক্ষক, এই সমস্তই রাজপদের অঙ্গ। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে এই সকল পদ প্রথমে ক্ষত্রিয়গণের ছিল। ঐ সকল পদ-সংলিপ্ত কার্য্য নিষ্পাদন করণার্থ লিপিবৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন। মসীশ উৎপত্তির পূর্ব্বে মসীবৃত্তির কোন লোক ছিল না; সুতরাং লিপিবৃত্তি প্রকৃতার্থে ক্ষত্রিয়গণেরই বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল।

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশ আছে, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতে দৃঢ় সংকল্প করেন এবং তিনি একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন।

পরশুরাম কর্ত্তৃক ধরামণ্ডল নিঃক্ষত্রিয় হইবে, নিঃক্ষত্রিয় হইলে ধরার শাসন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এই সকল বিষয় ব্রহ্মা অবশ্য অবগত ছিলেন; কারণ তিনি ত্রিকালজ্ঞ এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। পৃথিবীরশাসনকার্য্যে

ক্ষত্রিয় ব্যতীত বৈশ্যের অথবা শূদ্রের অধিকার ছিল না। যদিচ তাঁহার ইচ্ছায় পরশুরাম অবতার হইয়া ধরা নিঃক্ষত্রিয় প্রায় করিবেন, তথাচ একেবারে ক্ষত্রিয়নাশকরণে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, এনিমিত্ত পরশুরামের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করিয়া পৃথিবী শাসনের কার্য্য নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা নির্ব্বাহ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

কর্ম্মবিভাগানুসারে ব্রহ্মা জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে ধর্ম্ম জন্য ব্রাহ্মণ, রাজ্যশাসন নিমিত্ত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্য কারণ বৈশ্য ও সেবার জন্য শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম-বিভাগ সম্পূর্ণ হইলেও কাল সহযোগে লিপিবৃত্তির প্রয়োজন হইল। এইরূপে সময়ে সময়ে মানবগণের অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজন হইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণেরও ব্রহ্মকৃত স্বভাবের নিয়মানুসারে বাহুবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই সকল বিষয় সৃষ্টিকর্ত্তার মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকিবে। তিনি স্থির করিয়া থাকিবেন যে লেখা পড়ার বলেই নানাবিধ বিজ্ঞান এবং কৌশলের উৎপত্তি হইবে, লেখাপড়ার বলেই মনুষ্যগণের সমস্ত অভাব বিদূরিত হইবে, আর নূতন কার্য্য জন্য নূতন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করার আবশ্যক হইবে না। এই জন্যই ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে ব্রহ্মা একাদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে তাঁহার কায় হইতে চিত্রগুপ্ত লেখা পড়ার আধার হস্তে করিয়া বহির্গত হইলেন এবং তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সর্ব্বলোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারক হইলে। এই বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করিলে ঐ সকল প্রতিপাদ্য উদ্ভব হয়, নতুবা ঐ সমাধি সময়ে তাঁহার কায় হইতে লেখা-পড়ার ঈশ্বর কি কারণে উৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা আদেশ করিলেন তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা হইলে।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিষয় যুগলক্ষণ সহ একত্রিত করিয়া বিবেচনা করিলে ইত্যগ্রের লিখিত হেতুবাদে সাধারণতঃ উপলব্ধি হইতে পারে যে ক্ষত্রিয়গণ

ভিন্ন-সংজ্ঞা ধারণ করিয়া পরশুরামের হস্তে সংরক্ষা হইতে পারিবে এবং নিঃক্ষত্রিয় হইলেও ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয় কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে; লিপিবৃত্তির আবশ্যকতা সংপুরণ নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বর্ণকে পুনরায় উৎপত্তি করিবারও প্রয়োজন, লেখা পড়ার সৃষ্টি হইলে আর নূতন কর্ম্ম বিভাগানুসারে নূতন ব্যক্তির সৃষ্টি আবশ্যক হইবে না—এই সকল কারণে পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমতঃ আপন পাদাংশ হইতে মসীশ-সংজ্ঞায় ক্ষত্রিয়বর্ণকে এবং কল্পান্তরে আপন কায় হইতে কায়স্থ-সংজ্ঞায় ক্ষত্রিয়কে পুনরায় উৎপন্ন করিয়াছেন। প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান মসীশের কায়ে ছিল; তৎপরে কল্পান্তরে ঐ মসীশ ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য লোকসমাজে কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ উপাধি কালগতে জাতিগত হওয়ায় ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থজাতিতে স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন এবং আচার অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়ের কায়স্থসংজ্ঞায় জীবিত থাকার প্রমাণ।

ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সংজ্ঞা ধারণ করিয়া পরশুরামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, এই নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণে কায়স্থ (মসীশ) উৎপন্ন হইয়াছে, নির্ণয় হইল। কিন্তু প্রকৃতার্থে কোন ক্ষত্রিয়ের কায়স্থসংজ্ঞা ধারণ করিয়া পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলে ঐ কারণের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে। এজন্য শাস্ত্রদ্বারা তদ্বিষয় প্রমাণ করা উচিত।

স্কন্দপুরাণে ব্যক্ত আছে, ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী বনিতা পরশুরামের ভয়ে স্বগর্ভস্থিত সন্তান রক্ষাকরণজন্য দাল্‌ভ্যমুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুনিবর তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজাশ্রমে রাখিলেন। পরশুরাম এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত

হইলেন। মুনিবর তাঁহার যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে পরশুরাম বলিলেন, চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী আপনার আশ্রমে আছেন, আমি ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমি ঐ গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করিব। মুনিবরের এবং পরশুরামের আদেশে ঐ কায়স্থ শিশু যুদ্ধত্যাগ করিয়া কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। তাহার বংশধরগণ কায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদের দাল্‌ভ্যগোত্র হইতেছে। তাহারা পুণ্যাত্মা ও সাধুস্বভাব।*

* ততো রামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রম মনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘাচমনাদিভিঃ॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজন মাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্॥
যাচয়ামাস রামঞ্চ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥
ভোজনানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি॥
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতুমর্হসি।

রাম উবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥

দাল্‌ভ্য উবাচ।

স্ত্রিয়া গর্ভ মমুং বালং তন্মে ত্বং দাতু মর্হসি।
ততো রামোঽব্রবীদ্ দাল্‌ভ্যং যদর্থ মহমাগতঃ॥

স্মৃতি অনুসারেও কায়স্থ শূদ্র নহে।

তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মকায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, ইহা প্রমাণ হইয়াছে। এক্ষণে স্মৃতির বচন দ্বারা ঐ বিষয় প্রমাণ করা আবশ্যক। যমস্মৃতিতে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থ শূদ্র নহে। যথা—

গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু
স্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ
কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

এই বচনের অর্থ কায়স্থকৌস্তুভ এইরূপ করিয়াছেন যথা—"যেমন গঙ্গাজল জল নহে—ব্রহ্মরূপ, স্বর্ণ ধাতু নহে—নারায়ণস্বরূপ, দর্ভ তৃণ নহে—পবিত্ররূপ, গাভী পশু নহে—দেবীরূপ, তদ্রূপ কায়স্থবর্ণ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়রূপ।"

ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং ত্বত্তঃ যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ সুতাঃ।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভ মুত্তমম্॥
নির্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্।
দাল্‌ভ্যেন চ ততস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥

ইতি স্কন্দপুরাণম্॥

কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতা অর্থ করিয়াছেন, গঙ্গাজল অবশ্য জল, তবে জলের মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত বটে ; কনক অবশ্য ধাতু, তবে ধাতুর মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত বটে ; দর্ভ অবশ্য তৃণ, তবে তৃণের মধ্যে প্রশংসিত বটে, গাভী অবশ্য পশু, তবে পশুর মধ্যে প্রশংসিত বটে, এবং ব্রহ্মকায়োদ্ভব কায়স্থবর্ণ অবশ্য শূদ্র, তবে শূদ্রের মধ্যে প্রশংসিত বটে। এই অর্থ সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি ও ব্যাকরণ বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ মতে অ, মা, ন, না, নিষেধ বাক্য ন শব্দের অর্থ ছয় প্রকার, তন্মধ্যে শব্দানন্তর সহযোগ ভিন্ন যখন অন্যার্থ ঘটে না তখন কেবল ন শব্দার্থে-'না' বুঝাইবে। অতএব ঐ ন শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে গঙ্গা জল নহে, কনক ধাতু নহে, দর্ভ তৃণ নহে, গাভী পশু নহে ও কায়স্থ শূদ্র নহে। দৃষ্টান্তস্থলে কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতা বলেন, "যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন, বলিলে তাঁহাকে দেবতা বুঝায় না, মনুষ্য মধ্যে তাহার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করে, তদ্রূপ গরু পশু নয় এবং কায়স্থ শূদ্র নয়, বলিলে গরু পশুর মধ্যে, কায়স্থ শূদ্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝাইবে।" কিন্তু কোন ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত নাই, রাজা হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন। যদি ধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ লেখা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য হিন্দুমাত্রের বিশ্বাস করিতে হইবে, তিনি মনুষ্য নহেন।

হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঈশ্বরের পার্থিব-দেহধারণপূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার অনেক উল্লেখ আছে ; তাঁহার সেই সকল পার্থিবমূর্ত্তি কি অন্যান্য পার্থিব পদার্থের সমান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ? হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন--কবি ভিন্ন অন্য লোকে ইহা বলিবে না। কিন্তু রামচন্দ্র বা দেবকীতনয় মনুষ্য নহেন—হিন্দু মাত্রেরই মুখে এ কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। লোকে যখন এইরূপ বলে, তখন কি হিন্দু হইয়া ঐ কথার এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, যে "রামচন্দ্র বা কৃষ্ণ অবশ্য মনুষ্য, তবে মনুষ্যমধ্যে প্রশংসিত মাত্র ?"

যাহারা হিন্দুধর্ম্ম, মানে না তাহারা, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, খ্রীষ্টিয়ান, প্রভৃতি বিধর্ম্মী জাতিগণ ঐরূপ বলিলে ধর্ত্তব্য হয় না, কারণ তাহারা গঙ্গাকে পাতকোদ্ধারিণী মাতা বলিয়া বিশ্বাস করে না; কনককে শিবাংশ পবিত্ররূপ বলিয়া মানে না, দর্ভকে যজ্ঞের দেহচ্যুত রোমরাজি ও পিতৃ-তর্পণের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ মনে করিয়া অতি পবিত্র পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করে না।

হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্বেতবর্ণা, চতুর্ভুজা, মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী পূর্ণব্রহ্মরূপিণী, সগরবংশ উদ্ধারের নিমিত্ত জলময়দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং পাতকিগণের কলুষ নাশার্থ অদ্যাপি সেই মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছেন। বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে, স্বর্ণ শিবাত্মক, সর্ব্বলোকের পাবনার্থ ধাতুরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। (১) দর্ভ—অর্থাৎ কুশ দেহ-বিধুননকারী যজ্ঞের শরীর-চ্যুত লোম-রাজি এবং দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মের অসাধারণ উপাদান। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই বর্হিষ্মতী নগরীতে কুশের উদ্ভব হয়। (২)

(১) শম্ভোর্বীর্য্যাৎ পরং তেজো হ্যপত্যং জাতবেদসঃ॥
সহজং কার্ত্তিকেয়স্য রুদ্রশুক্রসমুদ্ভবম্।
পবিত্রং যৎ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ধার্য্যন্তে মুকুটাদিভিঃ॥
অগ্নিস্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতাং সুবর্ণঞ্চ তদাত্মকম্।
ইতি বহ্নিপুরাণম্।

(২) বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥
কুশকাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্।

ব্রহ্মস্বরূপিণী ভগবতী আদ্যাশক্তিই গাভীরূপ ধারণ করতঃ যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদান করণার্থ জগতে বিরাজমান আছেন। গাভীর কুল এবং ব্রাহ্মণের কুল এক, তন্মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।(৩) ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত করা হইয়াছে, কায়স্থই ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় কায়স্থ; নানা কারণে ভিন্ন সম্প্রদায়বৎ হইয়া রহিয়াছেন, এই মাত্র বিশেষ। অতএব অজ্ঞান লোকে গঙ্গাকে জল, স্বর্ণকে ধাতু, দর্ভকে তৃণ, গাভীকে পশু, কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গণ্য না করে, এই নিমিত্ত যমস্মৃতিতে ঐ বচন লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উল্লিখিত বচনের প্রকৃত অর্থ এই যে, হরশিরোবিহারিণী ব্রহ্মস্বরূপা গঙ্গা যেমন জলরূপে আছেন, কিন্তু প্রকৃতার্থে জল নহেন; শিবাত্মক পবিত্ররূপ স্বর্ণ যেমন ধাতুরূপে আছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতু নহেন; যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর অংশীভূত পবিত্র দর্ভ যেমন তৃণরূপে আছেন, কিন্তু বাস্তবিক তৃণ নহেন; ভগবতী আদ্যা শক্তি যেমন প্রকৃত পশুরূপা না হইয়াও গাভীরূপে আছেন, তদ্রূপ ব্রহ্মকায়স্থ উপবীতহীন হইলেও শূদ্র নহেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থই রাজার সমস্ত শাসনপত্রাদি ও আয়-ব্যয়ের লেখক এবং সন্ধি ও যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব স্মৃতিতে কায়স্থের দ্বিজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃতই হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইবে।

(৩) ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতম্।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি।

ইতি স্মৃতিঃ।

কায়স্থনৃপ-নির্ণয়।

ব্যোমসংহিতায় লিখিত আছে—

ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু রাজনম্॥

যখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তখন কায়স্থগণ প্রকৃতার্থে কোন সময়ে ভারতের রাজা হইয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ সংজ্ঞা-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কে কে রাজা হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কায়স্থনৃপ-গ্রন্থের প্রণেতা অনেক পরিশ্রমদ্বারা ঐ বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হইতে কতিপয় কায়স্থ ভূপতির নাম সাধারণের বিদিতার্থ নিম্নে লিখিত হইল।

রাজাদিগের নাম।	রাজত্ব কাল।
ভোজ-গৌড়ীয় বংশ।	
ভোজগৌড়ীয়	৭৫
লাল সেন	৭০
রাজা মাধব	৫৭
সামন্ত ভোজ	৪৮
জয়ন্ত	৬০
পৃথু	৫২
গরার	৪৫
লক্ষ্মণ	৫০
নন্দ ভোজ	৫৩

রাজাদিগের নাম।	রাজত্ব কাল
পাল বংশ।	
ভূপাল	৫৫
ধীর পাল	৯৫
দেব পাল	৮৩
ভূপতি পাল	৭০
ধনপতি পাল	৪৫
বিঘ্ন পাল	৭৫
জয় পাল	৯৮
রাজ পাল	৯৮
ভোগ পাল	৫
জগ পাল	৭৪
	৬৯[illegible]
সেন বংশ।	
বল্লাল সেন	৬০
লক্ষ্মণ সেন	[illegible]
মাধব সেন	১০
কেশব সেন	১৫
সদা সেন	১৮
নবজী	৩
	১৯৩

এতদ্ব্যতীত অনেক স্বাধীন রাজা ছিলেন,—দনুজমর্দ্দনদেব, প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায়, চাঁদরায়, মুকুন্দরাম, সীতারাম, লক্ষ্মণমাণিক্য,

রাজা গণেশ, উজানির রাজা, চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশীয় রাজগণ এবং রাঢ়ীয়, বঙ্গীয় ও গৌড়ীয় অন্যান্য রাজবংশ, ইত্যাদি।

ইহাঁদের মধ্যে অনেকের নাম সাধারণে অবগত আছেন; বাহুল্য বিবেচনায় পুনরুক্তি করা গেল না। কায়স্থ-নৃপ-গ্রন্থে অনেকের নাম এবং ধাম বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। যাঁহারা সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, মাত্র তাঁহাদের নাম ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এখানে প্রকাশ করা গেল।

আবুল ফাজেল কৃত আইন-ই-আক্‌বরীতে ভোজ, শূর, পাল, সেন এই চারিটা বংশই কায়স্থ রাজবংশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থোক্ত ব্রহ্মকায়স্থ জাতির সারসংগ্রহ।

আচার-নির্ণয় তন্ত্র, বিজ্ঞানতন্ত্র, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্যোমসংহিতা, আপস্তম্ব-শাখা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম ও তৎপ্রণোদিত যুক্তির দ্বারা স্থির হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, কার্য্যান্তরে মসীশ-সংজ্ঞায় উৎপন্ন হইয়াছেন। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান তাহার কায়ে বিরাজিত বলিয়া প্রথমতঃ তাহারা কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি কায়স্থগণের মধ্যে যশস্বী, কৃতী ও সর্ব্ববর্ণের পূজনীয়। ব্রহ্মকায়স্থগণ তাঁহার বংশ বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছেন। কায়স্থগণ রাজন্য এবং লিপিকার্য্যের ঈশ্বর; তাহারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পৃথিবীর অধিপতি। বগলামন্ত্রে সিদ্ধ হইতে পারিলে কায়স্থ ব্রহ্মত্ব লাভেও সক্ষম। কায়স্থগণ দশসংস্কারসম্পন্ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম অবলম্বনে অধিকারী। ব্রহ্ম-কায়স্থগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতির নমস্য। কালক্রমে পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়প্রায়

ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থসংজ্ঞা ধারণ করিয়া রক্ষা পান।

তাঁহাদের পুরুষগণ "বর্ম্মা" এবং স্ত্রীগণ "দেবী" উপাধি-সম্পন্ন। ব্রহ্মকায়স্থ কর্ত্তৃক আর্য্যা ছন্দ সংরচিত হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধে নিপুণ, এবং যমসম। ব্রহ্মকায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় এক বর্ণ, ও একক্রিয়াসম্পন্ন। কায়স্থ কখনই শূদ্র নয়, বরং শূদ্রের পূজনীয় এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারা অসংকীর্ণ আর্য্য শ্রেণীর অন্তর্গত। আর্য্যাছন্দ তাহাদের কৃত; সেই কারণে তাহাদের আবাসভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত। কায়স্থ-বীজপুরুষ চিত্রগুপ্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী এবং সর্ব্ববর্ণের নমস্য ও তর্পণীয়।

যবনাধিকারকালে কায়স্থজাতির প্রাধান্য।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রীমদ্র-নাগর-গৌড়াদি ব্রহ্ম কায়স্থের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদিগকে পশ্চিমাঞ্চলে আজি পর্য্যন্ত "লালা" কহে। লালা হিন্দী ভাষার একটী শব্দ। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার মিশ্রণে হিন্দী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষ যবনাধিকারভুক্ত হওয়ায় যবনের ভাষা—অর্থাৎ পারস্য ভাষা এদেশে প্রচলিত হয়। এক্ষণে যেমন ইংরাজী ভাষার অনেক শব্দ ভারতের সমস্ত ভাষায় লব্ধ-প্রবেশ হইতেছে, তদ্রূপ পারস্য ভাষারও বহুতর শব্দ সংস্কৃত ভাষার সহিত সংমিলিত হইয়া হিন্দী নামক একটী স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে মাণিক্য কহে, পারস্য ভাষায় তাহার নাম লাল। মাণিক্য সর্ব্বরত্নাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মকায়স্থগণ ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্ববর্ণাপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যবন সম্রাটগণ তাহাদিগকে সর্ব্বজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় লালা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অদ্যাবধি ঐ উপাধি চলিয়া আসিতেছে। "লালা" শ্রেষ্ঠার্থ বোধক শব্দ, এজন্য এক্ষণেও হিন্দুস্থানিরা কায়স্থকে লালা বলে।

মুসলমানদের লিখিত পারস্য ভাষার গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গালার প্রায় সমুদয় প্রভাবশালী জমিদারই কায়স্থ ছিলেন। কালপ্রভাবে কায়স্থের সেই বিভব অন্তর্হিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশ-নির্ণয়।

বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার অগ্রে বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন অবস্থা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ ঐ অবস্থার উপর এই সকল কায়স্থদিগের অবনতিদশা প্রাপ্ত হইবার অনেক প্রমাণ নিভর করিতেছে। অতএব প্রথমতঃ ইহাই দেখা আবশ্যক, প্রাচীন কালে কোন্ ভূভাগ বঙ্গদেশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল এবং কি গতিকে এই ভূভাগের নাম বঙ্গ হইয়াছে।

মহাভারতে লিখিত আছে, দীর্ঘতমা নামক একজন জন্মান্ধ ঋষি কোন কারণ বশতঃ তাঁহার বনিতা প্রদ্বেষীর আদেশে গৌতম প্রভৃতি তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন। এইরূপে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া ঋষিবর ভাসিতে ভাসিতে বলিরাজার রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলিরাজা তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া আসিলেন, এবং আপন ধাত্রী শূদ্রাণীর গর্ভে ঐ ঋষি দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইলেন। এইরূপে ধাত্রীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামা পঞ্চ পুত্র হইল। ঐ সকল ব্যক্তি যে যে স্থান অধিকার করিলেন, সেই সেই স্থান তাঁহাদিগের নামানুসারে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইল। (১)

স্মার্ত্ত বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্ণগ্রামাদি দেশই বঙ্গদেশ (২)। ব্রহ্মপুত্রের আর একটি নাম লোহিত। বঙ্গদর্শন বলেন, "গঙ্গা এবং

(১) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত দেখ।

(২) লোহিতাৎ পূর্ব্বতো বঙ্গঃ।

বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদৌ।

পদ্মানদী বেষ্টিত গাঙ্গ্যভূমিই বঙ্গ (৩)। ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদ-সংবাদের আদ্যস্তোত্রে ব্যক্ত আছে, যে কালীঘাট বঙ্গদেশের অন্তর্গত (৪)। মহাভারতের মতে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুক বঙ্গদেশের অন্তর্গত (৫)"। যাহা হউক, মহারাজ বল্লালসেন আপন রাজ্যের যে ভাগ রাঢ়, বঙ্গ এবং বাগাড়ি এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের সমষ্টিই বঙ্গাধিকৃত বঙ্গরাষ্ট্র। কারণ, কালীঘাট এক্ষণকার প্রেসিডেন্সি বিভাগ অর্থাৎ বাগাড়ি খণ্ডের মধ্যে; তমলুক রাঢ়খণ্ডের অন্তর্গত।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বঙ্গদেশ কিরূপ স্থান।

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ অতি অপবিত্র; তীর্থ-দর্শন-কামনা ব্যতীত এই সকল দেশে আগমন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে আর্য্যদিগকে পুনঃসংস্কার অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। তাহা না হইলে তাহারা পবিত্র হইতে পারিতেন না (৬)। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবহেতু এই সকল দেশের নিন্দাবাচক এই শ্লোক রচিত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রের বিধান মতে মৎস্য ভক্ষণ করা অতি অপবিত্র কার্য্য; এমন কি, পশ্চিমাঞ্চলের অনেক অস্পৃশ্য হীন জাতিরাও মৎস্যাশী নহে (৭)।

---

(৩) বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ সাল, ভাদ্র মাস, ৫ম খণ্ড।

(৪) কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।

(৫) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, দিগ্বিজয় পর্ব্ব, ১৪৪ পৃঃ।

(৬) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥

(৭) মৎস্যাশী সর্ব্বমাংসাশী তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।
স্মার্ত্তধৃতস্মৃতিঃ।

উষ্ণা তণ্ডুল আর্য্যজাতির আহারীয় দ্রব্য নহে। পশ্চিমাঞ্চলে ভদ্র জাতীয় ব্যক্তিগণ ঐ দ্রব্য আদৌ স্পর্শ করে না।

বঙ্গদেশে মৎস্য এবং সিদ্ধ তণ্ডুল ব্যবহার হইতেছে। প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানের ব্যক্তিগণ যে মৎস্যাশী তাহা শাস্ত্রেও ব্যক্ত আছে (১)। বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিদিগের উষ্ণাতণ্ডুল এবং মৎস্যভক্ষণ ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়, এ স্থান বিশেষ পবিত্র নহে।

বঙ্গদেশের আদিমবাসী নির্ণয়।

যে স্থান বঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থানের আদিনাম কি, তাহা ধর্ম্ম গ্রন্থে কোন স্থানে বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতেও তাহা প্রকাশ নাই। আর্য্যজাতি যে সকল স্থানে বাস করিয়াছেন, তাহা পবিত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রথম হইতে যাহারা ক্রিয়াবান্, কীর্ত্তিমান্, যশস্বী, দাতা, বীর্য্যবান্ এবং বিদ্বান্ তাহারাই আর্য্য বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) এবং বৈশ্য এই সকল জাতি আর্য্য। এই সকল জাতীয় ব্যক্তিগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়াছেন, সেই সকল স্থান সর্ব্ব-বিখ্যাত এবং পরিচিত হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশ অপবিত্র স্থান, যখন বঙ্গদেশের আহারীয় দ্রব্য আর্য্যদিগের ব্যবহার্য্য নহে, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হয়, বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসিগণ আর্য্যসন্তান নহে।

সর্ব্ববীর্য্যহরা মৎস্যাঃ বোদালাশ্চ বিশেষতঃ।

স্মার্ত্তধৃতস্মৃতিঃ।

বোদালাঃ—বোয়াল মাছ।

(১) দক্ষিণে চর্ম্মপানীয়ং বঙ্গে চ মৎস্যভোজনম্।

উৎকলে দেবরো ভর্ত্তোত্তরে মহিষভক্ষণম্॥

বঙ্গদেশ যে আর্য্যদিগের বাসভূমি ছিল না, তাহা এই অবস্থার দ্বারাও প্রমাণ হয়। বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের অন্তর্গত হইলেও বঙ্গবাসীরা হিন্দুস্থানী বলা যাইতে পারে না। হিন্দুস্থানী বলিলেই আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীকে বুঝাইয়া থাকে, বাঙ্গালিকে বুঝায় না। ঐ পশ্চিমদেশবাসীরাই হিন্দুস্থানী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। নিরপেক্ষ ভাবে এই বিষয়ের বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, বঙ্গদেশ প্রথমে আর্য্যদিগের বাসভূমি ছিল না।

বঙ্গদেশ আদিশূদ্র অথবা বর্ণসঙ্করদিগের ও সৎশূদ্রদিগেরও বাসোপযোগী স্থান নহে। এই সকল জাতিরা আর্য্যদিগের জলাচরণীয় এবং সেবায় নিরত। পতিত-স্থানবাসীরা অবশ্যই পতিত বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ সকল জাতি বর্ণসঙ্কর হইলেও পতিত নহে। তাহারা পতিত হইলে কখন আর্য্যদিগের জলাচরণীয় হইতে পারিত না। এই সকল কারণে প্রতীত হয়, ঐ কয়েক জাতিও বঙ্গদেশের আদিমবাসী নহে।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব বিরচিত ভারত-ইতিহাসে ব্যক্ত আছে, কোল, গেঁট প্রভৃতি অসভ্য বন্য জাতিগণ ভারতের আদিবাসী। আর্য্যগণ সিন্ধু নদের পশ্চিম কোন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া তাহাদিগকে সমরে পরাজয় পূর্ব্বক ভারতবর্ষ অধিকার করেন এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদের অভিমত আয্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি রাষ্ট্র স্থাপনপূর্ব্বক ভারতবর্ষ নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থসমূহও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের উল্লিখিত মতের প্রতি-পোষক। ভারতবর্ষে অসুর, দৈত্য এবং কোল প্রভৃতি জাতি সমূহের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আদ্যাশক্তি কালী তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। বিজ্ঞতম এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কোল প্রভৃতি জাতিকেই দৈত্য, অসুর এবং রাক্ষস বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই সকল কারণে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ঐ সমস্ত অসভ্য জাতিরা ভারতবর্ষের আদিবাসী ছিল।

বঙ্গদেশ ভারতের অন্তর্গত; সুতরাং এই দেশের আদি অধিবাসীও ঐ সকল জাতি, এবং কোল জাতি অনাচরণীয় জাতি। (১)

অনেকে মনে করিতে পারেন, সিন্ধু নদের পরপার হইতে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়া যখন ভারতবাসী হইয়াছেন, তখন বঙ্গদেশের আদিবাসী কোল্ লেট প্রভৃতি পতিত জাতি হইলেও আর্য্যগণ এস্থান অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়াছেন সেই সকল স্থানের আচার ব্যবহার ও খাদ্যাখাদ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং ঐ সকল স্থান পতিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত বচন দ্বারা বঙ্গদেশ পতিত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা আর্য্যদিগের সংরচিত। অতএব বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে যে আর্য্যগণ কখন ঐ দেশে বাস করেন নাই, এবং ঐ স্থান যে তাহাদের বাসযোগ্য স্থান বলিয়াও গণ্য হয় নাই তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। যখন অবস্থা, এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে যে বঙ্গদেশ প্রাচীন আর্য্যদিগের বাসস্থান নহে, তখন হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ মতে যে সকল জাতি অনাচরণীয় এবং অন্ত্যজ তাহারাই বোধ হয় বঙ্গদেশের আদিবাসী।

বঙ্গদেশের আদিবাসী আর্য্যজাতি নহে; বঙ্গদর্শনও ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'বঙ্গে উন্নতি'—এই বিষয় সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থ যতদূর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়ের সহিত যদিও একমত হওয়া যায়

(১) বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ।
তীবরস্য তু বীর্য্যেণ তৈলকারস্য যোষিতি।
বভূব পতিতো দস্যু র্লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস যন্নরান্।
মাল্লং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্॥
ইতি মানবে।

না, তথাপি যে সকল বিষয় শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত তাহা অবশ্য গ্রাহ্য। বঙ্গদেশের আদিম বিবরণ ও অধিবাসি-নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল অবস্থার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে যে গুলি সঙ্গত বোধ হয়, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কিনা জানি না। তখন হয়ত ভগবতী ভাগীরথী এতদূর না আসিয়াই কল্লোলিনী বল্লভের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন; বঙ্গ তখন সাগরগর্ভে, কি জঙ্গলময় চরভূমি মাত্র ছিল (১)। ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় নাম গন্ধ পাওয়া যাইত না। আদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মনুর সময়েও বঙ্গ অনার্য্য-প্রদেশ। তখন আদিম শূদ্র ও চণ্ডাল আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। * * * সুতরাং বঙ্গ তৎকালে বিজেতা তেজস্বী প্রভুপদাভিষিক্ত আর্য্যজাতির অলোভনীয় ছিল। মগধ রাজ্যের প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আর্য্য-সমাগম। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আর্য্যধ্বজা উড়িতেছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের এই দিকে প্রথম আর্য্য-নিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে। এই

(১) "পুরাণে আছে, মন্দর ভূধরকে মন্থন দণ্ড করিয়া দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। পরে চক্রপাণির চক্রে অসুরেরা অমৃত ভোজনে বঞ্চিত ও অদিতিসুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মন্দর গিরি রাজমহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিরিসঙ্কটের একটি শিখর। অতএব বোধ হয়, ঐ শৈলরাজের পদতলে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গ-রঙ্গে খেলা করিত। উহার এক পার্শ্বে আর্য্য দেবগণ, অপর পার্শ্বে অনার্য্য অসুরগণ, অবস্থিতি করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে সাগরোদ্ভূত দেশ সমুদয় দেবতাদিগের অধীন হইয়াছিল।"

খানে কোন কোন মতে মৎস্যদেশ, এক্ষণে দিনাজপুর। ইহার পূর্ব্বে রঙ্গপুরের সান্নিধ্য মহাস্থানে বাণরাজার বাস * * *। মৎস্যের দক্ষিণ ভাগীরথী-কূলে গৌড়। তৎকালে বর্ত্তমান বঙ্গের এই ভাগ বঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয় নাই।"

"ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থানের কিছু উত্তরে লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থান। * * *। ইহার পূর্ব্বে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া গণিত। * * * ত্রিপুর প্রদেশ পৌরাণিক মতে দৈত্যদেশ, অতএব আর্য্য-ভূমি নহে। আর্য্যভারতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, বঙ্গদেশ আধুনিক; * * * এজন্য বিবেচনা হয়, বঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যের বাসস্থান হয় নাই।"

'এক্ষণে দেখা গেল, যে বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও প্রাচীন বঙ্গ এক নহে। প্রকৃত বঙ্গ বাঙ্গলার সামান্য অংশ মাত্র এবং উহাও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ভিন্নদেশাগত আর্য্য সন্তান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। * * * আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গালিরা প্রাচীন বঙ্গবাসীর সন্তান নহেন। কান্যকুব্জের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌর্য্যাদি অপরিচিত ছিল না।"

"উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশে সর্ব্বশেষে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত করিতেছিলেন। ইহারাই নীচ জাতি অথবা অন্ত্যজ; যথা বাগ্দী ডুলিয়া প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাদের সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল।" (১)

হিন্দুশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে, দুষ্টা স্ত্রী সংযোগে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হইয়াছে (২)। হিন্দুধর্ম্মানুসারে জারজদোষ হেতু পতিত, চৌর্য্যাপরাধে পতিত,

(১) বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ সাল, ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২২৫—২৩০

(২) অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥

আর্য্য ও অনার্য্যের সহযোগে উৎপত্তি হেতুও ব্রহ্মশাপে পতিত, এক কথায় পাপসংস্পৃষ্ট হইলেই পতিত হইতে হইবে। সঙ্করদোষ হেতু অনার্য্য হইতে হইবে। বঙ্গদেশ যেরূপ স্থান, তাহাতে এস্থানে তীর্থ যাত্রা কামনায় না আসিলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক; এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলে সহজেই সিদ্ধান্ত হইবে যে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি হিন্দুশাস্ত্রমতে সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত না হইয়া তদপেক্ষা নীচ শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারাই বঙ্গরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসী।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি অন্ত্যজ ও অপসদ অর্থাৎ নীচরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ পশ্চাল্লিখিত হইল। বোধ হয়, ঐ সকল জাতিরাই বঙ্গদেশের আদিবাসী। উহাদের মধ্যে অনেক জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অতি বিরল। বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণের যোগে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে। এই অম্বষ্ঠ বৈদ্য (১)। এই জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অতি বিরল।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ॥

ইতি ভগবদ্গীতায়াম্। ১ অঃ।

(১) .....অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ॥
সূত্রধার শ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকার স্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদ্ জাত্যা তু বর্ণসঙ্করাঃ॥

ঐ দেশে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় একজাতি লোক আছে, তাহারা কায়স্থ। সূত্রধার অর্থাৎ ছুতর, চিত্রকর অর্থাৎ পোটা, স্বর্ণকার অর্থাৎ সেকরা—এই বর্ণসঙ্কর জাতিগুলি ব্রহ্মশাপে একেবারে পতিত। স্বর্ণকার স্বর্ণচুরি করায়, সূত্রধর যজ্ঞকাষ্ঠ না দেওয়ায়, চিত্রকর ব্যতিক্রমহেতু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। বণিকজাতিসমূহ বর্ণসঙ্কর, তন্মধ্যে স্বর্ণকার-সংসর্গে স্বর্ণ-চুরি দোষে এক বণিক ব্রহ্মশাপে পতিত। (১) সুবর্ণবণিক জাতির সংখ্যা বঙ্গে যথেষ্ট; কিন্তু পশ্চিম দেশে অতি বিরল। কুম্ভকারের ঔরসে রাজপুত্রের স্ত্রীর গর্ভে সদ্য সন্তান উৎপন্ন হয়, ঐ সন্তান তৈলকার অর্থাৎ কলু। (২)। তীবর অর্থাৎ তেওর। তেওরের ঔরসে কলুর গর্ভে দস্যু লেটের উৎপত্তি হইয়াছে। লেটের ঔরসে তিওরের গর্ভে মাল্ল, মল্ল, ভড়, কোল ও কন্দরের উদ্ভব। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে পতিত চণ্ডালের উৎপত্তি হইয়াছে। তিওর ও চণ্ডালে চর্ম্মকার অর্থাৎ মুচি উৎপন্ন হইয়াছে। চণ্ডাল হইতে মাংসচ্ছেদীর উদ্ভব, এবং তাহা হইতে কোচের উৎপত্তি হইয়াছে। কোচ ও কৈবর্ত্তের সহযোগে কাওার জাতির জন্ম। চণ্ডাল-কন্যার গর্ভে এবং লেটের ঔরসে হাড়ি ও শুঁড়ির উৎপত্তি। এই হাড়িই ডোম বলিয়া বিখ্যাত। লেট ও তিওরের সংযোগে গঙ্গাপুত্র অর্থাৎ মুদ্দফরাস জন্মিয়াছে। গঙ্গাপুত্র এবং বেশধারিযোগে যুঙ্গীর উৎপত্তি হইয়াছে। বৈশ্য এবং তীবরকন্যার যোগে শুণ্ডী অর্থাৎ শুঁড়ি হইয়াছে। শুঁড়ির কন্যা এবং বৈশ্যপুরুষের সংযোগে পৌণ্ড্র উৎপন্ন হইয়াছে। রাজপুত এবং করণ যোগে আগুরি হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যানীর গর্ভে কৈবর্ত্ত জন্মিয়াছে; কলিতে

(১) কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ

(২) কুম্ভকারস্য বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্য যোষিতি।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটিলঃ পতিতো ভুবি।

তীবরসংসর্গদোষহেতু ধীবর হইয়া পতিত হইয়াছে। তিওর এবং ধীবর যোগে ধোবা হইয়াছে। ধোবা এবং তিওরের যোগে কোদালি অর্থাৎ ভূইমালির উদ্ভব। নাপিত ও গোপকন্যা সহযোগে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধ হইয়াছে। তিওরের ঔরসে শুঁড়ির কন্যার গর্ভে সপ্তপুত্র হয়, তাহারা কলিতে হাড়ির সংসর্গ করিয়া দস্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ঋষির ঔরসে পতিত কুদরের উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যানীর গর্ভে পতিত বাগতীত অর্থাৎ বাগদির উৎপত্তি হইয়াছে। ম্লেচ্ছ এবং কুবিন্দ যোগে জোলা, এবং জোলা ও কুবিন্দতে শরাক উৎপন্ন হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের বীর্য্যে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যের উদ্ভব। অম্বষ্ঠ, উগ্রক্ষত্রিয়, পারশব প্রভৃতি জাতি বর্ণসঙ্কর। (১)

(১) লেট স্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষণ্নরান্।
মাল্লং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোহশুচিঃ॥
তীবরেণৈব চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূব হ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চাণ্ডালাৎ মাংসচ্ছেদো বভূব হ॥
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কোচাৎস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কাণ্ডারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ হড্ডিকঃ শৌণ্ডিকস্তথা॥
ক্রমেণ হড্ডিকন্যায়াং সদ্যশ্চাণ্ডালবীর্য্যতঃ।
বভূবুঃ পঞ্চপুত্রাশ্চ ভ্রষ্টা বনচরাশ্চ তে॥
লেটাত্তীবরকন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

বঙ্গদেশের প্রাচীন নৃপজাতি-নির্ণয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসী অনার্য্যেরা অন্ত্যজ, বর্ণসঙ্কর, শূদ্র-শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহা নির্ণয় করা হইয়াছে। যিনি অধিপতি হইয়া এইরূপ স্থানে বাস করিবেন, তিনিও যে হীন ও আচারহীন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তথাপি একজন পবিত্র-জাতীয় হইয়াও অপবিত্র নানা দেশের অধীশ্বর হইতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। কিন্তু কোন আর্য্য অপবিত্রদেশে রাজা হইলে, সেই দেশকে আর্য্যশিক্ষা ও সদাচারদ্বারা এবং আর্য্যগণের বসতিদ্বারা পবিত্র করিতে নিশ্চয়ই তিনি চেষ্টা করিবেন। এজন্য আদিশূর রাজা হইয়াই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়ন করেন।

গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারা চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥
বৈশ্যাত্তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূব হ।
শুণ্ডীযোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ধীবরশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজক্যাং তীবরাচ্চাপি কোদালী চ বভূব হ॥
নাপিতাদ্গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ॥
তীবরাৎ শুণ্ডীকন্যায়াং বভূব সপ্তপুত্রকঃ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্‌বভূবুর্দস্যবঃ সদা॥

বঙ্গদেশ যাহার নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বঙ্গের পর হইতে আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত এদেশের রাজা যে কে ছিল, তাহার নিদর্শন কোন স্থানে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের প্রথম পরিচিত এবং বিখ্যাত রাজাই আদিশূর। তিনি কাহার পুত্র, তাহাও জানা যায় না। তৎপরে তাঁহার বংশজাত জয়ধর পর্য্যন্ত কয়েকজন রাজা হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন এই আদিশূর বৈদ্য ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে যিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, তাহাকে বৈদ্য বলিয়া সকলে সম্বোধন করিয়া থাকে। যে কোন জাতি হউক, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হইলেই বৈদ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।(১) বৈদ্য শব্দ উপাধিবোধক হইলেও বঙ্গদেশে স্বতন্ত্র সমাজ ভুক্ত এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাহারা সাধারণতঃ বৈদ্যজাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহাদের অধিকাংশই চিকিৎসাব্যবসায়ী; হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ম্মবাধ্য উপাধিবাচ্যশব্দ দ্বারা জাতিত্বসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন; এজন্য বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ প্রথমে স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন না, চিকিৎসা

ব্রাহ্মণ্যাং মৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কুদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং মৃতোঃ প্রথমবাসরে।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যু র্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ।
চকার বাগতীতঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বারিতস্তয়া॥
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্ব্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ঃ।

(১) ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
তেন বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥

আয়ুর্ব্বেদঃ।

ব্যবসায় হেতু তাঁহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ উপাধিতে জাতিত্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বৈদ্যজাতীয় বলিয়া স্বতন্ত্রজাতিরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

লোকে বলে, "অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্যঃ।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, "অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ" অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, (১) দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার কোন ব্রাহ্মণপত্নীর প্রতি বল প্রকাশ করেন, তাহাতে সদ্যঃ সন্তান জন্মে। ব্রাহ্মণী ঐ পুত্র লইয়া নিজালয়ে গমন পূর্ব্বক স্বামীর নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত এবং স্বীয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্রসহ ঐ পত্নীকে বর্জ্জন করিলেন। ঐ পুত্র চিকিৎসা শাস্ত্র যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ শিল্প এবং শস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গণক হইল। এই পুত্র বৈদ্য হইল।

শৌনক উবাচ।
কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যান্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥
সৌতিরুবাচ।
গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং কুরুনন্দন।
দদর্শ কামুকীং কান্তাং পুষ্পোদ্যানে মনোহরে॥
তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান্ সুরঃ।
অতীবসুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যস্মাদ্দেবাদিসঙ্কটম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ২৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে,* দেবতা এবং ব্রাহ্মণদিগের ধন অপহরণ পাপে মানব নরকে ধূমান্ধকার কূপ প্রভৃতিতে পতিত হইয়া চারি যুগ পর্য্যন্ত থাকে—পরে শতবার মূষিক হইয়া ভারতে জন্মে; পরে নানাপ্রকার পক্ষী, কৃমি, এবং বৃক্ষ হইয়া জন্মে—তৎপরে মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া ভার্য্যাহীন ও বংশহীন হইয়া ব্যাধিরূপ জন্মে—স্বর্ণকার এবং সুবর্ণ-বণিক-কূলে জন্ম গ্রহণ করে—পরি-

---

বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীং।
সবিদ্বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা॥
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানাশিল্পঞ্চ শস্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ॥
বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাদ্ বেদনাচ্চ নিরন্তরং;
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ঃ।

* নরকভোগান্তে বৈদ্যজন্ম যথা।

যঃ করোত্যপহারঞ্চ দেবব্রাহ্মণয়োর্ধনম্।
পাতয়িত্বা স্বপুরুষান্ দশপর্ব্বান্ দশাপরান্॥
স্বয়ং যাতি চ ধূমান্ধং ধূমধ্বান্তসমন্বিতম্।
ধূমক্লিষ্টো ধূমভোগী বসেত্তত্র চতুর্যুগম্॥
ততো মূষিকজাতিশ্চ শতজন্মানি ভারতে।
ততো নানাবিধাঃ পক্ষিজাতয়ঃ কৃমিজাতয়ঃ॥
ততো নানাবিধাঃ বৃক্ষজাতয়শ্চ ততো নরঃ।
ভার্য্যাহীনো বংশহীনঃ শবরো ব্যাধিসংযুতঃ॥
ততো ভবেৎ স্বর্ণকারঃ স সুবর্ণবণিক্ ততঃ।
ততো যবনসেবী চ ব্রাহ্মণো গণকস্ততঃ।
বিপ্রদৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ॥

শেষে অস্পৃশ্য দৈবজ্ঞ জাতির উপজীবিকা গ্রহণপূর্ব্বক বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হয়—পরে লাক্ষালোহাদির ব্যবসায় এবং রসাদি বিক্রয় করে—অবশেষে সর্পকৌতুকী হইয়া নাগবেষ্টিত হয় এবং সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত গণক ও বৈদ্য হয়—পরিশেষে গোপ, কর্ম্মকার, রঙ্গকার হইয়া, শুচি হয়।

যিনি বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়া আর্য্যশিক্ষা ও সভ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি কদাচ এইরূপ হীন বর্ণসঙ্কর ছিলেন না। কুলগ্রন্থ মতে তিনি ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন, আইন-ই-আকবরিতে তদ্‌বংশ কায়স্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আর্য্য ও অনার্য্যাদি শূদ্র ও বর্ণসঙ্করশূদ্রজাতির মধ্যে সৎ শূদ্র, হীনশূদ্র এবং পতিত শূদ্র জাতিসমূহ শ্রেণীবদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জাতি সকল শ্রেণীবদ্ধকরণ সময়ে প্রথমে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়ে ক্ষত্রিয়, তৃতীয়ে বৈশ্য, চতুর্থে শূদ্র, পঞ্চমে বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে সৎ-শূদ্র গোপ প্রভৃতি জাতিগণ; পরে শূদ্র জাতীয় করণ এবং তৎপরে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য জাতি শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।* এইরূপে বর্ণনা দ্বারা মনে হয়, গোপ, নাপিত, ময়রা, তাম্বুলি, মূলব, পর্ণকার প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা বৈদ্য জাতি শ্রেষ্ঠ নহে। এই বৈদ্য জাতির মৃতাশৌচ

অপিচ।

লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ।
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্ব্বেষ্টিত এব চ॥
বসেৎ স লোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ।
ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু॥
গোপশ্চ কর্ম্মকারশ্চ রঙ্গকার স্ততঃ শুচিঃ।

* বভূব ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।

এবং জাতাশৌচ ত্রিশ দিবসেই প্রচলিত আছে। পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে বৈদ্যজাতি শূদ্রের মধ্যে গণ্য। যাহা হউক, বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতি বর্ণসঙ্কর।(১)

কায়স্থগণের মধ্যে অম্বষ্ঠ-পদবী-ধারী কায়স্থ আছে। দেশ বিভাগানুসারে ঐ আখ্যা প্রচলিত হইয়াছে। এই কারণ বশতঃ আদিশূরকে অনেকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া থাকেন। শূরবংশের পূর্ব্বে কায়স্থ রাজা ভোজগৌড়ীয় এবং তৎপূর্ব্বে ভগদত্ত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বঙ্গদেশই শাসন করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

আদিকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণজাতির অস্তিত্বাভাবনির্ণয়।

আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী আপামর সাধারণ সকলেই তাহা অবগত আছেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণদিগেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতিতে ক্রিয়াবান

তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ॥
গোপনাপিতলীলাশ্চ তথা মোদকমূলবৌ।
তাম্বুলিপর্ণকারৌ চ তথা বাণিজজাতয়ঃ॥
শূদ্রা বিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ॥
ইত্যাদি।

(১) জাতিমিত্রনামক গ্রন্থ মনু প্রভৃতি গ্রন্থের বচন রূপান্তরিত করিয়াই এই অম্বষ্ঠকে দ্বিজাতি বলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে জাতিমিত্রের ভ্রম প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল।

হওয়া ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য। ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে অজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ্য থাকে না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ থাকিলে আদিশূর অন্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের উপায় অবলম্বন করিতেন না। বঙ্গদেশ আর্য্যজাতির বাসোপযোগী স্থান নহে এবং এখানে আদিকালে আর্য্যজাতির বাস ছিল না, ইহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ আর্য্য-শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র। আর্য্য জাতি প্রাণাত্যয়েও ধর্ম্মবিধান উল্লঙ্ঘন করেন না। তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হইত। এতদ্বিষয়ক যে সকল বচন ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণের রচিত। ব্রাহ্মণ জাতি এ দেশের অধিবাসী হইলে কদাচ ঐ শাসনবিধি সংস্থাপিত হইত না।

বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী অসভ্য, অনাচরণীয় জাতি; সুতরাং প্রথমে তাহারা হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। বঙ্গদেশে যে আদৌ হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না, তাহা ধর্ম্মগ্রন্থ-বচনের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। কলিযুগে হিন্দুদিগের দীক্ষা-সংস্কারই সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধনের অগ্রগণ্য। অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন ধর্ম্মসাধন করুক না কেন, তাহা ব্যর্থ; (১) অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠা-তুল্য, জল মূত্রের সমান; অদীক্ষিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রেত হইবে।(২) দীক্ষা জন্য গুরু-করণ আবশ্যক। গুরুই হিন্দুদিগের ব্রহ্ম, গুরুসেবনই সর্ব্বধর্ম্ম-সাধন। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্ববর্ণের গুরু ছিলেন, এক্ষণেও আছেন। ভারতের

(১) অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্॥
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥
ইতি মাৎস্যসূক্তে

(২) অদীক্ষিতস্য মরণে প্রেতত্বং ন চ মুঞ্চতি।
ইতি নবরত্নেশ্বরঃ।

মধ্যে যে স্থানের গুরু যে প্রকার গুণ-সম্পন্ন এবং ফলদাতা, তাহা জাবাল-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যদেশ, কুরুক্ষেত্র, নাট, কঙ্কণ ও ওবন্তী দেশীয় গুরুই শ্রেষ্ঠ; গৌড় অর্থাৎ সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল প্রভৃতি পঞ্চগৌড় দেশোদ্ভব এবং শাল্ব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল ও দশার্ণ দেশীয় গুরু মধ্যম; কর্ণাট, এবং নর্ম্মদা, রেবা ও কচ্ছ নদীর তীরস্থ স্থান এবং কলিঙ্গ, কলম্বো, ও কাম্বোজ দেশীয় গুরু অধম।(১) ভারতের মধ্যে হিন্দুদিগের যেখানে যে প্রকার গুরু ছিল, তাহা সমস্তই ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গদেশের নাম গন্ধও পাওয়া গেল না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বঙ্গবাসিগণ হিন্দুস্থানী বলিয়া পরিচিত নহেন, তাঁহারা বাঙ্গালি। অতএব এই অবস্থা ও দীক্ষা-সংস্কারের ও তজ্জন্য গুরুকরণের আবশ্যকতা। হিন্দুদিগের ভারতীয় গুরুসম্বন্ধীয় বচনের মর্ম্ম একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বঙ্গদেশে প্রাচীন কালে হিন্দুধর্ম্ম ছিল না এবং এতদ্দেশীয় আদিম অধিবাসিগণ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এই সকল কারণে প্রতিপন্ন হইতেছে, বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা আদৌ হিন্দুধর্ম্ম-কার্য্য জানিত না এবং তদ্ধেতু তাহাদের ব্রাহ্মণের প্রয়োজনও ছিল না।

(১) মধ্যদেশকুরুক্ষেত্রনাটকঙ্কণসম্ভবাঃ।
অন্তর্ব্বেদিপ্রতিষ্ঠানা আবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ॥
গৌড়াঃ শাল্বোদ্ভবাঃ সৌরা মাগধাঃ কেরলা স্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥
কর্ণাটনর্ম্মদারেবাকচ্ছাতীরোদ্ভবাস্তথা।
কালিঙ্গাশ্চ কলম্বাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ॥
ইতি বিদ্যাধরাচার্য্যধৃতজাবালিবচনম্।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালাকারিকায় লিখিত আছে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই। ইহার বেশী ব্রাহ্মণ নাই।" আদিশূরের যজ্ঞ সমাধানান্তে যে পঞ্চব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বঙ্গে বাস করেন তাঁহাদের বংশই গাঁই-মর্য্যাদা-সম্পন্ন; এবং তাহারাই পঞ্চগোত্রী অর্থাৎ কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ ও বাৎস্য গোত্রীয়। লক্ষ্মণসেনের সময় ছাপ্পান্ন গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়া ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের বংশ গাঁই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গাঁই গ্রাম শব্দের অপভ্রংশ। আদিশূরের যজ্ঞে কাশ্যপ গোত্র দক্ষ, শাণ্ডিল্য গোত্র ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষ, সাবর্ণ গোত্র বেদগর্ভ, এবং বাৎস্য গোত্র ছান্দড়—এই পঞ্চজন মুনিতুল্য ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। এই কারিকায় লিখিত বচন উল্লিখিত পঞ্চজন ব্রাহ্মণের বংশ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। কারিকা-লিখিত "ইহার বেশী ব্রাহ্মণ নাই" এই বাক্যের দ্বারা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয়, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গে ব্রাহ্মণ ছিল না।

বঙ্গদেশের আচরণীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি জাতির স্বতন্ত্র যাজক ব্রাহ্মণ আছে; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আদৌ এই দেশে ব্রাহ্মণ না থাকিলে, এই সকল জাতি কি প্রকারে যাজক প্রাপ্ত হইয়াছিল? কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে সুবর্ণবণিক, চাষাধোবা, কলু প্রভৃতি জাতির যাজকগণের ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের পদবী এক প্রকার। ইহাতে স্পষ্টানুভব হয় যে রাঢ়শ্রেণী অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের বংশই ঐ সকল ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গবাসী হইবার পরে ঐ সকল জাতি হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ লোভ বা অন্যান্য কারণে বাধ্য হইয়া ঐ সকল জাতির যাজন ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই কারণে তাহারা পতিত ও হিন্দু সমাজে হীনভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন; এমন

কি, কায়স্থ এবং নবশায়কগণও তাহাদের জল গ্রহণ করেন না। তাহারা সমাজে এত অপদস্থ যে লোকে যজমানদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগকে নীচ মনে করে। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গবাসী হইবার পর তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অনাচরণীয় জাতি সমূহের যাজন করিয়া সমাজে অপদস্থ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ ব্যতীত আর এক সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা বৈদিক। বৈদিক ব্রাহ্মণ নির্গাই। ইহাদের মধ্যে দুইটি সমাজ আছে;—দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। ইহারা আদিশূরের যজ্ঞের বহুকাল পরে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কামাখ্যা হইতে আগমন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে বসবাস করিয়া রহিয়াছেন। ইহারা বেদ-সম্মত কার্য্যের যাজক বলিয়া বৈদিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারাও শ্রেষ্ঠ ও আর্য্যব্রাহ্মণ। বৌদ্ধপালরাজগণের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে সনাতন বৈদিকধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হয়; কায়স্থগণ, বৈশ্যগণ ও অধিকাংশ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। এজন্য সেনবংশ ও ধর্ম্মবংশের রাজত্বকালে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হয়।

গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইবার পর হইতে গোস্বামী ব্রাহ্মণ জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞের বহুকাল পরে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যে অন্নে শূদ্রের স্বামিত্ব আছে, আর্য্যজাতি তাহা উদরস্থ করিয়া লোকান্তরিত হইলে পরজন্মে গর্দ্দভ যোনি প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু আচরণীয় শূদ্র দূরে থাকুক, যে সকল শূদ্র অনাচরণীয় তাঁহাদের স্বামিত্ববিশিষ্ট অন্নে ও অর্থে গোস্বামী ব্রাহ্মণগণ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রহ্মার মুখজাত হইবে, তাহা নহে। কাশীতে গঙ্গাপুত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এক সম্প্রদায় লোক আছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে তাহারা বর্ণসঙ্কর হীন শূদ্র।

কিম্বদন্তী আছে, মগধ দেশাধিপতি মহারাজ জরাসন্ধ এক সময়ে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সংকল্প করেন। মন্ত্রীর উপর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ও সংগ্রহ করিবার ভার অর্পিত হয়। মন্ত্রী লক্ষ ব্রাহ্মণ সংগ্রহে অসমর্থ ও রাজাজ্ঞা অপ্রতিপালনাপরাধে ভীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের গলদেশে উপবীতসূত্র প্রদানপূর্ব্বক রাজ সমীপে উপস্থিত করেন। ভোজনান্তে বিদায় করিবার সময় প্রকৃত ব্রাহ্মণদিগের সহিত এই সকল নকল ব্রাহ্মণ মিশাইয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জাতি অনুসারে এক একটী স্বতন্ত্র উপাধি প্রদান করেন; যথা—ভুঁইহার, কোদাড়ে, জলেবাড়, ইত্যাদি। ইহারা উপবীত ধারণ করে এবং আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়; অথচ অনেকে কৃষ্যাদি কার্য্যও করিয়া থাকে। ইত্যগ্রে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর্য্যশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণজাতির অস্তিত্ব ছিল না।

ঘটক-কারিকায় উক্ত আছে কান্যকুব্জপতি আদিশূরকে ব্রাহ্মণ দিতে অসম্মত হইলে তিনি সাতশত অনার্য্যকে গলায় সূত্র দিয়া গোপৃষ্ঠে চড়াইয়া যুদ্ধ করিতে পাঠান। বীরসিংহ গোবিপ্র-বধের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ দিতে সম্মত হন। তৎপর ঐ অনার্য্যদের প্রার্থনায় আদিশূর তাহাদের সূত্র হরণ না করিয়া তাহাদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ আখ্যা দেন। এখন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ পরিচয় দেয় না। তাহারা হয়ত নানা অনাচরণীয় জাতির ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

আদিকালে বঙ্গদেশে ব্রহ্মকায়স্থজাতির অস্তিত্বাভাব নির্ণয়।

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং রাজন্য; তাঁহারা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি আর্য্যোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে নিরত। বঙ্গদেশ পতিত স্থান, এস্থানের আদিম অধিবাসীরা হীন ও অনাচরণীয়। এই রাষ্ট্রে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ব্রহ্মকায়স্থগণ হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া যে এরূপ দেশের আদিমবাসী ছিলেন, কখন সম্ভব নহে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের অধিকারে রহিয়াছে। যে কোন ধর্ম্ম ক্রিয়া করিতে হউক, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা নিষ্পাদন করিতে সক্ষম নহে। ব্রাহ্মণ না থাকিলে ব্রহ্মকায়স্থগণ ধর্ম্মকার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারিতেন না। যজ্ঞে হোতা, আচার্য্য ও সদস্যাদির কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বরণ গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির অধিকার নাই। শ্রাদ্ধাদিতে মন্ত্রপাঠ করাইতেও অন্য কোন জাতি অনধিকারী। অতএব যখন প্রমাণ হইয়াছে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিল না ও বঙ্গদেশে বাস করিলে জাতিভ্রষ্ট হয়; বঙ্গদেশ অতি অপবিত্র এবং অনাচরণীয় জাতির বাস স্থান; যখন প্রমাণ হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থ চিত্রগুপ্তের বংশজাত, পবিত্র এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ, তখন তাহারা যে এরূপ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। পুরাবৃত্ত দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, তাঁহারা কনৌজ ও গৌড় দেশ হইতে আসিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কনৌজি কায়স্থদিগের বঙ্গবাসবিবরণ।

বঙ্গদেশে কুলীন ও মৌলিক এই দুই সম্প্রদায় কায়স্থ আছেন। তন্মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এবং দত্ত এই পঞ্চজন এক সময়ে এক স্থান হইতে আসিয়াছেন। বিশেষ, ঐ কয়েক জনের মধ্যে দত্ত ব্যতীত আর চারি জনই সমাজানুসারে কুলীন; সুতরাং এই পঞ্চজনের বঙ্গবাসবিবরণ অগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক।

বঙ্গাধিপতি কায়স্থ মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন।(১) কিন্তু বঙ্গদেশ পতিত ও অনাচরণীয় জাতির বাস। তৎকালে এই স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আর্য্যজাতি না থাকাতে রাজার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিল। অবশেষে তিনি কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের জন্য সংকল্প করিলেন। সংবৎ আরম্ভের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ২২১৯ বৎসর গত হইল) আশ্বিন মাসে, কৃষ্ণ পক্ষে, প্রতিপদ্ তিথি, বুধবার, অমৃত যোগ, অশ্বিনী নক্ষত্রে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন যে "তিনি (বীরসিংহ) বেদশাস্ত্রজ্ঞ বেদাচারসম্পন্ন, পঞ্চজন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিবেন।" (২)

বঙ্গদেশ অপবিত্র স্থান; আর্য্যজাতি ঐ স্থানে গমন করিলে অপবিত্র হইবেন; এই সকল অবস্থা বিবেচনায় কনৌজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ বঙ্গাধিপতি আদিশূরের প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন। তখন আদিশূর বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধার্থ আপন সেনানীকে

(১) কোন কোন গ্রন্থানুসারে আদিশূরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ অশ্বমেধ, কাহারও মতে পুত্রেষ্টি, কতকগুলি গ্রন্থের মতে বর্ষণ।

(২) কর্ণাট-রাজ্ঞী গ্রন্থ হইতে ঐ পত্রের মর্ম্ম কায়স্থ-কৌস্তভে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। উপরিলিখিত বর্ণনাংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজ বীরসিংহের সহিত বঙ্গেশ্বরের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সমস্ত যুদ্ধেই আদিশূর পরাজিত হন।

মহারাজ আদিশূর সমরে পরাস্ত হইয়া অবশেষে বঙ্গবাসী হীনজাতীয় সাত শত ব্যক্তিকে কৃত্রিম যজ্ঞোপবীতধারী ও ছদ্ম-ব্রাহ্মণবেশী করিয়া গোপৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া সশস্ত্র যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ বীরসিংহ আর্য্যবংশোদ্ভব, পবিত্রদেশের অধিপতি; গো-ব্রাহ্মণের প্রতি আঘাত করা দূরে থাকুক, দৃষ্টিমাত্র তাহাদের যথাবিধি সংকার করা ঐ বংশের পরম ধর্ম্ম; সুতরাং তিনি যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আদিশূরের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণার্থ তৎকৃত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।* প্রাচীন এবং আদিশূর ঐ নিকৃষ্ট কৌশল দ্বারাই যাজ্ঞিক দ্বিজগণ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কনৌজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ আদিশূরের সহিত মৈত্রী স্থাপনানন্তর তাঁহার প্রেরিত পত্রের মর্ম্মমতে উপযুক্ত দশজন দ্বিজকে প্রেরণ করিলেন। †

* দেবীবরের মর্ম্মমতে ঐ বিষয় বর্ণিত হইল।

† (ক) কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ।
গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ।
ইতি কবিভট্টশালীবাহনধৃত।

(খ) চলচ্চঞ্চলাশ্বালিযানাঃ প্রধানা
বৃহৎশ্মশ্রুগুল্ফাতিশোভাহনলাভাঃ।
ক্রতুজ্ঞাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞানসিদ্ধাঃ
সবর্ম্মাস্ত্রশস্ত্রাঃ প্রয়াতাঃ প্রয়াণম্॥
ইতি ঘটককারিকা।

এই বচনের দ্বিজ শব্দ কাহার উদ্দেশে ব্যবহার হইয়াছে, নির্ণয় করা আবশ্যক। দ্বিজ শব্দের অর্থ—যাহার দুইবার জন্ম হয়। উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় বার জন্ম লাভ হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণই দ্বিজ, আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন; দশজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন নাই। এবিষয় বঙ্গদেশের আপামর সাধারণ সকলেই সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ইতিপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ-উপাধি-সম্পন্ন। ক্ষত্রিয়বর্ণও দ্বিজ। অতএব পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) উদ্দেশে যে "দ্বিজা দশ" এই বাক্য লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

ঐ দ্বিজগণ অতিশয় তেজস্বী ও শোভাসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহারা শ্রুতি ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞানসিদ্ধ, বর্ম্মাবৃত, শস্ত্রধারী এবং অশ্বারোহী সৈন্য সহ বেগবান অশ্ব-সমূহ-যোজিত শকটারোহণে (অর্থাৎ পঞ্চব্রাহ্মণ গোযানে, ঘোষ, বসু ও মিত্র অশ্বে, গুহ শিবিকায় এবং দত্ত গজে আরোহণ করিয়া) বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহারা কনৌজ হইতে

(গ) গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥
ইতি কুলাচার্য্যকারিকা।

(ঘ) অসিকবচধনূংষি প্রাদধন্তঃ কয়েতে
প্রবলতুরগরূঢ়া অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ।
ন হি ধরণিসুরাণাং কিঞ্চিদাসাদ্য চিহ্নং
কিমিতি কিমিতি কৃত্বা গচ্ছদন্তঃপুরং স।
ইতি দেবীবর।

এই বর্ণনা দশজন অর্থাৎ পঞ্চব্রাহ্মণ এবং পঞ্চকায়স্থ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

শুভলগ্নে যাত্রা করিয়া নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক ন্যূন কল্পে ৩।৪ মাসের পর রামপাল রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। আদিশূর যত্নের সহিত পাদ্য অর্ঘের দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন যে আপনাদের আগমনে আমার জন্ম সফল এবং জাতি ও রাজ্য পবিত্র হইল;—ইত্যাদি। তৎপরে তাহাদিগের বাসোপযোগী স্থানও নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা কয়েক দিবস বিশ্রাম করিয়া পরিশেষে মহারাজ আদিশূরের সংকল্পিত যজ্ঞ সম্পাদিত করিলেন।

কনৌজ হইতে আগত পঞ্চকায়স্থের পরিচয়।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত আদিশূরের রাজ্যে রহিলেন। মহারাজ তাঁহাদের পরিচয় এবং বংশ অবগত হইবার বাসনায় বিবিধ সম্মানপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা দশজন কোন কোন্ বংশীয়? তাহাতে ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব নাম, গোত্র ও বংশের পরিচয় প্রদান করিলেন। অনাবশ্যক-বলিয়া ঐ সকল বিষয় এ স্থলে বর্ণিত হইল না। ব্রাহ্মণগণের পরিচয়দানের পর পঞ্চ কায়স্থ নিম্নলিখিত রূপে স্বীয় স্বীয় বংশের পরিচয় ও প্রতাপ ভাটমুখে * ব্যক্ত করিলেন।

বসুর পরিচয় যথা।—

পৃথিবীতে বসুগণসদৃশ প্রতাপশালী বসু নামে এক চক্রবর্ত্তী নরপতি ছিলেন। তাহার বংশধরগণ বসুনামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা গুণবলে সমস্ত বসুধাতলে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা চিরকাল তেজস্বী; সেই বসু বংশের প্রথমকুলে জাত ইঁহার নাম দশরথ। এই দশরথ কীর্ত্তিবলে

* রাজা ও প্রধানপুরুষের স্বয়ং পরিচয় দিবার প্রথা নাই, বন্দিগণ (ভাট) কর্ত্তৃক ইহাদের পরিচয় প্রদত্ত হয়।

দশদিগ্‌জয়ীদিগকেও জয় করিয়াছেন। এই দশরথই প্রভাববলে কুলসাগরে সর্ব্বজয়ী। ইনি গৌতম গোত্রজ ও শ্রীদক্ষের শিষ্য। (১)

ঘোষের পরিচয় যথা।—

পুণ্যজনক কার্য্যপরম্পরাই যাহার বসনস্বরূপ, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান এবং বন্দ্যকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ভট্টের শিষ্য এই কীর্ত্তিমান মহাত্মা মকরন্দ নামে খ্যাত। ইনি ঘোষবংশরূপ পদ্মের প্রকাশক সূর্য্যস্বরূপ, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশোবিশিষ্ট, সুরলোকজয়ী, সতত সুখী। ইনি শারদচন্দ্র, ক্ষীরসমুদ্র ও কুন্দকুসুমের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিশালী। (২)

(১) বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো
বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণ বৈ
নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তি যে॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে
দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমে কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী
বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥
গৌতমগোত্রজঃ শ্রীদক্ষশিষ্য ইত্যাদি।
ইতি অষ্টসিদ্ধমৌলিকাঃ।

(২) সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং প্রথিতেন্দুযশাঃ সুরলোকবশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োম্বুধিকুন্দযশাঃ॥
ইতি অষ্টসিদ্ধমৌলিকাঃ

গুহের পরিচয় যথা।—

গুহের পরিচয়ের সময় রাজসভাস্থগণ গুহশব্দ শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, এজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে পরিচয় দিয়াছিলেন ; যথা—

ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়াছি ; এনিমিত্ত শ্রীহর্ষদেবের সেবক স্বরূপে গণ্য হইয়াছি। আমার পরিচয় বিশেষ না জানিয়া গুহ বলিয়া সকল সভাসদ হাস্য করিলেন ; কিন্তু যখন বঙ্গদেশে আগমনের উদ্যোগ করিয়াছি, তখনই নানা প্রকার অপমানের ভাজন হইয়াছি। আমি গুহকুলোদ্ভব এবং দশরথ নামক মহাকুলের চন্দ্র স্বরূপ হইতেছি, আমি রাজসূয় ইন্দ্রযজ্ঞে যাজ্ঞিক, যজ্ঞক্ষম এবং বিবিধ পুণ্যান্বিত। (৩)

মিত্রের পরিচয় যথা।—

এ বংশ সর্ব্বদা সকল লোকের আদরণীয় এবং যশস্বী ও অসাধারণ বলশালী, এ বংশের যশ শারদীয় চন্দ্রের তুল্য। যাহার প্রতাপরূপ রবিকরে শত্রুনারীগণ প্রতপ্ত সেই মহাবীর কালিদাস মিত্রবংশসাগরে চন্দ্রমাস্বরূপ দীপ্তি পাইতেছেন। (৪)

---

(৩) দ্বিজাতিপালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ॥
অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ॥
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসভ্যাহাস্যং ব্যভূৎ
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ॥ ইত্যাদি।

(৪) যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্তসত্ত্বমত্তো হি শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপদ্দ্বিষালিযোষিদালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ॥ ইত্যাদি॥

দত্তের পরিচয় যথা।—

আমি পুরুষোত্তম দত্ত সুদত্তকুল হইতে উদ্ভূত, এ কুল সর্ব্বকুলাপেক্ষা অগ্রগণ্য। আমি নিখিল শাস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী। ইত্যাদি।

অন্য কারিকায় উক্ত আছে—হে রাজন, সকলের রক্ষার্থে এবং তোমার রাজ্যৈশ্বর্য্য দেখিতে আমি বঙ্গদেশে আসিয়াছি। (৫)

পঞ্চকায়স্থের স্বদেশে প্রত্যাগমন ও পুনরায় বঙ্গে বাস।

পঞ্চকায়স্থ কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থিতি করণানন্তর ব্রাহ্মণদিগেব সদৃশ এবং সমতুল্যরূপে গ্রাম, সুবর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। *

অপবিত্র বঙ্গদেশে গমন এবং দানগ্রহণ হেতু তাঁহাদের আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তবলে ধর্ম্মতঃ পবিত্র হইলেন, কিন্তু লৌকিক অপবাদ হইতে মুক্ত হইলেন না। সম্মানসহ সমাজে অবস্থিতি করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, কলঙ্কিত ভাবে অবনত হইয়া সমাজে থাকা অপেক্ষা তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে বাস করা উচিত। এই নিমিত্ত তাঁহারা মহারাজ বীরসিংহ রায়ের নিকট

---

(৫) অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ॥ ইত্যাদি॥

* গ্রামং সুবর্ণং গাশ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদদৌ স নৃপোত্তমঃ॥
ইতি দেবীবর।

আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বঙ্গ এবং গৌড়েশ্বর রাজা আদি-শূরের রাজ্যে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ বীরসিংহ তদনুসারে আদিশূরের নিকট পত্র লিখিলেন।

আদিশূর ঐ পত্রের প্রত্যুত্তরে তাহাদিগকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিবেন—স্বীকার করায়, বীরসিংহ পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজগণকে অর্থাৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থকে সস্ত্রীক ও ভৃত্যগণ সহ পুনরায় প্রেরণ করিলেন। *

অনেকে এই বচন দ্বারা ঐ পঞ্চজন কায়স্থকে ব্রাহ্মণের ভৃত্য প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণাটরাজ্ঞী গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্ব্বে যে লিপির মর্ম্ম উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ হয় যে যজ্ঞক্ষম ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ প্রেরণ জন্য আদিশূর লিখিয়াছিলেন। কবিভট্টের বচনে প্রকাশ আছে, আদিশূরের যজ্ঞে দশজন দ্বিজ আগমন করিয়াছিলেন; গুহ ক্রোধভরে পরিচয় দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, আমার বংশ যজ্ঞক্ষম এবং এই যজ্ঞই আমার ব্রত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-দিগের তুল্যরূপে দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কুলাচার্য্যকারিকা ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয়-ঘটক-কারিকায় তাহাদের পরিচয় যেরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এবং যজ্ঞার্থে এবং ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়া আনয়ন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন স্পষ্ট প্রকাশ পায়। অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে, ব্রহ্ম-কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি এবং দ্বিজশ্রেণীর অন্তর্গত। অতএব এই সকল গ্রন্থের

* মহারাজ-রাজাদিশূর মহাত্মন্
ত্বয়া বীরসিংহস্ত মেহস্বাদিসথ্যম্।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি
দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্॥
ইতি বঙ্গকুলাচার্য্যকারিকা

ভাব একত্রিত করিয়া এই বচনের সহিত সংমিলন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে "দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্" এই পদ পঞ্চব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থদিগের উদ্দেশে ব্যবহার হইয়াছে। সত্য বটে, ঐ বচন যে কারিকায় লেখা আছে তাহাতে পঞ্চ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহা কি কারণে বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে।

কায়স্থগণ আদিশূরের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাঢ়দেশে স্থাপিত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদের বংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কার্য্যবশতঃ বঙ্গরাষ্ট্রের বঙ্গবিভাগে ও রাঢ়বিভাগের দক্ষিণভাগে এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিলেন। এইরূপে কান্যকুব্জ হইতে আগত দ্বিজশ্রেণীভুক্ত পঞ্চজন কায়স্থ এবং তাহাদের বংশজাতগণ বঙ্গবাসী হইয়াছেন।

যজ্ঞার্থ ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহের আগমনের কারণ নির্ণয়।

এক্ষণে হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান যেরূপে চলিতেছে, তাহাতে যজ্ঞ কিরূপে করিতে হয়, যজ্ঞার্থে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন, অনেক ব্রাহ্মণও তাহা অবগত নহেন। যজ্ঞ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরে বঙ্গদেশে আর কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় নাই। এক্ষণে সামান্য সামান্য ক্রিয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে অধিক আয়োজন হয় না, পুরোহিত এবং জনকতক ব্রাহ্মণ দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে এবং সেইরূপেই হিন্দুধর্ম্মক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। এই নিমিত্ত সাধারণতঃ সকলেই মনে করিয়া থাকেন, অগ্নি জ্বালাইয়া চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ "স্বাহা" "স্বাহা" বলিয়া বিড় বিড় করার কার্য্যই বুঝি যজ্ঞ।

তৎপ্রযুক্ত অনেকের ধারণা, আদিশূরের যজ্ঞে দ্বিজগণ কনৌজ হইতে পদব্রজে তল্পীদার সহ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে, যজ্ঞে অনেক দ্রব্যের আয়োজন, অনেক রাজার নিমন্ত্রণ, অনেক বর্ণের আহ্বান, এবং অনেক আপদ ও ব্যাঘাত অপসারিত করা আবশ্যক।

বশিষ্ঠ মুনি মহারাজ দশরথকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, "যজ্ঞ-সাধনে রাজামাত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তথাপি উহা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে সুখসাধ্য নহে; কারণ, ইহাতে নানা প্রকার উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা। ছিদ্রান্বেষী ব্রহ্মরাক্ষসেরা নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকে। ইহারা কোন অংশে কোন ব্যতিক্রম করিলে আর নিস্তার নাই। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়।" যজ্ঞার্থে যজ্ঞ-কর্ম্ম-কুশল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ, কার্য্যপ্রবীণ মন্ত্রী, শিল্পকর, সূত্রধর, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক, সুশিক্ষিত ভৃত্য, এবং স্থণ্ডিলশায়ীর প্রয়োজন; অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজগণের ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং জাতিসঙ্করসম্ভূত আপামর সাধারণ সকলের নিমন্ত্রণ করা বিশেষ আবশ্যক। চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি রাজভোগের আহরণ, রাজাদিগের বাসোপযোগী আবাস, শয়নগৃহ, অশ্বশালা. হস্তিশালা, সৈন্যাগার প্রভৃতির প্রয়োজন। প্রবর্গ নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম বিশেষ, উপসদ নামক ইষ্টি বিশেষের অনুষ্ঠান, এবং অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য করা আবশ্যক। যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে হয়। হোতৃগণ নির্ম্মলান্তঃকরণে উদাত্ত ও অনুদাত্ত প্রভৃতি মনোহর স্বরে সামবেদ গান করিয়া দেবতোদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। ব্রতপরায়ণ, বহুদর্শী ও সাঙ্গো-পাঙ্গবেদপারদর্শী যাজক আবশ্যক। একবিংশতি যূপকাষ্ঠে তিনশত পশু এবং একটি উৎকৃষ্ট অশ্বরত্ন নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। রাজা এবং প্রধানা রাজমহিষী যূপ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক ঐ মহামূল্য

মশ্বকে প্রদক্ষিণ ও গন্ধ মাল্য দ্বারা পূজা করিয়া হৃষ্টমনে খড়্গ দ্বারা তিনবার প্রহার করিয়া ছেদন করিবেন। অনন্তর সেই মৃত অশ্বের বসা লইয়া হোম করিতে হইবে। রাজা আপন পাপ বিমোচনার্থ সেই বসাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিবেন। পরে যজ্ঞশাস্ত্রে বিশারদ ব্রাহ্মণ ঐ মৃত অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন।

প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবনের কার্য্য করিতে হইবে; একবিংশতি যূপ, তন্মধ্যে ছয়টি বিল্বকাষ্ঠের, ছয়টি খদিরকাষ্ঠের, ছয়টি পলাশকাষ্ঠের, একটী শ্লেষ্মাতক কাষ্ঠের ও দুইটী দেবদারু কাষ্ঠের হওয়া আবশ্যক। এই যূপ শুক্ল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া মালাকার-নির্ম্মিত সোলার পুষ্প ও মাল্যে সুশোভিত এবং গন্ধদ্রব্যে মার্জ্জিত করিতে হয়। যজ্ঞকুণ্ড জন্য শাস্ত্রানুসারে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তদ্দ্বারা স্বহস্তে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

সবন সমাপন ও সবনানন্তর আরম্ভে ও অন্তকালে, শাস্ত্রার্থ জন্য সূক্ষ্মবিচারদর্শী সদ্বক্তা ধীর পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালাপ করিবেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানা প্রকার পশু, পক্ষী, উরগ, জলচর, স্থলচর ও অশ্ব বিনষ্ট করিতে হইবে। হোতা, তন্ত্রধার, সদস্য ও ব্রহ্মা এবং উদ্গাতৃগণের আবশ্যক। সবন ক্রিয়া তিন দিবস করিতে হইবে। যজ্ঞের ঐ তিন দিবসই প্রধান। প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উক্থ্য, তৃতীয় দিনে অতিরাত্রি নামক যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ আয়োজনে যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। যজ্ঞের প্রারম্ভে ব্রহ্মরাক্ষস-নিরসনই মুখ্যকার্য্য।

বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ছিল না, ক্ষত্রিয় রাজা ছিল না। আদিশূর যেরূপ যোদ্ধা তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুনরান্দোলন দ্বিরুক্তি

মাত্র। ব্রহ্মরাক্ষস অপসারিত করা যে আদিশূরের সাধ্যাতীত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে নিরস্ত করা ক্ষত্রিয়দিগের সাধ্যায়ত্ত কার্য্য এবং তাঁহারাই উল্লিখিত যজ্ঞবিদ্বেষীদিগকে বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকায়স্থই ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ ও যুদ্ধে যমসম; অতএব যজ্ঞনষ্টকারী ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে নিরস্ত করা ব্রহ্মকায়স্থদিগেরই ক্ষমতাধীন কার্য্য ছিল।

যজ্ঞে অনেকের বরণ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান বরণ; যথা—ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋদ্ধি, পুণ্যাহ এবং ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্য; এইগুলির মধ্যে প্রথমটী ক্ষত্রিয়দিগের প্রাপ্য, কারণ আদিতে ক্ষত্রিয়গণই ভূস্বামী ছিলেন। ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ এবং কায়স্থ যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী—ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ পতিত স্থান ও হীনজাতির বাসভূমি; এস্থলে আদৌ ব্রহ্মকায়স্থের বাস ছিল না; সুতরাং আদিশূরের যজ্ঞে ভূস্বামী ও যজ্ঞ রক্ষকগণের বরণের নিমিত্ত কায়স্থের (ক্ষত্রিয় রাজগণের) প্রয়োজন হইয়াছিল।

যজ্ঞে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিকে বরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মাল্য এবং চন্দন প্রদান ও বিশেষ যত্ন এবং সমাদর সহকারে ভোজন করাইতেন। আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে হীন জাতি ভিন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ ছিল না। সুতরাং বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) রাজগণকে মাল্য চন্দনাদি দ্বারা বরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে মহারাজ আদিশূরের সময়ে আর্য্যজাতির বাস ছিল না—কেবল হীন জাতিগণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ রাজা বীরসিংহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, এবং তাঁহারা অন্য দেশের রাজার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তখন রেল ষ্টীমার ছিল না। এরূপ সময়ে এবং এরূপ দেশে প্রেরিত

ব্যক্তিগণকে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত করিয়া প্রেরণ করা ও আনয়ন করা রাজনীতি অনুসারে রাজার বিশেষ কার্য্য।

রাজকর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি অন্যভূপসমীপে প্রেরিত হইলে ঐ ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মানোপযোগী আয়োজন সহ প্রেরণ করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য. তাহা না করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় তাহাকে প্রেরণ করিলে তিনি ঐ রাজার নিকট উচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারেন না এবং তদ্দশতঃ প্রেরক রাজার সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। সৈন্য আত্মরক্ষার উপায় এবং সম্ভ্রমের নিদর্শন। এই সকল কারণে কান্যকুব্জপতিকে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। সৈন্যগণ সেনানী ব্যতীত পরিচালিত হইতে পারে না। অতএব অসভ্য জাতিগণের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণদিগকে সৈন্যমণ্ডলীসহ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিবার এবং পুনরায় স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য প্রধানপদস্থ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের আদিম অবস্থা, যজ্ঞের আয়োজন, বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় না থাকা এবং ব্রহ্মকায়স্থগণের ক্ষত্রিয়জাতিত্ব ও ঘোষ বসু প্রভৃতির বঙ্গযাত্রার বেশ ও বাহনাদি, এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে নিঃসন্দেহ-রূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চজন ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ব্বোক্ত কারণে আদিশূরের যজ্ঞে আহূত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আদিশূরও তাহাদিগকে বিশেষ সমাদরে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহারা প্রত্যাগত হইলে গ্রামাদি দান করিয়া তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন কোন কুলগ্রন্থে তাহাদেরই 'প্রধান' বলা হইয়াছে।

গৌড়দেশ নিরূপণ।

মৌলিক কায়স্থগণের মধ্যে সমাজানুসারে কনৌজ হইতে আগত গুহ ও দত্ত ব্যতীত সমস্ত মৌলিকগণ গৌড়দেশের চিরাধিবাসী ও কীর্ত্তিমান্ বলিয়া কোন কোন ঘটককারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।* এই গৌড়দেশ কোন্ স্থান তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক।

কাহারও মতে বঙ্গদেশের শেষ সীমা হইতে ভুবনেশ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকে গৌড়দেশ বলে। আবার গৌড় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত; যথা—বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে সারস্বত, কনৌজ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল। এই রাষ্ট্রবাসী লোকেরা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। ‡

মালদহ প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, গৌড়দেশ গৌড়কায়স্থ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে, পুরুষোত্তম চিত্রগুপ্তের বংশজ ব্রহ্মকায়স্থগণের নামকরণ দেশ-বিভাগানুসারে হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় ব্রহ্মকায়স্থ গৌড়দেশের নামে গৌড় কায়স্থ

* গৌড়েষ্টৌ কীর্ত্তিমন্ত শ্চিরবসতিকৃতা মৌলিকাঃ।
ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয়ঘটককারিকা।

‡ (ক) বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে সপ্তমপটলে।

(খ) সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
ইতি স্কন্দপুরাণম্।

(গ) গৌড়ঃ পুং স্বনামখ্যাতদেশঃ।
তদ্দেশস্থে পুং ভূমি। ইতি জটাধরঃ।

বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অতএব ঐ গৌড়দেশস্থ ব্রহ্মকায়স্থগণই যে গৌড়কায়স্থ, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

যে স্থান পঞ্চ গৌড় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, ঐ স্থানকে ইংরাজগণ যথার্থ হিন্দুস্থান (Hindustan proper) অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিন্দুদিগের বাসভূমি স্থির করিয়াছেন। এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার আকর। কায়স্থ কর্ত্তৃক বেদের আর্য্যাছন্দ সংরচিত হওয়াতে সমস্ত ভারতবর্ষ আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে বোধ হয় এই স্থানই প্রকৃত আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবে। সুতরাং ইংরাজগণ গৌড়রাষ্ট্রকে যথার্থ হিন্দুস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৌড়রাষ্ট্র পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত হইবার পর, বোধ হয়, ঐ পঞ্চখণ্ড পৃথক পৃথক পঞ্চ দেশ স্বরূপে পরিগণিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূপতি কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ঐ পঞ্চ দেশের মধ্যে এক দেশ আদিম গৌড় নামে আখ্যাত রহিয়াছে। এই গৌড়দেশ বঙ্গদেশের সংলগ্ন রাজসাহী মালদহ প্রভৃতি জেলা।

আদিশূরের সময়ে গৌড়রাজ্য বৌদ্ধদিগের হস্তগত ছিল। রাজা বৌদ্ধদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া শেষে তাহাদিগকে গৌড়দেশের সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং স্বয়ং ঐ রাজ্যটী শাসনাধীন করেন। সেই অবধি তিনি "গৌড়েন্দ্র-ভূমীশ্বর" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।*

---

* শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতির্ধর্ম্মরাজোঽবশাস্তা
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈর্বদতি সুরপতিঃ স যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিরচয় স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি র্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।
ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয়ঘটককারিকা।

আদিশূরের বংশের পর আবার বৌদ্ধ পালবংশ বঙ্গ ও গৌড়ের অধিপতি হন। তাঁহাদের সার্দ্ধ ত্রিশতবর্ষব্যাপী রাজত্বের পরে শিব-ভক্ত বিজয়সেন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপুত্র বল্লালসেন রাঢ়-বারেন্দ্র-বঙ্গের রাজা হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কৌলীন্য স্থাপন করেন। গৌড় ঐ সেনবংশীয়-গণের রাজত্ব সময়ে ১৫৬০ খৃঃঅব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, চিত্রগুপ্তের বংশজ কায়স্থগণ দেশ-বিভাগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। গৌড়দেশীয় কায়স্থই "গৌড়" কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় যে লিখিত আছে, গৌড়দেশের চিরবাসিগণই মৌলিক কায়স্থ, তাহার সহিত ভবিষ্যপুরাণোক্ত উল্লিখিত কথা একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজাত গৌড় কায়স্থ (ক্ষত্রিয়)। গৌড়কায়স্থ অল্পসংখ্যা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি আছে। যাহা হউক, গৌড়দেশ যে পবিত্র ও আর্য্যদিগের বাসভূমি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়কায়স্থগণের বঙ্গবাস-বিবরণ।

আদিশূর গৌড়দেশ অধিকার করিলেন। অপরিচিত স্থান পরিচিত হইলে দর্শন বাসনায় হউক, কার্য্যার্থ হউক, অথবা অন্য কোন কারণে হউক, অন্যান্য স্থানবাসীরা তথায় গমন করিয়া থাকেন। আদিশূর যখন রাজসূয় যজ্ঞার্থ কনৌজদেশাধিপতির সহিত যুদ্ধ ও তৎপরে যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার রাজধানী সর্ব্ব ভারতে না হউক, অবশ্য বঙ্গদেশের পার্শ্বস্থ দেশে পরিচিত হইয়াছিল। কার্য্যোপলক্ষে ও

দর্শন বাসনায় বঙ্গদেশবাসী গৌড়ে এবং গৌড়বাসীগণ বঙ্গে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশ পতিত স্থান—এস্থানে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়, এই ধর্ম্মবিধান গৌড়বাসীরা আর প্রচলিত রাখিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা রাখিতে পারেন; বিজিত কখনই বিজেতার শরণাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতের উত্তরপশ্চিম দেশের অধিবাসীরা বঙ্গবাসী ও বঙ্গদেশকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু ইংরাজগণ ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন, বাঙ্গালিগণ তাহাদের প্রসাদাৎ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়াছেন, প্রধান প্রধান রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতের সমস্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। সমস্ত ভারতই ইংরাজের পদানত; সুতরাং ভারতের সর্ব্ব স্থানের শ্রেষ্ঠ জাতীয় ব্যক্তিগণ, রাজগণ ও সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টপদশালী ব্যক্তিরা কলিকাতায় গমনাগমন করিতেছেন; বাঙ্গালিদিগের সহিত আলাপ ও ব্যবহার করিতেছেন, সখ্যও জন্মিতেছে, অনেকে জীবিকা অর্জ্জনার্থ বাঙ্গালির অধীনে কর্ম্মও করিতেছেন। এই দুই স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ব্বে যে বিদ্বেষ ভাব ছিল তাহা অন্তর্হিত হইতেছে; এক্ষণে আর সে ঘৃণা নাই—সে অশ্রদ্ধা নাই। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি বাঙ্গালি কৈবর্ত্ত, চাষাধোবা, সুবর্ণ- বণিক প্রভৃতি জাতির নিকট হীন চাকরি করিয়া প্রতিপালিত হইতেছেন। ইংরাজগণ এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজা। ভারতবাসী তাহাদের সন্তোষসাধন নিমিত্ত সমুৎসুক। পৃথিবীর নিয়মই এইরূপ। সুতরাং শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বচনটি উপকথার ন্যায় উঠিয়াছিল। গৌড়বাসীরা বঙ্গে আসিতে আরম্ভ করিলেন।

বঙ্গদেশের আদিমবাসিগণ ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ। যুগবিপর্য্যয়ের পূর্ব্বে রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) দিগের নির্দ্ধারিত কার্য্য ছিল। আদিশূর

যজ্ঞ উপলক্ষে আর্য্যগণের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সভ্যতানুশীলন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি গৌড়াধিপতি হইবার পর বঙ্গভূমির শাসন প্রণালী সংশোধন করিয়া রাজকার্য্য ব্রহ্মকায়স্থ দ্বারা চালাইবার জন্য গৌড় দেশ হইতে কায়স্থদিগকে কৌশলে আনয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে, মৌলিক কায়স্থদিগের এইরূপে মেল বদ্ধ হইয়াছে, যথা—প্রথমে চারি ঘর, পরে তিন ঘর, তৎপরে বিংশতি ঘর, ও সর্ব্ব পরে দ্বিসপ্ততি ঘর। তাহাদিগের যে বংশাবলি গ্রন্থ আছে, তাহার ভাবও ঐরূপ। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, কায়স্থগণের মধ্যে কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, এই বিষয় বিবেচনায় তাহাদের মেল বদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে গৌড় হইতে প্রথমে সপ্তঘর, তৎপরে পঞ্চদশ ও তৎপরে দ্বিসপ্ততি ঘর কায়স্থ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হন। কালক্রমে তাহারাও বঙ্গবাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

✓বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থদিগের প্রচলিত প্রবাদানুসারে প্রতীতি হয়, প্রথমে নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত, সিংহ, এই সপ্তঘর, পরে কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, সোম, চন্দ্র, রাহা, কুণ্ড, রক্ষিত, বিষ্ণু, আঢ্য, ও নন্দন এই পঞ্চদশ ঘর, এবং তৎপরে আর দ্বিসপ্ততি ঘর গৌড়দেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক বঙ্গে বাস করেন। কোন কোন কারিকায় উক্ত আছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ আদিশূরের যজ্ঞ সমাধানান্তে স্বদেশ কনৌজে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় যখন বঙ্গদেশে বাসার্থ আগমন করেন, তখন নাগ, নাথ ও দাস ঐ প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে বাসার্থ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। পরে আরও উনিশজন আসিয়াছিলেন। যথা—সেন, সিংহ, কর, দাস, পাল, পালিত, চন্দ্র, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, দেব, সোম, রক্ষিত, আঢ্য, বিষ্ণু, নন্দন, ও অঙ্কুর। বসু ঘোষাদিসহ এই ২৭ জনকেই আদিশূর ২৭ খানা গ্রাম বাসার্থে দান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কেবল অপর ৭২ ঘর গৌড়কায়স্থ।

যাহা হউক, ব্রহ্মকায়স্থগণ বঙ্গদেশস্থ রাজকীয় সমস্ত পদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী, পাত্র, বিচারপতি, শান্তিরক্ষক, সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি সকলেই রাজদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। গৌড়কায়স্থগণ ঐ সমস্ত পদ অধিকার পূর্ব্বক রাজকোষ হইতে নির্দ্ধারিত জীবিকা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে কায়স্থগণের অন্যান্য লক্ষণ সহ রাজসেবাও একটী লক্ষণ নির্ণীত হইল।

কনৌজ হইতে আগত পঞ্চকায়স্থের বংশনির্ণয়

বসুর পরিচয়ে লিখিত আছে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, বসুদেবতুল্য বসুর বংশ হইতে উদ্ভূত। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কোন্ বর্ণের মধ্যে ঐরূপ প্রতাপশালী বসু নামে রাজা ছিলেন। শূদ্র অথবা বৈশ্যবর্ণে বসু নামে কেহ কখন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন না।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ও কলির প্রথমেও সর্ব্ববর্ণ স্ব স্ব জাতি-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যতীত অন্য জাতির জন্য নির্দ্ধারিত ক্রিয়া করিতে সক্ষম ছিলেন না। চক্রবর্ত্তিত্ব ও রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়গণেরই নির্দ্ধারিত ছিল। বসুবংশের বর্ণনায় লিখিত আছে, এ বংশ দশদিগ্‌বিজয়ীদিগেরও জয়কর্ত্তা। সুতরাং নিঃসন্দেহরূপে প্রতীত হয় ঐ বসু নামে কোন ক্ষত্রিয় চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশই (ক্ষত্রিয়) কায়স্থ কুলীন বসু হইতেছেন।

বেদব্যাস বিরচিত পঞ্চমবেদ মহাভারত—যাহা স্বর্গীয় মহাত্মা কালী-প্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, ঐ মহাভারতে লিখিত আছে, “মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়; এই নিমিত্ত তাহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ৯ পুত্র ও ইলা নামে কন্যা হয়। সোমের পুত্র বুধের সহিত ইলার বিবাহ হয়। ইলার পুত্র পুরূরবা। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান,

অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু, এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। আয়ুর নহুষ প্রভৃতি ৪ পুত্র হয়। ধীমান্ সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর দিত ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজঃ ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতী, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। যতী যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন; যযাতি বিক্রম প্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিতেন। যযাতির ঔরসে এবং তাহার বনিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে যযাতির অভিশাপে পুরু ব্যতীত তাহার সমস্ত পুত্র সিংহাসনে বঞ্চিত হন, পুরুই পৃথিবীর সম্রাট হইলেন। ঐ পুরুবংশে দুষ্মন্ত প্রভৃতি অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুবংশে উপরিচরনামা এক রাজা ছিলেন। তাহার অপর নাম বসু। তিনি সর্ব্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন; এই ভাবিয়া শান্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, মহারাজ! যাহাতে পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি ধর্ম্ম

প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক সকল স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্র কহিলেন, "হে নরনাথ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্রলোক পাইবে। তুমি ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইলে। তোমাকে এক সদুপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্ব্বরা-ক্ষেত্র-বিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্য-সম্পন্ন, তুমি সেই দেব-মাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ! চেদি দেশ প্রভূত ধনরত্নাদি বিশিষ্ট; তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব, তাহারা পরিহাসক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্নে বাস করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দদিগকে ভারবহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করে না। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ, ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে, আমার প্রসাদে তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিকনির্ম্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেবতার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তী নাম্নী অম্লান-পঙ্কজা মালা অর্পণ করিতেছি, এই মালা সংগ্রাম কালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষতশরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্ন-স্বরূপ হইবে।

* * * এইরূপে বসুরাজ অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ কথন

দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ বসুর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ। ইনি মগধ দেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ ইহাঁর নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল্ল। অপরের নাম যদু। * * * সেই ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ ভূপতির পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলি হইয়াছিল। যখন সেই বসুরাজা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ স্ফটিকনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল।" ইত্যাদি।

ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) কুলীন বসুর পরিচয়ে বসুবংশ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—চক্রবর্ত্তী রাজা বসুদেবতুল্য বসুর বংশোদ্ভব দশরথ বসু দশদিগ্‌বিজয়ীদিগেরও জয়কর্ত্তা—এই বিষয়টি পুরুবংশীয় উপরের লিখিত বসুরাজার বিবরণের সহিত একত্রিত করিয়া বিবেচনা করিলে এবং অন্য কোন জাতিতে এরূপ প্রতাপশালী বসু নামক রাজা অথবা ঐ নামে চক্রবর্ত্তী রাজা না থাকা—এই সকল বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে ইহা প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মকায়স্থ কুলীন বসু ঐ পুরুবংশীয় চেদীশ্বর বসুরাজার কুলোদ্ভব। দশরথবসু বসুরাজার প্রথম কুলোদ্ভব বলিয়া লিখিত হইয়াছে; এতদ্‌বশতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি বৃহদ্রথের বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবেন।

গুহের পরিচয়ে লিখিত আছে, ইনি গুহকুলোদ্ভব এবং দশরথ মহাকুলের প্রদীপস্বরূপ। গুহ শব্দের অভিধানিক অর্থ—কার্ত্তিকেয় ও বিষ্ণু। মার্শম্যান সাহেব বিরচিত ভারত ইতিহাসে লিখিত আছে, "উদয়পুরের রাজবংশ অর্থাৎ যে বংশ পূর্ব্বে চিতোরের রাজবংশীয় ছিল, ঐ বংশ ৫২৪ অব্দে বল্লভীপুর হইতে তাড়িত হয়। ঐ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ গুহ নামা এক ব্যক্তি ছিলেন। (১) ঐ বংশীয় নবম রাজা বপ্‌। তিনি ইঁদুরের সিংহাসন অধিকার করেন। লিখিত আছে—দশরথ তাহার পূর্ব্বপুরুষের নাম 'গুহ' বলাতে আদিশূর রাজসভার সভ্যগণ উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আদিশূরের সভাসদ্‌গণ মূর্খ ও অসভ্য ছিলেন। গুহ যে উত্তম আর্য্য শব্দ এবং বিষ্ণুর নামান্তর ইহাও তাহারা জানিত না। যাহা হউক, গুহবংশও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশ, পরিচয় বাক্যে তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে।

মিত্রের পরিচয়ে লিখিত আছে, কালিদাস মহাবীর, বিপক্ষবীরগণ তাঁহার ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত। অতএব স্পষ্টই জানা যায়, মিত্রবংশ ক্ষত্রিয়। কালিদাস বিশ্বামিত্র গোত্রজ। বিশ্বামিত্র হইতে মিত্রবংশ সংজ্ঞা হইয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে, স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় কুশ, তাহার পুত্র কুশনাভ, কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র। এক পুত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত পুত্রই বশিষ্ঠযুদ্ধে বিনষ্ট হয়। এতদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র আপন রাজ্যভার ঐ পুত্রকে দিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং তপোবলে ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা-নিরত রহিলেন।

---

(১) The Rajpoot Royal family of Oodaypore, formerly of Chitore, driven from Ballabhipore in 524, had an ancestor at that time, named Guho.

Marshman's History of India.

মকরন্দের পরিচয়ে বর্ণিত আছে, "দেবলোক এই কুলের বশীভূত।" সূর্য্যবংশে রঘুরাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাজয় করিয়া সমস্ত দেবগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ঘোষ নামে মকরন্দের এক প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। পুরাণাদিতে ঘোষ-নামধেয় অনেক ক্ষত্রিয় রাজার নাম দৃষ্ট হয়। মকরন্দ যে অভিজাত ক্ষত্রিয়কুলজাত, তাঁহার পরিচয় বচনই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

দত্তের পরিচয়ে বর্ণিত হইয়াছে "এই বংশ সর্ব্বকুলের অগ্রগণ্য"। এই পদের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, দত্তবংশ ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র অপেক্ষাও উত্তম। পুরুষোত্তম গজারোহণে সকলের রক্ষার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, অতএব দত্তও যে ক্ষত্রিয়, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

যে সকল শব্দ দ্বারা ঐ পঞ্চজনের পরিচয় লিখিত হইয়াছে, তাহা ইদানীন্তন এবং প্রাচীন পুরাবৃত্তবর্ণিত বিষয় সহ সংমিলন করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে কনৌজ হইতে আগত পঞ্চকায়স্থ প্রকৃতার্থে ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশোদ্ভব।

যখন বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই কায়স্থসংজ্ঞাধারী, তখন ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণও কায়স্থ আখ্যায় কনৌজে বাস করিয়াছিলেন। কালক্রমে ক্ষত্রিয়নাম লোপ হইয়া কেবল কায়স্থ-সংজ্ঞা প্রবল রহিয়াছে। দীর্ঘকাল গত হইলে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এখন কায়স্থগণ আত্মবিস্মৃত, নিজেদের পূর্ব্ব পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছেন।

মৌলিক কায়স্থদিগের বংশনির্ণয়।

এই কায়স্থগণ কাহার বংশ এই বিষয় সম্বন্ধে মহাত্মা রাজা রাজনারায়ণ বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরিশেষে প্রমাণ করিয়াছেন, ইহারা ক্ষত্রিয়, চিত্রগুপ্তবংশজ। তিনি তৎসম্বন্ধে "কায়স্থ-কৌস্তুভ" নামক

গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে সমস্ত কায়স্থের বিবরণ লিখিত আছে। তিনি কর্ণাট্‌রাজ্ঞী ও কবিময়র গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। অতএব কায়স্থকৌস্তভ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের গোচরার্থে এইস্থলে প্রকাশ করা গেল।

"অথ সংক্ষিপ্তকায়স্থ-বংশাবলি।"

চিত্রগুপ্তদেব।—আদিপুরুষ, ইহারই ৯ নাম শাস্ত্রে লেখেন।

১ যম—অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে যুগল ভ্রাতা চিত্র ও বিচিত্র উৎপন্ন হয়েন, এ প্রযুক্ত যমক নামে যম হইয়াছেন।

২ ধর্ম্মরাজ—অর্থাৎ ন্যায়বিচারক।

৩ পিতৃপতি—অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিকের অধিপতি।

৪ কৃতান্ত—অর্থাৎ সিদ্ধান্তক।

৫ শমন—অর্থাৎ মনের ধীরতা।

৬ দণ্ডধর—অর্থাৎ শাস্তা।

৭ শ্রাদ্ধদেব—অর্থাৎ পিণ্ডভুক্।

৮ বৈবস্বত—অর্থাৎ সূর্য্যপুত্র।

৯ যুগ্ম—অর্থাৎ যমকোৎপন্ন।

চৈত্ররথদেব—(চিত্র-গুপ্তের পুত্র) ইনি চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা; গৌতম ঋষি ইঁহার উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন।

চিত্রভানু দেব—(চৈত্ররথের পুত্র) অর্থাৎ শিবানুরূপ সূর্য্যতুল্য পরাক্রমী।

চিত্রশিখণ্ডীদেব—(চিত্রভানুর পুত্র) অর্থাৎ ময়ূরের পুচ্ছ-যুক্ত মুকুটধারী।

ক্রতুদেব—(চিত্রশিখণ্ডীর পুত্র) অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, হোম ও পূজায় সর্ব্বদা রত। ইহার অনেকানেক সন্তান; ইহাদিগের গুণানুসারে পদবী হইয়াছে। কর্ণাটরাজ্ঞী ও কবিময়ূর গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে, "ক্রতুদেব

সপ্তঋষির অবতার, ইহাকেই লোকে ব্রহ্ম সন্তান কহে, ইহারই বংশীয়-দিগের পদবী পশ্চাল্লিখিতমত, যথা—

"ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিত, ধনুঃ, বাণ, গুণ, শরঃ, তেজঃ, শক্তি, স্বর, শূর, আইচ, অর্ণব, আস, দানা, খিল, পিল, সানা, রাজক, রাহুত, রাণা, ধর, কীর্ত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্ধু, শ্যাম, হূই, গুই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোদ, গুড়, শুই, গুপ্ত, বেশ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, খাম, হেস, খঞ্জ, ধরণী, হোড়, মান, হেম, দণ্ডী, হোম, ক্ষেম, শিল ও বই।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কায়স্থ ঐ ক্রতুর বংশীয় হইতেছেন। বোধ হয় দক্ষিণ-রাঢ়শ্রেণীয় কায়স্থ সমাজে ঐ সকল কায়স্থ না থাকায় এবং কায়স্থকৌস্তভের প্রণেতা দক্ষিণরাঢ়ীয় বিধায় কায়স্থকৌস্তভে তাহার উল্লেখ করেন নাই।

ব্রহ্মার কায়োদ্ভব চিত্রগুপ্তের পুত্র জাতিমন্ত, জাতিমন্তের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র চিত্র, বিচিত্র এবং সেনী। কিন্তু প্রলয়াদি প্লাবনে ঐ সেনি মহাশয়ের অধস্তন পুরুষগণ কোন্ ব্যক্তি কোথায় রহিলেন এবং কোন্ ব্যক্তি কাহার সন্তান হইলেন তাহা প্রায় লোকাগোচর হইল। ঐ সেনীবংশজ চৈত্ররথ মহাশয় চিত্রকূট পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন; তাঁহার পুত্র চিত্রভানু; চিত্রভানুর পুত্র চিত্রশিখণ্ডী, চিত্রশিখণ্ডীর পুত্র লোম, লোমের পুত্র বেণ, বেণের পুত্র ভদ্রবাহু, ভদ্রবাহুর পুত্র বিশ্ব, বিশ্বের পুত্র বিশ্বপাল, বিশ্বপালের পুত্র বিশ্বচেতা, তস্য পুত্র বলি, বলির পুত্র রুদ্র, রুদ্রের পুত্র রুদ্রসেন, রুদ্রসেনের পুত্র গালসেন, গালসেনের পুত্র মিথুন, মিথুনের পুত্র ভদ্র, ভদ্রের পুত্র ভদ্রসেন, ভদ্রসেনের পুত্র ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহুর পুত্র অতিবাহু, অতিবাহুর পুত্র বীরবাহু, বীরবাহুর পুত্র

হরিবাহু, হরিবাহুর পুত্র হরিশ, হরিশের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সিন্ধু, সিন্ধুর পুত্র বৃন্দ, বৃন্দের পুত্র নিত্য, নিত্যের পুত্র ইন্দু। ইন্দুর পুত্র অগস্ত্য-ধন, অগস্ত্যধনের পুত্র অগ্নি, অগ্নির পুত্র ব্রহ্মহৃদয়, ব্রহ্মহৃদয়ের পুত্র আপশ, আপশের পুত্র ক্রতু, ক্রতুর পুত্র হবির্ভুর্জ, হবির্ভুর্জের পুত্র দেব, দেবের পুত্র সোমদেব। এই সোমদেব বহু পুত্রের জনক বিধায় প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন; তাঁহার সন্তানই ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মকায়স্থগণ।*

বঙ্গশ্রেণীয় কায়স্থদিগের ঘটক-কারিকায় কুলীন মৌলিক কায়স্থদিগের বংশপদ্ধতি এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস। দেব, সেন, পালিত, সিংহ, কর, দাম, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন, হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শান, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, রাণ, আদিত্য, পিল, খিল, গুপ্ত, চাঁই, বন্ধ, শাঞি, হেশ, সুমন্ত, গণ্ড, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, খেস, খাম, অপমন, তোষক, চাপ, ঘর, বেদ, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধু, মন, ঋতি, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুঞি, গণ্ডক, নাদক, বোই, হোম, আশক, ঢোল, খঞ্জ, কীর্ত্তি, শিলক, ধনু, গুণ, যশ, ভৃত ও দূত। এই সকলের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই কয় জন কুলীন; দত্ত, নাগ ও নাথ মধ্যল্য অর্থাৎ কুলীনের প্রায় তুল্য। দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই কয়েকজন মহাপাত্র অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি। অবশিষ্ট দ্বিসপ্ততি বংশ অচলা অর্থাৎ ইহারা সমভাবাপন্ন। (১)

---

* অচ্যুতচক্রবর্ত্তি-সংগৃহীত কুলপীযূষপ্রবাহ হইতে উদ্ধৃত।

(১) "জাতিমিত্র" এই সকল পদবী লইয়া বড় ধুমধাম করেন; কিন্তু

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের বর্ণিত মৌলিক কায়স্থগণের বংশের পরিচয় দ্বারা প্রমাণ হয়, ইহাঁরা চিত্রগুপ্তের বংশ। কনৌজ হইতে আগন্ত পঞ্চজনও চিত্রবংশজাত। সুতরাং বঙ্গদেশস্থ কুলীন এবং মৌলিক কায়স্থ, ইহাঁরা সকলেই চিত্রগুপ্তের বংশ। মৌলিকেরা ক্রতুদেবের অন্বয়ে সম্ভূত।

কর্ণাট-রাজ্ঞী, কবিময়ূর গ্রন্থ ও কুলপীযূষপ্রবাহ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চজন ক্রতুদেবের অন্বয়ে সমুদ্ভূত। কিন্তু কনৌজ হইতে আগত ঐ পদবীধারী পঞ্চজনের মধ্যে কেহ পুরু-বংশীয়, কেহ বিশ্বামিত্রের বংশে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সকল কারণে ক্রতুদেবের সন্তান ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত অবশ্যই উপরি-উক্ত বংশ সমুদ্ভূত ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং দত্ত হইতে স্বতন্ত্র বংশজ হইবেন।

বঙ্গশ্রেণীয় কায়স্থগণের মধ্যে চন্দ্র ঘোষ, হংস বসু ও কীর্ত্তি বসু নামক কয়েকজন কায়স্থের বংশ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং আর এক মিত্র বংশ আছেন, ইহাদিগকে বঙ্গসমাজে এখন কুলীন কহে না ও তাঁহারা কুলমর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কনৌজ হইতে যে দত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি মৌদ্গল্য গোত্রীয়। যদিও কর্ণাট-রাজ্ঞী, কবিময়ূর, অচ্যুতানন্দসংগ্রহ ও বঙ্গীয় ঘটককারিকায় চিত্রগুপ্তের বংশাবলি-বর্ণনাস্থলে নামের অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তথাপি সকলে এক বাক্যে বলিতেছেন, যে কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশ, বর্ণসঙ্কর নহেন। অচ্যুতা-নন্দ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাহাই লিখিয়াছেন;

ঐ সকল পদবী দ্বারাই কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হইতেছে। যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে যে যে পদ আবশ্যক, সেই সকল পদ ও কার্য্যের সহিত এই সকল পদবীর সংমিলন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলেই তাহার উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি নিরস্ত হইবে। এই পুরাণের দ্বিতীয় ভাগে এই বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

কর্ণাট-রাজ্ঞী ও কবিময়ুর গ্রন্থ যতদূর প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। চিত্রগুপ্তের বংশজ অনেকের নামের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু মূলে সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ।

বৈদ্যজাতির উন্নতির কারণ।

বঙ্গদেশস্থ কায়স্থগণের বিবরণ বর্ণনায় অবস্থানুসারে আনুষঙ্গিকরূপে বৈদ্যজাতির বর্ণনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, বৈদ্যেরা বলেন, বল্লাল ও আদিশূর বৈদ্যজাতীয় ও বঙ্গদেশের রাজা।

ইতিপূর্ব্বে হিন্দুগ্রন্থোক্ত বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠই বৈদ্য এবং বৈদ্য সংশূদ্র গোপ, নাপিত প্রভৃতি অপেক্ষা উচ্চ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, ক্রিয়া-কলাপে যে সময় ব্রাহ্মণদিগের ভোজনের বৈঠক হয়, সেই সময়েই বৈদ্যদিগেরও বৈঠক স্বতন্ত্র স্থানে করা হইয়া থাকে। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে এই নিয়ম প্রচলিত। বঙ্গসমাজে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন হইলে কায়স্থদিগের বৈঠক যে সময়ে হয়, সেই সময়ে স্বতন্ত্র স্থানে বৈদ্যগণের বৈঠক হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মমতে বৈদ্য অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর শূদ্র। স্থান-বিশেষে ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের তুল্যরূপে ইহাদের সামাজিক মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার কারণ কি? বিনা কারণে যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব নহে।

আদিশূর বঙ্গদেশের পরিচিত রাজগণের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি কায়স্থ জাতীয়। ১৪০০ বৎসর গত হইল ঐ বংশের রাজত্ব লোপ হইয়াছে। আইন-ই-আকবরিতে উক্ত আছে, আদিশূর ৭৫ বৎসর, যামিনীভান ৭৩ বৎসর, অনিরুদ্ধ ৭৮ বৎসর, প্রতাপরুদ্র ৬৫

বৎসর, ভূদত্ত ৬৯ বৎসর, রঘুদেব ৬২ বৎসর, গিরিধর ৮০ বৎসর, পৃথ্বীধর ৬৫ বৎসর, সৃষ্টিধর ৫৮ বৎসর, প্রভাকর ৬৩ বৎসর ও জয়ধর ২৩ বৎসর—এই একাদশ নৃপতি ৭১৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ রাজার আনীত, তাঁহার কৃপায় বাস-ভূমি লাভ এবং সময় সময় তাঁহার অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সর্ব্বদা একত্রে বাস, একত্রে উপবেশন ও একস্থানে অবস্থান হেতু চিকিৎসক বৈদ্য ঐ আর্য্যজাতি দ্বয়ের অনুরাগের, স্নেহের ও সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যেরা আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ জাতির ন্যায় গণ্য হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবান্ এবং সভ্য হইয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন; পরিশেষে বৈদ্য নামে স্বতন্ত্র এক শ্রেষ্ঠ সমাজ হইয়া উঠিল।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে অন্য শাস্ত্রানুশীলন করিতে লাগিলেন, শাস্ত্রবিধান জ্ঞাত হইলেন এবং ক্ষেত্র অনুসারে পুত্রের জাতিনির্ণয় হইতে পারে, ইহা অবগত হইলেন। অম্বষ্ঠ বৈশ্যাক্ষেত্রজাত; অতএব আমরাও বৈশ্য, তাহাদের এইরূপ ধারণা হইল।

কোন আভিজাত্যকাম বৈদ্যরাজার মনে স্বজাতির বৈশ্যত্ব স্থাপনের বাসনা উদয় হইল। বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্থানবিশেষে কেহ কেহ তাহাদের বৈশ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

তাঁহারা উপবীতসূত্র সর্ব্বদা কটিদেশে রাখিতেন। আবশ্যক মনে হইলেই গলদেশে তুলিয়া দিতেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ঘুনসির ন্যায় কটিদেশে উপবীত রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। নাভির নিম্নবর্ত্তী অধরাঙ্গ অপবিত্র। পবিত্রসূত্র অপবিত্রস্থানস্পৃষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈদ্যজাতি উপবীতধারণে অনধিকারী জানিয়াই

বোধ হয় ঐ সূত্র কটিদেশে রাখিবার নিয়ম হয়। সেই অবধি উপবীতধারী বৈদ্যগণ কটিদেশেই উক্ত সূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

রাঢ়দেশে' বৈদ্যের সম্মান এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহারা ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্গবিভাগের বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্যের বৈশ্যত্বস্থাপনে সম্মতি দিলে মহর্ষি বেদব্যাস ও মহাত্মা মনুর বাক্য লঙ্ঘনাপরাধে পাপলিপ্ত হইতে হইবে বলিয়া, বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্ব স্বীকারে অসম্মত হইলেন। অদ্যাবধি বঙ্গবিভাগে ঐরূপ ব্যবহার চলিতেছে। ঐ দেশে বৈদ্যগণ অদ্যাপি ৩০ দিবস পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করেন এবং শূদ্রবৎ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

রাজা রাজবল্লভের সংগৃহীত পাঁতি ও বর্ত্তমান কয়েকজন পণ্ডিতের পাঁতির উপর নির্ভর করিয়া অম্বষ্ঠদীপিকা বৈদ্যদিগকে বৈশ্যাচারে উপনীত হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গ্রন্থোদ্ধৃত বচনসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল পাঁতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক ব্যবহারের বিরুদ্ধ। এই বিষয় দ্বিতীয় ভাগে সবিস্তর বর্ণিত হইবে। চিকিৎসাবৃত্তির প্রভাবে বৈদ্যগণ সৎশূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কায়স্থের সমকক্ষ হইয়াছেন।

কায়স্থদিগের হীনদশাপ্রাপ্তির কারণ।

বৈদ্যজাতি উন্নত অবস্থা ধারণ করিয়া কায়স্থ জাতির সমতুল্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেও কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়া লোপ হইয়া তাহারা একেবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাচীনবঙ্গের পূর্ব্বখণ্ডে এক্ষণ পর্য্যন্ত কতিপয় কায়স্থ বংশ আছেন, তাহারা সৎশূদ্রদিগকে দীক্ষিত করিতেছেন। শিষ্যের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহারা সময়ে সময়ে যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ কায়স্থগণ গুরুব্যবসায়ী বলিয়া

অধিকারী-সংজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন। অনেক কায়স্থ গোস্বামীবংশের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিল। বহু ব্রাহ্মণবংশ এবং মণিপুরের রাজবংশ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। মুসলমান রাজত্বকালে কায়স্থগণ সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া কেবল আরবি ফারশি শিখিতেন। ঐ সময়েই কায়স্থদিগের পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

প্রায় ২১৭০ বৎসর গত হইল মগধ দেশে অশোককর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন হয়। ঐ ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং চীন দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বঙ্গবাসী ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন।

নাস্তিকের মত এবং বৌদ্ধমত প্রায় এক। বৌদ্ধেরা দেবদ্বেষী ও বেদদ্বেষী। তাহাদের মতে জাতিবিচার ভ্রমমাত্র। ঐ মতাবলম্বীরা চার্ব্বাকোক্ত ব্যবহারে রত বলিয়া প্রসিদ্ধ *। এই মত বঙ্গদেশে প্রচলিত হইলে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির মত লোপ হইল। অন্যান্য জাতির ন্যায় কায়স্থগণ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়া—জাতি নাই, বেদ কল্পিতগ্রন্থ, উপনয়ন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা বৃথা—ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মোপদেশে দীক্ষিত হইয়া বেদানুযায়ী সাবিত্রীসংস্কার ত্যাগ করিলেন এবং যজ্ঞোপবীতও সেই সঙ্গে বিসর্জ্জিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইলে যে কায়স্থজাতিই এই দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এমত নহে; বৈশ্য, শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি সমস্ত জাতিই ঐ

* (১) ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নাঽঞ্জনসুতঃ কিকটেষু ভবিষ্যতি॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(২) চার্ব্বাকশ্চাপি লোকানাং ব্যবহারপ্রসিদ্ধকম্।
ইত্যাত্মপ্রকাশঃ

দশা প্রাপ্ত হয়; কেবল কতক ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীরও ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, মনুষ্যদিগের হীনধর্ম্ম জনিত দুরবস্থা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু চৈতন্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই হীন অবস্থা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমত যে জাতিভেদে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থ বলেন না; সুতরাং সমস্ত জাতিই যে ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ হইতে হইতেও প্রায় ১১০০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। চীন-দেশীয় ফায়েন নামক ব্যক্তির মতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া পঞ্চম শতাব্দীতে তাহার লোপ হইতে আরম্ভ হয় এবং দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হয়; কিন্তু কাশীতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এবং গুজরাটে দ্বাদশ শতাব্দীতেও ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। * বঙ্গেও ছিল। এই ধর্ম্ম যখন ১৫০০।১৬০০ বৎসর প্রচলিত ছিল, তখন ঐ ধর্ম্মাবলম্বীরাও ঐ সময় পর্য্যন্ত বেদধর্ম্ম এবং সাবিত্রীসংস্কার-পরিভ্রষ্ট হইয়া জাতিভেদ অবিশ্বাস করিয়া সকলেই একজাতি সদৃশ আচরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, গুজরাট দেশীয় বণিকগণ আপন যাজক ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের হস্তে ঘৃতপক্বান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। বোধ হয়, ঐ বণিক্ জাতির যাজকব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণই বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া বেদধর্ম্ম ও সাবিত্রীমন্ত্র-পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন। পরে হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার প্রচলিত হইলে তাঁহারা সাবিত্রীমন্ত্রে পুনর্দীক্ষিত হন।

---

* মার্শমান্ সাহেব বিরচিত ভারত ইতিহাস ১৭—১৮ পৃষ্ঠা।

বৌদ্ধধর্ম্ম যদিও দশ শত বৎসর পরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীকৃত হয়, তাহা হইলেও বঙ্গদেশে তাহার অনেক পরে ঐ ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। কারণ, চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনিই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত করেন। ১১১৪ শকে সেনের পুত্র বল্লালসেনের জন্ম হয়। তাহার সময় আর্য্যমর্য্যাদা বঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের যত্নে লোপ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট করিবার জন্য অশেষ প্রয়াস এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া জাতিশৃঙ্খল ছেদনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ ভাবে ছিল। সুতরাং আর ধর্ম্ম-গ্রন্থের আলোচনা হইতে পারে নাই। এতদ্বশতঃ সকলে স্ব স্ব বিবরণ ও ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

আর্য্যদর্শন বলেন, গ্রীসিয়ান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার জন্য যেরূপ ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল, ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ বিবাদ ঘটিয়াছিল, যথা—পরশুরাম, দণ্ডক, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিবাদ ইত্যাদি। এই সকল যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণের সমকক্ষ এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও আশ্রমগ্রহণে অধিকারী। এই সকল অবস্থার প্রতি বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে আর কখন এইরূপ বিবাদের ঘটনা না হইতে পারে, এই বিবেচনায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিবার সময় ধর্ম্মব্যবস্থাপকগণ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে আপনাদের একাধিপত্য রাখিবার জন্য ব্যক্ত করিয়া ছিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্ব জাতিই শূদ্র। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, এমন কি, বঙ্গদেশের সকল স্থানেও স্মার্ত্তের কথা প্রামাণ্য নহে। যাহা হউক, এই সময়েই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকায়স্থ শূদ্র।

বঙ্গদেশস্থ ব্রহ্মকায়স্থগণ বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বেদ, পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া আপনাদের উৎপত্তি ও জাতির বিষয় একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন হইবার সময় তৎকালীন ধর্ম্মব্যবস্থাপকগণ তাহাদের আশ্রম সম্বন্ধে যাহা স্থির করিলেন, তাঁহারা তাহাই বিশ্বাস পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। সুতরাং তাঁহারা সাবিত্রীসংস্কারবিহীন হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণে বঞ্চিত ও শূদ্রস্বরূপে পরিগণিত হইলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমাজে অন্যান্য সর্ব্বজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে আদিমকাল অবধি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সময় ধর্ম্মাচারে না হউক, লৌকিক ব্যবহারে রাজন্য বলিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা শূদ্রস্বরূপে গণ্য হইলেও ধর্ম্মবিধায়কগণ তাঁহাদের সেই সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মকায়স্থগণ বঙ্গবাসী হইবার সময়ে ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা সেই শ্রেষ্ঠই রহিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ক্ষত্রিয়সংস্কার অর্থাৎ গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত সংস্কারই প্রচলিত রহিল, কেবলমাত্র সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিলেন না। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সাধারণতঃ অন্যান্য সাকার ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার নিয়ম প্রচলিত হইল। সেই অবধি বঙ্গসমাজ এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কেবল মহারাজ বল্লালসেনের সময় তাহাদের ও ব্রাহ্মণগণের আর্য্যনিয়ম অর্থাৎ কুলীন, শ্রোত্রিয় ও মৌলিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ যবনাধিকারভুক্ত হইবার পর নানা কারণে বঙ্গবাসিগণ

সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ঐ সময়েও হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ সকল অতিশয় সাবধানতার সহিত গোপনে রক্ষিত হইত। কারণ যবনেরা জগতে হিন্দুনামের লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রাপ্তিমাত্র বিনষ্ট করিতে ত্রুটি করে নাই। গ্রন্থাদির অভাবে হিন্দুগণ কেহ কেহ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব জাতীয় বিবরণাদি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মকায়স্থদিগের এইরূপ অবস্থা ঘটনের আরও একটি কারণ উপলব্ধি হয়। যখন তাহারা ক্ষত্রিয়সংজ্ঞায় অভিহিত ছিলেন, তখন সমাজে তাঁহাদের যেরূপ উচ্চ আসনে অধিকার ছিল, ঐ সময়েও তাঁহাদের সেই অধিকারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সেই কারণে তাঁহারা আপনাদের মূলবৃত্তান্ত অবগত হইবার আবশ্যকতাও অনুভব করেন নাই। এইরূপে জাতীয় বিবরণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা ক্রমে যজ্ঞোপবীত ধারণাধিকারে বঞ্চিত হইলেন।

যবন-রাজত্বের পর ইংরাজগণের রাজত্ব হইয়াছে। এই সময়েও তাহাদের পূর্ব্ববৎ শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে; ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্ব জাতিই তাহাদের পৃষ্ঠভোজী; নানাকারণবশতঃ বৈদ্য কেবল সমকক্ষ। সুতরাং সমাজ এক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখন আবার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে।

রাজকার্য্য নিষ্পাদন হেতু বাঙ্গালিদিগকে ইংরাজিভাষা শিক্ষা দিবার আবশ্যক হইল। ইংরাজগণের মধ্যে জাতীয় বৃত্তির বিচার নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বর্ণসঙ্কর জাতি প্রভৃতি সমস্ত জাতিই ইংরাজিশিক্ষা করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থায় যে সকল জাতির কখনও লেখনীধারণে অধিকার ছিল না, এই উপলক্ষে তাহারা সকলেই লেখাপড়ার অনুশীলন করিতেছে এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইলেও লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে চাহে না। উদ্দেশ্য, সমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবে। কারণ, লেখাপড়া ব্যতীত ভদ্রতালাভ হয় না। এই

রাজত্বের পূর্ব্বে ও হিন্দুরাজত্বসময়ে শিল্পজীবী ও ব্যবসায়জীবী সমাজে ভদ্র বলিয়া গণ্য ছিল না। কেবল ধর্ম্মজীবী, যুদ্ধজীবী ও অক্ষরজীবীরাই আর্য্য অর্থাৎ ভদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই সকল বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। ভূপতি-গণও তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। এক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবসায়ীকে বেবসাৎ, সাউ, শুঁড়ি প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত করিয়া লোকে তাহাদিগকে ঘৃণা করে। এরূপ ঘৃণা অসঙ্গত বটে, কিন্তু ইহাই অবস্থা ছিল; ইহাদিগকে, এমন কি, চিকিৎসাজীবী বৈদ্যকেও বিশেষ খাতিরে আনে না। জমিদার, তালুকদার, চাকরিয়া ও যোদ্ধগণেরই বিশেষ মর্য্যাদা, এবং সাধারণতঃ লোকে তাহাদেরই সম্ভ্রম করিয়া থাকে। মুসলমানেরাও কলমাদা অর্থাৎ লিপিবৃত্তিককে ভদ্র বলে। পশ্চিমাঞ্চলেও ব্যবসায়ীর বিশেষ মান্য নাই। বণিক্‌কে বেণিয়া বলিয়া আমলে আনে না। এই সকল কারণে এক্ষণে মসীবৃত্তির তৃষ্ণা বলবতী হইয়াছে এবং সমস্ত জাতি স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াও লেখাপড়া শিক্ষা করিতে যত্ন করিতেছে। ইহাতে দেশের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু কায়স্থদের জাতীয় বৃত্তি আর রহিল না।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্র কায়স্থ, কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ, এবং ক্বচিৎ কোনস্থানে বৈশ্য—এই জাতিত্রয় ভূস্বামী ও সমাজপতি ছিলেন, স্থানবিশেষে এক্ষণেও আছেন। এই জাতিত্রয়ের নিকট অন্যান্য সমস্ত জাতি আজ্ঞাবহের ন্যায় সভায় উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তাহারা এক্ষণে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় ও অন্যান্য পদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্বশতঃ আর্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের সহিত তাহাদের সখ্য জন্মে। তাহারা আর্য্যোচিত আচার ও ব্যবহার অনুশীলন করিয়া আপনাদের পূর্ব্বতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছেন। সুতরাং সহরের সমাজস্থ ঐ সকল

জাতীয় ব্যক্তিগণ ঐ জাতিত্রয়ের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু পল্লীগ্রামের সমাজে এ পর্য্যন্ত এতদূর হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণগণ এক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মবিধায়ক আছেন। কিন্তু কায়স্থকে ছোট করিবার চেষ্টা এখন সকলেই করিতেছে।

ইংরাজি বিদ্যাবলে বঙ্গীয় আর্য্য যুবকগণের বুদ্ধিপ্রকাশ হইয়াছে। তন্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ কবিদিগের স্বকপোল-কল্পিত অমূলক রচনা বলিয়া স্থির হইয়াছে। তাহার সহিত জাতি আবার কি? জাতিদেবীই ভারতের সকল অনিষ্টের মূল; এইরূপ আকাশভেদী নানাবিধ বীরনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। আর্য্যজাতি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত শিক্ষিত যুবকগণ সেই স্বরে যোগ দিয়া, সেই মতের পোষকতা করিয়া আমোদ করিতেছেন। জাতিভেদের কথা উড়াইয়া দিয়া আপনাদের হীন জাতি গোপন করিতেছেন; কিন্তু ইংরাজিভাষায় অশিক্ষিত ঐ সকল জাতীয় বৃদ্ধগণ প্রকৃত অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছেন বলিয়া, এই শোচনীয় অবস্থাদর্শনে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তরুণসম্প্রদায় আর বৃদ্ধগণের কথায় কর্ণপাত করিতে চাহেন না। তাহারা আপনাদিগকে আর্য্যবংশধরগণের সমকক্ষ মনে করিয়া প্রণাম, নমস্কার, অবধান, দণ্ডবৎ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাপ্য মর্য্যাদাচিহ্নগুলি, এমন কি, কথাগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেবল শিরশ্চালন ও করস্পর্শনই অভিবাদনসূচক প্রথা হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশে আবার সুরাদেবী ভীষণ বদন বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্ব গ্রাস করিতে বসিয়াছেন; তদ্বশতঃ আর্য্যমর্য্যাদা যে তাঁহার উদরস্থ হইবে, তাহাতে আর অসম্ভব কি? প্রাচীনকালে সুরা সচলা ছিলেন বটে, কিন্তু উপাসনা ও যোগসাধন নিমিত্ত শ্রেণীগত হইয়া সচলা ছিলেন, অসীম আমোদের জন্য নহে। যাহা হউক, ঐ দেবী এক্ষণে সর্ব্বশক্তিধারণ-পূর্ব্বক ইয়ারকি-মূর্ত্তিতে এক নূতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছেন। এই

ধর্ম্মানুসারে যাহাই করা হউক না কেন, তাহা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজবিরুদ্ধ হইতে পারে না!

হিন্দুসমাজের ভার ভূস্বামীর উপর অর্পিত ছিল। সাম্রাজ্যের স্বামী সম্রাট, মহারাষ্ট্রের স্বামী মহারাজ, রাজ্যের স্বামী রাজা, পরগণার স্বামী জমীদার ও মৌজার স্বামী তালুকদার। যবন রাজত্বের সময়ও এই সকল ভূস্বামিগণ আপনাপন অধিকারানুসারে কর প্রদান ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। ইহারা স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজাদিগকে সামাজিক ও স্থানীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘনজনিত অপরাধহেতু দণ্ড প্রদান করিতেন। হিন্দুদিগের সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ ভূস্বামী ছিলেন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্থানান্তর হইতে এদেশে আগমন পূর্ব্বক ভূস্বামী ও সমাজপতি হইয়া আছেন। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের আর ততদূর কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং যিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই বলিতে লিখিতে ও করিতে পারেন।

কায়স্থগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া বৈদ্যকে সৎশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আপনাদের সমকক্ষভাবে গ্রহণ করেন। তাহার পর, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সাবিত্রীসংস্কারবিহীন হইয়াছেন; তাহাতে আবার এক্ষণে সকল জাতিই এক বলিয়া স্থির হইতেছে। অনেকে আদিপুরুষ ও গোত্রের নামও বলিতে পারে না। এই সকল কারণে কায়স্থের মর্য্যাদা নাই বলিয়া অনার্য্যদিগেরও মনে ধারণা হইতেছে।

এত করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না। ক্রিয়াকলাপে অগ্রে ব্রাহ্মণ-ভোজন, তৎপরে কায়স্থ এবং তাহাদের পর অন্যান্য জাতিদের ভোজন হইতেছে। এই কারণে কায়স্থের পৃষ্ঠভোজী আচরণীয় জাতিরা ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে আর অপ্রতুল কি? প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক ধর্ম্ম বলিয়া বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের মনে একরূপ স্থির ধারণা হইয়াছে। ক্রমে কায়স্থকে হীনশূদ্র এবং বৈশ্য-শূদ্রাসংযোগ-

জাত করণ বলিয়া পরিচিত করা হইল (১)। মেঘগর্জ্জনের অনুহুঙ্কারী কেশরীর ন্যায় কায়স্থগণ এই সকল কথায় নীরবভাব ত্যাগ করেন নাই।

কায়স্থজাতির ক্রমেই অবনতি হইতেছে। কেবল কায়স্থ কেন, আর্য্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতিরও আজি আর পূর্ব্বভাব নাই। শেষে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহারই বা নিশ্চয় কি? তবে তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তা ও বিধাতা; সেই কারণে সকলে তাহাদিগকে আবাসচ্যুত করিতে সাহস করে না।

ক্ষত্রিয়াদি প্রধান জাতিসকল ব্রাহ্মণদিগকে কিছু না বলিলেও অন্যেরা ছাড়িতেছে না। বহুপূর্ব্বে একবার বিজ্ঞান-সভায় (Calcutta Science Association) এই সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হইয়াছিল। সেই সময়কার ইংলিসম্যান পত্রে ঐ সভার বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হয়। উহার আংশিক তাৎপর্য্য এই যে—বাঙ্গালিরা লেখা পড়া শিখিয়া কেবল চাকুরির চেষ্টা করেন। অন্য কার্য্যে সহসা অগ্রসর হইতে চাহেন না। কেবল মাত্র সেই কারণে তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে, অন্নকষ্ট বাড়িতেছে। বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা অচিরাৎ সুমহৎ মঙ্গলের মুখদর্শন করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালি তাহাতে পরাঙ্মুখ। জাত্যভিমান ইহার প্রধান বাধা। যদি কেহ কোন ব্রাহ্মণকে জুতা নির্ম্মাণ বা তদ্রূপ অন্য কোন শিল্পের দোকান করিতে বলে, তাহা হইলে ঐ দ্বিজন্মার নিকট তাহার পার পাওয়া দুষ্কর হইবে। সম্ভবতঃ তাহাকে শতমুখীর প্রহার সহ্য করিতে হইবে।*

---

(১) সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতম সম্পাদক ও কায়স্থসদ্গোপ-সংহিতা পুস্তকের অগাধবুদ্ধি গ্রন্থকার।

* "As for a man to tell a Brahmin to open a shoe-making or a like sort of establishment, it is doubtful whether he would escape a good thrashing with a broom-stick from the insulted twice-born."

আমাদের মতে ঐরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ ও এইরূপ প্রস্তাব না করিয়া এই বলিলেই ত বাঙ্গালিদের প্রকৃত দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ হইতে পারিত —যে জাতি পুরুষানুক্রমে যে সকল কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা যদি এক্ষণে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বদেশের হিতসাধন ও আপনাদের সুখবর্দ্ধন করিতে পারিতেন। সদ্গোপ, চাষাধোপা ও কৈবর্ত্ত দীর্ঘকাল অবধি পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাঁহারা কৃষিকার্য্যাদি বিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ভূমির গুণ, বীজের গুণ, বীজ বপনের সময়, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। লেখা পড়ার বলে তাঁহারা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে নূতন নূতন ফল উৎপন্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। অতএব লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিলে দেশের মঙ্গল হইত।

প্রাচীন কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যে সময়ে ভারতবর্ষে এক জাতির বৃত্তি জাত্যন্তরে গৃহীত হয় নাই, সে সময়ে শিল্পজীবীর শিল্পকার্য্য, বিদ্যাজীবীর লেখা পড়া ইত্যাদি অনুশীলন করিবার নিমিত্ত যত্ন ছিল। তাহাতে সর্ব্ববিষয়েই যথেষ্ট উন্নতিও ঘটিয়াছিল। যে রোমান জাতির বিদ্যাবুদ্ধিবলে ইউরোপ সভ্য ও অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহারাও প্রাচীন ভারতবাসীদিগের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া আপনাদের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। মুসলমানের সময় হিন্দুগণ নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং ভারতবাসীর উন্নতি হইতে পারে নাই। এক্ষণে ইংরাজের অধিকারে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান। এখন লেখা পড়া শিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি যদি স্ব স্ব বৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অনায়াসে ঐ সকল বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি, তাহাদের নিজের উন্নতি এবং তাহার সহিত ভারতের পুনরভ্যুদয় সাধন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই।

ইংরাজ শাসনে কোন বৃত্তি আর এখন জাতিগত নহে। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যাহারা কখনও ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শন করে নাই, তাহারা ব্যবস্থা-শাস্ত্র-জীবী, যাহারা কখন কোন ওষধি চিনিত না, তাহারা চিকিৎসক হইতেছে। যাহারা কোন পুরুষে বাণিজ্য শিল্প কার্য্য করে নাই, তাহারা ঐ সকল বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। তাহার উপর আবার মসীবৃত্তির মোহিনী মায়া। সকলেই সেই দিকে ধাবমান হইতে সমুৎসুক। ইহাতে এই ফল দাঁড়াইয়াছে, যে কোন বৃত্তিরই বিশেষ উন্নতি হইতেছে না।

কোন জাতির বৃত্তি জাত্যন্তরে গৃহীত হইতে না পারে এই বিষয় সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রবিধি যখন প্রবল ছিল, তখন ভারত সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। অতএব ব্রাহ্মণ জুতার দোকান করুন, এইরূপ উপদেশ না দিয়া জাতীয় বৃত্তি জাত্যন্তরে অবলম্বিত না হয়—এইরূপ উপদেশ দিলেই সঙ্গত হইত। যাহা হউক, কায়স্থগণ ত অধোগতির চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বকল্যাণের অদ্বিতীয় আলয় ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ উপক্রম দেখা

বঙ্গীয় অন্যান্যপ্রকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির উৎপত্তি বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বঙ্গাধিপতি রাজা আদিশূর মহারাজ বীর-সিংহের সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া সাত শত বঙ্গবাসীকে ছদ্ম-ব্রাহ্মণ-বেশে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। তাহারা কনৌজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে রাজা আদিশূর সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ তাহাদিগকে পুরস্কার দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন ঐ ব্যক্তিগণ রাজসমীপে এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাদের গলদেশে যে উপবীতসূত্র উঠিয়াছে,

তাহা আর পরিত্যাগ করিতে না হয়। আদিশূর তাহাদের প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলেন। এইরূপে উপবীতসূত্র ধারণে অধিকারী হইয়া ইহারা সমাজে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণের বিষয় ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতেন; ক্ষত্রিয়কন্যা মহিষী, বৈশ্যপুত্রী বাবাতা, ও শূদ্র-সুতা পরিবৃত্তি আখ্যায় পরিচিত হইতেন। (১)

প্রাচীন কালে সর্ব্বত্র এবং এক্ষণেও স্থানবিশেষে বিশ্বস্ত পাত্র ব্যতীত অপরে রাজা, রাজকুমার ও রাজন্যদিগের শারীরিক শুশ্রূষার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিত না। কারণ, ঐ সকল ব্যক্তিগণের সর্ব্বদাই পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; এবং পরিচারকদিগের সহায়তায় ঐ সকল অনিষ্ট ঘটনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। এতদ্বশতঃ তাহাদের আহারীয় দ্রব্য আহরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিষ্পাদনার্থ পরিবৃত্তির গর্ভজাত সন্তানগণ নিযুক্ত হইত। বৈধসন্তান ঔরসজাত বলিয়া তাহারাও সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হইত। (২)

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার বিধানমতে দাস দাসী এবং দাসীগর্ভজাত সন্তানগণও সম্পত্তি স্বরূপে পরিগণিত। ধনীর অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার দাসীগর্ভজাত সন্তানও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে অধিকারী হইত; চন্দ্রগুপ্ত ইহার উদাহরণ। ঐ নিয়ম প্রাচীন কালে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। যবনাধিকারকালেও এই নিয়ম চলিত।

(১) গঙ্গাগোবিন্দভট্টাচার্য্যানুবাদিত বাল্মীকি-রামায়ণ দেখ।

(২) ভীষ্মের পিতা শান্তনু রাজার ভার্য্যা সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রগণের ও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের জন্ম ও জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবার অবস্থা দেখ।

পরিবৃত্তি ভার্য্যাগ্রহণ ও তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণের বৃত্তি অনুসারে বোধ হয় দাস দাসী সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবার বিধি দায়ভাগে ও মিতাক্ষরা গ্রন্থে ব্যবস্থিত হইয়া থাকিবে।

ক্ষত্রিয়গণই কারণবশতঃ যবন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় অন্যায় পূর্ব্বক রাজা সগরের পিতার রাজ্য অপহরণ করিয়া লয়। তৎপরে সগর উহাদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন এবং পিতৃরাজ্যাপহারীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন সমরবিজিত ক্ষত্রিয়গণ ভীত হইয়া আত্মত্রাণ-কামনায় মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাগত হন। তিনি তাহাদের জীবন রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু আচারভ্রষ্ট করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় আখ্যাত হয়। তাহাদেরই এক সম্প্রদায়ের নাম যবন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মুসলমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, সুতরাং তাহারা আপনাদের আদিম নিয়মানুসারে সৈয়াদ (ব্রাহ্মণ), সেখ (ক্ষত্রিয়), মোগল (বৈশ্য) ও পাঠান (শূদ্র) এইরূপ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরিবৃত্তি (বাঁদী) গ্রহণের প্রথা প্রচলিত রাখিয়া আসিতেছে। সময়ে সময়ে ঐ পরিবৃত্তি গর্ভজাত সন্তানেরা অনেকে সম্রাট * হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে দাস ক্রয়বিক্রয় করিবার নিয়ম ছিল। ক্ষত্রিয় ও রাজন্যগণ সময়ে সময়ে শূদ্রকন্যা ক্রয় করিয়া পরিবৃত্তি স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণও ক্ষত্রিয় সদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারা নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয় ও রাজন্যদিগেরই সেবা কার্য্য ও শুশ্রূষাতেই নিরত থাকিত। এইরূপে কায়স্থ

* Slave Kings of Delhi &c.

ক্ষত্রিয়দিগের পরিবৃত্তি-গর্ভজাত সন্তানেরা ডেঙ্গর কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পণ্ডিত রামজসন কৃত সংস্কৃত ও ইংরাজি অভিধানে কায়স্থ শব্দার্থে লিখিত আছে—এক জাতি, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রমাতা হইতে উদ্ভূত, কায়েৎ। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থসংজ্ঞায় পরিচিত হইলেও তাহারা ক্ষত্রিয় ও শূদ্র মাতা হইতে উদ্ভূত নহে; তাহারা অসংকীর্ণ বর্ণ; ব্রহ্মকায়স্থগণ ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভূত ক্ষত্রিয়বর্ণ; শূদ্র করণ লেখা পড়া ব্যবসায়হেতু কায়স্থসংজ্ঞায় আখ্যাত হইলেও তাহারা বৈশ্য ও শূদ্রাগর্ভজাত; এবং ক্ষত্রিয় করণ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইলেও ক্ষত্রিয় পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।(২) অতএব ঐ অভিধানের লিখিত ক্ষত্রিয় ও শূদ্র হইতে উদ্ভূত কায়স্থ ঐ সকল কায়স্থ হইতে স্বতন্ত্র। পরিবৃত্তির গর্ভজাত সন্তানই শূদ্রা মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণ্য; সুতরাং কায়স্থগণের পরিবৃত্তির গর্ভজাত সন্তানগণই ঐ অভিধানের লিখিত কায়স্থ।

পরিবৃত্তি-গর্ভজাত সন্তানেরা আপনাপন পিতার নিকট হইতে আজীবন পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয় প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আপন পিতার মহিষী ও বাবাতার গর্ভজাত বংশজদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইত। অন্যের সেবা শুশ্রূষা কার্য্য করিত না, এমন কি, এক ক্ষত্রিয়ের পরিবৃত্তি-সন্তানের মধ্যে কেহ অন্য ক্ষত্রিয়ের সেবা করিত না, এবং করিবার অধিকারও ছিল না। তাহারা ক্ষত্রিয়গণের অন্যান্য সন্তানের ন্যায় সমস্ত অধিকার সম্পন্ন ছিল, কেবলমাত্র পিতার কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলেই উত্তরাধিকারী হইত। এই সন্তানেরা বৈশ্য প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ ছিল।

(২) শূদ্রকরণ ও ক্ষত্রিয়করণের বিষয় দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবে।

কালক্রমে সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকল জাতিই এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। মহারাজ বল্লালসেন নূতন আর্য্যসমাজ স্থাপনকালে সৎশূদ্রগণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, যথা—

দেবপূজা বিপ্রভক্তিঃ পিত্রাজ্ঞাবিধিপালনম্।
দয়াবত্ত্বং ক্ষমাবত্ত্বং ষড়্বিধং শূদ্রলক্ষণম্॥

পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে এক্ষণ পর্য্যন্ত কায়স্থদত্ত মহাব্রাণভূমি ঐ পরিবৃত্তিজাত কায়স্থগণের অনেকে ভোগ করিতেছেন, এবং তাহারা তাহাদের নির্দ্ধারিত কার্য্য করিতেছেন।

কিম্বদন্তী আছে, ১১৯৪ সালে পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। চারি পণ করিয়া চাউলের সের বিক্রয় হইয়াছিল। ঐ সময়ে অভাব বশতঃ অনেক কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ উপরি-উক্ত পরিবৃত্তিজাত অনেককে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং এইরূপে তাহারা অন্য জাতির দাস হইয়াছিল, তদবধি তাহারা ডেঙ্গরা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ দাসদাসী ক্রয়বিক্রয় প্রথা গবর্ণমেণ্টের কৃত আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বে কাহারও ইচ্ছার উপর কেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তিগণ অনেকে নানাস্থানে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ ব্যবসায় দ্বারা ধনাঢ্য হইয়াছে। কিন্তু অনেকে এক্ষণ পর্য্যন্তও হীনকার্য্য করিতেছে।

বল্লালভূপতির বিবরণ।

বল্লালসেনের বংশজগণ বঙ্গদেশে ১০৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের বঙ্গদেশস্থ রাজধানী লাঙ্গল-বন্ধ ঢাকা জেলার অন্তর্গত। তিনি মিত্রসেনের পুত্র, ১১১৪ শাকে, ভাদ্র মাসে

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।(১) আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইনি আর্য্যনিয়ম, কৌলীন্য প্রথা পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহার জাতি লইয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইতেছে, কেহ বলেন ইনি বৈদ্য, কেহ বলেন ইনি কায়স্থ ছিলেন।

দীর্ঘকাল গতে বল্লালসেনের জাতিত্ব বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে যাহাই নিশ্চয় হউক, তাহা সাধারণতঃ প্রমাণিত হইতেছে না। যাহাঁদের ধারণা বল্লালসেন বৈদ্য, তাহাকে কায়স্থ বলিলে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন, যাঁহারা তাহাকে কায়স্থ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন, বৈদ্য বলিলে তাঁহারা ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। তবে প্রসিদ্ধ আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে সেনবংশ কায়স্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। ইহা অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই।

আমরা আইন-ই-আকবরি ও মার্শমান সাহেবের বঙ্গ-ইতিহাস উল্লেখ করিতেছি। ঐ গ্রন্থদ্বয় পরস্পরের প্রতিবাদ করিতেছে। মার্শমান সাহেবের মতে বল্লালসেন বৈদ্য, আইন-ই-আকবরির মতে কায়স্থ।(২) বঙ্গ-ইতিহাসের লিখিত বিষয় বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যেমন কোন কারণ পাওয়া যায় না, আই-ন-আকবরির বর্ণিত অবস্থা উপকথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিবারও সেইরূপ কোন কারণ নাই। যাহা হউক, আইন-ই-আকবরি যখন ঐ ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তখন ইতিহাস অপেক্ষা যে ঐ গ্রন্থ অধিক মাননীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

(১) বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ॥
দেবীবর।

(২) মিঃ ফ্রান্‌সিস্ গ্লাডউইন সাহেবের ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত আইন-ই-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড।

মার্শমান্ সাহেবের লিখনানুসারে বৈদ্যবংশীয় বল্লালসেনকে মিত্রসেনের পুত্র বল্লালভূপতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। কারণ, অনেকে বলেন বল্লালসেন বিজয়সেনের পুত্র। তিনি আরও বলেন যে, কেহ ইহাকে জন্মসেনের পুত্র, কেহ বা আদিশূরের পুত্র, কেহ বা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া থাকে।

মার্শমান্ সাহেবের লিখনানুসারে প্রকাশ হয়, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ জন সৈন্য সহ মুসলমান সেনানী বক্তীয়ার খিলিজী রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে শান্তস্বভাবসম্পন্ন, নিরীহ, ভদ্রগুণ-বিশিষ্ট ঐ রাজা খিড়কির দ্বার দিয়া পলায়নপূর্ব্বক পুণ্যফলে বৈকুণ্ঠ-পুরীধামে (শ্রীক্ষেত্রে) একেবারে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর। এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

কৌলীন্যপ্রথাস্থাপক বল্লালসেন যে ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য নহে। এখন কুলীনদিগের সাধারণতঃ ২৫ পর্য্যায় চলিতেছে। প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে ২৫ × ৩০ = ৭৫০ বৎসর হইল কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে ৫০।৬০ বৎসরের ন্যূনতা হইতে পারে। বঙ্গজ-কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥

চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের এক শাখা অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ আছেন। বল্লাল সেই শাখার অন্তর্গত। ঘটকেরা কেহ কেহ তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ বৈদ্য বলেন নাই। সেন পদবী বৈদ্যের মধ্যেও আছে, কায়স্থের মধ্যেও আছে। সেন শব্দ দ্বারাই বল্লালকে বৈদ্যনির্ণয় করা যায় না। কুলবিধানকারী বল্লালের অনেক পরে এক বৈদ্য বল্লালসেন উপাধি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র রাজা হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে, তাহা হইতেই এই ধারণা হইয়াছে যে মহারাজ বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন।

বল্লাল এক ডোমের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুত্র লক্ষ্মণ-সেনের বিবাদ হয়, বৈদ্যেরা লক্ষ্মণসেনের পক্ষ হওয়ায় লক্ষ্মণসেনী থাক হইয়াছে, এজন্য বল্লালী কৌলীন্য তাহারা লন নাই—এ সমুদায়ই উদ্ভট কল্পনা। যিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং সমাজের ধার্ম্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য ও আচারাদি নবগুণের বৃদ্ধির জন্য ঐ সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়াছিলেন তিনি ঐরূপ অনাচারী ছিলেন ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় বৈদ্যবল্লাল সম্বন্ধে তাহা সত্য হইতে পারে। বল্লাল যদি বৈদ্য হইতেন তবে নিজের জাতি বৈদ্যকেও কৌলীন্য দিতেন। মহারাজ বল্লালের সময়ে যে এদেশে বৈদ্য নামে স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন তাহারও নিশ্চয় নাই। কুলীন শব্দার্থে—মহাকুল, আর্য্য, সজ্জন, সাধু। অমরকোষে ইহা লিখিত আছে। "মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদ্গতান্। সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥" এই মনুবাক্যে মৌলিকের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। মৌল বা মৌলিকগণ শাস্ত্রজ্ঞ, বীর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সৎকুলজাত এবং রাজার সচিব ছিলেন।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

কুলীনের এই নয় লক্ষণ। দান, তপস্যা, প্রতিষ্ঠাদি গুণের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বসু ঘোষাদি ব্রাহ্মণদের প্রায় তুল্য উচ্চজাতি ক্ষত্রিয় ছিলেন। মৌলিকগণ সৎকুলজাত, বীর, শাস্ত্রবিদ্ এবং রাজার সচিব হওয়াতে জানা যায় তাহারাও উত্তম ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহারাজ আদিশূর ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র, সেন, সিংহ, পাল, নন্দী, বিষ্ণু, রক্ষিত প্রভৃতি ২৭ জনকেই বাসার্থে ২৭ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। অতএব মৌলিক কায়স্থগণেরও মান্য কম ছিল না। ভোজবংশ, শূরবংশ,

পালবংশ, সেনবংশ যাঁহারা বঙ্গে ও গৌড়ে বহুসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহারা মৌলিকবংশ বলিয়াই মৌলিকেরা দাবি করিতে অবশ্য পারেন। বারভূঞার মধ্যে প্রসিদ্ধ ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় দেব-বংশীয় চাঁদ-কেদার রায়, লক্ষ্মণমাণিক্য শূর, মুকুন্দরাম রায়, তাঁহারাও মৌলিক ছিলেন। অতএব মৌলিকের মর্য্যাদা কম নহে। বল্লাল-ভূপতিও মৌলিকবংশ-সন্তান বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন। এতাবৎ প্রমাণে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলনকার বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমাপ্তোঽয়ং কায়স্থপুরাণস্য প্রথমো ভাগঃ।

কায়স্থ-পুরাণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

কায়স্থদিগের কৌলীন্যপদ্ধতি পুনঃপ্রচলিত হইবার কারণনির্ণয়।

আর্য্যনিয়ম কৌলীন্য-পদ্ধতি মহারাজ বল্লালসেন নূতন সংস্থাপন করেন নাই। বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত ইহারা আদিকুলীন অর্থাৎ অতি প্রাচীন কাল অবধিই কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছেন। বল্লালসেন কেবল মাত্র বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি স্থানবাসী ঐ পঞ্চবংশ-জাত ও মৌলিক কায়স্থগণের বংশধরদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মেলবদ্ধ করিয়াছিলেন। আর্য্য-জাতি-সমূহ মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্ণে কৌলীন্য প্রথা অতি প্রাচীন কাল অবধি প্রচলিত আছে। আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা রাজবংশীয় মহাকুলোদ্ভূত আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু তাহারাই কুলীন। (১) কুলীন ব্যতীত রাজ-সভাসদ্ হইতে পারিত

(১) রাজবীজী রাজবংশ্যোবীজ্যস্তু কুলসম্ভবঃ।
মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ॥
ইত্যমরঃ।

না।(২) কুলীনের সাক্ষ্য বাক্যেই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণীত হইত।(৩) আর্য্যদিগের মধ্যে কুলমর্য্যাদা গ্রহণ করিবার নিয়মও প্রচলিত ছিল। কুলীন বংশজ মদ্রাধিপতি মহারাজ শৈল্য পাণ্ডুরাজের সহিত আপন ভগিনী মাদ্রীর বিবাহসময়ে কুলমর্য্যাদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪)

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা মন্ত্রী, সচিব, অমাত্য, প্রাড়্বিবাক (জজ্) পুরোহিত, কোষাধ্যক্ষ হইতেন তাঁহারা মহাপাত্র।(৫) কঞ্চুকী, গ্রামকর্ত্তা, নগরপাল, দূত, দ্বারপাল, চর, এবং সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী ক্ষত্রিয়গণও

(২) ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ নৃপতেঃ স্যুঃ সভাসদঃ॥
ইতি নারদঃ।

(৩) ক। তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ॥
ত্রয়ো বা সাক্ষিনো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ারতাঃ॥
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

খ। কুলীনা ঋজবঃ শুদ্ধা জন্মতঃ কর্ম্মতোঽর্থতঃ।
ত্রয়ো বা সাক্ষিনো জ্ঞেয়াঃ শুচয়ঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥
ইতি নারদঃ।

(৪) মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত,
৪৭৮, ৪৮৬, ৪৮৭।

(৫) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
মন্ত্রিধীসচিবোঽমাত্যোঽন্যকর্ম্মসচিবাস্ততঃ॥
মহাপাত্রাঃ প্রধানানি পুরোধাস্তু পুরোহিতঃ।
দ্রষ্টরি ব্যবহারাণাং প্রাড়্বিবেকোঽক্ষদর্শকৌ॥
ইত্যমরঃ॥

রাজন্য বলিয়া প্রখ্যাত।(১) এই সকল ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থ মহাপাত্র। কেন ক্ষত্রিয়গণ কুলীন ও মৌলিক অথবা কুলীন, মহাপাত্র ও 'অচলা' মহাপাত্র এই তিন সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইলেন, ব্রাহ্মণগণই বা কি নিমিত্ত কেবল কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই শ্রেণীতে সংবদ্ধ হইলেন ? বঙ্গদেশের যাহারা এক্ষণে গোস্বামীর হস্তপ্রভাবে বৈশ্য বলাইতে আটখানা হইয়াছেন, যাহারা রাহুগ্রস্ত জাতিমিত্রের তেজে কটিদেশচিরবিলাসিনী ঘুনসী ঊর্দ্ধধারিণী করিয়া কণ্ঠশোভিনী করিয়াছেন, এবং নবোন্নতিলাভের উৎসাহে মত্ত হইয়া কৌলীন্যপ্রথাস্থাপক বল্লালসেনকে আপনাদের আদি পুরুষ বলিয়া আমোদে নৃত্য করিতেছেন, কি কারণেই বা ঐ নিয়ম তৎ-কর্ত্তৃক তাহাদের মধ্যে সংস্থাপিত হইল না ?

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই আর্য্যজাতিদ্বয় সদ্‌গুণসম্পন্ন হইবে এই উদ্দেশ্যেই প্রথমতঃ কৌলীন্যনিয়ম সংস্থাপিত হয়। কুলীনই আর্য্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যই আর্য্য; শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর, অনার্য্য, পতিত ও নিষ্কুল। সুতরাং শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য হইয়া কুলীন হইতে পারে না।

শূদ্র যে কখন কুলীন অথবা কুলীন বলিয়া পরিগণিত নহে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারাও সপ্রমাণ হয়। নারদ বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ, সত্যবাদী, এবং শত্রু ও মিত্রের সমদর্শী কুলীনই রাজসভাসদ্ হইবে। কাত্যায়ন বিধি করিয়াছেন, কার্য্যবশতঃ রাজা প্রজাদিগের সমস্ত কার্য্য দর্শন করিতে না পারিলে বিদ্বান্, বেদপারগ, বিনীত, অপক্ষপাতী, পরলোকভীত, ধর্ম্মিষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ ও ক্রোধশূন্য কুলীন ব্রাহ্মণ তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তদভাবে ঐ সকল গুণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়, তদভাবে ঐরূপ বৈশ্য নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু শূদ্র কখনই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ঐ সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুর্লভ হইলে জ্ঞানহীন দ্বিজাতিও

(১) অমরকোষ ক্ষত্রিয়বর্গ দেখ।

ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তথাপি শূদ্র নিযুক্ত হইতে পারিবে না। শূদ্র যে রাজার ধর্ম্ম বিচার করে, তাহার রাজ্য পঙ্ক-পতিত গাভীর ন্যায় অবসন্ন হয়। ব্যাস বলেন, যে রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রদিগের সহিত রাজকার্য্য দর্শন করে তাহার রাজ্য দুর্ব্বল এবং সৈন্য ও সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হয়।(১) যখন কুলীনই রাজসভাসদ্ হইবে, যখন কুলীন ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপ্রাপ্য হইলে রাজা বরং বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য দর্শন করিবেন, তথাপি শূদ্রকে ঐ অধিকার প্রদত্ত হইবে না, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই কুলীন; শূদ্রজাতিরা কখনই কুলীন নহে। সুতরাং তাহারা কুলীনবংশজ অথবা কুলীন বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারে না।

(১) ক। ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ নৃপতেঃ স্যুঃ সভাসদঃ॥
নারদঃ।

খ। যদি কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাৎ বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্॥
দান্তং কুলীনং মধ্যস্থ মনুদ্বেগকরং স্থিতম্।
পরত্রভীরুং ধর্ম্মিষ্ঠমুদ্যুক্তং ক্রোধবর্জ্জিতম্॥
কাত্যায়নঃ।

গ। যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং বাথ যোজয়েৎ
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ ঐ

ঘ। জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতে র্ন তু শূদ্রঃ কদাচন॥ ঐ

ঙ। যস্য রাজ্ঞস্তু কুরুতে শূদ্রো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥ ঐ

চ। দ্বিজান্ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোষশ্চ নশ্যতি॥
ব্যাসঃ।

ইতিপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে বর্ণসঙ্করগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী। আর্য্যবর্ণ,অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কনৌজ ও গৌড় দেশ হইতে আগমন করিয়া এ দেশে বসবাস করিয়া আছেন। আবার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহারা ও অন্যান্য জাতিগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত একভাবে কাটাইয়া ছিলেন, সুতরাং আর্য্যে, অনার্য্যে, রাজন্যে, রাজবংশজে প্রভেদ নির্ণয় ছিল না। ধর্ম্মাচারে সকলেই সমভাবে ছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সংস্পর্শদোষও লোপ হইল। এই সুযোগে অনেক অনার্য্যও আর্য্যোচিত আচার ব্যবহার অনুশীলন পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করেন। এ দিকে কতিপয় হীনজাতি সাতশতী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাহাদের ও ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণবংশজ-দিগের মধ্যে যে স্বতন্ত্রভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া উভয় বংশই ক্রমে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন; এইরূপে এই সময়ে বর্ণের ব্রাহ্মণগণও লব্ধোদয় হইলেন। ব্রহ্মকায়স্থ ও ডেঙ্গরা কায়েতের মধ্যেও সেই ভাব দেখা দিল।

আর্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের আর আর্য্যমর্য্যাদা থাকে না। হীন জাতিরা ব্রাহ্মণবংশজ বলিয়া পরিচিত এবং ভিষক্ অম্বষ্ঠও আদৃত, ডেঙ্গরা কায়েস্থ ও অন্যান্য 'বর্ণসঙ্কর জাতিরা আর্য্যব্যবহারে রত, দীর্ঘকাল গত হইলে তাহারাও আর্য্য বলাইতে পারে—সুতরাং বঙ্গবাসী আর্য্য অনার্য্য বংশজদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না—ইত্যাদি বিষয় তাঁহাদের চিন্তামার্গে সমুদিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, তাহাদিগের বঙ্গবাসের কারণ ব্যক্ত ও আদিবাসভূমির নির্ণয় এবং তাহাদের আর্য্যমর্য্যাদা বিশেষরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাঁহাদের বংশধরগণ আর প্রকৃত আর্য্যমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহাদের ও বঙ্গবাসী অনার্য্যবংশজদিগের প্রভেদ লোপ হইয়া যাইবে; অনার্য্যরাও

আর্য্য বলাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা মহারাজ বল্লালসেনের নিকট প্রস্তাব করিলেন, তিনি যেন বঙ্গবাসী অনার্য্যগণ হইতে বিভেদ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে মেলবন্ধন প্রথা প্রচলিত করেন এবং সেই উপায়ে বঙ্গে আর্য্যদিগের কৌলীন্য পরিরক্ষিত এবং এই বিভিন্ন প্রকার মানবদিগের প্রভেদক চিহ্ন চিরপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মহারাজ বল্লালসেন তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আর্য্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং তাহাদিগের আদি বাসস্থান ও তত্তৎ স্থানের মাহাত্ম্য ও তাহাদের বঙ্গবাসের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয় অবগত হইলেন। অতএব ঐ সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ যাজক ছিলেন, তাহারা শ্রোত্রিয়, ও অবশিষ্ট সদাচারী ব্রাহ্মণগণ কুলীন বলিয়া নির্ণীত হইলেন। কায়স্থগণের (ক্ষত্রিয়গণ) মধ্যে যাহারা রাজবংশজ তাহারাই কুলীন, যাহারা রাজবংশজ হইয়াও বিনয়হীন বা গুণে কিঞ্চিৎন্যূন ছিলেন, তাহারা 'মধ্যল্য', যাহারা রাজবংশজ হইয়াও গুণে আরও ন্যূন ছিলেন তাহারা মন্ত্রী প্রভৃতি পদে অভিষিক্ত হইয়া 'মহাপাত্র' নামে খ্যাত হন। যাহারা রাজন্য হইয়া ক্রমান্বয়ে কঞ্চুকী, গ্রামকর্ত্তা, প্রতিহারী প্রভৃতি পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাহারা 'অচল মহাপাত্র' নামে শ্রেণীবদ্ধ হইলেন। এইরূপে মহারাজ বল্লালসেন দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই শ্রেণীতে ও আর্য্য কায়স্থদিগকে কুলীন, 'মধ্যল্য,' মহাপাত্র ও অচল মহাপাত্র এই শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভাগ করিয়া আর্য্যমর্য্যাদা সংরক্ষণ মানসে মেলবন্ধ করিলেন। অচল মহাপাত্র অর্থ বোধ হয় যাহারা চিরকাল মহাপাত্রই থাকিবে, মধ্যল্য বা কুলীনপদে উন্নত হইতে পারিবেনা।

কুলীন কায়স্থদিগের "বিপ্র-দাস" এই উপাধি-লাভের কারণ নির্ণয়।

মহারাজ বল্লালসেন কনৌজী ও গৌড়ীয় বঙ্গবাসী কায়স্থের মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান এই নবগুণবিশিষ্ট মহাকুলোদ্ভব রাজবংশজদিগকে কুলীন এবং বিদ্যাবান্, শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী, রাজকর্ম্মচারী, দয়াবান এই সপ্তগুণ-সম্পন্ন রাজকুলোদ্ভব রাজন্য বংশজাতদিগকে মৌলিক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।(১) এই নবগুণসম্পন্ন মহাকুলজাত কনৌজী ব্রাহ্মণেরাও কুলীন হইয়াছেন। ঐ দুই বর্ণের কুলীননির্ণায়ক গুণের কোন ইতর-বিশেষ নাই। সুতরাং বঙ্গাগত কনৌজী কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণ এক-আচার, এক-ধর্ম্ম, এক-বৃত্তি, এক-ক্ষমতাপন্ন—বংশভেদ ব্যতীত তাহাদের মধ্যে অন্য কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু এইরূপ হইলেও ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে কায়স্থ কুলীনেরা "বিপ্রদাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি তাহা গ্রহণ করণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি হীনমর্য্যাদ হইয়াছেন। বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র অপেক্ষা দত্ত অগ্রগণ্য হইলেও ঐ উপাধি গ্রহণ না করিয়া দণ্ডস্বরূপে মধ্যাল্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণই বেদাচারী হিন্দুদিগের গুরু ও ব্রহ্ম।(২) সুতরাং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণই সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ তাহাদের

(১) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥
বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজসেবী দয়াশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ॥

কুলদীপিকা॥

(২) বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু।

দাস। কায়স্থেরা যদি ত্রিবর্ণের কর্ম্মজ দাস হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের দাসোপাধি স্বভাবলব্ধস্বরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং তাহাদের আর "ব্রাহ্মণ-দাস" উপাধি নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন কি ছিল ?

কূটতর্ক হইতে পারে যে কনৌজী পঞ্চ কায়স্থ তত্তৎ স্থানীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিযুক্ত পরিচারক কর্ম্মজ দাস, তাহারা বঙ্গবাসী হইবার পরে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে অন্যান্য জাতির ন্যায় দাস্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক উন্নতি লাভ করেন এবং কালসহকারে সর্ব্ববিষয়ে স্ব স্ব প্রভুর সমতুল্য হইয়াছিলেন। সুতরাং কুলীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার সময় ঐ পঞ্চজনের পূর্ব্ববৃত্তি স্মরণ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে ঐ উপাধি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে, কায়স্থের প্রাচীন বিবরণ ব্রাহ্মণ দ্বারা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাহারা মহাকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সমধর্ম্মী নবগুণসম্পন্ন রাজবংশজ ও রাজবংশোচিত বেশে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সসৈন্যে কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ শিবিকায় বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কবিভট্ট তাহাদিগকে দ্বিজ বলিয়াছেন। অতএব ঐ তর্ক কেবল বিদ্বেষজনিত কূটতর্কমাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় উন্নতশিরা হইয়াছেন। এক সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষানুসারে নিজের যুক্তির ও ইংরাজী গ্রন্থোক্ত প্রমাণের সেবক। ইহারা উন্নত সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর এক সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের কিছুমাত্র অমান্য না করিয়া সাধ্যমত কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের আখ্যা বৃদ্ধ-সম্প্রদায়। উন্নত সম্প্রদায় যুক্তির অধীন, যুক্তি অবশ্য বলবৎ প্রমাণ। সুতরাং যুক্তির দ্বারায় প্রথমতঃ ঐ বিষয়ের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

উন্নত সম্প্রদায়ের অন্যতর মুখপত্র আর্য্যদর্শন বলেন, গ্রীসীয়ানদিগের ন্যায় আর্য্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা রক্ষার্থ ঘোরতর

যুদ্ধ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং পরশুরাম ও ক্ষত্রিয়গণ তাহার উদাহরণ। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয়, এই বর্ণদ্বয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্ভ্রম লাভার্থ প্রাচীন কাল হইতে বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণ (কায়স্থগণ) কখন ব্রাহ্মণের সমকক্ষ না হয়, এরূপ চিন্তা ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। যে সময়ে ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, কি শ্রেষ্ঠ অথবা সমকক্ষ হইতে যত্ন করিয়াছেন, সেই সময়েই তাঁহারা কখন অভিসম্পাতে, কখন কৌশলে, কখন বা অস্ত্রবলে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিয়াছেন। নহুষ রাজা ব্রাহ্মণের দ্বারা আপন শিবিকা বহন করাইতেন, সেই অপরাধে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে তাহাকে সর্পদেহ ধারণ করিতে হইল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অহঙ্কার করিলেন, অমনি বিশ্বামিত্রের কৌশলে তাঁহাকে চণ্ডাল হইতে হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি বগলামন্ত্র জপ করেন তিনি ব্রাহ্মণ। ঐ মন্ত্র-প্রভাবে চিত্রাঙ্গদ ব্রাহ্মণ হইবার যত্ন করিয়া অভিসম্পাতের বলে পাতালে গমন করিলেন। পরশুরামের অস্ত্রবলের ত কথাই নাই। তবে ক্ষত্রিয়েরা যখন দাসের ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা তাহাদের অনুগ্রহের, স্নেহের ও আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন।

উন্নতসম্প্রদায়ের মতে বেদ ব্যতীত তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশার্থ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আধুনিক কালের সংরচিত গ্রন্থ। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম, পরমেশ্বর বিষ্ণু বিপ্রপদাঘাত সহ্য করিয়াছেন, বিপ্রপাদোদক ধারণ করিলে পাপক্ষয় হয়, ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত শাসন ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাসূচক, কল্পনাপ্রসূত ও তাহাদের নিজের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা সংস্থাপনার্থ উদ্ভূত হইয়াছে মাত্র। অতএব কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা হীনতপা, হীনবীর্য্য হইলে ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্বকার্য্য স্মরণ করিয়া তাহারা এরূপ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন যে

ক্ষাত্রিয়গণ পুনরায় ঐরূপ করিতে উদ্যত হইলে আর দমন করিবার সাধ্য ছিল না। অতএব ইহাদিগকে একেবারে নিস্তেজ করা কর্ত্তব্য। শুভক্ষণে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল, সকল জাতিই এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এতদ্দেশীয় ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) যজ্ঞোপবীত-বিহীন ও সাবিত্রী-সংস্কার-বর্জ্জিত হইলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের যত্নে ঐ ধর্ম্ম লোপ হইল; ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে হীনাচারী করিবার বাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রায় তুল্য মর্য্যাদা বিশিষ্ট ছিলেন। কলিযুগেই ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের সমবৃত্তি ও সমপদবিশিষ্ট হইয়া বিরাগের ভাজন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই হিন্দুদিগের পুরোহিত, তাঁহারাই যাজ্ঞিক; সুতরাং তাঁহারা পুরোধাঃ ও পুরোহিত উপাধি-সম্পন্ন। এ নিমিত্ত তাঁহারা হিন্দু সমাজে পরম পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে দেবতা মন্ত্রের অধীন, মন্ত্র ব্রাহ্মণের আয়ত্ত, সুতরাং ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম। (১) কিন্তু অমরকোষে দেখা যাইতেছে, ক্ষত্রিয়েরা এই মন্ত্র আপনাদের আয়ত্ত করিয়া যাজ্ঞিক ও পুরোহিতপদ লাভও করিতে পারিতেন। কায়স্থ-উপাধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় চিত্রাঙ্গদ ঐ মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। অমরকোষ অমরসিংহের কৃত, অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ। বিক্রমাদিত্য দুই হাজার বৎসরের লোক। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণও ঐ সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে পুরোধাঃ ও পুরোহিতের আসন লাভে সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। (২) ব্রাহ্মণদিগের উপাধি

---

(১) দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা ব্রাহ্মণো দেবতা ততঃ॥

(২) রাজন্যকঞ্চ নৃপতেঃ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
মন্ত্রী ধীসচিবোঽমাত্যোঽন্যকর্ম্মসচিবস্ততঃ॥

শর্ম্মা, মৌলিক কায়স্থদিগের এক সম্প্রদায়ের উপাধিও শর্ম্মা। আদিশূরের যজ্ঞে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করেন। তখন তাহারা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়েরা বীর্য্যবান্, কাজেই ব্রাহ্মণেরা বিদ্বেষের কার্য্য করিবার যত্ন করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেও ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) বিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়. চিত্রগুপ্ত-যমবংশজ। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অন্তক ও সেবক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিলে সাধারণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে কায়স্থের যজ্ঞোপবীত পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে কায়স্থ-কৌস্তুভ প্রচার হইল। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞের ন্যায় মনে যাহা উদয় হইল, বকিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

উনবিংশ শতাব্দী হইতে জাতিধ্বংস করিবার প্রস্তাব লইয়া ইংরাজী-কৃতবিদ্যগণ মেদিনী তোলপাড় করিতেছেন। "বঙ্গদর্শন" পক্ষপাতশূন্য ষড়রিপুবর্জ্জিত নূতন মুনির অবতার স্বরূপ নব্য সম্প্রদায়ের মাননীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখিলে তাহা পক্ষপাত-শূন্য নহে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় 'বাঙ্গলার ইতিহাস' নামক একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাহা সম্পূর্ণরূপে বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসের উপর সংস্থাপিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইন-ই-আকবরির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালে "বাঙ্গালার জমীদারেরা কায়স্থ,—

মহাপাত্রাঃ প্রধানানি পুরোধাস্তু পুরোহিতঃ
দ্রষ্টরি ব্যবহারাণাং প্রাড়্বিবাগক্ষদর্শকৌ॥

২৩৩৩০ অশ্বারোহী,—* * দিয়া থাকেন।" বঙ্গদর্শন ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার সময়ে কায়স্থ শব্দের পরিবর্ত্তে কয়েকটী বিন্দু দিয়া "কায়স্থ" শব্দটি অপলোপ করিয়াছেন। ইহার কারণ কেবল দ্বেষ ও জাত্যভিমান। জমীদারই ভূস্বামী, রাজা; প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ জাতি এদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে এক্ষণে তাহাদিগকে দাস বলা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাতেই ঐরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। বঙ্গদর্শনই বলিতে পারেন, এরূপ সত্যাপলাপ-প্রবৃত্তি সৎশিক্ষার ফল ও উন্নত নীতির পরিচায়ক কি না?

মহাত্মা কাশীরাম দাসের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ ও অত্যাচারে তাঁহাকে স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। তথাপি বঙ্গদর্শনের মতে ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর নহেন। নবপ্রসূত "কল্পদ্রুম" এই 'কায়স্থ-পুরাণ' প্রথমভাগের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা হইল। কিন্তু তথাপি পূর্ব্ব বিদ্বেষবশতঃ কল্পদ্রুম কিরূপ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত হইয়াছেন।

ইত্যগ্রে বর্ণিত অবস্থা ও তৎপ্রণোদিত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার পর কনৌজি পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ সাবিত্রীভ্রংস হেতু শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইলেন। যখন বল্লালসেন তাহাদিগের মেলবন্ধ করিয়া পুনরায় তাহাদের কৌলীন্য পদ সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন তখন ব্রাহ্মণেরা নহুষ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের অনুষ্ঠিত কার্য্য স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা আবার তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, কৌশল ক্রমে পুনর্ব্বার ইহাদিগকে চিরাধীনতায় রাখিবার উপায় না করিলে সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদা থাকিবে না; বিশেষতঃ বিনাশ্রমে ও পরশ্রমে সুখভোগ করা

কঠিন হইবে। তন্ত্র পুরাণ মতে আমরা ব্রহ্ম ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমাদের সেবক, অর্চ্চক ও দাস। দেখা আবশ্যক, ইহারা আপনাদিগকে আমাদের দাস বলিয়া স্বীকার করে কি না? না করিলে ইহারা অদ্যাপিও বৌদ্ধমতাবলম্বী, হিন্দুধর্ম্মাশ্রয়ী নহে, সুতরাং কুলীন হইলেও আর্য্যমর্য্যাদা পাইতে পারে না। এইরূপ সংকল্প করিয়া তাহারা মহারাজ বল্লালসেনের নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মশাপ প্রকৃতই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সেই শাপভয়ে তিনি অগত্যা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রথমতঃ দত্তকে ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া রাজপ্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। এতদ্দর্শনে ঐ পদ অনুগত বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্রকে অর্পণ করা হইল।

এরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগের বিদ্বেষী হইলে কখনই তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইতেন না। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ যে সময়ে সংরচিত হইয়াছে তৎকালে তাহাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া সাধারণের অবগতি ছিল। সুতরাং সে সময়ে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া ব্যক্ত করা বড় সহজ ছিল না ; কৌলীন্য প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া "ব্রাহ্মণের দাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর হইতে ঐরূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আচার-নির্ণয় তন্ত্র পাঠে বস্তুতঃ এইরূপ সন্দেহ হয় যে ঐ তন্ত্রের ৩৭ পটল বল্লালভূপতি কর্ত্তৃক কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপিত হওয়ার পরে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপনের ও কায়স্থকে বিপ্রদাসত্ব স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। সেই কারণেই ব্রাহ্মণেরা ঘটককারিকাতেও কায়স্থকে বিপ্রদাস ও শূদ্র বলিয়া কোন কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন। এক্ষণে বৃদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রপুরাণাদি গ্রন্থানুসারে ক্ষত্রিয়দিগের "বিপ্রদাস" উপাধি লাভসম্বন্ধে মূলতত্ত্ব নির্ণয় করা আবশ্যক। অতএব প্রথমতঃ

বিবেচনা করা যাউক যে 'দাস' শব্দ কিরূপ স্থলে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দাসত্ব তিন প্রকার। বিশেষ দাসত্ব, সামান্য দাসত্ব ও কর্ম্মজ দাসত্ব। এই কার্য্যত্রয়ে ইতরবিশেষ থাকিলেও ঐ ত্রিবিধ কার্য্যকারক সাধারণতঃ দাস, সেবক, ভৃত্য ও কিঙ্কর এই চতুর্বিধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ দাসত্ব ধর্ম্মানুগত, সামান্য দাসত্ব ব্যবহারসম্মত। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্য্যা অর্থাৎ হীনকর্ম্মজনিত কার্য্যই কর্ম্মজ দাসত্ব।

অগ্রপশ্চাৎ-জন্মজনিত গুরুতর ও লঘুতর সম্পর্ক বিবেচনায় অর্থাৎ মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুতর ব্যক্তির শরীর ও মনের তুষ্টি-সাধন মানসে যে কোন প্রকার দাসত্বের কার্য্য করা যায়, তাহা বিশেষ দাসত্ব। পুনঃসংস্কার হইলে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। বিদ্যাই ঐ সংস্কারের মূল। সুতরাং বিদ্যাগুরু, দীক্ষাগুরু, প্রভৃতি সম্পর্কবান্ ব্যক্তিরাও ঐ জন্ম-জনিত সম্পর্কের অন্তর্গত। এইরূপ সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের সেবা শুশ্রূষা, পূজা প্রভৃতি দাসত্বের কার্য্য করা পরম ধর্ম্ম। অতএব এই দাসত্ব হেতু কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সমস্ত বর্ণই শ্রেণীপরম্পরা সম্পর্ক বিবেচনায় পরস্পর পরস্পরের দাস। "বর্ণানাং আনুলোম্যেন দাস্যং", অনুলোমক্রমে দাসত্ব হইতে পারে।

সামান্য দাসত্ব বিশেষ দাসত্বের অন্তর্গত হইলেও জন্মজনিত গুরুতর সম্পর্ক ব্যতীত শ্রেষ্ঠ পদ, মান ও ক্ষমতার আধিক্য হেতু গৌরব বৃদ্ধি-করণার্থ হীনতা স্বীকারের জন্য দাস, ভৃত্য, সেবক, কিঙ্কর শব্দ প্রয়োগ দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহা সামান্য দাসত্বের কার্য্য। আর্য্যদিগের মধ্যে প্রাচীন কাল অবধি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পত্র লিখিবার পাঠনির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেবক ও আজ্ঞাকারী প্রভৃতি আত্মপ্রযোজ্য পাঠ এবং পরমপূজনীয়, মদেকসদয় প্রভৃতি যথাযোগ্য সম্মানসূচক পাঠ অদ্যাপিও পল্লীগ্রামের সমাজে প্রচলিত

রহিয়াছে। কেবল এক্ষণকার ইংরাজীরসমার্জ্জিত নিয়মত্যাগী স্বেচ্ছাচারী সহরের হিন্দুসমাজ হইতে ঐ প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানকৌমুদী নামে একখানি গ্রন্থও প্রণীত হইয়াছিল। সম্রাটদিগের সম্ভ্রমার্থ মহারাজগণও দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; এক্ষণেও হইতেছেন। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য রাজগণের মধ্যে কেহ চামরধারী, কেহ প্রতীহারী, কেহ বা অন্যান্য রূপ সেবকের কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়ার রাজসূয়যজ্ঞে কাশ্মীরের মহারাজের পুত্র ভাইস্‌রয় অর্থাৎ গবর্ণর-জেনেরেলের (page) ভৃত্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরাও রাজকীয় বিষয়সম্বন্ধীয় পত্রে "আপনার দাস" এই শব্দ অগ্রে লিখিয়া তাহার পর নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রেও ব্যক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত অসংকীর্ণ বর্ণ শ্রেণী বিভাগানুসারে স্ববর্ণের ও স্ব স্ব উপরিতন বর্ণের দাস্য করিতে পারে। মিতাক্ষরায় দাস শব্দের বিবরণে নারদের শাসনের উল্লেখ হইয়াছে। যথা,

শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাসা স্ত্রিপঞ্চকাঃ॥
শিষ্যোঽন্তেবাসী ভৃত্যশ্চ চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ॥

অর্থাৎ শিষ্য বেদবিদ্যার্থী, অথবা শিল্পবিদ্যাদি-শিক্ষা-কাম কিম্বা অধিকর্ম্মকারীরা দাস। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে মানুষ অর্থের দাস—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥

বগলামুখীস্তোত্রে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্ববর্ণকেই দাস বলিয়া পরিচয় দিতে হয়। যথা

দাসোঽহং শরণাগতং করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং। ইত্যাদি।
কুব্জিকাতন্ত্রম্।

সুতরাং এই দাস কর্ম্মজ দাস নহে, সামান্য দাস মাত্র। অতএব কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সমস্ত আর্য্যবর্ণই সামান্যতঃ দাসপদবীসম্পন্ন। কিন্তু তাহারা বিশেষ ও সামান্যতঃ দাসপদবীসম্পন্ন হইলেও তাহাদের স্বতন্ত্র পরিচায়ক উপাধি আছে; যথা,—শর্ম্মা, বর্ম্মা, ধন ইত্যাদি। বঙ্গদেশে স্মার্ত্তবাগীশের মত প্রচলিত হইলে বঙ্গবাসী কায়স্থ আপনাপন বংশের আদি পুরুষের নামে পরিচায়ক-উপাধি-সম্পন্ন হইয়াছেন। যথা, বসু, ঘোষ ইত্যাদি।

জীবিকানির্ব্বাহার্থ নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজনিত হীনকার্য্য অর্থাৎ পরিচারকের কার্য্য করাই কর্ম্মজ দাসত্ব। হিন্দুগণ কর্ম্মকে অদৃষ্ট বলেন। অদৃষ্ট ঈশ্বর-পদবাচ্য। ঈশ্বরই ব্রহ্মা। অতএব ব্রহ্মার নিরূপণানুসারে সর্ব্ববর্ণের শারীরিক সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মসাধন করার কার্য্যই হিন্দুশাস্ত্রমতে কর্ম্মজ দাসত্ব। এই দাসত্ব নিযোজ্য পরিচারকের কার্য্য। যথা—

ভৃত্যে দাসেরদাসেয়দাসগোপ্যকচেটকঃ।
নিযোজ্যঃ কিঙ্করোপ্যেষ ভুজিষ্যা পরিচারিকা॥

ইত্যমরঃ।

অতএব এই দাসত্ব কেবল অসঙ্কীর্ণ শূদ্রের প্রতি প্রযোজ্য হইতেছে। বর্ণসঙ্কর পতিত ও কুলশূন্য। তাহারা আর্য্যের অনাচরণীয় ও অব্যবহার্য্য। সুতরাং তাহারা শূদ্রের কর্ম্মজ দাস। অতএব ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের বিশেষ ও সামান্য দাস বটেন, কর্ম্মজ দাস নহেন।

যদিও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সামান্য ও বিশেষ দাস বটেন, তথাপি বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই তাহারা "ব্রাহ্মণের দাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। অতএব কেবল মাত্র বঙ্গদেশের কায়স্থগণের এইরূপ আখ্যাত হইবার কারণ কি?

আচারনির্ণয়তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিলেন, আপনি অতি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন, শূদ্রের কনিষ্ঠজাতি কি প্রকারে

বিপ্রসেবা করিতে পারে ? " (১) এতদ্দ্বারা প্রাতপন্ন হইতেছে, অসঙ্কীর্ণ বর্ণচতুষ্টয় ব্যতীত কোন বর্ণসঙ্কর জাতির বিপ্রসেবায় অধিকার নাই। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কি নিমিত্ত ঐ মুখ্যধর্ম্ম সাধনে বর্ণসঙ্কর জাতির অধিকার নাই।

ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত আছে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সংযোগে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি। তাহাদের কোন কুল নাই, তাহারা মাতৃ-পিতৃ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি যাহা করে, সমস্তই পণ্ড। তাহাদের নিশ্চিত আবাসস্থান নরক। যথা—

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

মানবে বর্ণিত হইয়াছে, সত্যযুগে বেণ রাজার অধিকারসময়ে কয়েক জন মনুষ্য পশু-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া সম্পর্কভেদজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া যে সকল পরস্ত্রী, অনূঢ়া ও রজস্বলা স্ত্রীগমন করিয়াছিল, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানেরাই বর্ণসঙ্কর। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত আছে, আদি বর্ণ চতুষ্টয়ের অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর উদ্ভূত হইয়াছে। অমরকোষে ব্যক্ত আছে, করণ ও অম্বষ্ঠ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি সঙ্কীর্ণ (জারজ) শূদ্র। যথা—

আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ।
শূদ্রা বিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ॥

অতএব বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তির অবস্থা ও ভগবদ্গীতার বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, ঐ সকল জাতির কোনপ্রকার ধর্ম্ম সাধনে অধিকার

(১) অতীব চিত্রং শম্ভো ত্বমুক্তবানাবয়োরুত।
শূদ্রাৎ কনীয়সী জাতি রভবদ্বিপ্রসেবকঃ॥

নাই, স্থতরাং তাহারা বিপ্রসেবাতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এরূপ বলা যাইতে পারে, বর্ণসঙ্করেরা ধর্ম্মসাধনে অনধিকারী হইলে ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহাদের ধর্ম্মযাজন করিতেছেন। এস্থলে কৃত্তিবাসের বাক্যে বিভীষণের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি শপথ করিয়াছিলেন, অবিশ্বাসের কার্য্য করিলে তিনি কলির ব্রাহ্মণ হইবেন। অতএব কলির অবস্থা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে বঙ্গদেশে কনোজ ও গৌড় হইতে আগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত আর সমস্ত জাতিই অনার্য্য বর্ণসঙ্কর। মহারাজ বল্লালসেন দেখিলেন, বর্ণসঙ্কর জাতির ধর্ম্মসাধনে অধিকার না থাকায় বিপ্রসেবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণের পূজা কে করে তাহার অবধারণ আবশ্যক। বল্লাল ভূপতির এইরূপ মনোভাব অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণেরা আপনাদের মনোগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বলিলেন, এ দেশে কায়স্থ ব্যতীত আর্য্যজাতি নাই। প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরাই আমাদের পূজক ও শিষ্য। অতএব তাহারাই আমাদের সেবক হইবেন। স্থতরাং তিনি নিশ্চয় করিলেন, বঙ্গদেশে ইহারাই ব্রাহ্মণের মানপ্রদ, ইহাদের দ্বারাই যথাযোগ্য ব্রাহ্মণের পূজা হইবে। এই জন্যই ইহাদিগকে আর্য্যচিহ্ন-স্বরূপ "বিপ্রদাস" উপাধি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল।

রাজদত্ত মর্য্যাদা পরীক্ষা ব্যতীত প্রদত্ত হয় না। কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে "জাতি নাই" এই উপদেশে দীক্ষিত হইয়া বহু কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিশেষ ও সামান্য দাসত্ব আর্য্যদিগের পরম ধর্ম্ম। অতএব কায়স্থেরা আপন অগ্রজ (ব্রাহ্মণের) গুরুর দাসত্ব করিতে সম্মত আছেন কি না, পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হইল।

কুলীন-নির্ণায়ক নবগুণের মধ্যে বিনয়গুণানুসারে কায়স্থগণ আপন অগ্রজের নিকট দাস বলিয়া স্বীকার করে কি না, এ বিষয় পরীক্ষা

করিবারও প্রয়োজন হইল। সুতরাং কায়স্থদিগকে "বিপ্রদাস" এই আর্য্য-চিহ্ন উপাধি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল।

কায়স্থদিগের কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা-মহাপাত্র নির্ণয়।

কনৌজ হইতে আগত বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চকায়স্থই আদিকুলীন।(১) তাহাদের বংশজাতদিগকে মেলবদ্ধ করণার্থ মহারাজ তাহাদিগকে "বিপ্রদাস" উপাধিপ্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। এতচ্ছ্রবণে তাহারা ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। দত্ত ভাবিলেন, বঙ্গদেশ অপবিত্র, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত এস্থানে আর আর্য্যজাতি নাই। "বিপ্রদাস" এই পরম পবিত্র আর্য্যচিহ্নের মর্ম্ম ঐ সকল জাতিরা অবগত নহে। তাহারা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, গুরু-আজ্ঞালঙ্ঘনে ভীত নহে, গুরুর গামছা ভূপতিত হইলে উঠাইয়া লইতে ঘৃণা বোধ করে, গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাহে না। অতএব চিরকাল এই সকল অনার্য্যজাতির মধ্যে বাস করিতে হইবে। কালক্রমে "বিপ্রদাস" উপাধি সংক্ষেপ হইয়া কেবল দাস উপাধি থাকিবে। পরিবৃত্তি-গর্ভজাত ডেঙ্গরা কায়েতগণ দাস-উপাধি-সম্পন্ন। সুতরাং দীর্ঘকাল পরে আর্য্যবংশজগণ দাস শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইবে। পরে আমাদিগকে রাজবংশজ মহা-কুলোদ্ভব বলিয়া তখন কেহই সমাদর করিবে না। এই সকল চিন্তা করিয়া দত্ত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলেন। তিনি বলিলেন, মহারাজ, আমার আদিপুরুষ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা কাহারও দাস বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আমরা ঐ

(১) তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুব্জদেশাদানীতৈ র্ব্রাহ্মণপঞ্চকৈঃ
সহ ঘোষবসুমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ ॥
ইতি কুলদীপিকা ॥

চিহ্ন ধারণ করিব না। এতচ্ছ্রবণে মহারাজ বল্লালসেন ভাবিলেন, দত্ত অতিশয় অভিমানী (১), সুতরাং তিনি দত্তবংশকে 'মধ্যল্য' অর্থাৎ কুলীনাপেক্ষা হীন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। দত্তের অনুভব সুসঙ্গত বটে। "বিপ্রদাস" উপাধি গ্রহণ না করিয়া মধ্যল্য হইতে হইলেও, তাহার বংশধরগণ এক্ষণে "দাসদত্ত" "দত্ত দাস" এইরূপ পরিচয় দিতেছেন।

বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র ভাবিলেন, আমরা আর্য্য ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব রাজবংশজ। বিপ্রসেবায় নিরত থাকা আমাদের বংশানুগত পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণই আমাদের উপাস্য পরমেশ্বর। স্বয়ং বিষ্ণু বিপ্রপদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণের পূজায় নিযুক্ত হইয়া "বিপ্রদাস" এই আর্য্যচিহ্ন ধারণ করণাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? বর্ণসঙ্কর জাতিরা যাহাই বলুক, তাহাতে ক্ষতি কি? ধর্ম্ম গ্রন্থের বাহিরে কেহই যাইতে পারিবেন না। অতএব "বিপ্রদাস" এই উপাধি গ্রহণ করা অতি কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া বিষ্ণু যেমন বিপ্রপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহারাও তদ্রূপ ঐ উপাধি ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ বল্লালসেন সহর্ষ-চিত্তে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাযোগ্য সম্মান করিলেন এবং তাহাদিগকে কুলীন বলিয়া মেলবদ্ধ করিলেন। এইরূপে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র কুলীন-বংশজ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

মধ্যল্য শব্দে কুলীনের কুলরক্ষা ও বিবাদভঞ্জন করা বুঝায়।(২) দত্ত, নাগ, নাথ এই তিন ঘর মধ্যল্য বলিয়া নির্ণীত হইল।

---

(১) অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি।

(২) কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্যকুলমুত্তমম্॥
ইতি কুলদীপিকা।

ইতিপূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা মন্ত্রী, অমাত্য, সচিব, প্রাড়্‌বিবাক (জজ) প্রভৃতি দেওয়ানী কার্য্যাবলম্বী, তাহারাই মহাপাত্র। ইহারা ক্রমে সপ্তগুণ-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বগলামন্ত্র জপ করিলে তীর্থ-দর্শন ও তপশ্চরণের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং এই দুই লক্ষণ ব্যতীত কায়স্থেরা বিদ্যাবান্, শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী, রাজ-কর্ম্মচারী, ক্ষমাবান্ ও দয়াশীল—এই সপ্তগুণসম্পন্ন। মহারাজ বল্লালসেন রাজবংশজ বিংশতি ঘর কায়স্থকে মহাপাত্র বলিয়া মেলবদ্ধ করিলেন। তদনুসারে দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই বিংশতি বংশ মহাপাত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। (২)

অমরকোষের লিখনানুসারে যাহারা রাজবংশজ, কিন্তু মহাপাত্রাপেক্ষা নিম্নপদাভিষিক্ত, অর্থাৎ কঞ্চুকী, প্রতীহারী, সৈনিক প্রভৃতি পদারূঢ় ছিলেন, তাহারা সমভাবাপন্ন বলিয়া অচলা মহাপাত্র নামে আখ্যাত হইলেন। যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
* * * প্রতীহারো দ্বারপালো দ্বাস্থো দ্বাস্থিতদর্শকঃ॥
ইত্যাদি অমরকোষ ক্ষত্রিয়বর্গ দেখ।

(২) কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ॥
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞাচতুষ্টয়ম্॥
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করো দামঃ পালিত শ্চন্দ্রপালকৌ॥
রাহাভদ্রৌ ধরো নন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
রক্ষিতাঙ্কুরসিংহাশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দনঃ॥

অতএব দ্বিসপ্ততিঘর কায়স্থবংশজ অচলা মহাপাত্র বলিয়া মেলবদ্ধ হইলেন।(৩)

কনৌজ ও গৌড় পরিত্যাগের পর রাঢ় ও বঙ্গদেশই কায়স্থগণের মাতৃভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। রাঢ়খণ্ডের দক্ষিণদিগ্বাসিগণ দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। গৌড়ে অবশিষ্ট যে কায়স্থ থাকেন তাহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ আদিম কায়স্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে

চত্বারোঽগ্র্যা স্ত্রয়ো মধ্যা মহাপাত্রাঃ পরে তথা।
এতেষাং সপ্তবিংশতির্বল্লালেন প্রশংসিতাঃ॥
ইতি কুলীনমধ্যল্যমহাপাত্রাঃ।

অচলান্ বক্ষ্যামি।

(৩) হোড়শ্চ স্মরকশ্চৈব ধরণী বাণ এব চ।
আইচঃ পৈঃ স্বরশ্চৈব শানশ্চ ভঙ্গবিন্দুকৌ॥
গুহশ্চ বললোধৌ চ শর্ম্মা বর্ম্মা চ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব রাণাদিত্যৌ চ পীলকঃ॥
খিলশ্চ গুপ্তশ্চাগ্রী চ বন্ধশ্চ শার্ঙ্গিসংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ সুমন্ত গণ্ডো রাণারাহুতদাহকাঃ॥
দানাগণাপমানাখ্যাঃ শামঃ ক্ষেমশ্চ তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌচ ভূতার্ণবকব্রহ্মকাঃ॥
ইন্দ্রশ্চ শক্তিসঙ্গৌচ ক্ষমাশৌ বর্দ্ধনস্তথা।
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈব ভঙ্গঃ কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥
ধনুর্গুণো যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকঃ।
চাকিশ্চ শ্যামপ্লগ্রিশ্চ গণ্ডকো নাদকস্তথা॥
বোইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈব চ।
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যচলাঃ স্মৃতাঃ॥
ইতি ঘটকরামানন্দশর্ম্মকৃতকুলদীপিকা।

স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। ক্রমে বল্লালকৃত মেলবন্ধনের প্রণালী ও নিয়মাবলী দক্ষিণরাঢ়ীয়দের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। কে মধ্যল্য, কে মহাপাত্র, কে অচলা মহাপাত্র, তাহারা তদ্বিষয়েও অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। 'বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি' প্রভৃতি নিয়মের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। এইরূপে দ্বাদশ পুরুষ অতিবাহিত হইল। ত্রয়োদশ পুরুষের সময় পুরন্দর বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমস্ত কায়স্থের একজাই করিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে ঘটক-কারিকা গ্রন্থ ও ঘটকদিগকে আনয়ন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। কিন্তু তৎকালে বল্লালিনিয়মানুসারে একজাই করা কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় তিনি মেলবন্ধ করিলেন। (১)

মধ্যল্যের লক্ষণ এই;—দশপুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনবচ্ছিন্নরূপে কুলক্রিয়া করিলে মধ্যল্য অর্থাৎ কুলীনের কুলরক্ষক হইতে পারিবার বিধি বল্লালসেন কর্তৃক সংবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ মধ্যল্য দ্বিবিধ; সিদ্ধ ও সাধ্য (২)। অতএব এই সমাজের মেলবন্ধ হইবার সময় যাহাদের অধিক পরিমাণে কুলক্রিয়া ছিল, তাহারা সিদ্ধ, ও যাহাদের কম পরিমাণে ছিল, তাহারা সাধ্য মৌলিক হইলেন। এই সময়ে শোভাবাজারের দেববংশজগণ

---

(১) পুরন্দরবসুনৈযাং ত্রয়োদশপর্য্যায়াবধি শ্রেণী-
পর্য্যায়বন্ধভ্রমকৃতকুলোদ্ধারণে কৃতে ॥
ইতি দক্ষিণরাঢ়ায়কুলদীপিকা।

(২) মধ্যল্য শব্দোরূঢ় ইত্যন্যঃ ডিত্থডবিত্থবৎ।
মধ্যল্যঃ কুলমধ্যস্থঃ কুলীনস্য বিশ্রামস্থলমিত্যর্থঃ।
মধ্যল্যশব্দস্য লক্ষণান্তরং—
কুলীনেতরসিদ্ধবংশজাতকত্বে সতি দশপুরুষাবধি অনবরত-
কুলার্চ্চনত্বং মধ্যল্যত্বম্। স চ দ্বিবিধঃ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ।
কুলদীপিকা।

সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। সুতরাং ঐ বংশজগণ সিদ্ধ মৌলিকের অগ্রগণ্য হইলেন।

এই মেলবদ্ধ হওনের সময় এই সমাজে ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন শ্রেণী কুলীন ছিলেন। সুতরাং এই সমাজেও তিনটি কুলীনশ্রেণী নির্ণীত হইল।

দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের এইরূপে মেলবদ্ধ হইয়াছে ঃ—ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন বংশ কুলীন। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই আট ঘর সিদ্ধমৌলিক। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিত, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দানা, খিল, পিল, শীল, সানা, রাজ, রাহুৎ, রাণা, শূর, কীর্ত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্ধু, শর্ম্মা, হুই, গুই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোদ, গুড়, বই, গুপ্ত, বেশ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, হেম, দণ্ডী, হোম, গুহ, ক্ষেম, খাম, খেম, খঞ্জ, বর্ম্মা, এই দ্বিসপ্ততিঘর সাধ্য মৌলিক বলিয়া মেলবদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে মোট তিরাশী বংশ কায়স্থ বাস করিতেছেন।

উত্তররাঢ়ীয়গণ আদৌ "বিপ্রদাস" উপাধি গ্রহণ করিলেন না। মহারাজ বল্লালসেন তাহা গ্রহণার্থ অনুরোধ করায় ব্যাস সিংহ ক্রোধভরে অনেক সদর্পবাক্ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তদ্বশতঃ সিংহের মস্তকে করপত্র বসাইবার আদেশ হয়; অমনি রাজাদেশে তাহার মস্তকে করপত্র বসান হইল। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্তে মৃত্যুগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, তথাপি "বিপ্রদাস" উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত ও রাজার প্রতি কটূক্তি প্রযোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। মহারাজ বল্লালসেন সিংহের এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও উন্নতমন দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জীবন রক্ষা করিলেন। এতদ্দর্শনে এই সমাজস্থ কায়স্থগণ ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে

একবারে অনিচ্ছুক হইলেন। সুতরাং তাহাদিগকে ঐ উপাধি প্রদান করা হইল না। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজবংশজ তাহারা কুলীন; যাহারা রাজন্যবংশজ তাহারা মধ্যল্য ও মৌলিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। যাহা হউক, সর্ব্ব সমাজের কায়স্থেরই এই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা হইলে আর কলির ব্রাহ্মণের বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত না।

উত্তররাঢ়ীয়দিগের মধ্যে এইরূপে মেলবদ্ধ হইয়াছে:—সিংহ ও ঘোষ এই দুই বংশ কুলীন; দাস মধ্যল্য; এবং মিত্র ও দত্ত মৌলিক অর্থাৎ মহাপাত্র। এতদ্ব্যতীত এই সমাজে আর কোন বংশ নাই।

বঙ্গজ কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্রের বংশাবলি।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত এই পঞ্চ জন আদিকুলীনবংশজাত কায়স্থ আসিয়াছিলেন। ঐ দশরথ বসুর বংশোদ্ভব লক্ষ্মণ বসু ও পূষণ বসু, মকরন্দ ঘোষের বংশোদ্ভব চতুর্ভুজ, বিরাট গুহের বংশজাত দশরথ গুহ, ও মিত্রবংশীয় তারাপতি মিত্রকে মহারাজ বল্লালসেন মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন।(১)

---

(১) বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজো মহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকঃ।
চন্দ্রশেখরদাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা॥

দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত, নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন মধ্যল্য হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেন বংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় উষাপতি দাম, পালিতবংশজাত জনসংজ্ঞক পালিত, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ চন্দ্র, পালবংশজ আব পাল, নন্দীবংশজ প্রভাকর নন্দী, দেববংশজ কেশব দেব, কুণ্ডবংশজ অধিপতি কুণ্ড, সোম বংশজাত বংশধর সোম, রাহাবংশজাত কৃষ্ণ রাহা, ভদ্রবংশজ দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশজ ব্যাস ধর, সিংহবংশজ রত্নাকর সিংহ, রক্ষিতবংশজ নারায়ণ রক্ষিত, অঙ্কুরবংশজ বেদগর্ভ অঙ্কুর, বিষ্ণুবংশজ দৈত্যারি বিষ্ণু, আঢ্যবংশজ ত্রিলোচন আঢ্য, নন্দনবংশজাত উষাপতি নন্দন, এই বিংশতি জন মহাপাত্র বলিয়া নির্ণীত হইলেন। মহাত্মা মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে এই সকল কায়স্থগণ নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

দামোদরকরঃ খ্যাতো দামস্তূষাপতিস্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞঃ স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহা বংশে চ কৃষ্ণকঃ।
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ॥
প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ॥
এতে বঙ্গজনির্দ্দিষ্টো বল্লালেন মহাত্মনা॥ দেবীবরঃ।

রাঢ়ীয় কুলীনদিগের বংশনির্ণয়।

ত্রয়োদশ পুরুষের সময় পুরন্দর বসু কর্ত্তৃক এই সমাজস্থ কায়স্থদিগের মেলবদ্ধ হইয়া বংশাবলি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। অতএব এই সমাজে যে মেল চলিতেছে, তাহা পুরন্দরী মেল। তবে বল্লালসেন যাহাদিগকে কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা মহাপাত্র করেন, তাহাদের বংশজাত কায়স্থগণই এই সমাজের কুলীন, সিদ্ধ ও সাধ্যমৌলিক।

ইহাদিগের কুলাচার্য্যকারিকায় লিখিত আছে, (১) "আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আদিকুলীন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ এই পঞ্চজনকে আনয়ন করেন। তাহাদিগের বংশাদিপরিচয়

(১) অথ দক্ষিণরাঢ়ীয়কায়স্থকুলীনাঃ।
তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুব্জদেশাদানীতৈর্ব্রাহ্মণপঞ্চকৈঃ সহ
ঘোষবসুমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ। যথা
সৌকালীনগোত্রো মকরন্দঘোষঃ গৌতমো দশরথবসুঃ
বিশ্বামিত্রগোত্রো কালিদাসমিত্রঃ। কাশ্যপগোত্রো দশরথ-
গুহঃ * * * ভরদ্বাজগোত্রো পুরুষোত্তমদত্তঃ * * * বঙ্গজ
কুলচার্য্যগ্রন্থে স এব মৌদ্গল্যগোত্রঃ। * * অথ বল্লালসেন-
কৃতসমাজাদয়ঃ। তত্রাদ্যস্য ষষ্ঠপুরুষয়োর্নিশাপতিপ্রভাকর
ঘোষয়ো র্বাসস্থানে ক্রমেণ বালী-আকনাখ্যৌ গ্রামৌ।
দ্বিতীয়স্য পঞ্চমপুরুষয়োঃ শুক্তিমুক্তিবস্বোর্বাসস্থানে ক্রমেণ
বাগাণ্ডি-মাহিনগরাখ্যৌ গ্রামৌ। তৃতীয়স্যাষ্টমপুরুষয়োঃ
ধুঁইগুঁই মিত্রয়ো র্বাসস্থানে ক্রমেণ বড়িষাটেকানামগ্রামৌ।
অপরেঽষ্টাদশসমাজাস্তৎস্থানীয়াঃ কুলাভাবাৎ ন লিখিতাঃ॥
ইতি কুলাচার্য্যকারিকা

এই ;—সৌকালীনগোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র, কাশ্যপগোত্রীয় দশরথ গুহ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত। বল্লালসেন কর্ত্তৃক মেলবদ্ধ হইবার পর ছয় পুরুষের সময় নিশাপতি ঘোষ বালিতে ও প্রভাকর ঘোষ আকনায়, বসুর পঞ্চম পুরুষ শুক্তি বসু বাগাণ্ডি ও মুক্তি বসু মাহিনগরে, মিত্রের ষষ্ঠ পুরুষ ধুঁই বড়িশাগ্রামে ও গুঁই টেকা গ্রামে বাস করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অষ্টাদশ সমাজ আছে, তাহাদের বিবরণ কুলাভাববশতঃ লিখিত হয় নাই।”

উল্লিখিত অবস্থা ব্যতীত এ সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য মৌলিকের নাম প্রভৃতি আর অধিক কিছু পাওয়া যায় না। আদিশূরের যজ্ঞে বিরাট আসিয়াছিলেন, দশরথ গুহ নহেন। দশরথ বিরাট গুহের বংশজাত। যজ্ঞে মৌগদল্যগোত্রীয় দত্ত আগমন করেন, কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয়কারিকায় তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয়।

আদিশূরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চকায়স্থের পুত্রগণের নাম ও বাসস্থান নির্ণয়।

পুরুবংশীয় চক্রবর্ত্তিবসুবংশোদ্ভব গৌতমগোত্রীয় যে দশরথ বসু যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন তাহার দুই পুত্র—পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু।

পরম বসু বঙ্গবিভাগে বাসস্থান মনোনীত করেন। তাহার পুত্র লক্ষ্মণ বসু ও পূষণ বসু।

কৃষ্ণবসু দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ভব বসু। ভবের পুত্র হংস। হংসের তিন পুত্র শুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার। দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুগণ এই শুক্তি ও মুক্তির বংশজাত। ইহারা প্রথমে বাগাণ্ডি ও মাহীনগরবাসী ছিলেন।

অলঙ্কার বসু বঙ্গে বাস করেন। তাহার পুত্র মধু বসু। মধুর পুত্র গুণাকর। গুণাকরের পুত্র অনন্ত বসু ও উদয় বসু।(১)

দেবলোকবিজেতা সূর্য্যবংশীয় ঘোষ-কুলোদ্ভব সৌকালীন-গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ যজ্ঞে আগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র;—সুভাষিত ঘোষ ও ভবনাথ ঘোষ।

সুভাষিত ঘোষ বঙ্গে গেলেন, তাঁহার পুত্র চতুর্ভুজ ঘোষ।

ভবনাথ ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ে বাস করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘোষগণ এই ভবনাথের বংশপ্রসূত। ইহারা প্রথমে বালি ও আকনা গ্রামে বাস করেন। (২)

কাশ্যপগোত্রীয় মহাপণ্ডিত বিরাট গুহ উক্ত যজ্ঞে আগমন করেন। ইঁহার বংশজ দশরথ বঙ্গবিভাগে গেলেন। দশরথ গুহ মহারাজ বল্লাল-সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বংশোদ্ভব মহারাজ প্রতাপাদিত্য

---

(১) গৌতমগোত্রে সর্ব্বাদৌ দশরথবসুসুতৌ পরমবসুকৃষ্ণবসুকৌ।
পরমবসুসুতৌ লক্ষ্মণবসুপূষণবসুকৌ বঙ্গে খ্যাতৌ।
কৃষ্ণবসুর্দক্ষিণরাঢ়ে খ্যাত স্তস্য সুতো ভববসুঃ
তৎসুতো হংসবসু স্তৎসুতাঃ শুক্তিমুক্তি-অলঙ্কারবসুকাঃ।
অলঙ্কারবসোঃ সুতো মধুবসু স্তৎসুতো গুণাকরবসুঃ।
তৎসুতাবনন্তোদয়ৌ।
ইতি বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলি।

(২) সৌকালীনগোত্রৌ মকরন্দঘোষসুতৌ
সুভাষিতঘোষভবনাথঘোষৌ।
সুভাষিতঘোষো বঙ্গে খ্যাত স্তস্য সুত
শ্চতুর্ভুজঘোষঃ॥
ভবনাথঘোষো দক্ষিণরাঢ়ে খ্যাতঃ।
ইতি বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলি।

যশোহরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক মুসলমানের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন করিয়া বঙ্গবাসীদিগের শূরত্বের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।(১)

বিশ্বামিত্র-বংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় কালিদাস মিত্র যজ্ঞে আগমন করিয়া বঙ্গবাসী হন। তাঁহার দুই পুত্র, অশ্বপতি ও শ্রীধর। অশ্বপতি বঙ্গে গেলেন। তাঁহার পুত্র তারাপতি মিত্র।

শ্রীধর মিত্র দক্ষিণরাঢ়ে বাস করিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের মিত্র-বংশজগণ এই শ্রীধর মিত্রের বংশ; ইহারা প্রথমে বড়িশা ও টেকা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। (২)

ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব মহামানী মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত যজ্ঞে আগমন করেন। তাহার বংশজাত নারায়ণ দত্ত বঙ্গবিভাগে মধ্যল্য স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।(৩) এই দত্তবংশই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে সিদ্ধমৌলিক বালির দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু কে বালিতে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি—জানিবার সম্ভাবনা নাই। এই দত্তবংশ সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে, "অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।"

(১) বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
দেবীবরঃ।
গুহে দশরথশ্চৈব ইত্যাদি। ঐ

(২) বিশ্বামিত্রগোত্রৌ সর্ব্বাদৌ কালিদাসমিত্রসুতৌ
অশ্বপতিমিত্র-শ্রীধরমিত্রৌ।
অশ্বপতিমিত্রো বঙ্গে খ্যাত স্তস্য সুতস্তারাপতিমিত্রঃ।
শ্রীধরমিত্রো দক্ষিণরাঢ়ে খ্যাতঃ।
বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলি।

(৩) মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥
দত্তে নারায়ণশ্চৈব ইত্যাদি। দেবীবরঃ।

কৌলীন্য-বিধি।

মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থদিগের কৌলীন্য পদ্ধতির মেলবদ্ধ করিয়া তৎসম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। সাধারণের গোচরার্থ কতকগুলি নিয়ম উদ্ধৃত হইল। যথা :—

সপর্য্যায় ও সমঘরে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ করা উত্তম। পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিবেন, যদি কন্যার অভাব হয়, তবে কুশত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পর্য্যায়ক্রমে যিনি কুলীনের কন্যা গ্রহণ ও কুলীনকে কন্যাদান করেন, তিনি কুলদীপক। কুলকর্ম্ম চারিপ্রকার; যথা—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা।(১)

বিপর্য্যায়ে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। বাগ্দত্তা কন্যার নির্ব্বাচিত বরের সহিত বিবাহ না হইলে ঐ কন্যা রণ্ডা নামে খ্যাত হয়। রণ্ডা-কন্যাকে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। সপিণ্ডা বিবাহ করিলেও কুল থাকিবে না। ডেঙ্গর কায়স্থের সহিত ক্রিয়া করিলেও কুল থাকিবে না। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে ঐ পুত্রের কুল থাকিবে না।(২)

---

(১) সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্॥
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥
তথাচ—
আদানঞ্চ প্রদানাঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধম্॥

(২) বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরে চ কুলক্ষয়ঃ॥

ইতি কুলদীপিকা।

কায়স্থসমাজনির্ণয়।

বঙ্গস্থ কায়স্থ বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়বাসীরা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয়, এবং বরেন্দ্রভূমিবাসিগণ বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। তদনুসারে তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই সমাজ-চতুষ্টয়ে মেলবদ্ধ হইয়াছে।(১)

মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের আর্য্য নিয়মেয় মেলবন্ধন করিয়া আপন রাজ্য বঙ্গ, বাগাড়ী, রাঢ়, বরেন্দ্র, ও মিথিলা এই পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন।(২) অতএব কি নিয়মে এইরূপ বিভাগ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিলেই বঙ্গীয় প্রভৃতি সংজ্ঞার কারণ প্রকাশ হইবে।

গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও বাগাড়ী এই খণ্ড চতুষ্টয়ের সমষ্টিই বঙ্গদেশ।(৩) শ্রীযুক্ত রামচরণ শিরোরত্ন প্রণীত ভারতবর্ষ-বিচারে শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যথা,—

> রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
> বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥

দক্ষিণসমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গতিস্থল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ; এদেশ সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির সাধক। এই গ্রন্থের মতে বঙ্গদেশের পশ্চিমসীমা বৈদ্যনাথ। বঙ্গের পশ্চিমসীমা, অঙ্গদেশের আরম্ভ যে বৈদ্যনাথ, উক্ত

(১) উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণীশ্রেণীবিশেষতঃ।
দেবীবরঃ।

(২) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গ ইতিহাস।

(৩) কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগ, পৃঃ ৮১—৮২।

বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত। যাহা হউক, বঙ্গদেশ কোন কালেই বৈদ্যনাথের পশ্চিমেও বিস্তৃত নহে, বৈদ্যনাথ হইতে অঙ্গদেশের আরম্ভ যথা,—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

অতএব এই গ্রন্থের মতে বঙ্গ, রাঢ় ও গৌড় এক বঙ্গদেশ।(৪)

এস্থলে একটী অবস্থা বর্ণনার আবশ্যক হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমভাগে বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশ পতিত, তীর্থ যাত্রা ব্যতীত এদেশে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়—এদেশ অসভ্য জাতির আদিম বাসস্থান ইত্যাদি। কিন্তু ভারতবর্ষ-বিচারে এদেশ সর্ব্ববিদ্যার প্রদর্শক, প্রাচীন, সভ্য এবং সমৃদ্ধিশালী বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব এই অনৈক্যের নিরাকৃতি আবশ্যক।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থ তন্ত্রের যে বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, বঙ্গদেশ "সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদর্শকঃ" অর্থাৎ সর্ব্বমোক্ষের কিম্বা কামনা-প্রাপ্তির প্রদর্শক। কিন্তু গ্রন্থকার অর্থ করিয়াছেন, সর্ব্ববিদ্যার প্রদর্শক। এইটি ভ্রমমাত্র। সিদ্ধিশব্দে মোক্ষ, কামনাপ্রাপ্তি, যোগবিশেষ ইত্যাদি বুঝায়।

ইনি অঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, অঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা হেতু গমন করিলে কোন দোষ নাই।

"যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে।"

যাত্রাশব্দে সামান্যতঃ "গমন" মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে। ফল-কামনা পূর্ব্বক গমন করিলেই তাহাকে যাত্রা বলে; হিন্দুশাস্ত্রমতে ধর্ম্ম-সাধনই প্রকৃত ফল; তীর্থপর্য্যটনই ধর্ম্মসাধন; অতএব যাত্রা শব্দে কামনা পূর্ব্বক তীর্থগমন বুঝাইবে—সামান্যতঃ গমন নহে। এ নিমিত্ত সর্ব্বতীর্থে তীর্থপ্রদর্শক "যাত্রাওয়ালা" বলিয়া প্রখ্যাত। অঙ্গদেশে গমন

(৪) ভারতবর্ষবিচার, পৃঃ ৩১—৩৩।

করিলে যদি দোষ না হইত, তবে ঐরূপ লিখিবার প্রয়োজন হইত না। "যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে"—এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে,—ধর্ম্ম-কামনা অর্থাৎ তীর্থদর্শনকামনায় গমন করিলে কোন দোষ নাই; এতদ্ব্যতীত অন্য কামনায় গমন করিলে দোষ আছে।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥"

অতএব এই বচনের সহিত অঙ্গদেশ সম্বন্ধে ঐ বচনের সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে। যখন অঙ্গ সম্বন্ধে ঐক্য দেখা যাইতেছে, তখন বঙ্গসম্বন্ধে অনৈক্য হওয়া সম্ভব নহে।

বঙ্গদেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক বটে। চৈত্রমাসে বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে লাঙ্গলবন্ধের ঘাটে স্নান করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বকামনা বা মোক্ষ লাভ হয়। উক্তদিনে এই তীর্থের মাহাত্ম্য অন্য সকল তীর্থ অপেক্ষা অধিক হয়। পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলে মহাপাপ বশতঃ তাহার হস্তের টাঙ্গী স্খলিত হইল না। এতদ্দর্শনে তিনি পাতক বিমোচনার্থ পৃথিবীস্থিত সর্ব্বপ্রকার তীর্থে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পাপ বিনষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি চৈত্রমাসের বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রস্থিত কুণ্ডে স্নান করিলেন; স্নানমাত্র সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন, অমনি হস্তস্থিত টাঙ্গীও স্খলিত হইল। তদবধি আর্য্যগণ নিশ্চয় করিলেন, ঐ যোগে ঐ তীর্থ সর্ব্বতীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। বঙ্গদেশে কামনাকূপ আছে; যথা গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রম। সর্ব্বশক্তির আদ্যাশক্তিই কালী, কালীঘাটে তাঁহার আবির্ভাব। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তীর্থও আছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক হইল। আর্য্যগণ দেখিলেন, বঙ্গদেশ পতিত, তথায় গমন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক স্বরূপ, অতএব অন্ততঃ তীর্থযাত্রায় গমন করাও কর্ত্তব্য। সুতরাং তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে গমন করিলে

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে এই নিয়ম সংবদ্ধ হইল। অতএব বঙ্গদেশ যে পতিত ও আর্য্যবাসভূমি নহে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এরূপ বলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশ সর্ব্বসিদ্ধির প্রদর্শক হইলে কি প্রকারে পতিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চীন দেশের জল সুরা (মদ) এবং ঐ দেশও ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি কোন স্থানেই তারা-মন্ত্র-সিদ্ধ হইতে না পারিয়া পরিশেষে মহাচীনে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি চীনদেশ পবিত্র হইতে পারিল না। কর্ম্মানুসারে ভোগ; পাপের ভোগ না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। পতিত স্থান নরকসদৃশ; তৎস্থানে গমনহেতু পাপের ভোগ ও তৎস্থানীয় তীর্থে স্নানাদি করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে এই উদ্দেশ্যেও পতিত স্থানে তীর্থ স্থাপন হইতে পারে। যাহা হউক, জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপর কাহারও অধিকার নাই।

ভারতবর্ষবিচার ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গদেশ প্রাচীন কালেও সমৃদ্ধিশালী ছিল। তৎসম্বন্ধে রামায়ণ হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবিড়াঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥

কিন্তু এই বচন দ্বারা কাশী ও কোশলই সমৃদ্ধিশালী (উন্নত) অর্থাৎ ইহাতে যে সমস্ত রাজ্যের উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে কেহই কাশী ও কোশলের সমতুল্য নহে। অদ্যাপিও কাশীধাম হিন্দুচক্ষে সর্ব্বরাজ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী।

ঐ গ্রন্থে আরও ব্যক্ত হইয়াছে, রঘুরাজা দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে গমন করিলে বঙ্গাধিপতি (অর্ণবযান) নৌকা আরোহণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অসভ্য হউক, সভ্য হউক, পারুক বা না পারুক, বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ। লুসাই প্রভৃতি অসভ্য জঙ্গলী পাহাড়ি জাতিরাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়াছিল। অতএব এ অবস্থার দ্বারাও বঙ্গদেশ প্রাচীন সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে লুসাই, কুকী প্রভৃতিকেও সভ্য বলিতে হয়। বঙ্গদেশ প্রাচীন দেশ বটে, তবে ইহার সভ্যতা ও উন্নতাবস্থা আধুনিক।

স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে বর্দ্ধমান ও রাঢ়খণ্ড বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্র—ভারতবর্ষ-বিচার এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষতত্ত্বের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা ;—

প্রাচ্যাং মাগধশোনৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিপ্তি-প্রাগ্জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥

কিন্তু ঐ বচনে রাঢ় ও বঙ্গ যে স্বতন্ত্র দেশ তাহা ব্যক্ত হয় নাই। সে যাহাই হউক, রঘুনন্দন প্রকৃতার্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তর্কানু-রোধে স্বীকার করিলেও প্রতীতি হয়, মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক তাহার রাজ্য বঙ্গ, রাঢ়, বাগাড়ী প্রভৃতি খণ্ডে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার পর ঐ সকল খণ্ড স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং স্মার্ত্তবাগীশ ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। রঘুনন্দন বহুকালের পর প্রাদুর্ভূত হন। যাহা হউক, রাঢ়, বঙ্গ ও বাগাড়ী যে এক বঙ্গরাষ্ট্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণকার জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও জেলা নদীয়ার কিয়দংশ এবং যশোহরই বঙ্গ ; পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থিত ভূভাগ অর্থাৎ এক্ষণকার জেলা নদীয়া, ২৪ পরগণা, ও সুন্দরবনের কিয়দংশ প্রভৃতি স্থানই বাগাড়ী ; এবং ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ-ভাগস্থিত ভূভাগ অর্থাৎ বর্ত্তমান জেলা হুগলী, বর্দ্ধমান, তমলুক প্রভৃতি স্থান, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নদীয়ার কিয়দংশ, খিদিরপুর, চেতলা, বোড়াল, বাশদ্রোণী, সুন্দরবনের কিয়দংশ, জয়নগর, ডায়মণ্ডহারবার ও মেটীয়াবুরুজ প্রভৃতি স্থান যাহা ২৪ পরগণার সামিল, ঐ অংশ ও মানকর এবং

সাঁওতাল পরগণা অবধি বৈদ্যনাথের সমীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার আদিস্রোতের পশ্চিমবর্ত্তী সমস্ত স্থানই রাঢ়। এইরূপে বঙ্গদেশ খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সীমা অবধি গৌড় দেশের আরম্ভ অর্থাৎ পদ্মানদীর উত্তর, করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই বরেন্দ্র। রাজসাহী জেলা প্রভৃতি স্থান বরেন্দ্র ভূমির অন্তঃপাতী। মহানন্দার পশ্চিম অর্থাৎ ত্রিহুত জেলা প্রভৃতি ভূভাগই মিথিলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মহারাজ বল্লালসেনের রাজ্য পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আদিশূর বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে গৌড়দেশ অধিকার করেন। কালক্রমে তিনি গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বভূমীশ্বর বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন (১)। দেবীবর বল্লালসেনের বহুকাল-পরবর্ত্তী, সুতরাং তিনি রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার তাৎপর্য্য এই যে আদিশূর দক্ষিণ সমুদ্র অবধি লাঙ্গলবন্ধ ও বৈদ্যনাথের সমীপ অবধি অঙ্গরাজ্যের সীমাসংলগ্ন ভুবনেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কালক্রমে এই সমস্ত রাজ্য এক রাষ্ট্র ও তৎস্থানীয় অধিবাসীরা এক্ষণকার ন্যায় এক রাষ্ট্রের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালি বলিয়া পরিচিত হইল।

বল্লাল ভূপতি আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মেলবদ্ধ করিয়া তাহাদের ও আপন রাজ্যের প্রাচীন বিবরণ অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার রাজ্য এক রাষ্ট্র নহে। তন্মধ্যে পতিত ও পবিত্র দেশ, পতিত ও পবিত্র জাতি, এবং পতিত ও পবিত্র স্থানের অধিবাসীরা রহিয়াছে। তিনি স্থানীয় গুণানুসারে তাঁহার রাজ্য পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত হওয়া উচিত বিবেচনায় আপন রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে মনস্থ করিলেন।

---

(১) অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈব চ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা। দেবীবরঃ।

বরেন্দ্র গৌড়দেশের এক নাম। (১) গৌড়দেশ সর্ব্বদেশাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর্য্যবাসভূমি ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ (২)। কালক্রমে এই রাষ্ট্রের বরেন্দ্র-সংজ্ঞার লোপ হইয়া বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এই রাষ্ট্র বরেন্দ্র বলিয়া পুনরাখ্যাত হইল।

মিথিলা জনকরাজার রাজধানী, অযোনিসম্ভবা সীতাদেবীর জন্মভূমি, অতি পবিত্র ও প্রাচীন আর্য্যস্থান। সুতরাং ইহাকেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্বরূপে গণ্য করিয়া ইহার প্রাচীন নাম মিথিলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাঢ়ক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রাঢ়ব বলে। রাঢ়ব শব্দের অর্থ অসভ্য, অশিষ্ট ও মূঢ় (৩)। বোধ হয় বঙ্গরাষ্ট্রের যে খণ্ডে আদিমকালে অসভ্য মূঢ় জাতির বাস ছিল, সেই স্থান রাঢ় নামে খ্যাত ছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই খণ্ডে ডুলে, বাগদী, কাওরা, পোদ, সাঁওতাল, ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতির আধিক্য দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এই স্থানেই অন্য আর্য্য ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ প্রথমে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন।

এ দেশে এক্ষণে বিদ্যালোচনার বিলক্ষণরূপে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকেই শাস্ত্রানুশীলনপর, শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ের অনুসন্ধানে সমুৎসুক—দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিগত অনেক অনৈক্যও এস্থলে দৃষ্ট হয়। গণক আচার্য্য অনাচরণীয় শ্রেণী, পূর্ব্ব বঙ্গে ইহারা ব্রাহ্মণকায়স্থের সহিত একাসনে বসিতে অধিকারী নহে; কিন্তু এখানে ইহাদের সে ভাব নহে; এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আচার্য্যদিগের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া ভোজনাদি করিতে সঙ্কুচিত

---

(১) শব্দার্থরত্নমালা।

(২) কায়স্থপুরাণ, প্রথম ভাগ, পৃ ১১৬।

(৩) শব্দার্থরত্নমালা।

হন না। (১) কৈবর্ত্ত পূর্ব্বাবস্থায় অস্পৃশ্য; কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেই তাহারা সমাজে আচরণীয় হইয়া থাকে। গোপজাতি আপনাদের নামের পূর্ব্বে সৎ শব্দ বসাইয়া, ধোবা 'চাষা' শব্দ যোগ করিয়া আপনাদিগকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আর্য্যধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি জাতিও তাহাদের উন্নত আকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধী নহেন।

বগ্র্ শব্দে বাক-দম্ভ অর্থাৎ দর্পের সহিত কথা কহা (২)। বগ্র্ শব্দ হইতে বাগাড়ি উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় বঙ্গদেশের যে ভাগের অধিবাসীরা কেবল বাক্যে সাহস প্রকাশ করে, সেই স্থান বাগাড়ী বলিয়া প্রখ্যাত। এক্ষণেও দেখা যায়, ঐ স্থানবাসীরা কার্য্যে না পারুন, মুখে হটিবেন না। বিশেষতঃ এস্থানবাসীরা সংক্ষেপবক্তা নহেন। বাগাড়ী-সংজ্ঞায় কোন সমাজ স্থাপিত হয় নাই।

বঙ্গদেশের যে ভাগ প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান আদিনামে বঙ্গসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ খণ্ড যে আদিম কালে পরিচিত ছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। লাঙ্গলবন্ধ, রামপাল, বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ অতি প্রাচীন কালাবধি পরিচিত স্থান। এস্থানেই বঙ্গজ সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে বল্লালসেন কর্ত্তৃক তাহার রাজ্যস্থিত

(১) ক। দেবলাদ্বৈশ্যাগর্ভজাতো গণকঃ।
তস্য কর্ম্ম তিথিবারাদিজ্ঞাপনম্।
ইতি পরাশরঃ।

খ। বরং চণ্ডালসংস্পর্শং কুর্য্যাত্তু সাধকোত্তমঃ
তথাপ্যস্পৃশ্যগণকঃ সর্ব্বথা তং পরিত্যজেৎ
মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রম্।

(২) শব্দার্থরত্নমালা।

আর্য্য কায়স্থদিগের আদিম সমাজচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছে ; যথা, বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, ও বারেন্দ্র।

মহারাজ বল্লালসেন তিনটি রাজধানী স্থাপন করেন ; সুবর্ণগ্রাম, নবদ্বীপ ও গৌড়। তিনি কখন গৌড়ে, কখন সুবর্ণগ্রামে, কখন নবদ্বীপে থাকিতেন। এইরূপে তিনি কায়স্থদিগের আর্য্য-নিয়ম পুনঃ প্রচলিত ও সমাজবদ্ধ করিয়া ৫০ বৎসর কাল রাজত্বের পর লোকান্তর হইয়াছেন। তৎপরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপন করেন। তাহার মন্ত্রীর নাম হলায়ুধ ; ইনি ব্রাহ্মণ। ইনি "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বম্‌" গ্রন্থ রচনা করিয়া ভূদেব শব্দের অর্থ কেবল ব্রাহ্মণ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভূদেব শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়কেই বুঝাইত।

রাজা লক্ষ্মণসেন সর্ব্বদা নবদ্বীপে থাকিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ঐ নগর প্রধান রাজধানী হইল। সর্ব্বস্থানবাসিগণ তথায় কার্য্যোপলক্ষে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহ ভদ্র জাতির দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে বাগাড়ী খণ্ডের অনেক গ্রাম বঙ্গীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয় প্রভৃতি কায়স্থদিগের বাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বাগাড়ী খণ্ডে এই তিন সমাজই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর্য্যদিগের কৌলীন্যমেলসংবদ্ধকারী বল্লালভূপতি জাতিতে কায়স্থ, বৈদ্য নহেন। তিনি ১১১৪ শকে ভাদ্র মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। এতৎসম্বন্ধে দেবীবরের এই বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা,—

"বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ॥"

কিন্তু আইন-ই-আকবরীর মতে কায়স্থ বল্লালসেনই সম্রাট। তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এতদ্দর্শনে কোন

কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি দেবীবরের উল্লিখিত বচনের নিম্নলিখিত অর্থ ও যুক্তি স্থাপন করিয়া নিশ্চয় করিতেছেন, ইনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালসেনের পরবর্ত্তী লোক নহেন, বরং তাহার বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যেমন খৃষ্টীয় শক, বঙ্গাব্দ ও হিজরী শকের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশে সন শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা "সন ১৮৭৮," "সন ১২৮৫," ইত্যাদি, তদ্রূপ শক ও সংবৎ শকের পরিবর্ত্তেও সামান্যতঃ শক শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। শকাদিত্যের প্রচলিত শাক শকাব্দ বলিয়া পরিচিত। অতএব দেবীবরের ঐ বচনের "শাকে" এই কথাটি সামান্যতঃ অব্দ রূপে গণ্য করিয়া সম্বৎশক ধরিলে সম্বৎ শকের ১১১৪ শাকে বল্লালসেনের জন্ম হইয়াছে; সুতরাং ৮৭১ বৎসর গত হইল, তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। লোকের জীবিত-কাল সামান্যতঃ ৩০ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ২৬ পুরুষ অতীত হইল, এ দেশে প্রথম কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপিত হয়। প্রত্যেক পুরুষের জীবিতকাল গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে ৭৮০ বৎসর হইল, কৌলীন্যপ্রথা স্থাপিত হইয়াছে। বল্লালসেন ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন; জন্মগ্রহণ কাল ৮৭১ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বাদ দিলে ৮২১ বৎসর থাকে; ২৬ পুরুষে ৭৮০ স্থলে ৮২০ বৎসরও হইতে পারে। আইন-ই-আকবরীর মতে ৮৬২ বৎসর হইল, তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন। বল্লালসেনের বংশ মোট ১০৩ বৎসর রাজত্ব করেন। কায়স্থ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, সম্রাট্ না হইলে বল্লালসেন কদাচ কৌলীন্য প্রথার মেলবদ্ধ করিতে পারিতেন না এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহার বিধানের অধীন হইতেন না। অতএব আইন-ই-আকবরীর লিখিত কায়স্থ-বংশজ বল্লালসেনই দেবীবরের বর্ণিত মিত্রসেনের পুত্র ও কৌলীন্য-মেল-সংস্থাপক। বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালসেন তাহার বহুকালের পরবর্ত্তী মনুষ্য।

যাহা হউক, কায়স্থপুরাণের স্থূল মন্তব্য এই যে, কৌলীন্য-মেলসংবন্ধকারক বল্লালসেন জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাঢ়সমাজ প্রতিপত্তি লাভ করিল। ক্রমে কৃষ্ণনগর, বালি, বড়িশা, আকনা, মাহীনগর, বাগাণ্ডী প্রভৃতি স্থানই কায়স্থদিগের প্রধান শাখা-সমাজ হইয়া উঠিল।

চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দ্দন দেব রাজা হন। তৎপরে বসুবংশজগণ এস্থানের রাজা হইয়া একচ্ছত্রে বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।(১) সুতরাং তাহারা বঙ্গীয় কায়স্থদিগের সমাজপতি হইলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। এই সময়ে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর ও ইদীলপুর প্রভৃতি স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্বরূপে পরিগণিত হইয়া ঐ সকল স্থানীয় কায়স্থগণ চন্দ্রদ্বীপের সমাজস্থ হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে কনৌজ হইতে আগত কুলীন গুহবংশজ প্রতাপাদিত্য যশোহরের রাজধানী সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। তিনি বাহুবলে মুসলমানের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যশোহরের সমাজ স্থাপিত হয়। এই সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থেরা অনেকে এই রাজ্যের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছেন। ইনিও সমাজপতি হইলেন। তাঁহার সমাজ যশোহর-সমাজ বলিয়া প্রখ্যাত হইল।

বিক্রমপুরে যাহারা বাস করিতেছিলেন, তাহারা আবার স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ সমাজ বিক্রমপুরসমাজ বলিয়া পরিগণিত হইল।

পদ্মার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কুমারনদের উত্তর—এই খণ্ড ফতেয়াবাদ মধ্যদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিম্বদন্তী আছে, এই স্থান নদীচরসম্ভূত। মুসলমানের

(১) বসুবংশ ছত্রধারী, চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী, ইত্যাদি।

বাঙ্গলা ঘটককারিকা।

সময় ফতেয়ালি নামক এক ব্যক্তি এই স্থান আবাদ করায় ইহার নাম ফতেয়াবাদ হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর ও বিক্রমপুর হইতে কায়স্থগণ জমীদারী উপলক্ষে ও অন্যান্য কার্য্যবশতঃ এস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ক্রমে ইঁহারাও এক স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ সমাজ ফতেয়াবাদ-সমাজ বলিয়া গণ্য হইল। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগ ও ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল উপবিভাগ লইয়া যে ভূখণ্ড তাহাতে চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর ও ফতেয়াবাদ হইতে বহু কায়স্থ যাইয়া বসতি স্থাপন করায়, তথাকার কায়স্থসমাজ বাজু সমাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

উত্তররাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রী মণ্ডলের কায়স্থদিগের দুই ভিন্ন সমাজ পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে।

বঙ্গসমাজ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত, যথা—চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা) যশোহর, বিক্রমপুর, ফতেয়াবাদ, ও বাজু। ইহাদের শাখাপ্রশাখা-সমাজও আছে।

আদিসমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয়। কৃষ্ণনগর, বালি, আকনা, মাহীনগর, বাগাণ্ডী, বড়িশা প্রভৃতি ইহার শাখাসমাজ। ইহার আরও প্রশাখা সমাজ আছে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের এই কয়েকটী সমাজ—জেমকান্দী, পাঁচথুপি, বাগডাঙ্গা, যজান, ছাতনেকান্দী ইত্যাদি।

বারেন্দ্রীশ্রেণীর কায়স্থেরও ভিন্ন ভিন্ন আদি শাখাসমাজ আছে।

কনৌজী গুহবংশ বঙ্গীয় সমাজে কুলীন।

যে কারণেই হউক, দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের সংস্কার এই যে কনৌজ-সমাগত বিরাট গুহের সন্ততি বঙ্গীয় সমাজের কুলীন গুহবংশ মৌলিক; কিন্তু তাহাদের নিজের কুলদীপিকাতেই লিখিত রহিয়াছে, বসু, ঘোষের ন্যায় গুহও আদি কুলীন। (১) ইহাদের ঘটককারিকায় লিখিত আছে

---

(১) তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুব্জদেশাদানীতৈ ব্রাহ্মণপঞ্চকৈঃ
সহ ঘোষবসুমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ॥

মৌলিক দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধ্য। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই কয়েকজন সিদ্ধমৌলিক।(২) অতএব বুঝিতে হইবে কনৌজী বিরাটগুহের বংশীয় যাহারা দক্ষিণ রাঢ়ে ছিলেন তাহারা কৌলীন্য না পাওয়ায় সিদ্ধমৌলিক হইয়াছেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় গুহবংশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, এ কুল-পদ্ম অন্ধকারের দীপশিখার ন্যায়। (৩) আদিশূরের সভায় পরিচয় দিবার সময় গুহ-শব্দ শুনিয়া সভাসদ্‌গণ হাস্য করিয়াছিলেন। আদিশূরের সভাসদ্‌-গণ নিশ্চয়ই অজ্ঞ ছিলেন; গুহ শব্দে—বিষ্ণু, কার্ত্তিক প্রভৃতি অর্থ বুঝায়, ইহা তাহাদের অবগতি ছিল না। এ নিমিত্ত গুহের পরিচয়দাতা বন্দী ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন "আপনারা হাসিবেন না, ইনি যখন বঙ্গদেশে আগমনের উদ্যোগ করিয়াছেন, তখনই ইনি বিবিধ প্রকারে মানহীন হইয়াছেন। অন্ধকার মধ্যে দীপের ন্যায় এই সভামধ্যে কুলগৌরবে এই গুহ দীপ্তিমান। ভাস্কর যেরূপ পদ্মের, ইনি তদ্রূপ কুলপদ্মের প্রকাশক। অর্থাৎ কুলে ইনি সকলকেই পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।"

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার কোন স্থানে বর্ণিত হয় নাই যে কনৌজ হইতে আগত গুহ বঙ্গের কুলীন, তাহাদের সমাজের মৌলিক। দত্ত যখন বিনয়গুণাভাব বশতঃ নিষ্কুল হইয়াছে, তখন গুহ কোন কারণে নিষ্কুল হইলে অবশ্য তাহার উল্লেখ থাকিত। এই কারণে মনে হয় দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধ মৌলিক গুহ কনৌজী বিরাট গুহের বংশ নহে। তাহারা গৌড়ীয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে আট ঘরের অর্থাৎ সিদ্ধমৌলিকের মধ্যে যেমন এক গুহ আছে, তদ্রূপ বাহাত্তর অর্থাৎ সাধ্যমৌলিকের মধ্যেও গুহ এক

---

(২) গৌড়েঽষ্টৌ কীর্ত্তিমন্ত শ্চিরবসতিকৃতা মৌলিকাঃ * * *।
দেবদত্তকরপালিতসেনদাসসিংহগুহা এতে চ সিদ্ধমৌলিকাঃ।

(৩) দ্বিজাতিপালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ॥

বংশ আছে(১)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ত্রয়োদশ-পর্য্যায়াবধি পুরন্দর বসু কর্ত্তৃক এই সমাজের মেলবদ্ধ হয়, তৎকালে অধিকাংশ কুলক্রিয়ান্বিত মৌলিকেরা সিদ্ধ ও কুলক্রিয়াহীনগণ সাধ্যমৌলিক বলিয়া প্রখ্যাত হন। এইরূপে দুই গুহ একবংশপ্রসূত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সাধ্য মৌলিক গুহ কুলক্রিয়াশূন্য, এই মাত্র বিশেষ। বঙ্গীয় সমাজেও সাধ্য অর্থাৎ অচলামহাপাত্র গোহ সংজ্ঞায় এক বংশ আছেন। এই গোহ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজের সাধ্য গুহ হয়ত এক। ইহারা দুই সমাজেই মৌলিক।

কালক্রমে বঙ্গীয় সমাজে মিত্রবংশ অপত্যবিহীন হইলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিলেন। "পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ" এই বিধি অনুসারে এই বংশ নিষ্কুল হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের মিত্রকুলের কুলহানি ঘটে নাই। সমাজের দর্প অতি ভয়াবহ। আমেরিকা [কৌমারিকা] বাসী ইংরাজেরা বৃটন (আবৃতন) বাসী ইংরাজদের বংশজ, উভয়ে এক মূলপ্রসূত, তথাপি সামাজিক দর্পানুসারে উভয়ে উভয়কেই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। স্বভাবের গতিই এইরূপ। বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ এক বংশজ, একের সন্তান। কিন্তু সমাজের দর্পানুসারে বঙ্গীয় সমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিত্র আমাদের মৌলিক--তোমাদের কুলীন"। দর্প সহ্য করা সহজ নহে। সুতরাং ইহারা বলিতে লাগিলেন, "গুহ আমাদের মৌলিক, তোমাদের কুলীন।" ক্রমে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে মিত্র বলিলেই যেমন কুলশূন্য মৌলিকের তুল্য বোধ হয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে গুহ বলিলেই সেইরূপ মৌলিক বুঝায়। যাহা হউক, কনৌজ হইতে আগত বিরাটগুহের বংশজ দশরথ গুহের বংশধরগণ যাহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন তাহারাও যে দক্ষিণ-

(১) ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রগণ, * * * গুহ এতেষাং সাধ্যমৌলিকাঃ।

দক্ষিণরাঢ়ীয়ঘটকারিকা।

রাঢ়ীয় সমাজেরও কুলীন এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধমৌলিক গুহ যে বঙ্গের মধ্যল্যসদৃশ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তদ্রূপ দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন মিত্র বঙ্গজ সমাজেরও কুলীন।

কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ প্রচলিত থাকা নির্ণয়।

হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ আট প্রকার। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও নিকৃষ্ট পৈশাচ।(১) মনুর সময়ে প্রথমতঃ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের; প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের; প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ, বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে ধর্ম্মবিহিত। ২) তৎপরে আবার বিধিবদ্ধ হইল, যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণের, রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয়ের, ও আসুরিক বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত।(৩) ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রশস্ত বিবাহের অভাবে পূর্ব্বোক্ত বিবাহ হইতে পারিবে।

স্বভাবের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যপ্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া নবভাব ধারণ করে। সুতরাং মনুষ্যসমাজের নিয়মও পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব

(১) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্যঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

(২) ষড়ানুপূর্ব্ব্যান্ বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরো বরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যান্ ন রাক্ষসান্॥

(৩) চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক মাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল, যে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচ বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ সকল বর্ণের ধর্ম্ম্য, পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সর্ব্ববর্ণের পক্ষে অকর্ত্তব্য।(১) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষসবিবাহই প্রশস্ত ; তবে তাহার অভাবে প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতে পারে। এক্ষণে আর গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত নাই ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা অনাবশ্যক।

তোমরা উভয়ে মিলিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর,—বরকন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরকে যে কন্যাদান করা যায়, উক্ত দান সম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ (২) বলে। এই বিবাহ এক্ষণে বঙ্গরাষ্ট্রে সাধারণতঃ চলিতেছে।

বলপ্রকাশ পূর্ব্বক হনন ও ছেদন অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা বাধাদানকারী-দিগকে নিহত বা নিরস্ত করিয়া বিবাহ করাই রাক্ষস বিবাহ।(৩) কোন কোন মতে এই বিবাহে কন্যাদানের আবশ্যকতা নাই, কোন কোন মতে এরূপ অবস্থার পরও দানগ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাক্ষসবিবাহ কন্যাকর্ত্তার বাটীতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না ; হরণকারীর স্বাভিলষিত স্থানেই উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

প্রাজাপত্য বিবাহ কন্যার বাটীতে নিষ্পন্ন হয়। বরকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কন্যাকর্ত্তা আপন আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক কন্যাদান করিবেন। দক্ষিণ উরু স্পর্শ করিয়া বরকে কন্যাদান করিতে হয়।

---

(১) পঞ্চানান্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যো কদাচন॥

(২) সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

(৩) হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভক্তিমৎ চিত্তে অর্চ্চনা পূর্ব্বক দান করিলেই তাহা ফলপ্রদ হয়।

ক্ষত্রিয় কেহ চন্দ্রবংশীয়, কেহ বা সূর্য্যবংশীয়, কেহ বা চিত্রগুপ্তের চিত্রসেনের বংশীয়, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আচার ও মর্য্যাদাসম্পন্ন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এইরূপ নানাবিধ সম্প্রদায় রহিয়াছে। রাক্ষস-বিবাহ অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এবং প্রাজাপত্য বিবাহ সাধারণতঃ মসীজীবী ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়দের বীরত্বদ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইত।(১) যিনি শূরত্ব প্রভাবে অন্যকে আপন অধিকারে আনিয়াছেন তাহার বংশই শ্রেষ্ঠবংশ বলিয়া অভিহিত। রঘুবংশ ও পুরুবংশ তাহার প্রমাণের স্থল। কি ভোগবিলাসে, কি সামাজিক নিয়মে, কি রাজকার্য্যে, সর্ব্ববিষয়েই ক্ষত্রিয়দিগের শূরত্ব প্রখ্যাপন করা নিয়ম ছিল। এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে কেবল বীর্য্যবল সমৃদ্ধির জন্যই রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই রাক্ষস বিবাহ হরণকারী বরের গৃহেই হইত, কন্যার গৃহে আর হইতে পারিতনা।

বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণের বিবাহে অদ্যাপিও এই নিয়ম আংশিকভাবে হইতেছে। শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশজ কন্যার সহিত নিম্নতরবংশজাত বরের বিবাহ সম্বন্ধ হইলে কন্যা বরভবনে আনীতা হইয়া থাকে; কন্যাকর্ত্তা বরভবনে উপস্থিত হইয়া কন্যাদান করিয়া থাকেন। রাক্ষস-বিবাহে কন্যাহরণ সময়ে কন্যা ও তাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের এরূপ চীৎকার করা আবশ্যক যে ক্রোশৈক দূর হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলে আত্মীয়েরা অগ্রসর হইয়া

(১) বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাঞ্চান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥
মনুঃ, ২৮ অঃ।

কন্যাকে রক্ষা করিবে। কায়স্থগণের মধ্যেও এই ক্রন্দন প্রথা কিয়ৎ-পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। কন্যা উঠাইয়া দেওয়ার কালে কন্যা ও তাহার আত্মীয়েরা বিস্তর রোদন করিয়া থাকেন। বংশ বিবেচনায় কন্যা উঠাইয়া আনিবার নিয়ম কুলীন মৌলিক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠবংশজ বরের সহিত কনিষ্ঠবংশজাত কন্যার সম্বন্ধ হইলে প্রাজাপত্য বিবাহের বিধানানুসারে কন্যাকর্ত্তা বরকে আপন আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক বিবিধ সম্মানসহ কন্যা দান করিয়া থাকেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ-বংশজাত কন্যা উঠাইয়া আনিবার নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে, কনিষ্ঠবংশজ বরকে আপন আলয়ে উঠাইয়া আনিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদান করিলে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বংশের মর্য্যাদার প্রভেদ থাকে না।

রাক্ষস-বিবাহে, বল প্রকাশে হনন, ছেদন ও যুদ্ধ করার আবশ্যক। তবে ক্ষত্রিয়গণ স্বাধীন থাকিলে এই নিয়ম যেমন সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতে পারে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতার অধীন হইলে কদাচ ঐ নিয়ম প্রতিপালিত হইতে পারে না। কালসহযোগে হিন্দুগণ সময়ে সময়ে যবনের ও দীর্ঘকাল মুসলমানের অধীনে ছিলেন; এক্ষণে ইংরাজজাতির অধীনে রহিয়াছেন। শান্তিরক্ষা ও বিচারের ভার বিজেতৃগণের হস্তে রক্ষিত। রাক্ষস-বিবাহে শান্তিভঙ্গ ও প্রাণনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মুসলমানেরা নিজেই বলপ্রকাশ করিত। বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত থাকিলে বোধ হয় কোন হিন্দুমহিলার সম্ভ্রম থাকিত না। তদ্বশতঃ মুসলমান অধিকারে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া নিয়ম হইল যে কন্যাকে বরের বাটীতে উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেই রাক্ষস-বিবাহের নিয়ম সংরক্ষিত হইবে। দীর্ঘকাল এই নিয়ম চলিয়া আসিয়া এক্ষণে ব্যবহারস্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং

বলপ্রকাশের নিয়ম উঠাইয়া দিয়া কায়স্থগণ কন্যা উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ করার নিয়মে আপনাদের কুলগত রাক্ষস-বিবাহ প্রচলিত রাখিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বের সময়েও কখন কখন বলপ্রকাশে বিবাহ হইত। প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইল, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর নিবাসী মৌলিক কায়স্থ জয়হরি বক্সী, জয়কালী বসুর কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে কন্যাকর্ত্তা বিবাহ দিতে অসম্মত হন। তখন বক্সী মহাশয় তাৎকালিক সৈন্য অর্থাৎ লাঠীয়াল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বসু মহাশয়ের বাটী হইতে কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) জারি হওয়া পর্য্যন্তই সকলের বল অবলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

রাক্ষস-বিবাহ জন্য যে সকল সময়েই বলপ্রকাশ করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে শ্রেষ্ঠবংশ কনিষ্ঠবংশের সহিত সম্বন্ধ করিতে অস্বীকার করিলে কনিষ্ঠ বংশজ আপন শৌর্য্য বীর্য্য-বলে জ্যেষ্ঠবংশজের অবনমন সাধন ও তৎসমীপে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন পূর্ব্বক কন্যা লইয়া আসিতে পারিলেই কন্যাকর্ত্তা বরভবনে উপস্থিত হইয়া সম্প্রদান করিয়া দিবে। তবে ইহাতে হনন ও ছেদনের আবশ্যক হইলে কদাচ বিমুখ হইবে না। কিন্তু কনিষ্ঠবংশজ শ্রেষ্ঠবংশ-প্রসূতা কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রয়াসে "কন্যা দাও," "আমি স্বয়ং বিবাহ করিব" অথবা "অমুক ব্যক্তিকে বিবাহ করাইব" এইরূপ বলিলে যদি শ্রেষ্ঠবংশজ কন্যা দিতে সম্মত হয় তাহা হইলে আর বলপ্রকাশের প্রয়োজন থাকে না। শ্রেষ্ঠবংশপ্রভব ব্যক্তি নিজেই হীনতা স্বীকার করিলেন, নিজের কার্য্যদ্বারাই আপনাকে নিষ্প্রভ বলিয়া স্বীকার করিলেন। হস্তিনানাথ পাণ্ডুর সহিত কুলীন বংশজা মাদ্রীকে বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা ভীষ্ম শল্যের নিকট মাদ্রীকে চাহিলে শল্য

তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অস্বীকার করিলে অভীষ্ট সাধন নিমিত্ত ভীষ্মের বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইত। কায়স্থগণের মধ্যেও এইরূপ হইতেছে। অগ্রে সম্বন্ধ স্থির করিয়া তৎপরে কন্যা উঠাইয়া আনা হয়। কাশীরাজ কন্যা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ভীষ্ম অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ বরগৃহে বিবাহ পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজেও প্রচলিত ছিল; স্থলবিশেষে এখনও হইয়া থাকে।

রাক্ষসবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ধর্ম্ম; সুতরাং উপরের লিখিত নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে বঙ্গীয় রাঢ়শ্রেণীব্রাহ্মণের মধ্যেও এইরূপ বিবাহকার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

কায়স্থজাতি মধ্যে অদ্য পি ক্ষত্রিয়বৃত্তির অস্তিত্ব নিরূপণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, ঈশ্বরারাধনা, প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে দান, রাজ্যপালন, শরণাগতকে রক্ষা, প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন, দুঃখীদিগকে প্রতিপালন, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তপ ইত্যাদি কার্য্য, বিদ্বান্ হইয়া নীতি-শাস্ত্র-বিধান রক্ষা, পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা ও বিধি অনুসারে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি ও প্রজারক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। তাহারা কদাচ রণে ভীত হইবে না; এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইবে। পিতৃলোকের অর্চ্চনা ও পিতৃযজ্ঞপরায়ণ হইবে।(১)

(১) দ্বিজার্চ্চনং ক্ষত্রিয়াণাং তথা নারায়ণার্চ্চনম্।
রাজ্যানাং পালনঞ্চৈব রণে নির্ভয়তা তথা॥
নিত্যং দানং ব্রাহ্মণেভ্যঃ শরণাগতরক্ষণম্।
পুত্রতুল্যং প্রজানাঞ্চ দুঃখিনাং পরিপালনম্॥

এক্ষণে ঐ সকল কার্য্যের এক একটী লইয়া কায়স্থদিগের পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন অবস্থার সহিত ঐক্য করিয়া দেখা আবশ্যক, সৃষ্টির প্রথম হইতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন কি না।

মুসলমান ও ইংরাজের অধিকারে হিন্দু-সমাজ স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ করিলে কোন কোন হীনজাতি সমস্ত কার্য্য না করুন, কিয়ৎপরিমাণে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে অবস্থা স্বতন্ত্র। কোন জাতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে, উৎপত্তি-কালাবধি সেই জাতি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে তদ্দ্বারাই তাহাদের ধর্ম্ম ও কার্য্য বিনির্ণয় কর্ত্তব্য। কারণ, আর্য্য ভূপালগণের অধিকারসময়ে এক জাতি অন্য জাতিব্যবস্থিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত না। ত্রেতাযুগে জনৈক শূদ্র তপস্যা করেন, তৎপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকালে মৃত্যুঘটনা হয়। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম-রামচন্দ্র তাহার মস্তক-ছেদন করেন। অতএব এই কায়স্থগণ যখন ক্ষত্রিয়জাতি, তখন অবশ্যই আদিমকালাবধি ক্ষত্রিয়বর্ণবিহিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। বৃত্তি সম্বন্ধে ইহাদের কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষত্রিয়ের প্রথম বৃত্তি দ্বিজার্চ্চনা। বল্লালী কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের মধ্যে মৌলিকেরা চিত্রগুপ্তবংশজ ও কুলীনগণ কেহ সূর্য্যবংশীয়,

শস্ত্রেষস্ত্রেষু নৈপুণ্যং রণে সৌকর্য্যমেব চ।
তপশ্চ ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ যত্নতঃ কুরুতে মুদা॥
পণ্ডিতঞ্চাতিশাস্ত্রজ্ঞং নিত্যঞ্চ পরিপালয়েৎ।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৩ অঃ।

অর্চ্চয়িত্বা পিতৃণ্ সম্যক্ পিতৃযজ্ঞং যথাবিধি।

পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৮ অঃ।

অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ। প্রজারক্ষণং জীবিকা।

শ্রীভাগবত ২০ অধ্যায়।

কেহ পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়। সূর্য্যবংশজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বঙ্গবাসী কুলীন-কায়স্থগণ যে দ্বিজার্চ্চনায় বিশেষরূপে রত, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক; কুলীনের উপাধিই বিপ্রদাস। মৌলিকদিগের আদিপুরুষের বৃত্তান্ত প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে। আচারনির্ণয় তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, কায়স্থ সামাদি বেদ না মানিয়া স্বভাবসিদ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে ক্রটি করিতেন না; ইহারা বিপ্রার্চ্চক। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, কায়স্থগণ নিজবর্গের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-দিগের পুষ্টিসংবর্দ্ধন করিয়া থাকেন—

"পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ"।

আচার-নির্ণয় তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, কায়স্থ জন্মাবধিই দ্বিজার্চ্চনায় রত—

"জন্মাবধি দ্বিজার্চ্চায়াং মতিরেব নিরন্তরম্।"
"বিপ্রপ্রিয়া বিপ্রভক্তা বিপ্রমানপ্রদা যতঃ॥"

ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বলা অনাবশ্যক। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, কায়স্থের নিকটেই ব্রাহ্মণের মান। তবে ইংরাজি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণেরাও নূতন ব্রহ্মাবতার হইতেছেন, কায়স্থেরাও নূতন উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শিষ্য গুরুর অনুকরণপ্রিয়।

ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় কার্য্য নারায়ণের অর্চ্চনা। এস্থলে দেখা উচিত, হিন্দুসমাজে কোন্ সময়ে কি প্রকারে নারায়ণের (ব্রহ্মের) অর্চ্চনা হইয়াছে। ত্রেতাযুগে নিরাকার ও সাকার রাম, বামন প্রভৃতির, দ্বাপরে সাকার ব্রহ্ম গোপাল, গোবিন্দ প্রভৃতির, এবং কলিযুগে সাকার ব্রহ্ম সূর্য্য, শক্তি, শিব, গণেশ ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশপ্রসূত ক্ষত্রিয়েরা যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঐরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। তদ্বংশজাত কুলীন কায়স্থেরাও এক্ষণে শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি স্ব স্ব ইষ্টদেবের (নারায়ণের) অর্চ্চনা করিতেছেন। মৌলিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থ (মসীশ) সত্য, ত্রেতা,

দ্বাপর পর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া সেই জ্ঞানানুসারে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছেন। চিত্রগুপ্ত অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানী, যজ্ঞভাগগ্রহণে অধিকারী; চিত্রসেন শক্তির (বগলার) উপাসক; চিত্রাঙ্গদ শক্তির উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার জন্য তপস্যা করেন। চিত্রগুপ্তের বংশজাত চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা চৈত্ররথ গৌতম মুনির শিষ্য। ভবিষ্যপুরাণমতে গৌড়-কায়স্থ অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থেরা শক্তি ও বিষ্ণুর উপাসক। ইহারা এক্ষণেও শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব।

ক্ষত্রিয়ের তৃতীয় কার্য্য—রাজ্যপালন। যুদ্ধসংক্রান্ত (military) ও দেওয়ানী সংক্রান্ত (civil) কর্ম্মচারী ও রাজা (king)—এই তিনের সমষ্টির দ্বারাই রাজ্যপালন হইয়া থাকে। সূর্য্যবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা যে এই সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণপ্রয়াস অনাবশ্যক। তাহাদের বংশধর, বঙ্গীয় কুলীনকায়স্থগণের পিতৃপুরুষ, যাহারা এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা সসৈন্যে, রাজবেশে, ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আদিশূরের সভায় সমাগত হন। কায়স্থনৃপগ্রন্থে কায়স্থ রাজাদিগের নাম বিবৃত রহিয়াছে। মৌলিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থেরা (মসীশ) ত্রিলোকের অধিপতি। চিত্রগুপ্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের বিচারকর্ত্তা। রৌচ্যমন্বর কল্পে চিত্রসেন ও বিচিত্র (চিত্রাঙ্গদ) সমস্ত বসুন্ধরা ও পাতালখণ্ডের রাজা ছিলেন। (১) চৈত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা

(১) পরাশর উবাচ।

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সুত্রামণিঃ সুকর্ম্মাণঃ সুধর্ম্মাণস্তথাপরঃ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ
দিবস্পতির্ম্মহাবীর্য্য স্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি॥
নির্ম্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ নিষ্প্রকম্পো নিরুৎসকঃ।
ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সুতপা মুনিঃ॥

ছিলেন। (২) চিত্রগুপ্তের বংশজ গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ এই মৌলিক কায়স্থগণ প্রজাদিগের বিচারকর্ত্তা; তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।(৩) মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে ভোজ, শূর, পাল ও সেনবংশীয় কায়স্থগণ সম্রাট ছিলেন, তাহারা ১৩০২ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করিয়াছেন।(৪) কুলীন গুহবংশজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হন। ইহার ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি অদ্যাপিও বঙ্গদেশে অন্য কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহার কেবলমাত্র ঢালী ৫২০০০ ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠিত যশোহরেশ্বরী জয়পুরে অবস্থিত থাকিয়া অদ্যাপি ইহার কীর্ত্তি ও গৌরব পশ্চিমদেশীয় জাতিসমূহমধ্যে প্রচার করিতেছেন। দনুজমর্দ্দনদেব প্রভৃতি দেববংশীয় ও বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া একচ্ছত্রে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে যে সকল স্বাধীন, করদ ও অধীন রাজা ছিলেন, তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে গ্রন্থে স্থান সংকুলান হয় না। এক্ষণেও ভাগলপুরের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, চাঁচরার রাজা, আন্দুলের রাজা, পাইকপাড়ার রাজা, শোভাবাজারের রাজা, লক্ষ্মীকোলের রাজা, উজানীর রাজা, সেওড়াপুলির রাজা প্রভৃতি বহুতর রাজা ও জমিদার বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাদের স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে রাজ্য পালন করিতেছেন। দেওয়ানীপদ পূর্ব্বাবধিই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল; সম্প্রতি অন্যান্য জাতির মধ্যেও কেহ কেহ ইহাতে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন। তথাপি সর্ব্বোচ্চ পদ এক্ষণে কায়স্থেরই অধিকারে রহিয়াছে; বঙ্গদেশের মন্ত্রী (Secretary) ও

সপ্তময়স্থিমে তস্য পুত্রানপি নিবোধ মে।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥
ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে ২ অধ্যায়

(২) (৩) (৪) কায়স্থপুরাণ, প্রথমভাগ দেখ।

হাইকোর্টের বহু জজ কায়স্থ। রাজকীয় পদের সংখ্যা করিলে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠপদ কায়স্থের অধিকারে রহিয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসানুসারে কায়স্থজাতিই বঙ্গদেশের ভূস্বামী ও সমাজপতি। বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গদেশের জমিদারের সংখ্যা করিলে কায়স্থজাতীয় জমিদারই অধিক হইবেন। অতএব এদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ যে আদিম কালাবধি রাজ্যপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

ক্ষত্রিয়ের চতুর্থ কার্য্য রণে নির্ভয়তা ও নবম কার্য্য শস্ত্রবিদ্যাবলে সমরে নৈপুণ্য প্রদর্শন। এই দুই বিষয় "কায়স্থের ক্ষত্রিয়বীর্য্যনির্ণয়" এই অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়ের পঞ্চম কার্য্য ব্রাহ্মণকে নিত্য দান করা। বঙ্গসমাজের কায়স্থগণ এক্ষণেও সাধ্যানুসারে এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য সমাজও করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীনকালাবধি ইহারা দান-শক্তিবলে সর্ব্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া উন্নতবক্ষে দণ্ডায়মান আছেন। সেওড়াফুলীর জমীদারী দেনার দায়ে নিলাম হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু তাহার জমিদারীর ব্রহ্মোত্তর ভূমির এক বৎসরের কর আদায় করিয়া লইলে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়। এই রাজাদের জমিদারীর ।।৵০ আনা ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর। টাকীর মুন্সী বাবুদিগের ত কথাই নাই। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ রঘু যেমন মৃৎপাত্রাবশেষ হইয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ দান করিয়া এক্ষণে নির্ধন হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক সমৃদ্ধ কায়স্থবংশ এইরূপ কার্য্যে এক্ষণে নিরন্ন ও কৃপাপাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, এবিষয়ের অধিক আন্দোলন করা বাহুল্য। বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণই নাই, যিনি পুরুষানুক্রমে কায়স্থের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও বৃত্তি ভোগ ও দানগ্রহণ না করিয়া আসিতেছেন। আদিমকালেও ইহারা ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন।

"ভবিষ্যপুরাণে" ব্যক্ত আছে, "পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।" "আচারনির্ণয়-তন্ত্রে"ও ইহারা "অনেক-প্রতিপালকৃৎ" অর্থাৎ বহুজনপোষক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়দিগের ষষ্ঠ কার্য্য শরণাগত-রক্ষণ। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে এই মহৎ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রাম্য দলাদলি ও মোকদ্দমা এখন যে এত অধিক, তাহার কারণ কায়স্থ জমিদারদিগের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকা। টাকীর মুন্সীবাবুরা লক্ষ টাকা দিয়া একজন বধ্য ব্যক্তির জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীমাত্রেই গৌরবসহকারে এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফল কথা, বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের পরোপকারসাধন যাহা কিছু কোনরূপে সাধ্যায়ত্ত, তাহা করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ নহেন।

ক্ষত্রিয়ের সপ্তম ও অষ্টম কার্য্য পুত্রতুল্য প্রজাপ্রতিপালন ও লোকের দারিদ্র্যবিমোচন। এ বিষয়েও অধিক আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। নড়ালের বাবু রামরত্ন রায় বাহাদুর, শ্রীনগরের জমিদারবংশ, সেওড়াপুলীর রাজগণ ও অন্যান্য কায়স্থ ভূস্বামিসমূহের প্রজাগণ অদ্যাপিও এই সুখানুভব করিতেছেন। প্রাচীন রাজা ও সম্রাটদিগের ত কথাই নাই। তবে রাজার কার্য্য দুষ্টের দমন, ও শিষ্টের পালন, সুতরাং তাহাদিগকে দুষ্ট প্রজার শাসন করিতে হইয়াছে। রাজধর্ম্মের নিয়মই এই। দুঃখীদিগকে প্রতিপালন করার বিষয়ও বলা অনাবশ্যক। অনেকে অবগত আছেন, টাকীনিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী রায় বাহাদুর আপন জমিদারির লাটের খাজানা দিবার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া চিতপুর দিয়া আসিতেছিলেন। ঐ স্থানের প্রজাগণের গৃহদাহ হইয়াছিল; তাহারা মুন্সী বাবুকে দর্শন করিয়া আপনাদের বিপন্নাবস্থা নিবেদন করিলে তিনি জমীদারি নিলাম হইবার কথা মনেও না করিয়া ঐ বীতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগকে সমস্ত টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহারাই সাধারণের উপকারার্থ

লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া টাকীর পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। রাঢ়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের সমাজপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাপ্য খাজানা দিতে অসমর্থ হইয়া কারাগারে নীত হইতেছিলেন। তথায় সেওড়াপুলীর বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-রাজার বিপদ দর্শন করিয়া তিনি নবাবসরকারে নিজের দেয় খাজানার টাকা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের ফলস্বরূপ নবাব তাঁহাকে মহাশয় উপাধি দান করেন। সেই উপাধিতে আজিও তাঁহার বংশধরগণ পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে, কায়স্থগণ দানশীল; তাহারা "বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।" বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ক্ষত্রিয়ের দশম কার্য্য যত্নপূর্ব্বক তপস্যা ও ধর্ম্মসঞ্চয় করা। কুলীনদিগের আদিপুরুষ ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কায়স্থদিগের আদিপুরুষ চিত্রাঙ্গদ ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। আচারনির্ণয় তন্ত্রে লিখিত আছে, শর্ব্ব তপস্যা করিয়া ব্রহ্মে লীন হন। ইহারা জন্মাবধি যাগযজ্ঞে রত। দান, ধর্ম্ম, সদাব্রত, জলাশয়, ঘাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মস্থাপন, দেবস্থাপন, সহায়-বিহীনকে আশ্রয় দান—এই জাতির প্রধান ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে অবনতভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি তাঁহাদের বংশগুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে। এখন পর্য্যন্তও বৃন্দাবনে অগ্রে, "লালা বাবুর জয়", তৎপরে রাধারাণীর জয়কীর্ত্তন হইতেছে।

ক্ষত্রিয়ের একাদশ কার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন। অধিকাংশ অধ্যাপকই প্রাচীন কাল অবধি কায়স্থ জাতির নিকট বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ বিষয়ের অধিক আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। তন্ত্রপুরাণেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ কার্য্য পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) করা। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, কায়স্থজাতি পিতৃযজ্ঞপরায়ণ।

"বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।"

যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়গণ আদিমকালাবধি ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের অগ্রগণ্য। কায়স্থেরা (ক্ষত্রিয়েরা) এখন বঙ্গদেশে বাস করিয়াও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে সর্ব্বজাতির অগ্রগণ্য। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতার শ্রাদ্ধের বিষয় অদ্যাপিও সমস্ত জাতির অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ৫২০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। রাঢ়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের সমাজপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর এই শ্রাদ্ধের আয়োজন দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেওয়ানজী, এ যজ্ঞ যে দক্ষযজ্ঞ" তাহাতে দেওয়ানজী রাজাকে বাড়াইবার জন্য যুক্তকরে বলিলেন, "ঠাকুর, ইহা দক্ষযজ্ঞাপেক্ষা বেশী।" এতচ্ছ্রবণে রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন, এ ব্যক্তি অতিশয় অহঙ্কৃত। তদ্দর্শনে তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর, ইহা প্রকৃতার্থেই দক্ষ-যজ্ঞাপেক্ষা বেশী, দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, এ যজ্ঞে শিবের আগমন হইয়াছে।" অমনি রাজা শিবচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধের বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন, ইহাতে ৯০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। নড়াইলের পূর্ব্বতন জমীদার বাবু রামরত্ন রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে ৩০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ; তাঁহার নিজের শ্রাদ্ধেও ১০০০০০ টাকার কম ব্যয় হয় নাই। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শ্রাদ্ধে ১৫০০০০ টাকার কম ব্যয় হয় নাই। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, সাধারণের জ্ঞাতার্থ কয়েকটী উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইল। এই জাতি যে উৎপত্তির সময় অবধি পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, তাহা সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই প্রকাশিত আছে।

ক্ষত্রিয়ের ত্রয়োদশ কার্য্য অধ্যয়ন ও যজন। অধ্যয়ন শব্দে বেদ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন বুঝাইবে। কায়স্থেরা আদিম কালাবধিই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। মেরুতন্ত্রে প্রকাশ আছে, বেদের আর্য্যাছন্দ কায়স্থের কৃত; ভবিষ্যপুরাণে ইহারা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন—

স্থধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত আছে, কায়স্থ উপেক্ষা করিয়া বেদ মানে নাই, ইহা বৌদ্ধযুগের কথা।

ইত্যগ্রে বর্ণিত সমস্ত অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হয় যে কায়স্থগণের সাবিত্রী-দীক্ষা না থাকিলেও সাময়িক নিয়মানুসারে আপনাদের আদিম ক্ষত্রিয়বৃত্তি সকল সম্যকরূপে বলবৎ রাখিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্যকায়স্থদিগের মধ্যে অদ্যাপি আদিম ক্ষত্রিয়াশ্রমাবলম্বন প্রথার প্রচলন নির্ণয়।

ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রম তিন। গার্হস্থ, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ।(১) শিষ্য গুরুগৃহে গমন করিয়া শুদ্ধচিত্তে গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক সর্ব্বদা শাস্ত্র বিচার করিবে, গুরুর পদ সেবা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর ধ্যান করিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করিবে। বিদ্যা সমাপ্ত হইলে গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবে।(২) গুরু দ্বিবিধ, বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু। মন্ত্রগুরু এক্ষণে কুলগত ও বিদ্যাগুরু অভিমত হইতেছে। জীবনের

(১) শ্রীভাগবত ২০ অ, দেখ।

(২) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং তাবৎ শৃণু সর্ব্বাধিবাসনম্।
গত্বা গুরুগৃহং শিষ্যো নমস্কৃত্য গুরুং শুচিঃ॥
সদা বিচারঃ শাস্ত্রস্য গুরুপাদাভিবাদনম।

যে ভাগ ব্রহ্মবিষয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত করিয়া কালাতিপাত করা যায়, তাহাকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলে। বিদ্যা ও মন্ত্র এই দুই পদার্থই ব্রহ্মচর্য্যের মূল। দণ্ডাশ্রম, ঋষ্যাশ্রম প্রভৃতি আশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচীন কালাবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) গণই সর্ব্বজাতির বিদ্যাগুরু। স্থানে স্থানে মন্ত্রগুরু কায়স্থও আছেন।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত আছে, কায়স্থ (মসীশ) গুরুর কুশাসনাদি মস্তকোপরি ধারণপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ ও বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ভবিষ্যপুরাণানুসারে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্মপালনে আদিষ্ট হন। কুলীনকায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয়গণ যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণেও কায়স্থগণ বিদ্যাগুরুর নিকট বিদ্যা অনুশীলন করিয়া মন্ত্রগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেছেন এবং তদর্থে গুরুকে দক্ষিণা দিতেছেন; এতদ্ব্যতীত, বার্ষিক দিতেছেন ও গুরুর আবশ্যক ব্যয়ের সংকুলান করিয়া থাকেন। গুরুর আজ্ঞা তাহাদের নিকট অলঙ্ঘনীয়।

গুরুই ব্রহ্ম; যেমন দেবতা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ গুরুও নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি গুরু ও দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি গুরুকুলজাত কোন ব্যক্তিকে গুরু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে সে মূঢ়, তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। গুরুবংশজাত কনিষ্ঠ বা মূর্খ ব্যক্তিকেও গুরু করিবে। সমস্তবর্ণের ব্রাহ্মণই গুরু।(১) কায়স্থগণ এরূপ গুরুভক্ত যে প্রসাদজ্ঞানে গুরুর উচ্ছিষ্ট যেরূপে গ্রহণ

তদাজ্ঞাপালনং ধ্যানং তুষ্টিঃ সম্ভিঃ সমাগমঃ ॥
সমাপ্তবিদ্যো গুরবে দক্ষিণাং প্রতিপাদ্য চ ॥ ইত্যাদি।
ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৫। ২৬। ২৭ অ।

(১) [ক] বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

করিয়া থাকেন, সেইরূপ গুরুবংশজ অন্য কোন আর্য্য ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তবে ইংরাজী তেজে গুরুবংশজ ব্রাহ্মণই হীনতেজ হইয়াছেন, তৎপ্রভাবে শিষ্যও চক্ষু মুদিত করিতেছেন। যাহা হউক, কায়স্থগণ এই অবনত অবস্থাতেও আপনাদের আদিম ক্ষত্রিয়াশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম একরূপ প্রচলিত রাখিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রম। ক্ষত্রিয়েরা বিদ্যানুশীলন সমাপ্ত করণানন্তর গুরুর আদেশমতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুলীন-বংশজাতা, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী, সুচরিত্রা, প্রিয়ম্বদা, শান্তগুণসম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করিয়া আশ্রমে থাকিবে। এই আশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম—অতিথিসেবা এবং পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চ্চনা।(১) কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ কুলীনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রাচীনকালাবধি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকালাবধি কায়স্থগণ অতিথিসেবা, পিতৃযজ্ঞ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতিথিসেবা কায়স্থদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত।

[খ] গুরুপুত্রেষু পৌত্রেষু গুরুভ্রাতৃষু যো ভিদাম্।
কুর্য্যাৎ স উচ্যতে মূঢ়ো গুরুধর্ম্মবিলোপকৃৎ॥
তস্মাদ্ গুরোর্ব্বংশজাতং বয়োঽল্পমপ্যপণ্ডিতম্।
গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়া মবিচার্য্য গুরোঃ কুলম্॥
নানামূর্ত্তি র্যথা দেবো নানামূর্ত্তিস্তথা গুরুঃ।
পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবালে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ ভেদো বাল্যাদিনা কৃতঃ।
পাতয়েন্নরকে তীব্রে গুরুভেদকরং নরম্॥
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে।

(১) ক। গৃহাশ্রমং ততো গচ্ছেদ্ গুরোরাজ্ঞা মধিক্রবন্।
উদ্বহেৎ কুলজাং কন্যাং সুশীলাং ধর্ম্মচারিণীম্॥

ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে,—

"পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্॥"

স্কন্দপুরাণে ব্যক্ত আছে,—

"সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥

ক্ষত্রিয়ের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ আশ্রম বানপ্রস্থাশ্রম। গৃহাশ্রম-বিহিত কার্য্যসমূহের যথাবৎ অনুষ্ঠানান্তে পুত্র ও ভার্য্যা পরিত্যাগ অথবা তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমনপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র ধর্ম্মসাধন করিবে। ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা এই আশ্রমের মুখ্য ধর্ম্ম।(১) সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তীর্থবাস অবলম্বনও বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম। আচারনির্ণয়তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, চিত্রাঙ্গদ অরণ্যবাসী হইয়া তপস্যা করেন।

অনহংবাদিনীং সৌম্যাং সুচরিত্রাং প্রিয়ম্বদাম্।
গৃহিণাং প্রথমো ধর্ম্মোঽতিথিপূজৈব পার্থিব॥
ইতি পাদ্মে, ২৫। ২৬। ২৭ অ।

খ। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥
ঐ

(১) বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমাৎ।
তদাবশ্যকশাস্ত্রাণি যোঽধীত্য চ স্বধর্ম্মবিৎ॥
ঊর্দ্ধরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্।
সুতং ভার্য্যাং পরিন্যস্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥
শান্তঃ শুদ্ধান্তরাত্মা চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ভৈক্ষচর্য্যা স্বাধিকারঃ প্রশস্ত ইহ মোক্ষিণঃ॥
ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ২৫। ২৬। ২৭।

ভবিষ্যপুরাণমতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে। সুতরাং তন্ত্র ও পুরাণ সৃষ্টির সময়ে কায়স্থজাতি যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রাচীনকাল অবধি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণেও কাশীবাসী, গঙ্গাবাসী, বৃন্দাবনবাসী প্রভৃতির সংখ্যা করিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যাই অধিক হইবে। সত্য বটে, ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল মহারাজ রামকৃষ্ণ অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন নাই; কিন্তু প্রকৃতার্থে ইন্দ্রতুল্য সুখসম্পদ ভোগানন্তর একেবারে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কায়স্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। পাইকপাড়ার রাজবংশীয় ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা, যাহাকে সাধারণতঃ লোকে লালা বাবু কহে, তিনি অতুল সুখসম্পদের পূর্ব্বাস্বাদন পাইয়া তৎপরে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া শাস্ত্রমতে ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক স্বর্গীয় হইয়াছেন। শোভাবাজারের ভূতপূর্ব্ব স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও এইরূপে সর্ব্বসুখসম্পদ বিসর্জ্জন দিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ইনিও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক স্বর্গীয় হইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে নরোত্তমঠাকুর ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর নামও স্মরণীয়। যাহা হউক, কায়স্থগণ প্রাচীনকালাবধি আপনাদের ক্ষত্রবর্ণোচিত বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

ইত্যগ্রে যে সকল অবস্থার উল্লেখ হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ হয়, আর্য্য কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্য কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত না থাকার কারণ নির্ণয়।

পালরাজত্বকালে কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনর্দ্ধার প্রচলিত হইলে কায়স্থদিগের আশ্রমসম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মবিনাশক ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহাই কায়স্থগণ গ্রহণ করেন। তাঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণে উদাসীন ছিলেন। (১) কায়স্থগণ ভূস্বামী, ক্ষত্রিয় ও সমাজপতি; তাহারা প্রবল প্রতাপের সহিত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পুনরায় উপবীত গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বিলোপনান্তে হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাবসময়ে ব্রাহ্মণগণের মত সাবিত্রীসংস্কার পুনর্দ্ধার গ্রহণ না করার আরও কোন কারণ থাকিবে।

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, ও কলিতে তন্ত্রই ধর্ম্ম-প্রদর্শক।

আচারনির্ণয়তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, বগলার অর্চ্চনায় গুরুপূজা, ঋষ্যাদির ন্যাস ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি কোন কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। বগলা স্বয়ং সিদ্ধবিদ্যা, যিনি বগলার উপাসক, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। (২)

যজ্ঞোপবীত-গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকাণ্ড কেবল সকাম সাধন মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে আর কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন থাকে না।

বৃহস্পতি বলেন, সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয়, এবং অগ্নিহোত্র, ত্রিদণ্ড ভস্মাবলেপন প্রভৃতি কার্য্য বুদ্ধিপৌরুষবিহীন লোকদিগের জীবিকা র্জনের উপায়মাত্র। ভণ্ড ধূর্ত্ত ও নিশাচরের দ্বারা বেদ রচিত হইয়াছে।

---

(১) প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ। পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৮

(২) গুর্ব্বাজ্ঞা মে পুরাভূচ্চ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা জপং কুরু।
অতোঽহং সকলং ত্যক্ত্বা কেবলং বগলাং জপে॥
ইত্যাদি॥

(২)। পরমহংস ও সিদ্ধপুরুষগণের অর্থাৎ যাহারা দিব্যজ্ঞানলাভে অধিকারী হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মাত্র জ্ঞানযোগ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাহাদের আদৌ যজ্ঞোপবীত অথবা সাবিত্রীসংস্কারের প্রয়োজন নাই। কায়স্থ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং স্বভাবতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী। সুতরাং ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া স্বভাবতঃ দিব্যজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই কারণে প্রথমে তাহাদের সাবিত্রীসংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই।(৩)

দ্বাপরযুগের শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ যুগসন্ধিপ্রবৃত্তির প্রারম্ভে কায়স্থ বগলামন্ত্রের উপাসক হন। বগলারাধনা তন্ত্রোক্ত উপাসনা;

---

(২) অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকং।
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

(৩) ক। ব্রহ্মণো বিপ্রমূর্ত্তেস্তু পাদাংশে সম্ভবন্তি তৎ।
কায়স্থা ইতি সংজ্ঞাঃ স্যুঃ সুযজ্ঞেষাং শিবা মতিঃ॥

খ। ককারং ব্রহ্মাণং বিদ্যাদকারং নিত্যসংজ্ঞকম্॥
আয়ন্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোঽতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যঃ॥

গ। * * সামাদিবেদান্ হি ব্রহ্মক্ষত্রো বিশ এব হি।
গৃহীতবান্ন তৎ কিঞ্চিন্মসীশোঽলসতঃ শিবে॥
অতো যজ্ঞোপবীতী ন তে হি যজ্ঞোপবীতিনঃ।
এতে স্যু বৈদিকাচারা মসীশা হি স্বভাবতঃ॥

আচারনির্ণয়তন্ত্রম্।

তন্ত্র হইতে বেদের উৎপত্তি।(১) সুতরাং এই সময়েও কায়স্থ সাবিত্রী-সংস্কারাদি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া স্বভাবসিদ্ধরূপে সিদ্ধবিদ্যা বগলার উপাসক হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তবে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণের নিকট বগলামন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক এই সময়ে তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের শিষ্যভাব প্রাপ্ত ও তদ্বশতঃ ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র।

যিনি কালী, তিনিই বগলা; যিনি বগলা, তিনিই ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও সাবিত্রী।(২) সুতরাং দ্বাপরসন্ধিপ্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বসময়ে তন্ত্রমতে নামান্তরে তাহারা সাবিত্রীর উপাসক ছিলেন। কেবল বেদোক্ত সাবিত্রী-সংস্কারের কার্য্য যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রথম এই সন্ধিসময়ে রৌচ্যমনুর কল্পে কায়স্থ-বংশজ শর্ব্বনামা মসীশ ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র এই তিন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিরূপণানুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হন। তাহারা বেদাচারী ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় সাবিত্রীসংস্কার ও যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি দশসংস্কার গ্রহণ করেন; কিন্তু পূর্ব্বমত স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মভাবরক্ষার্থ চিত্রগুপ্তের

(১) নিগমাদাগমো জাত আগমাৎ যামলোদ্ভবঃ।
যামলাদ্বেদ উৎপন্নো বেদাৎ স্মৃত্যাদয়োঽপি চ॥ পাদ্মে

(২) বগলা পীতবস্ত্রা চ পীতপুষ্পপ্রিয়া সদা।
পীতাম্বরা পিবদ্রক্তা পীতপুষ্পোপশোভিতা॥
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মগায়ত্রী সাবিত্রী ব্রহ্মসংস্তুতা॥
মহাভাগবতপুরাণম্।

আদেশ অনুসারে বগলা-উপাসনাও প্রচলিত রাখিলেন।(১) অতএব এই সময় অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব পর্য্যন্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ সাবিত্রী-সংস্কার-সম্পন্ন ও বগলার উপাসক ছিলেন।

কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ বিষয়সুখ-পরতন্ত্র হইয়া রাজকীয় কার্য্য ও ক্ষমতা নিজ অধীনে আনয়নপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কে আপনাদের অধীনস্থ করিয়া লইলেন। তদ্বশতঃ ক্ষত্রিয়েরা আর অস্ত্রবলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলস্বরূপ ভারতখণ্ডও বিদেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছের

(১) ক। ত্রয়োদশ রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।

* * * *

চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

খ। একো মসীশঃ শর্ব্বাখ্যঃ। * * *

বিহায় দেহং ভূয়শ্চ ত্রিধারূপো বভূব হ॥

চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গদ ইতি ত্রয়ঃ।

আচারনির্ণয়তন্ত্র।

গ। ব্রহ্মোবাচ।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূ যতঃ।

তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি র্লোকে তব ভবিষ্যতি॥

কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।

অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥

বিজ্ঞানতন্ত্র।

ঘ। ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।

প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥

* * * *

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।

পাদপদ্মে অবনত-মস্তকে নিপতিত হইল। যাহা হউক এই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ যে কোন কার্য্য করুন না কেন, ব্রাহ্মণের অনভিপ্রায়ে করিতে সক্ষম ছিলেন না।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে আর্য্যগণ পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

স্থানবিশেষে কায়স্থ-সংজ্ঞাধারী ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম অনুসারে আচার্য্যের নিকট যজ্ঞোপবীত ও সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করণানন্তর আবার তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের মধ্যে অদ্যাপিও ঐ নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কাশ্মীরে বেদ, দ্রাবিড়ে জ্যোতিষ, কাশীতে সাহিত্য ও বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার সমধিক প্রাদুর্ভাব। এজন্য বঙ্গবাসিগণ স্বভাবতঃ

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।

*　　　*　　　*

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষজ্ঞ শ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ।

*　　　*　　　*

যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ড-প্রমর্দ্দিনী।

ভবিষ্যপুরাণ।

৬। ব্রহ্মকায়-সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্ম-সংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয় শুস্য জপ-যজ্ঞেষু রাজনম্।

ব্যোমসংহিতা।

৮। শৌচ মাস্তিক্যমভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনম্।
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যা চ ব্রহ্মকায়স্থলক্ষণম্।

আয়ুর্ব্বেদ॥

সূক্ষ্মদর্শী ও তত্ত্বান্বেষী। বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপাবসানে তাহারা বেদবিহিত সাবিত্রীসংস্কার সমাধানের পর আবার তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ-সংজ্ঞাধারী বঙ্গদেশস্থ গৌড় (কুলীন ও মৌলিক) কায়স্থগণ চিন্তা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা কলির প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া জীবিকানির্ব্বাহার্থ যাহাই করুন, তন্ত্রের আদেশে যখন কলিযুগে অন্য নিয়মে ব্রহ্মোপাসনা করিলে নারকী হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরাদেশ তন্ত্রবাক্য হেলন করিয়া বেদানুসারিণী কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করা নিতান্ত দূষণীয়। এই সকল কারণে তাহারা কেবল তন্ত্রানুসারে চলিতে মনস্থ করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশের সময় যজ্ঞোপবীত অনেক অনার্য্যও প্রাপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিনাশকারী ব্রাহ্মণগণ স্বদলের পুষ্টিসাধনমানসে আদৌ জাতি-বিচার করেন নাই। বহু অনার্য্যকেও বেদোক্ত ধর্ম্মের অধীন করিয়া যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। কথিত আছে, কোন এক ব্যাসদেব হাড়িকে ব্রাহ্মণত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইলে বৈরাগী-সমাজের সৃষ্টি হইল; ঐ ধর্ম্মানুসারে বৈরাগীর পুত্র 'জাত বৈষ্ণব' বলিয়া উপবীত গ্রহণে অধিকারী হইল। এই সুযোগে বৈরাগী সমাজভুক্ত নানাজাতীয় লোক উপবীত ধারণ করিয়া কেহ "রামাইত" কেহ "গোস্বামী," কেহ "অধিকারী", কেহ "ফজদার" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল কারণে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নানা প্রকার জাতিরা উপবীত-ধারী হইয়াছে। কিন্তু উপবীত থাকা হেতু সমাজে তাহারা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া আচরণীয় হয় নাই। কৈবর্ত্তের জলচল হইলেও কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ অচল। অতএব প্রাচীন কালে উপবীত কেবল বেদধর্ম্মসাধনের চিহ্নস্বরূপে ব্যবহৃত হইত মাত্র, উপবীত থাকিলেই সে সমাজে বড় হইত না।

ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়াই মুখ্য ধর্ম্মসাধন। বেদোক্ত-সংস্কার প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ঐ ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তিমার্গমাত্র। ব্রহ্মোপাসনায় তন্ত্র বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত কোন প্রকার সংস্কার, ন্যাস, কালাকাল, উপবাস, আচার, নিয়ম প্রভৃতি কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। (১) ব্রহ্মকায়স্থ স্বভাবসিদ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হন। সুতরাং তাহারা বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনায় নিরত হইয়াছিলেন। এতদ্বশতঃ তাহারা উন্নত-ব্রাহ্ম অর্থাৎ কায়স্থশব্দে অভিহিত হইয়া সাধারণতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সমাজেও অগ্রে তাহাদের প্রশংসাবাদ হইত। তদনুসারেই অগ্রে কায়স্থ তৎপরে ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইবার নিয়ম প্রচলিত হয়। অদ্যও ঐ প্রথা প্রচলিত আছে; যথা "কায়স্থ ব্রাহ্মণ"।

(১) স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদা পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কমিদং জগৎ॥
তস্মিং স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
আয়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈবাচারাদিনিয়মো নোপচারশ্চ ভূরিশঃ॥
ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ॥
কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে।
সর্ব্বথা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র

তন্ত্রোক্ত সাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইলে কায়স্থগণ আপনাদের আদিম উন্নত ব্রাহ্মত্ব স্থাপন ও তন্ত্রমতে সাকার ব্রহ্মোপাসনা যুগপৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বগলা উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। উহাতে কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। বগলার উপাসক ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাহারা আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার্থ বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রথমাবধিই ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন ক্ষত্রিয়-কায়স্থদিগের প্রতি ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষভাব ছিল। তাহারা মনে করিলেন, বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত থাকিবে না। যজ্ঞোপবীত না থাকিলে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ যাহা ঘটিতে পারে, তাহা ব্যক্ত করা অনুচিত। সুতরাং "স্বকার্য্যং সাধয়েৎ প্রাজ্ঞঃ" এই সাধারণ উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। এইরূপে কায়স্থগণ তন্ত্রমতে বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তান্ত্রিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। (১)

টীকা—প্রাচীন কালে লেখকপদে ব্রহ্ম কায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কে বুঝাইত।

ক্রমে সৌর, শাক্ত, প্রভৃতি পঞ্চবিধ পশ্বাচার উপাসনা প্রচলিত হইল। মনুষ্য-রুচি পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে আবার অন্যান্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমে যজ্ঞোপবীত সংস্কার গ্রহণ না করায় বঙ্গদেশে ও স্থানবিশেষে অন্যান্য কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত অন্তর্হিত হইয়া কেবল তন্ত্রানুসারিণী দীক্ষাসংস্কার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

---

(১) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ানাং গণে ক্রমাৎ।

* * *

তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্ত সুত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥
ইত্যমরঃ।

বঙ্গদেশস্থ কায়স্থদিগের একমাস অশৌচ হওয়ার কারণ নির্ণয়।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই চারিবর্ণ ই যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী।

ব্রহ্মা এইরূপে বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলে উহাদিগের মন পরিশুদ্ধ ও সদাচারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, * * এবং উহারা নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বান্তর্যামী সনাতন বিষ্ণুর দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়া ত্রেতাযুগের কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সমভাবে কাল হরণ করেন, তৎপরে ভগবানের কালস্বরূপ অংশ হইতে রাগাদি সমুৎপন্ন হইয়া উহাদিগকে আশ্রয় পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিল। * *

প্রথমে বর্ণচতুষ্টয়ের বেদে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিদ্বেষবশতঃ শূদ্র সম্পূর্ণ বেদে, বৈশ্য ত্রিপাদে, ক্ষত্রিয় একপাদ বেদে বঞ্চিত হইয়াছেন।" অতএব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ববর্ণ সমভাবে ছিলেন। সুতরাং তাহাদের অশৌচ পালনের নিয়মেরও কোন তারতম্য ছিল না।

বৃহস্পতি বলেন, ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায়ের জন্য মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্য অর্থাৎ অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা হইয়াছে; পূর্ব্বে উহা ছিল না।(১)

ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। অত্রির তনয় নিমির এক ত্রিলোকবিখ্যাত মহাতপাঃ পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্রের মৃত্যু

---

(১) ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

হইলে নিমি শোকাভিভূত হইয়া দিবা রাত্রি চিন্তাকুল হইলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানবিধি কল্পনাপূর্ব্বক ফল, মূল, নূতন রস, মাংস ও শাকাদি আনয়ন করিয়া বিপ্রদিগকে পূজা এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া কুশোপরি পিণ্ডদান করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তপস্যার্থ অরণ্যে গমনক্রমে নিমির আশ্রমে সমাগত হইলেন। নারদকে দর্শন করিয়া নিমি ভয়াকুল অন্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক করুণস্বরে গদগদ বচনে নারদকে বলিলেন, ঋষিবর, আমি পুত্রস্নেহে আপ্লুত হইয়া এইরূপ কল্পনা করিয়াছি। সপ্তঋষির উদ্দেশে তর্পণ, এবং ফল ও অন্ন দান করিয়া পশ্চাৎ ভূতলে দর্ভাসন স্থাপনপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়াছি। শোক ও স্নেহপ্রভাবে আমি এই কর্ম্ম করিয়াছি। পূর্ব্বে কোন দেবতা অথবা ঋষি ইহা করেন নাই। এক্ষণে আপনি পাছে অভিসম্পাত প্রদান করেন, এই আশঙ্কায় আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। নারদ বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভীত হইও না; পিতৃপুরুষের শরণাপন্ন হও; শ্রাদ্ধকর্ম্মে কোন অধর্ম্ম নাই, ইহাতে বরং ধর্ম্মলাভই হইতে পারে।(১)

(১) ধরণ্যু বাচ।
কো গুণঃ পিতৃযজ্ঞস্য কথমেব প্রপূজ্যতে।"
কেন চোৎপাদিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্নর্থে কিমাত্মকম্॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ বদস্ব মে।
বারাহ উবাচ।
মনোস্তু বংশসম্ভূত আত্রেয় ইতি বিশ্রুতঃ।
আত্রেয়স্যাত্মজো বিপ্রো নিমিনামা তপোধনঃ॥
নিমিপুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা বসুন্ধরে॥

বৃহস্পতির উল্লিখিত বচন ও শ্রাদ্ধের উৎপত্তির অবস্থাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদিম কালে প্রেতকার্য্য প্রভৃতি, অশৌচ-পালনাদি ও শ্রাদ্ধ নিয়ম কিছু মাত্র ছিল না। নিমি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধের ব্যবহার উদ্ভাবিত হইলে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ নিয়ম, মন্ত্র, প্রেতকার্য্য এবং জনন ও মরণজনিত অশৌচ-পালনাদির ব্যবহার স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহাই ধর্ম্মবিধিস্বরূপে পরিগণিত হইয়া ঐ সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, এবং অপ্রতিপালনকারী জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, ও নিরয়গামী হইবে—এইরূপ শাসন স্থাপিত হইয়াছে।

প্রেতকার্য্য প্রভৃতি অশৌচপালন ও শ্রাদ্ধের ব্যবহার প্রচলিত হইলেও প্রথমে শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রের ও নিয়মের অধীন ছিল না; সকলেই স্ব স্ব মনোভাবানুসারে প্রেতকার্য্য ও শ্রাদ্ধাদি করিতেন। ক্রমে বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল কার্য্য জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপে আয়ত্ত করিয়া মানবসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য দেশকালপাত্র বিবেচনায় সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রের ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় শ্রাদ্ধপ্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করিলে ঐ সকল বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

মৃত্যুকালমনুপ্রাপ্তস্ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ।
নষ্টঞ্চ তং সুতং দৃষ্ট্বা নিমেঃ শোক উপাবিশৎ॥
পুত্রশোকাভিসংযুক্তো দিবা রাত্রৌ চ চিন্তয়ন্।
নিমিঃ কৃত্বা ততঃ শোকং বিধিনা তত্র মাধবি॥
তমেব গতসংকল্প স্ত্রিরাত্রে প্রত্যপদ্যত।
তস্য প্রতিবিশুদ্ধস্য মাঘমাসে তু দ্বাদশীম্॥
মনঃ সংসৃজ্য বিষয়ং বুদ্ধিবিস্তারগামিনী॥
স নিমি শ্চিন্তয়ামাস শ্রাদ্ধকল্পং সমাহিতঃ।

ত্রেতাযুগে জনৈক ঋষির সপ্তশিষ্য গুরুর অজ্ঞাতে তাঁহার একটী গাভীবৎস বধ করিয়া ভোজন করে। ঋষিবর বৎসের তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে শিষ্যেরা বলিল যে তাহারা ঐ বৎস বধ করিয়া ভোজন করিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা বৎসমাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়াছ কি না? তদুত্তরে তাহারা বলিল, যে পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া তাহারা মাংস ভোজন করিয়াছে। তখন ঋষিবর একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে তোমরা ব্যাধকুলে জন্মপরিগ্রহ কর। এই দারুণ অভিশাপ শ্রবণে তাহারা নিতান্ত ভয়াকুল হৃদয়ে নানাবিধ স্তব

যানি তস্যৈব ভোজ্যানি মূলানি চ ফলানি চ॥
যানি কানি চ ভক্ষ্যাণি নবঞ্চ রসসম্ভবম্।
যানি তস্যৈব চেষ্টানি সর্ব্বমেতদুদাহরৎ॥
আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণং পূর্ব্বং শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
দক্ষিণাবর্ত্ততঃ সর্ব্বং ঋষিঃ স্বয়মকুর্ব্বত।
সপ্তকৃত্বা ততস্তত্র যুগপৎ সমুপাবিশৎ॥
দত্বা তু মাসং শাকানি মূলানি চ ফলানি চ।
পূজয়িত্বা তু বিপ্রান্ স সপ্তকৃত্বস্তু সুন্দরি॥
কৃত্বা তু দক্ষিণাগ্রাংশ্চ কুশাংশ্চ প্রযতঃ শুচিঃ।
প্রদদৌ শ্রীমতে পিণ্ডং নামগোত্রমুদাহরন্॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি নারদো দ্বিজসত্তমঃ।
জগাম তাপসোঽহরণ্যং ঋষ্যাশ্রমবিভূষিতম্॥
তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস স্বাগতেনাথ মাধবি।
ভীতো গদ্গদয়া বাচা নিশ্বসংশ্চ মুহুর্মুহুঃ॥
সব্রীড়ো ভাষতে বিপ্রঃ কারুণ্যেন সমন্বিতঃ।
কৃতঃ স্নেহশ্চ পুত্রার্থে ময়া সংকল্প্য যৎকৃতম্॥

স্তুতি দ্বারা মুনির তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু স্তবে প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার এই বর প্রদান করিলেন, "তোমরা প্রথমতঃ ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎপরে ক্রমে ক্রমে মৃগ, চক্রবাক, হংস প্রভৃতি তির্য্যকৃযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবে।"(১) এই বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করিয়া শ্রাদ্ধনিয়ম-প্রচলনকারিগণ স্থির করিলেন যে যেহেতু পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া বৎসমাংস ভোজন করাতেই সপ্তশিষ্যকে

তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত অন্নাদ্যেন ফলেন চ।
পশ্চাদ্বিসর্জ্জিতং পিণ্ডং দর্ভানাস্তীর্য্য ভূতলে॥
উদকানয়নঞ্চৈব ত্বপ্যসব্যেন পায়িতম্।
শোকস্নেহপ্রভাবেন এতৎ কর্ম্ম ময়া কৃতম্॥
ন চ শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং ন দেবৈর্ঋষিভিঃ কৃতম্।
ভয়ং তীব্রং প্রপশ্যামি মুনিশাপাৎ সুদারুণাৎ॥

নারদ উবাচ।

ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পিতরং শরণং ব্রজ।
অধর্ম্মং ন চ পশ্যামি ধর্ম্মে নৈবাত্র সংশয়ঃ॥
নারদেনৈবমুক্তস্ত নিমির্ধ্যান মুপাবিশৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা পিতরং শরণং গতঃ॥
ততোঽতিচিন্তয়ামাস বংশকর্ত্তারমাত্মনঃ।
ধ্যায়মানস্ততোঽপ্যাশু আজগাম তপোধনঃ॥
পুত্রশোকেন সন্তপ্তং পুত্রং দৃষ্ট্বা তপোধনঃ।
পুত্রমাশ্বাসয়ামাস বাগ্ভিরিষ্টাভিরব্যয়ৈঃ॥
নিমেঃ সঙ্কল্পিতঃ শ্রেয়ান্ পিতৃযজ্ঞস্তপোধন।
পিতৃযজ্ঞেতি নির্দ্দিষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ম্॥

ইতি বারাহে শ্রাদ্ধোৎপত্তির্নামাধ্যায়ঃ।

(১) হরিবংশ দেখ।

দুর্গতি সহ্য করিতে হইয়াছে, অতএব শ্রাদ্ধে এই মন্ত্রের ব্যবহার হউক, যথা—

সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালিঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণ বেদোক্ত ও স্মৃতিসম্মত আচারে নিরত হইয়া প্রেতকার্য্য, অশৌচপালনাদি ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই বিধির অধীন ছিলেন। সুতরাং জীবিকা অর্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনার্থ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধসম্বন্ধে যে পথ অনুসৃত হইয়াছিল, তিনিও সেই পথ অনুসরণ করেন; সুতরাং মহাভারতে তিনি ধর্ম্মবৃক্ষ ও তাহার ভ্রাতৃগণ শাখাস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধার্জ্জুনো
ভীমসেনস্ত শাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা ঐ সকল ধর্ম্মের অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা অধর্ম্মের বৃক্ষস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। যথা—

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধশ্চ কর্ণঃ
শকুনিস্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন দ্বাপর যুগের শেষ ও কলির প্রথমের মনুষ্য। তাঁহাদের লোকান্তরের পর কলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মবিধি স্থাপিত হইল। ঐ সময়েই বৈদিক ও স্মার্ত্তধর্ম্মাবলম্বী ঋষিগণ শ্রাদ্ধ-বিষয়ে মানবগণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য মহাভারতের ঐ বচনগুলি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধমন্ত্রে সন্নিবেশিত করিলেন। তদবধি ঐ সকল মন্ত্র

শ্রাদ্ধমন্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত ও পঠিত হইতেছে। ঐ দুই মন্ত্র যে কলিতে উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

গয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচার হইলে জীবিকা অর্জ্জনার্থ ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ শোকসূচক মন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন। অন্যান্য স্থানের শ্রাদ্ধাপেক্ষা গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা বিশেষ ফলপ্রদ। সুতরাং প্রবৃত্তি ও অধিকতর ভক্তি জন্মাইবার নিমিত্ত মাতৃষোড়শী প্রভৃতি অসংখ্য মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে অদ্যাবধি ঐ সকল মন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই।

প্রেতের উদ্দেশে যে দান করা যায় তাহা প্রেতসম্বন্ধীয় দান। তৎ-সম্বন্ধীয় দানের দ্রব্যাদি কেহই গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহ করাও আবশ্যক। লোভপরতন্ত্র হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিলে তিনি অগ্রদানীয় নামে পরিচিত হইয়া সমাজে অব্যবহার্য্য হইলেন। তাহার বংশধরেরাই বর্ত্তমান অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত। যখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে শ্রাদ্ধের দানের বস্তু গ্রহণ না করিলে বড় সহজ ক্ষতি নহে, তখন কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণেরা কৌশলক্রমে দর্ভদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণকে প্রেত সম্বন্ধীয় দানের বস্তু সম্প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত কোন কোন স্থানে "দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" "যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" এইরূপ কৌশলময় মন্ত্রের ও নিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে। কোন কোন স্থলে "দর্ভময় ব্রাহ্মণ" প্রতিষ্ঠা না করিয়াই স্বয়ং ব্রাহ্মণেরাই দান-দ্রব্য মন্ত্রপূত করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপন না হইয়া দুইটী ব্রাহ্মণই আহূত হন, তাহাদিগকেই দান-দ্রব্য উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্রাবিড়দেশের কোন কোন স্থানে এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তৎপরে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে চৈতন্যপ্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কুশধারণ করিয়া

শ্রাদ্ধ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মালসাভোগই প্রচলিত।

প্রেতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম দৃষ্ট হয়। একস্থলের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত, স্থানান্তরবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত নাই। কোন স্থানে অগ্রে চিতাপিণ্ড দান করিয়া পশ্চাৎ শবদাহ, কোন স্থানে অগ্রে দাহ, পরে চিতাপিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোন স্থানে শবদাহ করিয়া তৎক্ষণাৎ চিতা নির্ব্বাণ করা হয়, কোন স্থানে সম্পূর্ণ এক দিন চিতানল প্রজ্জ্বলিত থাকে, তৎপর দিবস চিতা নির্ব্বাণ করা হয়। কোন স্থানে গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হওয়া দূষণীয়, কোন স্থানে গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হওয়া দূষণীয় নহে; কোন স্থানে মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যে গৃহে বাস করিত, ঐ গৃহের চারি কোণে কলার ডোঙ্গা অথবা মৃণ্ময় সরা ঝুলাইয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেতের স্নান ও পানের নিমিত্ত দুগ্ধ ও জল দিতে হয়; কোন স্থানে ঐরূপ প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। মন্ত্রটি এই—

শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীর মত্র স্নাত্বা ইদং পিব॥
আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়।
অত্র স্নাত্বা ইদং পিত্বা স্নাত্বা পিত্বা সুখী ভব॥

পরমহংস ও দণ্ডী প্রভৃতি সম্প্রদায় শবদাহ না করিয়া সমাধিস্থ করেন। বৈরাগীর দলের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত। তাহারা শবের মুখে বাতি দিয়া সমাধিস্থ করেন। অতএব প্রেতসম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য হউক না কেন, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপে সামবেদী, যজুর্ব্বেদী ও অথর্ব্ববেদীর,

বেদান্ত-দার্শনিকের ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীর, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর কর্ম্মকাণ্ড স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রভৃতি প্রেত-কার্য্য সাধারণতঃ মানব সমাজে প্রচলিত হইলে এবং প্রেত-সম্বন্ধীয় দান অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইলে ক্রমে ক্রমে মৃতাশৌচ পালনের নিয়মও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল, অর্থাৎ কিছু কাল অশুচি থাকিয়া তৎপরে তিলকাঞ্চনদানপূর্ব্বক শুচি হইবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। হিন্দুগণের কোন কোন দর্শন অনুসারে কালক্রমে এইরূপ সংস্কার জন্মিল যে, মৃতব্যক্তিই প্রেত-দেহ ধারণান্তর স্বীয় কর্ম্মানুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ঐ প্রেত-সম্বন্ধীয় অশৌচপালনের নিয়মই মৃতাশৌচরূপে পরিগণিত হইল। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড যাহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তদনুসারে প্রথমতঃ অশৌচপালনের নিমিত্ত অল্পকাল কর্ম্মকাণ্ড বর্জ্জিত হইয়া অশৌচ প্রতিপালন করিতেন। এইরূপে প্রথমতঃ স্নানমাত্রে শুচি হইবে, এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক রাত্রি, দুই রাত্রি, ত্রিরাত্রি, চারি রাত্রি, দশ রাত্রি প্রভৃতি দীর্ঘকাল অশৌচ পালনের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।(১) কিন্তু এই বিধিও প্রথমতঃ কেবল বেদ ও স্মৃতিসম্মত নিয়মাধীন সমাজের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল।

(১) (ক) অগ্নিহোত্রার্থং স্নানোপস্পর্শনাৎ শুচিঃ।

মন্বর্থমুক্তাবলিধৃতশঙ্খলিখিতবচনম্।

(খ) রাজর্ত্বিগ্‌দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিনাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥
হীনে হীনতরে চৈব ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।
ততো হীনতমে চৈব ষড়হঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

ইত্যাদি দক্ষস্মৃতিঃ।

তান্ত্রিক, ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বীর আদৌ অশৌচ-পালনের কোন নিৰ্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না; তাহারা স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিলেন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ নিয়মপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।(২) কোন কোন তান্ত্রিকেরা আদৌ অশৌচ পালন করিলেন না। জৈমিনির মতাবলম্বীরা আদৌ অশৌচপালন করেন না। পশ্চিমাঞ্চল-বাসী কোন বিশেষসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণাদিজাতির মধ্যেও অশৌচপালন ও শ্রাদ্ধাদির নিয়ম প্রচলিত নাই।

পরমহংস, যোগী ও অন্যান্য উন্নত সম্প্রদায়ও অশৌচপালন করেন না। চৈতন্যদেবের মতাবলম্বীদিগের মধ্যেও স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিয়মাবলি প্রচলিত নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইলে স্মৃতিসম্মত কর্ম্মকাণ্ড একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অনেক শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণগণের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় প্রেতকার্য্যাদিকর্ম্মকাণ্ডলব্ধ আয়ের হানি হইতে আরম্ভ হইল। তখন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতির ধর্ম্মাচারে অধিকার ছিল না, সেই সকল জাতিকে ব্রাহ্মণগণ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধীন করিয়া দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অনেক বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে কাহারও মাতৃকুল, কাহারও বা পিতৃকুল বিবেচনায় জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচপালনের নিয়ম স্থাপন হইল। এই সুযোগে চণ্ডালের দশ দিন, মুচির দ্বাদশ দিবস, আচার্য্যের দশ দিন, ডোমের দশ দিন এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্কর জাতির অন্যান্য প্রকার অশৌচ

(গ) একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ॥
পরাশরসংহিতা।

(২) ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

পালনের নিয়ম স্থাপিত হইল। কালে কালে যে দেশে যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল পরম্পরাক্রমে তাহাই বিধিস্বরূপে গণ্য হইল (১)। তদনুসারে মরীচি নিয়ম করিলেন যে, যে দেশে যে নিয়ম প্রচলিত, তাহাই সেই দেশের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।(২)

বেদ ও স্মৃতিসম্মত কর্ম্মকাণ্ড কেবল ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনের প্রবৃত্তিমার্গ। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে আর অশৌচপালনাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। তখন কেবল মনের পরিশুদ্ধি আবশ্যক। এই জন্য দক্ষ প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, শুচিতা দুই প্রকার। বাহ্যিক ও মানসিক। কিন্তু অশৌচাদি হইতে বাহ্যশুচিতা এবং তদপেক্ষাও মানসিক শুচিতাই শ্রেষ্ঠ। (৩) অতএব এই সকল কারণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৃহস্পতি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত; অর্থাৎ প্রেতকার্য্য প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ও বেদত্রয়বুদ্ধি পৌরুষহীনদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। সুতরাং স্থানবিশেষে ক্ষত্রিয় সমাজ স্বতন্ত্র উপাধিতে সংজ্ঞিত হইয়া ত্রিংশদ্দিবস অশৌচপালনের নিয়মাধীন হইলেও তৎপ্রযুক্ত ঐ সমাজকে নীচ সমাজ, অথবা কোন অস্পৃশ্য জাতি দশ দিবস অশৌচ পালন করে বলিয়া ঐ জাতি শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং অশৌচপালন সম্বন্ধীয় নিয়মের ইতরবিশেষ জাতীয় উৎকর্ষ বা নিকৃষ্টতার প্রতিপাদক নহে। তাহা হইলে চণ্ডাল, মুচি প্রভৃতি যে সকল অস্পৃশ্য হীন জাতির মধ্যে দশাহ অশৌচপালন

---

(১) যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যো বিধীয়তে।

(২) যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥

(৩) শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরন্তথা।
অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরম্॥
দক্ষঃ।

প্রচলিত আছে, তাহারাও ব্রাহ্মণসদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া সমাজে তাদৃশরূপে আদৃত হইত। অতএব কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ ত্রিংশ দিবস অশৌচপালন করেন বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন ঐ অবস্থার দ্বারা তাহাদিগকে শূদ্র বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, স্থানবিশেষে ব্রহ্মকায়স্থের ত্রিংশ দিবস অশৌচপালনের নিয়ম কি নিমিত্ত প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচ-পালনের নিয়ম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে অর্থাৎ বল্লালনিয়মাধীন স্থানসমূহে ঐ কায়স্থগণের অশৌচকাল ত্রিংশ দিবস হইবার কারণ কি? যখন ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, যখন ঐ কায়স্থগণের মধ্যে স্থানবিশেষে ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচপালনের বিধি আছে, তখন বঙ্গদেশে এইরূপ না হইবার অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। এই কারণ নির্ণয়করণার্থ দেখা আবশ্যক, কোন্ সময় ঐ ব্রহ্মকায়স্থ জাতির মধ্যে অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

বেদধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের উৎপত্তির বহুকাল পরে ব্রহ্মকায়স্থ ব্রহ্মার দেহ হইতে উদ্ভূত হন। কিন্তু তাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা দিব্য জ্ঞানের অধীন হইয়া কেবল জ্ঞানবলে ব্রহ্মনিষ্ঠায় নিরত হইয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন।(১) এই সময়ে তাঁহারা কোন বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হন নাই। তাঁহারা উন্নত ব্রাহ্ম বলিয়া স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ ছিলেন। অতএব একাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মকায়স্থগণের মধ্যে বেদ অথবা স্মৃতিসম্মত জাতাশৌচ অথবা মৃতাশৌচ প্রচলিত হয় নাই। ঐ সময়ে তাঁহারা

(১) কায়স্থ পুরাণ প্রথম ভাগ ১৪—১৫ পৃষ্ঠা।

উন্নত ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া কেবল দিব্যজ্ঞানের অধীন ছিলেন।

দ্বাপরযুগের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর কায়স্থজাতি পুনরায় তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তন্ত্রমতে বগলামন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বগলার উপাসক হন। যিনি বগলামন্ত্র জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। বগলা-উপাসকের কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। এই সময়েও তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের তুল্য, আর্য্যসমাজসংবদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অতএব এই সময়েও তাঁহাদের মধ্যে বেদ অথবা স্মৃতিসম্মত অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা এই সময়েও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করেন নাই।

পূর্ব্বকল্পে ত্রয়োদশ মনুর মন্বন্তরে ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র আবির্ভূত হন। এই সময়ে কায়স্থ ব্রহ্মার নিরূপণ অনুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সংস্কারাদি ধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত হন। এই সময় হইতেই কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত অশৌচ পালনের নিয়ম অর্থাৎ দ্বাদশ দিবস অশৌচপালনের নিয়ম সংস্থাপিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইলে প্রায় সকল জাতিই ঐ নিয়মে দীক্ষিত হইয়া বেদ ও স্মৃতিসম্মত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-কায়স্থেরাও বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, এই ক্ষত্রিয় জাতিই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের মূল। শাক্যসিংহই বুদ্ধদেব বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা বেদোক্ত অশৌচপালনের নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক বেদধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই সময়ে কায়স্থদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস অশৌচপালন বিধির লোপ হইয়াছিল।

পশ্চিমোত্তর ভারতের কায়স্থগণ পূর্ব্ববৎ অদ্যাবধিও দ্বাদশদিবস অশৌচ পালন করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বঙ্গবাসীরা স্বভাবতই ন্যায়দর্শী। তাহারা স্থির করিলেন, কলিযুগে তন্ত্রানুসারী কর্ম্মকাণ্ডই ফলপ্রদ। অন্যমতে ধর্ম্মার্জ্জন করা পাপাবহ। সুতরাং তাহারা নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রানুসারে চলিতে মনস্থ করিলেন। কায়স্থজাতি প্রথমে স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম ছিলেন। অতএব আপনাদের আদিম স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত তন্ত্রানুসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও কেহ বা বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এতদ্বশতঃ তাহারা তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত হইলেন। তান্ত্রিকদিগের অশৌচপালনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, তাহারা স্বেচ্ছাচারসম্পন্ন। সুতরাং তাহারা আদৌ বেদোক্ত অথবা স্মৃতিসম্মত অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত করিলেন না। অদ্যাবধিও অনেকের মধ্যে ঐ নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যশোহরের কায়স্থবংশজ মজুমদারদিগের মধ্যে অশৌচ পালনের নিয়ম নাই। তাহারা তান্ত্রিক।

মানবপ্রকৃতি সকল সময়ে একরূপ থাকে না। কালক্রমে ব্রাহ্মণকৃত ধর্ম্ম প্রবলবেগে প্রচলিত হইয়া বেদ ও তন্ত্র এই দুই শাস্ত্রোক্ত মিশ্রধর্ম্ম প্রচলিত হইল। সমাজের অধিকাংশ লোকই ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সুতরাং তান্ত্রিক কায়স্থগণও ঐ মিশ্রধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্মার্ত্তবাণী প্রচার হইল। যেমন উন্নত ব্রাহ্মের প্রতি এক্ষণে সকলেরই বিদ্বেষ রহিয়াছে তদ্রূপ প্রাচীনকাল অবধি ব্রহ্মকায়স্থগণের প্রতি বেদধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের বিদ্বেষ ছিল। তজ্জন্য বেদধর্ম্মাবলম্বীরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে শূদ্রের নাম বৃষল নহে; বেদের নাম বৃষ, অলং শব্দে অসমর্থ, অতএব যে বেদে

অসমর্থ, সে বৃষল। (১) কিন্তু এক্ষণে কত ব্রাহ্মণ বেদে অসমর্থ, তথাচ তাহারা বৃষল নহে। যাহা হউক, কায়স্থ প্রথমেই বেদ মানে নাই। সুতরাং তাহারা বৃষল বলিয়া আখ্যাত হয়। আবার বিধিকর্ত্তা রঘুনন্দন ব্যক্ত করিলেন, ক্রিয়ালোপহেতু কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, 'ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়' লুপ্তক্রিয় কায়স্থের মাসাশৌচ হইবে। এই সকল কারণে ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থগণের ত্রিশদিবস অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত হইয়া এক্ষণে উহাই বিধিস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তাহারা যে ক্ষত্রিয়বংশজ, শুদ্ধিতত্ত্বে 'ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়'শব্দে, রঘুনন্দনও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, অশৌচপালনের নিয়ম দ্বারা জাতিগত উৎকর্ষ অথবা নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন হয় না। উহা কেবল স্থানীয় ব্যবহার মাত্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়বীর্য্য নির্ণয়।

ব্রহ্মকায়স্থ চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি কায়স্থগণ যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি, তাহা শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। তৎপরে কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা সম্রাট ছিলেন তাহাদেরও অনেকের নাম প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ভারতবর্ষ বিজাতীয় রাজার অধীন হইলেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বীর্য্যসম্পন্ন কি না?

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, "আইন আকবরিতে লিখিত আছে, যে বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ, এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক,

---

(১) ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো বৈ বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলোচ্যতে॥
স্মৃতিঃ।

১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।

"আকবরসাহের রাজত্বকালে পূর্ব্বদেশে বারভূঁইয়া নামক পরাক্রমশালী জমিদারদিগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প-নারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় * * *। জমিদারদিগের দেওয়ানি ফৌজদারী দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। তাহাদের সৈন্য ছিল, গড় ছিল, বিচারালয় ছিল। তাহারা প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায় করিতেন; এবং সুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাহার সমীপে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। অনেক সময়ে বল প্রয়োগ না করিলে তাহাদিগের কাছে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না।"

"মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন।"

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে গুহবংশজ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বীর্য্যবলের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। প্রাচীন গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে, যথা—

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায় নাহি মানে বাদশায়,
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ।"
"বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।"
"যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।"

অন্নদামঙ্গল।

তিনি সমস্ত বঙ্গদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারপূর্ব্বক অবশেষে ভারতউদ্ধার হেতু দিল্লী আক্রমণ করিবার বাসনাও করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধার্থে বেহালায় উপস্থিত হইলেন, তথায় সের খাঁ ও পাঠান সৈন্যের অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আত্মীয় সূর্য্যকুমার ও কচুরায় মাণিকরাজ,

যাহাদের অসিবলে ইউরোপীয় রণবিশারদ পর্টুগীজসেনাপতি গঞ্জালিস্‌কে ও মুসলমান নবাব সুবেদারদিগকে ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল, তাহাদের সহিত প্রতাপাদিত্যের মনান্তর হইল। তাহারা বাদসাহের সেনাপতি জয়পুরের রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। "ঘর সন্ধিতে রাবণ বন্দী"; প্রতাপাদিত্য পরাস্ত হইলেন।

নবাব সেরাজউদ্দৌলার অত্যাচারহেতু বঙ্গদেশস্থ সকল জমিদারগণ একমত হইয়া ইংরাজদিগকে আনয়ন করেন। সুতরাং তাহাদিগকে অস্ত্রবলের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু তাহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইবার প্রথমেও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়পরাক্রম একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

কিম্বদন্তী আছে, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগরের জমীদার লালা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের বংশজ বসু বাবুদিগের জমিদারী বন্দরখোলা পরগণা বলপূর্ব্বক লইতে ইচ্ছা করিয়া সৈন্য প্রেরণ করেন। শ্রীনগরের জমীদার সসৈন্যে অগ্রসর হন। ডাইয়ার চর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে কামান, গোলা গুলি প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। বসু বাবুগণের পক্ষ হইতে যে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার নাম "কলাগেছে বন্দুক।" কিন্তু বসুবাবুদিগের এক জন কর্ম্মচারী অযোধ্যারাম গুহ অসি ধারণ করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বিপক্ষ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে দাম্ভিক হিন্দুস্থানীয় সৈন্যদিগকেও উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। বসুবাবুগণ গুহবীরবরের এই কার্য্যে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, বঙ্গদেশস্থ কায়স্থগণ যুদ্ধবিষয়েও সুনিপুণ ছিলেন।

১৭৮৯ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব "নির্দ্দিষ্ট" করিয়া জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য এই নিয়মে বন্দোবস্ত করিলেন যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমোদিত হইলে উহাই "চিরস্থায়ী" হইবে। ১৭৯৩ অব্দে বিলাতের অনুমোদন পত্র পৌঁছিল, এবং দশসালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইয়া গেল। এতদ্দ্বারা অবধারিত হইল যে জমিদারেরা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন; কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব দিতে না পারিলে তাহাদিগের জমিদারি নিলাম হইবে। জমিদারেরা প্রজার নিকট কোন নূতন আবওয়াব বা মাথট আদায় করিতে পারিবেন না।

এই গবর্ণর-জেনারেলের সময় প্রবিন্সিয়াল কোর্ট, সদর নেজামত, ও সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। ক্রমে মুন্সেফ ও দারগা নিযুক্ত হইল। যাহা কিছু আদালতের গ্রাহ্য, জমিদারেরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবেন না—এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইল। পূর্ব্বে জমিদারদিগের যে দেওয়ানী ও ফৌজদারির বিচার করিবার স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশের কপাল পুড়িল। বিষয় থাকিলেই ব্যবস্থা। কায়স্থগণ স্বাধীনতাচ্যুত হইলেন। আর সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন রহিল না। ক্রমে ক্রমে ইহাদের সম্ভ্রমেরও হানি হইতে আরম্ভ হইল।

"মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন; ইংরাজ রাজত্বকালে তাহাদিগের সে অবস্থা গিয়াছে। তাহাদিগের আর পূর্ব্বের মত রাজক্ষমতাসূচক সৈন্য, গড় ও বিচারালয় নাই। নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলাম হইবে। এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজকর দেওয়া তাহাদের অভ্যাস ছিল না; সুতরাং তাহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল, এবং তাহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্প দিনের

মধ্যে তাহারা বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন।” কিন্তু অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও শীঘ্র উষ্ণতা পরিত্যাগ করে না। তাঁহারা স্বাধীনক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়হৃদয় তখনও বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক, আপনাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত আর্য্যোচিত সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য কায়স্থ ভূস্বামিগণ যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে দাঙ্গার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। ইহাতে কামানাদির ব্যবহার হইত না। কিন্তু সড়পী, নেজা, রায়বাঁশ, লাঠি, তরবার ও সময়ে সময়ে বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমরাঙ্গনে কায়স্থ রণকৌশল দর্শাইতে ত্রুটি করেন নাই। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজপতি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও জমিদার বাবু রামরত্ন রায় বাহাদুর একত্র হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশজ টাকির মুন্সী বাবুদিগের সহিত দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। মুন্সীবাবুদিগের রণকৌশলের বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

বঙ্গবিভাগে দুদুমিয়া নামক একজন দুর্দ্দান্ত মুসলমান প্রায় ৫০০০০ সহস্র মুসলমানের সর্দ্দার হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফরিদপুরের অন্তর্গত পাঁচচর-নিবাসী বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ গোপীমোহনবাবু ইহার হস্তে অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সমস্ত হিন্দুগণ ইহার ভয়ে তটস্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, গবর্ণমেণ্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ফরিদপুরের অন্তর্গত আবদুলাবাদের সামান্য তালুকদার বাবু কাশীচন্দ্র চৌধুরীর বীর্য্যপ্রভাবে দুদুমিয়ার সমস্ত প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুনা যায়, খুলনার ইউরোপীয় নীলকর রেলী সাহেব বাঙ্গালিকে দুর্ব্বল জানিয়া বিলাতি সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকদিগকে বেগার ধরিয়া বাগানের মাটি কাটাইতেন। এতদ্বশতঃ

বাবু রামরত্ন রায় বাহাদুরের গুরুদেবকে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই হেতু উক্ত রায় বাহাদুর আপন সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালি প্লীহা-রোগগ্রস্ত কি না এই বিষয় রেলী সাহেবকে বিলক্ষণ উপদেশ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালি প্লীহা-রোগগ্রস্ত নহে, পরন্তু তাহাদের সমকক্ষ, এই বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সাহেব চিরকালের নিমিত্ত বিলাতি তেজ সংবরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। অন্যান্য বঙ্গীয় কায়স্থ জমিদার ও তালুকদারও অনেক সময়ে স্ব স্ব ক্ষত্রিয়বীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

সত্য বটে, কায়স্থ জমীদারদিগের ভূসম্পত্তি অন্যান্য জাতির হস্তগত হইলে তাহারাও কেহ কেহ দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া দাঙ্গাবাজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কখন সমযোগ্য অথবা আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত দাঙ্গা করে নাই। কেবল অধীনস্থ প্রজা ও জোতদারের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। কায়স্থ জমিদারেরা কখন প্রজার প্রতি অত্যাচার করেন নাই। একজন জমিদার অন্য জমিদারের প্রজাকে অপমান করিতে বা তাহার জমি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলে তাহার নিবারণই কায়স্থ জমিদারদিগের দাঙ্গার মূল কারণ ছিল।

১৮১৮ অব্দে শুভক্ষণে শান্তিস্থাপক, ক্ষত্রিয়বীর্য্যাপহারক, দেশহিতৈষী সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সংবাদপত্র উদিত হইয়া দাঙ্গার বিষয় সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতে লাগিল, জমীদারেরা বিল-সরকার ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ উপদেশও প্রচার হইল। ক্রমে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও তৎপরে দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আইন জারি হইল। জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদিগের যে একটু পদ ছিল তাহারও লোপসাধন হইল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ৫২০০০ ঢালী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এক্ষণেও সেরূপ জমীদার আছেন; কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য নাই যে

একজন প্রজাকে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারেন। সুতরাং দাঙ্গারূপ সমর একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পিতামহ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়কে সত্ত্বরজোগুণ, বৈশ্যকে রজস্তমোগুণ ও শূদ্রকে তমোগুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ক্ষত্রিয়জাতির বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা অধিক বলবতী। বঙ্গদেশীয় ভূস্বামী ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ আইনের প্রবলতা হেতু দাঙ্গা কার্য্যে বিরত হইলেন। কিন্তু তাহাদের রজোগুণ ও তদানুষঙ্গিক বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহার লোপ হইল না। যে জাতি সৃষ্টির সময় অবধি দলপতি হইয়া সকলকে আজ্ঞাবহস্বরূপে রাখিয়াছে সে জাতি আপন অধিকারস্থ প্রজার প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিতে অসমর্থ হইলে কখনই সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কায়স্থগণ আপনাদের চিরাগত সম্ভ্রমরক্ষার্থ আইনসংঘটিত যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইলেন; এইরূপে ক্রমে তাহারা মোকদ্দমাবাজ হইয়া পড়িয়াছেন।

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, যে কায়স্থ ভূস্বামীরা প্রকৃতার্থে এরূপ বলবান হইলে যাহাতে ঐরূপ আইনজারি না হয় তৎপক্ষে অবশ্যই যত্ন করিতেন। কিন্তু দশসালা বন্দোবস্ত দ্বারা কায়স্থগণ অতিশয় সুখী হইয়া-ছিলেন। তাহাদের ভূসম্পত্তি লইয়া মুসলমানের রাজত্ব সময়ে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত। দশসালার বন্দোবস্ত দ্বারা তাহা রহিত হওয়াতে সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল, যে সুখে রাজত্ব করিবেন। তৎকালে যদি জানিতে পারিতেন যে কালক্রমে তাহারা বিলসরকার বলিয়া পরি-গণিত হইবেন তাহা হইলে বোধ হয় ঐ বন্দোবস্ত সুখকর বলিয়া গৃহীত হইত না।

এক্ষণে আইনের যুদ্ধ মোকদ্দমা চলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদই হইয়াছে যে পূর্ব্বে তালুকদারের অস্ত্রযুদ্ধ ছিল; এক্ষণে মোকদ্দমার যুদ্ধ অস্ত্রযুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে কায়স্থগণ মোকদ্দমা-সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহারা উদর-পোষণের অনুরোধে

হীনকার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে হীনকার্য্য করেন নাই বটে, কিন্তু নিরন্ন হইয়া আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ করা উচিত নয়। যখন যেমন তখন তেমন, এই উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

স্বাধীন অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গদেশস্থ ভূস্বামী-কায়স্থগণ যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। স্বাধীনতারত্ন অপহৃত হইলে দাঙ্গাপদ্ধতি হয়। তৎকালে কামান প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারের প্রথা অন্তর্হিত হইলেও শড়পী, নেজা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার হইত। সুতরাং তাহারা ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগশিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন। এমন কি, লেখাপড়া অপেক্ষা অস্ত্র-বিদ্যার আদর অধিক ছিল। পরে যখন পিনালকোড্ প্রবলমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শড়পী প্রভৃতি অস্ত্র প্রস্তুত করা নিবারণ করিল, তখন অবধি আইনরূপ যুদ্ধ (মোকদ্দমা) অবলম্বিত হইয়াছে।

যে দেশস্থ ব্যক্তিরা যে অস্ত্রে সুনিপুণ হন, সেই অস্ত্র সেই স্থানের প্রধান বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে প্রবাদই চলিয়াছে যে, ইংরাজের কামান ও বন্দুক, হিন্দুস্থানীর তরবারি, ফরিদপুরের শড়পী এবং বাখরগঞ্জের নেজা প্রসিদ্ধ। অদ্যাপিও বঙ্গদেশস্থ যোদ্ধৃগণ (লাঠিয়াল) দাঙ্গায় যুদ্ধসংক্রান্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকেন; যথা, বামকানি (Left wing), ডানকানি (Right wing), পাটে বোস (Fire) ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডের যোদ্ধগণ দেশীয় জলযুদ্ধে এরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে, যে বোধ হয়, সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্যও ঐ কার্য্যে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। বড় জাহাজের উপর ইচ্ছামত বীর্য্য প্রকাশ করা বড় দুরূহ নহে, কারণ যোদ্ধার আস্ফালনে জাহাজ টলে না। কিন্তু ৭।৮ হাত দীর্ঘ ডিঙ্গী নৌকার উপর সশস্ত্র যুদ্ধ করা বড় কঠিন। একটু ওজনের ব্যতিক্রম হইলেই নৌকা জলমগ্ন হইয়া যোদ্ধপুরুষকেও জলশায়ী

করে। ঐ নৌকা এত লঘু যে মনুষ্য সহজ অবস্থাতেও সাবধানতার সহিত তাহাতে আরোহণ না করিলে, তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দেশীয় যোদ্ধগণ ঐ যুদ্ধে এত নিপুণ যে, ঐ কদলী-ভেলার স্বরূপ নৌকার উপর যুদ্ধের সময় সবলে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিপক্ষকে প্রহার করেন ও সময়ে সময়ে নিজের নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া বিপক্ষের নৌকার উপরে পড়েন ও পলমধ্যে বিপক্ষকে আহত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় তরীতে প্রত্যাগত হন। এই যুদ্ধে যোদ্ধৃদিগকে অতিশয় সাবধান হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়। যাহাতে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত শরীর স্পর্শ না করে ও আপনার সন্ধান ব্যর্থ না হয় এবং গুরুতর সঞ্চালনে নৌকাও জলমগ্ন হইয়া না যায়, এইরূপে শরীরভারের সামঞ্জস্য রাখিয়া যুদ্ধ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত সমস্ত অবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডের কায়স্থগণ বর্ত্তমান অবনত অবস্থায় নীত হইলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়বীর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কেবল দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে মাত্র। কায়স্থগণের সংসর্গে থাকিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গখণ্ডের সমস্ত হিন্দুগণ কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাব হইয়াছে। যাহা হউক, কেবল বঙ্গদেশস্থ কায়স্থই যে বলশূন্য হইয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়দিগের রাজপুতেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। ইংরাজদিগের প্রসাদে এক্ষণে ভারতে শান্তি বিরাজ করিতেছে, এখন সকলেই আইনের পূজা করিতেছেন।

কায়স্থদিগের গোত্র ও গোত্রের মূল নির্ণয়।

কুলীনের গোত্র।

নাম	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব
ঘোষ	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।
ঘোষ	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	সৌকালীন	পূর্ব্ববৎ।
গুহ	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
		বিশ্বামিত্র, উর্জ্জস্বল, দেবরাট্।

মধ্যল্যের গোত্র।

নাম	গোত্র	প্রবর
দত্ত	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
নাগ	সৌপায়ন	সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
নাথ	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ট।

মহাপাত্র ও সিদ্ধমৌলিক।

নাম	গোত্র	প্রবর
দাস	কাশ্যপ	গুহের গোত্র দেখ।
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	মৌদ্গল্য	মধ্যল্য দত্তের গোত্র দেখ।
	গৌতম	বসুর গোত্র দেখ।
	অত্রি	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।
	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শাঙ্খ্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাশ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।

নাম	গোত্র	প্রবর
সেন	আলম্যান	দাস পদ্ধতি দেখ।
	ধাস্থকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাস্থকি।
	ধন্বন্তরি	ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	সৌকালীন	ঐ
কর	কাশ্যপ	ঐ
	আলম্যান	ঐ
	গৌতম	ঐ
	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, ভার্গব।
	মৌদ্গল্য	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
দাম	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
পালিত	বাৎস্য	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	ভরদ্বাজ	ঐ
	শাণ্ডিল্য	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
চন্দ্র	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।
	ভরদ্বাজ	ঐ
	মৌদ্গল্য	ঐ
পাল	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে
	শাণ্ডিল্য	ঐ
	ভরদ্বাজ	ঐ
	আলম্যান	ঐ

নাম	গোত্র	প্রবর
নন্দী	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	মৌদ্গল্য	ঐ
	আলম্যান	ঐ
	কাত্যায়ন	কত্য, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
দেব	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	শাণ্ডিল্য	ঐ
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ভরদ্বাজ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	ব্রহ্মর্ষি	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	আলম্যান	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	গৌতম	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	মৌদ্গল্য	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
কুণ্ড	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	গৌতম	ঐ
নাথ	পরাশর	ঐ
	কাশ্যপ	ঐ
সোম	শাণ্ডিল্য	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	লোহিত্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ
	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	মৌদ্গল্য	ঐ
রাহা	শাণ্ডিল্য	ঐ

নাম	গোত্র	প্রবর
	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
	ভরদ্বাজ, গৌতম	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
ভদ্র	আলম্যান, মৌদ্গল্য	ঐ
	বাৎস্য, শাণ্ডিল্য	ঐ
	কাশ্যপ	ঐ
ধর	জামদগ্ন্য	ঐ
	বাৎস্য	ঐ
	মৌদ্গল্য	ঐ
	শাণ্ডিল্য	ঐ
সিংহ	ঘৃতকৌশিক	ঐ
	গৌতম	ঐ
	ভরদ্বাজ	ঐ
	সাবর্ণ	ঐ
	বাৎস্য	ঐ
রক্ষিত	ভরদ্বাজ	ঐ
	মৌদ্গল্য	ঐ
অঙ্কুর	কাশ্যপ	ঐ
	ভরদ্বাজ	ঐ
	ভরদ্বাজ	ঐ
	শাণ্ডিল্য	ঐ
	গৌতম	ঐ
	বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।
	মৌদ্গল্য	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
আঢ্য	কাশ্যপ	ঐ
	শাণ্ডিল্য	ঐ

নাম	গোত্র	প্রবর
নন্দন	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে
	গৌতম	ঐ
দত্ত	কাশ্যপ	ঐ
	শাণ্ডিল্য	ঐ
	ভরদ্বাজ	ঐ
	সৌকালীন	ঐ
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাসা।
	আলম্যান	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	বশিষ্ঠ	ঐ
	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।
	অগ্নিবাৎস্য	ঐ
	ঘৃতকৌশিক	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
	গৌতম	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অচলামহাপাত্র ও সাধ্যমৌলিক।

নাম	গোত্র	প্রবর
শূর	অরণ্যঋষি	বাৎস্য, মোদ্গল্য ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভাগব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।
হোড়	মৌদ্গল্য	পূর্ব্বে বলা হবয়াছে।
রাণা	দাল্‌ভ্য	ঐ
	কাশ্যপ	ঐ
	হংসল	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
বল	আলম্যান, কাশ্যপ	ঐ

নাম	গোত্র	প্রবর
চাকি	গৌতম, কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
রাহুত	আলম্যান	ঐ
রুদ্র	কাশ্যপ, গৌতম	ঐ
আদিত্য	আলম্যান, কাশ্যপ	ঐ
গুপ্ত	আলম্যান, কাশ্যপ	ঐ
কুণ্ড	শাণ্ডিল্য, গৌতম	ঐ
গুহ (গোহ)	কল্কীশ বা কল্বিষ বা কল্কি,	কল্ক, কশ্যপ, নৈধ্রুব।
	কাশ্যপ	পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।
শীল	ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য	ঐ
বর্দ্ধন	অত্রি	ঐ
	আত্রেয়	ঐ
	আলম্যান	ঐ

সমস্ত কায়স্থের গোত্র নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ, এখন কোন্ বংশ কোন্ স্থানে আছেন এবং সমস্ত বংশ জীবিত আছেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং যে সমস্ত সংগ্রহ হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইল।

জাতিমিত্র বলেন, "কায়স্থবংশজ সেনের মধ্যে এক বংশের ধন্বন্তরি গোত্র কি কারণে হইল? ইহার সিদ্ধান্ত করা অতি দুরূহ। ধন্বন্তরি বৈদ্য ছিলেন, অতএব ধন্বন্তরি বৈদ্যজাতির গোত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন।" ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে জাতিমিত্র রাহুগ্রস্ত সূর্য্য; আত্মরক্ষায় অসমর্থ। সুতরাং "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাময়তি" এই ন্যায়ে অন্যের পক্ষসমর্থন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বৈদ্যশব্দ জাতিবাচক শব্দ নহে। ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয়, আয়ুর্ব্বেদ বিভক্ত করিয়া তিনি বৈদ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীরাজ দিবোদাসই ধন্বন্তরি। অপর ধন্বন্তরি অমৃত লইয়া সমুদ্রমন্থনে

উৎপন্ন হন। তৃতীয় ধনন্তরি ক্ষত্রিয় নহুষ রাজার ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধের বৃদ্ধপ্রপৌত্র দীর্ঘতমার পুত্র হইয়াছিলেন।(১) ইনি নারায়ণের বরে আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত করেন। আদিপুরুষের নামেই গোত্র হইয়াছে; অতএব ধন্বন্তরি কায়স্থের (ক্ষত্রিয়ের) গোত্র হওয়াই সঙ্গত।

মহাত্মা মনুর সময়ে চতুর্ব্বিংশতি গোত্র মাত্র ছিল। যথা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালিন, কল্বিষ, অগ্নিবেশ্ম, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকি, রোহিত, বৈয়াঘ্রপত্ত ও জামদগ্ন্য।(২)

ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপের মতে "জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য—এই কয়েকজন স্ব স্ব নামানুসারে আপনাপন অপত্যদিগের গোত্র স্থাপন করেন। যাহা হউক, ধনঞ্জয়ের মতে সৌকালিন, মৌদ্গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, অত্রি, কান্ব, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃক, অব্য, জৈমিনি, বৃদ্ধি, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, আলম্যান, বৈয়াঘ্রপত্ত, ঘৃতকৌশিক, শক্তি, কান্নায়ন, বাসুকি, গৌতম, শুনক,

(১) রামসেবক ভট্টাচার্য্যের অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ। পৃঃ ৩৬১।

(২) শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালিন স্তথাপরঃ॥
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়ন স্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপত্তকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

সৌপায়ন,—এই কয়েকজন আপনাপন অপত্যদিগের গোত্র স্থাপন করিয়াছেন।(১)

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি অতিরিক্ত গোত্র দৃষ্ট হয়, যথা—হংসল, কোশল, দাল্‌ভ্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, দেব, অলকঋষি ও হংসঋষি। এতদ্ব্যতীত কায়স্থের মধ্যে ধন্বন্তরি ও লোহিত্য গোত্র আছে। আমরা যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বসমেত ৫২টী গোত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে দেশভেদে ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণের গোত্র ছিল না।(২) শাতাতপে ব্যক্ত আছে, যাঁহারা যে মুনির শিষ্য, তাঁহারা

---

(১) জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনম্॥
তথাচ।
সৌকালিনকমৌদ্গল্যৌ পরাশরবৃহস্পতী।
কাঞ্চনো বিষ্ণুকৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রিকাম্বকাঃ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিল্যো গর্গসংজ্ঞকঃ।
আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ॥
অব্যজৈমিনিবৃদ্ধ্যাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এব চ।
সাবর্ণালম্যানৌ বৈয়াঘ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
শক্তিঃ কান্বায়নশ্চৈব বাসুকির্গৌতমস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

(২) বভূবু র্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশূন্যাশ্চ শৌনক॥

সেই মুনির প্রবর।(১) ধনঞ্জয়ের মতে গোত্র আদিপুরুষের নাম; রঘুনন্দনের মতে আদিপুরুষের নামে ব্রাহ্মণের এবং পুরোহিতের গোত্র বা নামে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোত্র হইয়াছে।(২)

ব্রাহ্মণবংশজ শ্বেতকেতু মুনি শৈশবাবস্থায় আপন মাতার ক্রোড়ে দুগ্ধ পান করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক পুরুষ কামবিহ্বল হইয়া তাহার মাতাকে স্থানান্তরে লইয়া চলিলেন। শ্বেতকেতু আপন পিতার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার নিয়ম এইরূপ। এতচ্ছ্রবণে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, নিয়ম করেন নাই। "অদ্য হইতে যে কেহ এইরূপ করিবে সে পতিত হইবে।"(৩) তদবধি পরদারগমন পাপস্বরূপে গণ্য হইয়াছে। এই অবস্থা দ্বারা প্রতীতি হয় যে প্রথমে কোন প্রকার সমাজ অথবা জাতিভেদ, ও বংশভেদ ছিল না। সুতরাং তৎকালে গোত্রনির্ণয় করিবারও প্রয়োজন হয় নাই।

চতুর্দ্দশ কল্পে চতুর্দ্দশ মনু হইয়াছেন। আদি মনুর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। তিনি ক্ষত্রিয় (৪), তাঁহার বংশজাত ব্রাহ্মণ মনুষ্য ক্ষত্রিয়াদি নামে খ্যাত। এই মনু গোত্রকারক নহেন। বৈবস্বত মনুর কল্পে জাতিভেদ হইয়াছিল। তিনিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহের স্থাপনকর্ত্তা। ঐ মনুর পুত্র-গণের মধ্যে (বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষাকু, কারুষ, শর্য্যাতি,

(১) যে যস্য শিষ্যাস্তস্যৈব মুনেঃ প্রবরকারিণঃ।

(২) বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্।
পৌরোহিত্যান্ গোত্রপ্রবরান্ রাজন্যবিশঃ প্রাবৃণত।

(৩) মহাভারত দেখ।

(৪) ক্ষত্রিয়াণাং বীজরূপো নাম্না স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
যা স্ত্রী সা শতরূপা চ রূপাঢ্যা কমলা কলা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ৮ম অধ্যায়।

পূষণ ও অরিষ্ট) কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বা বৈশ্য ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। কিন্তু ইহারাও গোত্রকারক নহেন।

বেণের সময় কতিপয় মনুষ্য পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক সম্বন্ধবিচাররহিত হইয়া পরস্ত্রীগমন করেন। তাহাতে চণ্ডাল, করণ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতির জন্ম হয়। ইহারাও গোত্রকারক নহে।

জাতিভেদ সংস্থাপনের পর প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা স্থাপন হইল। সকল শাখা স্ব স্ব আদিম পুরুষের নামে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিলে এক সম্প্রদায়ের গোত্র অন্য সম্প্রদায়ের গোত্র হইতে পারে না।

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর নিঃক্ষত্রিয়তাসাধক পরশুরামের ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ ও দাল্‌ভ্যগোত্র হইল। ঐ কায়স্থ দাল্‌ভ্য মুনির অপত্য অথবা বংশপ্রসূত নহেন, কারণ দাল্‌ভ্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, যে আদিপুরুষের নামে গোত্র স্থাপন হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উল্লিখিত গোত্রজ জাতিগণ প্রথমে একজাতীয় ছিলেন। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র বলিয়া পৃথক পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইলেন এবং সকলেই স্ব স্ব বংশের নিরাকরণ নিমিত্ত আপনাপন প্রথম পুরুষের নামানুসারে গোত্র করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডাল, বৈশ্য ও শূদ্রাণীর সহযোগে করণ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার সংযোগে অম্বষ্ঠ, এইরূপে অবৈধ সংযোগে সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দ্বিজগণ মিশ্রবর্ণ নহেন। অতএব কি প্রকারে একের আদিপুরুষ অন্যের আদিপুরুষ হইতে পারেন? কি প্রকারে ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ চণ্ডালেরও আদিপুরুষ হইলেন? চণ্ডালের আদিপুরুষ একজন শূদ্র। তাহার নাম গ্রন্থে ব্যক্ত নাই।

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে করণ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর যিনি যে জাতীয় কন্যার সংযোগে যে পুত্র প্রথমে উৎপাদন করেন, ঐ পুত্র আপন জন্মদাতার গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।' এই কথা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জাতিই বর্ণসঙ্কর ; ভগবদ্গীতার লিখনানুসারে বর্ণসঙ্কর পতিত ও নিষ্কুল ; সুতরাং নিষ্কুলের গোত্র নাই। স্মৃতির লিখনানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় বর্ণসঙ্কর নহেন ; ইহারা আদিম বর্ণ।

অনেকেই অবগত আছেন, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ও ধীবর পরাশরগোত্র ; কিন্তু ধীবর পরাশরের আত্মজ নহে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির আদি-পুরুষের নামে গোত্র হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। পুরো-হিতের নামকরণে গোত্র হইয়াছে কি না, এই বিষয় মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে পুরোহিত কাহাকে বুঝায় ?

এক্ষণে যে পদবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গুরু ও পুরোহিত বলা যায়, বেদ প্রচলিত থাকার সময় ঐ উভয়ের কার্য্যই এক কার্য্য ছিল।

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, কলিতে তন্ত্র প্রচলিত হই-য়াছে। সুতরাং বেদের আচার্য্য বৈদিক, স্মৃতির আচার্য্য স্মার্ত্তাচার্য্য, পুরাণানুসারে আচার্য্য পৌরাণিক আচার্য্য। তন্ত্রানুযায়ী আচার্য্য তান্ত্রিক আচার্য্য। যেমন গ্রীসিয়ান্‌দিগের মধ্যে 'এপিকিউরিয়ান, সাই বিনেয়িক, সাইনিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজ হইয়াছিল, যেমন খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট, রোমানকাথলিক প্রভৃতি সমাজ স্থাপন হইয়াছে, যেমন আধুনিক ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈদান্তিক ও কেশব সমাজ স্থাপন হইয়াছে, তদ্রূপ হিন্দুগণের মধ্যেও বৈদিক, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সমাজ ছিল। স্বভাবের নিয়মানুসারে এই সমাজচতুষ্টয়ের মধ্যে বিদ্বেষ চলিতে আরম্ভ হইল, সকলেই আপনাপন দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। বৌদ্ধাচার্য্যও আপন

দলপুষ্টি করিতে লাগিলেন। এদিকে চার্ব্বাক প্রভৃতি (নাস্তিক) মুনিগণ ঈশ্বর নাই বলিয়া স্ব স্ব দলবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায় (১) যে প্রথমতঃ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অষ্টাবিংশতি প্রকারে বেদের বিভাগ হয়। তৎপরে বৈবস্বত মন্বন্তরে (২) যে সমুদায় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক দ্বাপরযুগেই বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথম দ্বাপরে ব্রহ্মা, দ্বিতীয় দ্বাপর হইতে পর্য্যায়ক্রমে প্রজাপতি, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃধা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, অত্রি, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, উত্তম, হর্য্যাত্মা, রাজশ্রবা (বেণ,) তৃণবিন্দু, সোমশুষ্মায়ন, বাল্মীকি, শক্তি, পরাশর ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তৎপরে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বেদের বিভাগ হয়।

বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে লক্ষমন্ত্রাত্মক একমাত্র চতুষ্পাদ বেদ বিদ্যমান ছিল। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ বেদ চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার শিষ্য পৈল ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ, জৈমিনি সামবেদ এবং সুমন্ত অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণ তাঁহার নিকট ইতিহাস ও পুরাণ সমুদয় অধ্যয়ন করেন। দ্বৈপায়ন পুনর্ব্বার যজুর্ব্বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি মূল একটী বেদের কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঋগ্বেদ, কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া যজুর্ব্বেদ, গান সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া সামবেদ এবং বশীকরণাদি বিধি লইয়া অথর্ব্ববেদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

একমাত্র বেদমহাতরু পৃথগ্‌ভূত হইলে সেই বেদ-পাদপের শাখা সকলও বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা পৈল ঋগ্বেদ বিভাগ করিয়া

---

(১) রামসেবক বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ, ২৩৪—২৪৪ পৃঃ দেখ।

(২) এই কল্পে জাতিভেদ হয়।

এক সংহিতা ইন্দ্রপ্রমতিকে ও অন্য এক সংহিতা বাস্কলকে দেন। বাস্কল আপন সংহিতা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে প্রদান করেন।

ইন্দ্রপ্রমতির পুত্র মাণ্ডুক্য আপন পিতৃলব্ধ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া স্বকীয় শিষ্য, প্রশিষ্য ও পুত্রাদির হস্তে অর্পণ করেন। শাকল্য তাহা অধ্যয়ন করিয়া মুদ্গল, গোযুগ, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির এই পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করেন।(১) মহর্ষি শাকপুনি অন্য তিন সংহিতা ও চতুর্থ নিরুক্ত প্রস্তুত করেন; ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক নিরুক্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বাস্কল আর তিন খানি সংহিতা প্রকাশ করেন। কালায়নি, গার্গ্য (২) ও কথাজবও অসংখ্য সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত সংহিতা ও নিরুক্ত ঋগ্বেদের শাখা।

বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ-তরুর সপ্তবিংশতি শাখা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করণার্থ শিষ্যদিগকে প্রদান করেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মরাজপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর শাপে বেদত্যাগী হইয়া পুনর্ব্বার যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবার কামনায় সূর্য্যের স্তব করেন। এই তপোবলে তিনি যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। উহা বাজি নামে বিখ্যাত হয়। তাহা হইতে কণ্বাদি বিবিধ শাখা প্রকাশিত হইয়াছে।

জৈমিনি (৩) সামবেদের শাখা বিভাগ করেন। জৈমিনির দুই পুত্র, সুমন্ত ও সুকর্ম্মা। সুকর্ম্মা সামবেদসংহিতা হইতে সহস্র সংহিতা প্রস্তুত করিয়া আপন শিষ্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জকে প্রদান করেন। পৌষ্পিঞ্জের শিষ্য লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি। তাঁহারাও সামবেদের শাখা হইতে অসংখ্য সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) মুদ্গল্য ও বাৎস্য ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব, বাৎস্যের আদি নাম বৎস্য।
(২) গার্গ্য গোত্রকারক।
(৩) জৈমিনি গোত্রকারক।

অমিতদ্যুতি কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলে কবন্ধ তাহা দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্যকে প্রদান করেন। মৈত্র, ব্রহ্মবশি, সৌল্কায়নি ও পিপ্পলাদ দেবদর্শের এবং জাজল, কুমুদাদি, শৌনক, আঙ্গিরস ও শান্তিকল্প পথ্যের শিষ্য (১)। তাঁহারা অথর্ব্ববেদের অসংখ্য শাখা প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব শিষ্যদিগকে প্রচারকরণার্থ প্রদান করেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ সংহিতা প্রকাশ করিয়া আপন শিষ্য লোমহর্ষণকে (সূত) প্রদান করেন। সূতের শিষ্য সুমতি, অগ্নিবেশ্ম, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন পুরাণসংহিতার প্রচারক। কিন্তু তাঁহাদের সংহিতার মূল লোমহর্ষণকৃত পুরাণসংহিতা (২)। ন্যায়শাস্ত্রও গৌতমের কৃত।

ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণই প্রকৃত ঋষি। অমরকোষেও বর্ণিত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে আচার্য্য (পুরোধা ও পুরোহিত) পদ গ্রহণ করেন। অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত অবস্থার দ্বারা প্রতীতি হয় যে এক বেদ পৃথক পৃথক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া যখন ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রচার হইতে আরম্ভ হয়, তখন যে জাতীয় যে ব্যক্তি যে ঋষির মতাবলম্বন করিলেন, তিনি সেই ঋষির শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইলেন এবং তাহার বংশ ঐ ঋষির নামে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়গণই পৃথিবীপতি রাজা। তাঁহারাই প্রথমে পুরোধা ও পুরোহিত ছিলেন; তাঁহারাই ধর্ম্মরক্ষক ও ধর্ম্মস্থাপক। ক্ষত্রিয় মনুই প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রকার। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকলেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঋষির নামানুসারে স্ব স্ব গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১) শৌনক ও আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়; ইহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক

(২) সাবর্ণি ক্ষত্রিয়, ইনি গোত্রকারক।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আচার্য্য (গুরু ও পুরোহিত) পিতা। উপনয়ন (দীক্ষা) সংস্কার হইলেই দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আচার্য্য দ্বিতীয়বারের জনক। অশৌচব্যবস্থাস্থলে মনুস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, বেদশিক্ষাদাতা গুরুর মরণে ১০ দিন অশৌচ গৃহীত হইবে। আচার্য্যের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি কাল এবং তদীয় পুত্র বা পত্নীর মৃত্যু হইলে দিবারাত্রি এবং পুরোহিতের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচপালন করিতে হইবে।(১) পূর্ববঙ্গখণ্ডে অনেক হিন্দু অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

সভ্য জাতির মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে যিনি অভ্যুক্ষণ (Baptize) করান, তিনি ধর্ম্মপিতা (God father)। যাহারা ধর্ম্মযাজক হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও পিতা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বৈদিক, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক এই প্রধানতঃ চারি প্রকার ধর্ম্ম প্রচার হইলে সর্ব্ববর্ণের মধ্যে যিনি যে গুরুর অথবা আচার্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন, তিনি ঐ আচার্য্যের পুত্র ও ঐ আচার্য্য শিষ্যের ধর্ম্মপিতা (God father)।

প্রথমে কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ, বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, পুলহের পুত্র বাৎস্য, গৌতমের পুত্র সাবর্ণি, ও রুচির পুত্র শাণ্ডিল্যই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক অর্থাৎ

(১) ক। ত্রিরাত্রমাহুরাশৌচমাচার্য্যে সংস্থিতে সতি।
সত্যপুত্রে চ পত্ন্যাঞ্চ দিবারাত্রিমিতি স্থিতিঃ॥

খ। শ্রোত্রিয়ে তপঃসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ॥

গ। গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমস্তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি॥

মনুঃ।

তেজস্বী মুনি হইয়া পৃথিবীতে গোত্র স্থাপন করেন।(১) সুতরাং তাহারা পিতা ও তাহাদের শিষ্যগণ পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের লোপের পর যখন পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত হইল, তখন আদিবর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে কাহারও পূর্ব্ব গোত্র, কাহারও বা আচার্য্যের গোত্রে গোত্র হইল। আলম্যান ঋষির দ্বারা নাপিত প্রভৃতি অনেক জাতি সংস্কৃত অর্থাৎ জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ প্রভৃতি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আলম্যানগোত্র হইয়াছে।(২)

ভিন্ন ভিন্ন কারণে গোত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই জন্য প্রবাদই প্রচলিত হইয়াছে "গোত্র হারালে কাশ্যপ গোত্র হয়।"

উল্লিখিত অবস্থা সমূহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকলেই স্ব স্ব আদি-আচার্য্যের নামে প্রথমতঃ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আচার্য্য পিতাস্বরূপ। সুতরাং ধনঞ্জয় ব্যক্ত করিয়াছেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অপত্যগণই বশিষ্ঠ প্রভৃতি সংজ্ঞায় গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বপুরুষ হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন ব্যক্ত করিলে, ব্রাহ্মণের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রম থাকে না। বিশেষতঃ

---

(১) কাশ্যপঃ কশ্যপাজ্জাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ।
স্বয়ং বাৎস্যশ্চ পুলহাৎ সাবর্ণির্গৌতমাত্তথা॥
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুত্রো মুনিস্তেজস্বিনাং বরঃ।
বভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরা ভবে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

(২) দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥
ইতি পরাশরঃ।

ত্রেতা ও দ্বাপরে ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মনেতা ছিলেন। এই কারণে স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন স্বার্থপরবশ হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আপনাপন পুরোহিতের গোত্রে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কায়স্থদিগের পদবীর কারণ নির্ণয়।

পদবী ও উপাধি এই দুই শব্দের অর্থ এক নহে। কাঁরণবশতঃ যে আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে উপাধি বলে; যথা বিশ্বাস, মুন্সি, সরকার ইত্যাদি। বংশের নির্ণয় রক্ষা করণার্থ আদিপুরুষের যে নাম ব্যবহার করা যায়, তাহাকে পদ্ধতি (পদবী) বলে; যথা, রামচন্দ্র বসু অর্থাৎ বসু-নামা ব্যক্তির বংশোদ্ভব রামচন্দ্র; ইহাতে রামচন্দ্র নাম, বসু পদ্ধতি।

ক্ষত্রিয়-কায়স্থদিগের এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। শাস্ত্রধার, শস্ত্রধার, শূরধার ও সৈন্যধার। কথিত আছে, ভগবানের শ্রীবৎস চিহ্ন হইতে কাঠার, কিরীচ, পেষকবজ ও কলমের অগ্রভাব এবং ছেদনী প্রভৃতি স্বয়ং অস্ত্রাকারে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল অস্ত্র যমধার।

ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ, ভাগবত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, মীমাংসা, ন্যায়, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, রাজবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, বিচিত্রবিদ্যা, বায়ুবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, জলবিদ্যা, ক্ষিতিবিদ্যা, দেববাণী, মনুষ্যবাণী, পশুবাণী, পক্ষিবাণী, কীটবাণী ও আকাশবাণী—এই ৩১টী বিষয় শাস্ত্রধার।

কালাগ্নি ব্রহ্ম-অস্ত্র, যমাগ্নি দণ্ডাস্ত্র, দেবাগ্নি বজ্রাস্ত্র, ত্রিদোষাগ্নি ত্রিশূল অস্ত্র, যমধার ছেদনী, হল, মূষল, গদা, শেল, শূল, বাঁটুল, লোহশঙ্কু, সংহাত, তপন, একাগ্নি অস্ত্র, সূচি, জাটা, তোমর, পরশু, অসি, উল্কাস্ত্র ও রণতরী—এই দ্বাবিংশতি শস্ত্রধার।

জয়, যুদ্ধ, যজ্ঞ, বল, দর্প, দক্ষতা, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, তেজ, ধৈর্য্য, সন্ধি, প্রতাপ, প্রার্থর্য্য, প্রতপ্ততা, প্রতিকূলতা, অন্বেষণ, করগ্রহণ, শাসন, তাড়ন, বিদারণ, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই পঞ্চবিংশতি শূরধার।

সেনাপতি, মহারথী, রথী, পদাতি, সারথি, হয়, হস্তী, ধনুর্গুণ-বাণ, ডঙ্কা, পতাকা, তূরী, ভেরী, ঢোল, শঙ্খ, দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, স্থচীব্যূহ, চক্রব্যূহ—এই একবিংশতি সৈন্যধার।

উল্লিখিত ৯৯টী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আবশ্যক বিষয় সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যিনি প্রথমে যেটী প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি সেই গুণানুসারে আখ্যাত হইয়াছেন। অমরকোষের মতে ক্রমে ক্ষত্রিয়গণ রাজা, রাজন্য ও মহাপাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ঐ সকল বিষয় গ্রহণ করেন।(১) অতএব কায়স্থগণের ৯৯টী পদ্ধতির মর্ম্ম উল্লিখিত ৯৯টী বিষয়ের সহিত ঐক্য করিলে অনুমান হয়, যে এই সকল পদ্ধতি শাস্ত্রাধার, শস্ত্রাধার, শূরাধার ও সৈন্যাধার এই চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয়বিষয়াধার হইতে স্থাপন হইয়াছে। সুতরাং ধনুঃ, গুণ, যশ, ঢোল, বল, বেদ, দাড়িক, হোড়, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, বিষ্ণু, রাণা প্রভৃতি নবতি পদ্ধতি কায়স্থদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের পরিচায়ক উপাধি।

বঙ্গদেশের রাঢ়খণ্ডে প্রথমে অসভ্য মূঢ় জাতির বাস থাকাতে তথায় হিন্দু নিয়ম প্রচলিত ছিল না। আর্য্যগণ তথায় বাস করিবার বহু পরে স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ঐ সকল স্থানের জন্য নূতন স্মৃতি প্রস্তুত

(১) অমরকোষের ক্ষত্রিয়বর্গ ৭২৯ হইতে ৭৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ।

করেন। তাহাতে তিনি পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন,—কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই; তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে 'ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়' শূদ্র কায়স্থদিগের বসু, ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতিসংযোগে নামকরণ কর্ত্তব্য।(১)

পুরাণ, তন্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের "বর্ম্মা" উপাধি। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাচীনকালে যখন কায়স্থগণের "বর্ম্মা" উপাধি ছিল, তখন আবার পুনরায় তাঁহাদের স্বতন্ত্র উপাধি স্থাপিত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক, সচ্ছূদ্র শব্দের অর্থ কি? ধরণীকোষে ক্ষত্রিয়-পর্য্যায়ে সচ্ছূদ্র শব্দে "মসীশ", দেব, শ্রীবৎস, অম্বষ্ঠ, মাথুরী, ভট্ট, সূর্য্যধ্বজ ও গৌড় লিখিত হইয়াছে, যথা—

সচ্ছূদ্রো মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরী ভট্টঃ সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ॥

অতএব ধরণীর মতে সচ্ছূদ্র শব্দে ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে।

সৎ+শূদ্র=সচ্ছূদ্র, সৎ শব্দার্থে ব্রহ্ম বুঝায় (২)। ভাবার্থে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ। সচ্ছূদ্র শব্দে শূদ্রের ব্রহ্ম বা শূদ্র হইতে সৎ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বা শূদ্রের ব্রহ্ম। কারণ, তাহাদের সেবা ব্যতীত শূদ্রের অন্য কোন ধর্ম্মসাধনে অধিকার নাই। সুতরাং সচ্ছূদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইতেছে, অর্থাৎ ঐ আর্য্য বর্ণত্রয়কেই বুঝাইতেছে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্র ওঁ উচ্চারণ করণে অনধিকারী। স্ত্রী,

---

(১) সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নামত্রঞ্চ বোধ্যম্। উদ্বাহতত্ত্বম্।

(২) ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।

অনুপনীত ব্যক্তি, শূদ্র অথবা পতিত ব্যক্তি বিষ্ণুচক্র (শালগ্রাম) ও শিবলিঙ্গ স্পর্শকরণে অনধিকারী। যথা—

স্ত্রিয়ো বানুপনীতো বা শূদ্রো বা পতিতোঽপি বা।
স্পর্শনে নাধিকারী স্যাদ্বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্য চ॥

স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে সচ্ছূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই শালগ্রাম স্পর্শনে অধিকারী, অন্য কেহ নয়; যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রাণাং নরাধিপ।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

অতএব সচ্ছূদ্র শব্দে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সচ্ছূদ্র নামে অভিহিত হইবার কারণ কি? শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, প্রথমে মনুষ্যগণ এক জাতি ছিলেন। সদসংকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের বর্ণভেদ হইয়াছে। যাহারা শৌচাচারসম্পন্ন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং যাহারা অশুচিক্রিয়ায় রত তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যব্রতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ।
দানাদানরতির্যশ্চ স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে জন্ম দ্বারা শূদ্র, সংস্কার হইলেই দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়; যথা,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥ শ্রুতিঃ।

অতএব শুচিতাবশতঃই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সচ্ছূদ্র নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

কূটতর্ক হইতে পারে যে, সচ্ছূদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে না বুঝাইয়া শূদ্রকেই বুঝাইবে; সচ্ছূদ্র—শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ তর্ক করিবার অগ্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, চারিটি বর্ণ ও তদনুযায়ী চারিটি আশ্রম ব্যতীত আর বর্ণ ও আশ্রম নাই। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিজ নহে। দ্বিজ না হইলেই শূদ্র হইবে। সুতরাং মনুষ্য জন্ম দ্বারা শূদ্র। অতএব যখন সংস্কারবশতঃ এক শূদ্রই সৎ অর্থাৎ সংস্কার হেতু আদিম সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠতর পদলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, তখন সচ্ছূদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেই বুঝাইবে, শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুঝাইবে না। কারণ, মনুষ্য সদাচারী হইলে আর শূদ্র নহে, দ্বিজ সদাচারী না হইলেই শূদ্র। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই'। এখানে ক্ষত্রিয় শব্দে ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন তাঁহার অভিপ্রেত। নতুবা ক্ষত্রিয়বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে —ইহা বলা কখনই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের উদ্দিষ্ট নহে। ক্রিয়াহীন হইলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণও প্রাপ্তশূদ্রত্ব অর্থাৎ শূদ্রতুল্য হন। কিন্তু তদ্বশতঃ তাঁহাদিগকে শূদ্রবংশজ বলা যাইতে পারে না। অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীন হইয়া শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

স্মৃতিতেও লিখিত হইয়াছে, বেদে অসমর্থ হইলেই বৃষল হইবে। যথা—

ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো বৈ বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলঃ স্মৃতঃ॥

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও আদিম শূদ্রবংশজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রঘুনন্দন নিশ্চয় করিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তান্ত্রিক বঙ্গদেশস্থ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বেদাচারসম্পন্ন নহে। ইহারা ক্ষত্রিয় হইলেও বেদোক্ত ক্রিয়াহীনতাহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইলেও ইহারা প্রকৃতার্থে শূদ্রবংশজাত নহে, ইহারা শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই ক্ষত্রিয়গণই সচ্ছূদ্র। এই সকল কারণে রঘুনন্দন এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগকে প্রকৃত শূদ্র হইতে বিভেদ করণার্থ বিধিবদ্ধ করিলেন যে বসু, ঘোষ প্রভৃতির নামকরণ ইহাদের আদিপুরুষের নামে হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, প্রকৃত শূদ্রগণ "দাস" উপাধিসম্পন্ন। এই ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্তি হেতু দাস উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু বর্ম্মা উপাধি ধারণেও আর অধিকারী নহে। সুতরাং বর্ম্মা উপাধির পরিবর্ত্তে প্রত্যেকের আদিপুরুষের নামে, অর্থাৎ বসুর বংশ বসুর নামে, ইত্যাদিরূপে সমস্ত ব্রহ্মকায়স্থের নামকরণ করা কর্ত্তব্য। রঘুনন্দন রাঢ়খণ্ডবাসী; সুতরাং তাঁহার মত প্রথমে বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডে প্রচলিত হয়। পরে তন্ত্রোক্ত বিপ্রদাসত্বঘোষিত হইলে রাঢ়ীয় কায়স্থগণ দাস ঘোষ, দাস দত্ত এইরূপ উপাধি সহ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ চিহ্ন কোন্ স্থানে ধারণ করিতে হয়, কাহার নিকট কিরূপ শব্দ ও উপাধি প্রয়োগ করিয়া পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি নিয়ম এই কায়স্থগণ ক্রমে বিস্মৃত

হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এ স্থানের কায়স্থগণ নামের সহিত অগ্রে "দাস" ও তৎপরে পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আপামর সাধারণ সকলের নিকটই পরিচয় দিয়া থাকেন এবং ঐরূপে নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। অদ্যাবধিও এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যথা—রামচন্দ্র দাস বসু ইত্যাদি।

কালক্রমে রঘুনন্দনের মত বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত হইল। বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণ ঐ মতানুসারে কেবল পদ্ধতিসহ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা, রামচন্দ্র বসু ইত্যাদি।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বিপ্রদাস উপাধি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সকলেরই নিকট তাঁহারা কেবল পদ্ধতি সহ পরিচয় প্রদান ও নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন, যথা রামচন্দ্র ঘোষ।

এরূপ তর্ক হইতে পারে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গোপ প্রভৃতি জাতিকে সচ্ছূদ্র বলিয়াছে, যথা—

গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককুবরৌ।
তাম্বুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বাণিজজাতয়ঃ॥
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

এস্থলে সচ্ছূদ্র শব্দে উত্তম শূদ্র বুঝিতে হইবে। ইহারা মূলে বৈশ্য-জাতি বলিয়াও সচ্ছূদ্র হইতে পারে।

হিন্দুসমাজ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। তৎকালে গোপজাতি সৎ-শূদ্র উপাধিতে আখ্যাত হইতেন। যে সময়ে বৈশ্য বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বিগণ সচ্ছূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল, সে সময়েও কায়স্থ ক্ষত্রিয়।(১) যে সময়ে

(১) (ক) ভবিষ্যপুরাণ ও ব্যোমসংহিতা আদিগ্রন্থ দেখ।

(খ) বিশুদ্ধান্বয়সম্ভূতো নিবৃত্তো মদ্যমাংসতঃ।
দ্বিজভক্তো বণিগ্বৃত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কায়স্থ ক্রিয়াহীন বলিয়া বৃষল শব্দে ঘোষিত হইল, সেই সময়েই তাহারা সচ্ছূদ্র হইয়াছে। রঘুনন্দনের সময় হইতে ঐরূপ হইয়াছে মাত্র। বোধ হয় ১৫০ বৎসর অবধি কায়স্থ সচ্ছূদ্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গোপ নাপিত ও অন্য নবশায়কগণ সচ্ছূদ্র বলিয়া আখ্যাত ছিলেন।

স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গীয় কায়স্থগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের নামে অর্থাৎ বসু, ঘোষ ইত্যাদি পদ্ধতি সহযোগে পরিচয় প্রদান করিলেও তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিচায়ক উপাধি অদ্যাবধিও প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ (রাজপুতগণ) ঠাকুর উপাধিসম্পন্ন। অদ্যাপিও বঙ্গখণ্ডে সর্ব্বজাতিই "বসুঠাকুর" "ঘোষঠাকুর" "গুহঠাকুর" "মিত্রঠাকুর" এইরূপ ঠাকুর উপাধি সংযোগে কায়স্থদিগকে সম্বোধন করিয়া আসিতেছেন। বানারিপাড়ার ঠাকুরতাগণ গুহবংশজ।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগেরই বাবু উপাধি ছিল, অন্য জাতির ছিল না। লক্ষ্মীকোল রাজবাটার রাজা প্রভুরাম গুহ মহাশয়ের বংশধরেরা অদ্যাপিও বাবু উপাধিসম্পন্ন। তাহারা "গুহবাবু" এইরূপ পদ্ধতিসহ নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, বাহু শব্দ হইতে "বাবু" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বাহুজ বলিয়া প্রাকৃত ভাষায় তাহারা "বাবু" শব্দে খ্যাত হন।

(গ) গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকোবারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥
পরাশরসংহিতা।

ব্রহ্মকায়স্থ সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু—এই বিষয় প্রতিপাদন।

সত্যযুগে লিখনপ্রণালী (art of writing) প্রচলিত ছিল না; মনুষ্যগণের স্মরণশক্তি প্রবল ছিল। সমস্ত কার্য্যই স্মরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত।(১) সকলেই সংকল্পমাত্র ফলসংগ্রহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে মানবগণ ভোগবিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়েন। সুতরাং তাহাদের স্মরণশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তদ্বশতঃ ক্রমে লেখা পড়ার আবশ্যক হয়। ক্ষত্রিয়মণ্ডলী হইতে প্রদীপ নামা এক ব্যক্তি লিখনপ্রণালী ও তাহার উপকরণ সামগ্রী উদ্ভাবন করিয়া লেখা-পড়ার ঈশ্বর মসীশ অর্থাৎ বিদ্যাগুরু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ প্রদীপই কায়স্থ।

চিত্রগুপ্ত অন্য কল্পে (Revolution) লেখাপড়ার আধার মসী ও লেখনী এবং যুদ্ধাস্ত্র ছেদনী সহ ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হন। এই কল্পে তিনিই মসীশ অর্থাৎ বিদ্যাগুরু অথবা লেখাপড়ার ঈশ্বর। অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বিষয় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষোত্তম কায়স্থ প্রদীপ ও চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির পূর্ব্বে লেখাপড়ার সৃষ্টি হয় নাই এবং কেহই লেখাপড়া জানিতেন না। পৃথিবীবাসী মানবসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বেদাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতিসমূহ ঐ দুই মহাত্মার ও তাঁহাদের বংশধরের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং কায়স্থই সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু।

কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে কালক্রমে বিদ্যানুশীলন করাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক গুরুমহাশয় নামে অভিহিত হইলেন। সমস্ত জাতিই তাঁহাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে

(১) মহানির্ব্বাণতন্ত্র দেখ।

লাগিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বেদাচারী ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি অন্যান্য জাতি, সকলেই ঐ সকল গুরুমহাশয় অর্থাৎ কায়স্থের শিষ্য হইলেন। তাঁহারা "গুরুমহাশয় বিদ্যাদান করুন" এই স্তব পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যাগুরুকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে বর্ণভেদ ছিল না।

বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে কায়স্থগণ অর্থাৎ বিদ্যাব্যবসায়ী গুরু-মহাশয়গণ পূজা প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহারা আপন আপন শিষ্যের পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য ছিলেন। কারণ বিদ্যাগুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। যথা—

বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা গুরুর্লক্ষ গুণৈঃ পিতুঃ।
মাতুঃ সহস্রগুণতো নাস্ত্যন্যস্তৎসমো গুরুঃ॥
গুরোঃ শতগুণৈঃ পূজ্যা গুরুপত্নী শ্রুতৌশ্রুতা।
পিতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যা যথা মাতা বিচক্ষণৈঃ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যেমন দেবতারা নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়াছেন, তদ্রূপ গুরুও পুত্রপৌত্রাদিরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। যথা—

নানামূর্ত্তির্যথা দেবো নানামূর্ত্তিস্তথা গুরুঃ।
পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবালে নাত্র সংশয়ঃ॥

অতএব চিত্রগুপ্তের বংশজ কায়স্থগণ সকলেরই গুরুবংশজ হইতেছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, গুরু এবং গুরুপুত্র ও গুরুপৌত্র প্রভৃতি গুরুবংশজগণের মধ্যে যাহার বিভেদজ্ঞান হয়, সে নিশ্চয়ই মূঢ় ও অধার্ম্মিক। যথা—

গুরুপুত্রেষু পৌত্রেষু গুরুভ্রাতৃষু যো ভিদাম্।
কুর্য্যাৎ স উচ্যতে মূঢ়ো গুরুহাধর্ম্মলোপকৃৎ॥

অতএব যাহারা হিন্দু নামে অভিহিত ও হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, নিশ্চয়ই বিদ্যাগুরুবংশজ কায়স্থগণ তাঁহাদের মাননীয় ও পূজনীয়।

এরূপ কূট তর্ক হইতে পারে যে ঐ সকল প্রমাণ মন্ত্রগুরুসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, বিদ্যাগুরু সম্বন্ধে নহে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বচনানুসারে প্রতীতি হইতেছে যে বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু সমান সম্ভ্রমের পাত্র। কারণ, বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু উভয়েই পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে পূজনীয়। মন্ত্রগুরু মুক্তিপ্রদায়ক; বিদ্যাগুরুও মুক্তিপ্রদায়ক। কারণ বিদ্যাদ্বারাই দিব্যজ্ঞান জন্মে; দিব্যজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। অতএব প্রাচীনকালে বিদ্যাগুরুও মন্ত্রগুরুর সমান সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন। এক্ষণে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে স্বতন্ত্র প্রথা হইয়াছে।

প্রাচীন কালে সংকল্পিত গুরু ব্যতীত অন্যের নিকট বিদ্যাভ্যাসের নিয়ম ছিল না। সুতরাং মৃণ্ময়দ্রোণ নির্ম্মাণ করিয়াও অনেকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন।

কায়স্থগণ সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু, সুতরাং সকলেই তাহাদের শিষ্য। শাস্ত্রমতে শিষ্য গুরুর দাস, যথা—

> শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
> চতুর্ব্বিধঃ কর্ম্মকরস্তেষাং দাস স্ত্রিপঞ্চকাঃ॥
> শিষ্যোঽন্তেবাসী ভৃত্যশ্চ চতুর্থস্ত্বধিকর্ম্মকৃৎ।
> এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ॥

অতএব সকলেই যখন কায়স্থের শিষ্য তখন ধর্ম্মানুশাসন অনুসারে সকলেই কায়স্থের শিষ্য-দাস। তবে ব্রাহ্মণজাতি কায়স্থের মন্ত্রগুরু। পক্ষান্তরে কায়স্থগণ বিনয়-গুণ-সম্পন্ন ও প্রকৃত ধার্ম্মিক, এই দুই কারণে ব্রাহ্মণের উচ্চ মর্য্যাদা রাখিয়াছেন। বিশেষ ব্রাহ্মণই দেবতা, এই জন্য কায়স্থগণ তাহাদিগের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং অদ্যাবধিও ঐ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছেন।

হিন্দুসমাজে সময়ে সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বে হিন্দুধর্ম্মনিয়ম ও সভ্যতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৃত্তির

নিয়ম নাই, যিনি যে বৃত্তি ইচ্ছা করেন, তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং হীনজাতিরাও মাষ্টার, পণ্ডিত, গুরুমহাশয় ও শিক্ষক পদে অভিষিক্ত হইতেছেন। ইংরাজের মতে লঘুগুরু ভেদ নাই। সকলেই সমান; গুরু ও শিষ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সকলেই "তুমি" (You) পদ বাচ্য। অতএব যুবা বাঙ্গালি ও ছাত্রগণও ঐ সভ্যতায় দীক্ষিত হইতেছেন। এই সকল কারণে বিদ্যাগুরুর আর পূর্ব্বসম্মান নাই। বরং তদন্যথায় আল্পিনের আঘাত সহ্য করিতে হয় এবং শিখাধারী অধ্যাপকের শিখাও কাটা যায়। এই নিমিত্তই বোধ হয় স্কুলের পণ্ডিতেরা প্রায়ই আর এখন শিখাধারণ করেন না। যখন বঙ্গসমাজের এইরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছে, তখন বিদ্যাগুরু যে কিরূপ সম্মানের ও পূজার পাত্র, তাহা এই সভ্য বিংশ শতাব্দীর লোকেরা কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন? যাহা হউক, প্রকৃত সভ্যসমাজে গুরু যে কি পদার্থ, কিরূপ সম্মান ও আদরের বস্তু, তাহা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজে কায়স্থ বিদ্যাগুরু বলিয়া পূজনীয় ও মাননীয় ছিলেন। এই কারণবশতই চিত্রগুপ্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলের নমস্য, তর্পণীয় ও আরাধনীয়, এবং তাঁহার বংশধরগণ দেববংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ কায়স্থগণ যে সমস্ত বর্ণের ও জাতির বিদ্যাগুরু, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

কায়স্থ মন্ত্রগুরু—এই বিষয় নির্ণয়।

অমরকোষে লিখিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে পুরোহিতের (আচার্য্য) কার্য্য অধিকার করেন। তাহারা যজন কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
* * * পুরোহিতঃ॥

ক্রমে তাহারা জ্ঞাতসিদ্ধান্ত হইয়া তান্ত্রিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্ত্রানুসারে তাঁহারা অন্যান্য বর্ণকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বয়ংও তন্ত্রোক্ত কার্য্যে নিরত হইলেন। সুতরাং তাঁহারা তান্ত্রিক বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। যথা —

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।
তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ তন্ত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥

কায়স্থই লেখকপদে অভিহিত। সুতরাং ঐ বচন দ্বারা কেবল কায়স্থ অর্থাৎ কায়স্থ-উপাধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে।

কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্রানুসারে মন্ত্র প্রদান করিতে অর্থাৎ দীক্ষিত করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেকেই তাহাদিগকে মন্ত্রগুরুত্বে বরণ করিয়া তাহাদের শিষ্য হইলেন। ঐ কায়স্থগণ ঐ সকল শিষ্যের অভীষ্টদেব হইয়া পূজাপ্রাপ্ত হইলেন।

কায়স্থকুলপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল।

কালক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত হইলে কায়স্থগণের অনেকে মন্ত্রগুরু হইয়া গোস্বামী ও অধিকারী সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।

ঢাকা জেলায় রোয়াইল পোষ্ট-আফিস সীমাভুক্ত সানড়া গ্রামনিবাসী বর্ত্তমান মনোমোহন গোস্বামী কায়স্থবংশজ। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র; ইনি মহাপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গদেবের সময়ের লোক এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মহান্ত উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের নিয়োগমতে তিনি আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার বংশধরেরাই সানড়ার গোস্বামী। তাঁহারা মহান্ত ও গোস্বামী এই দুই উপাধিতেই পরিচিত। রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিরা ইঁহাদের শিষ্য। ৬৪ মোহান্তের অন্যতম কবিচন্দ্র

ঠাকুরের বংশ পাবনা জেলায় স্থলের অধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তাঁহাদেরও বহু শিষ্য আছে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ সাবার থানার অধীন সামেড়া গ্রাম-নিবাসী বিনোদবিহারী দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ মন্ত্রদাতা গুরুব্যবসায়ী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিষ্য।

ঐ জেলার আমলীগোলা পরগণায় নিজ ঢাকায় রাধারমণ দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ গুরুব্যবসাসী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিষ্য।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত রুকুনপুরে হরিহোড়ের বংশীয় গোস্বামীগণের ব্রাহ্মণাদি বহু জাতি মন্ত্রশিষ্য আছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই হরিহোড়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

ফরিদপুরের হন্দমপুরের বীরচন্দ্র দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ গুরু-ব্যবসায়ী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিষ্য।

ঐ জেলায় যাত্রাবাটীর দেববক্সী বংশীয় কায়স্থগণ গুরুব্যবসায়ী। তাঁহারা অধিকারী উপাধিতে পরিচিত।

বর্দ্ধমান জেলায় রাণীহাটী গাঙ্গুরিয়া থানার সীমাধীন কুলীন গ্রামের রামানন্দ বসু গুরুব্যবসায়ী, গোস্বামী ও মহান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই ইহার শিষ্য ছিলেন। ইহার ডুরি না পৌছিলে ৺জগন্নাথদেবের রথ টানা আরম্ভ হয় না। টাঙ্গাইল সিংহরাগী গ্রামে তাহার বংশ এখনও গুরুব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ পদধূলি গ্রহণ করে বলিয়া পরে ইহারা জাফ্রি বেড়ার অন্তরালে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করার নিয়ম করেন, শিষ্যগণ বাহির হইতে প্রণাম করিতেন। সুতরাং কায়স্থ কেবল বিদ্যাগুরু নহে, মন্ত্রগুরুও বটে। ফরিদপুর চরকাশিমপুরের বড় আখড়ার মোহান্ত কায়স্থ কুশলচাঁদ, তৎপরে কায়স্থ

নিতাই চাঁদ, বর্ত্তমানে বসুবংশীয় রামচন্দ্র মোহান্ত আছেন। ইহাদের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশায়ক ও সহস্রাধিক বাউল শিষ্য আছে। হালদামহেশপুরে কায়স্থ সুন্দরানন্দ ঠাকুরের বংশীয়গণ, শক্তিপুরে কালীয়া গোপালের বংশধরগণ, বড় কাঁদড়ায় জয়গোপালের বংশীয়গণ, ভাণ্ডীরবনে নৃত্যগোপালের বংশ, ডেমরায় ব্যাঘ্রগোপালের বংশ, বন্দেশে পূর্ণানন্দ গোপালের বংশ, বেড়াবুচনার বাসুদেব বংশীয় ও ময়নাভানের মিত্রঠাকুরগণ, বগুড়া জেলার মেলাগোপীনাথপুরের নন্দিনীপ্রিয়ার বংশধর উত্তররাঢ়ীয় সিংহপ্রিয়াগণ আজও শত শত শিষ্যকে মন্ত্রদান করিতেছেন।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মকায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের পক্ক অন্ন সর্ব্ববর্ণের ব্যবহার্য্য ছিল—এই বিষয় নির্ণয়।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণসমূহের আচার, আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র, বিধি এক ছিল; সকলেই সমান জ্ঞানবিশিষ্ট, এক দেবানুরক্ত ও সমান কর্ম্মসম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতাযুগেও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল (১)। অতএব এই অবস্থা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ঐ যুগদ্বয়ে সর্ব্ববর্ণের পক্ক-অন্ন সকলেরই ব্যবহার্য্য ছিল। সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণেই ভোজন করিতেন। পারস্করসূত্রে আছে, তখন শূদ্রেরাই ত্রৈবর্ণিকের পাচক ছিল।

মহাভারতে আরও লিখিত হইয়াছে, যে দ্বাপরযুগে বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় সকলের ক্রিয়াকলাপও পৃথক পৃথক হয়। অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে এই যুগেই বর্ণসমূহের পরস্পরের পক্ক-অন্নগ্রহণ

(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, পৃঃ ৩৫১।

নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সময় হইতেই শূদ্রান্ন পরিত্যজ্য হইয়াছে। কিন্তু এরূপ হইলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই বর্ণদ্বয় পরস্পরের পক্ক অন্ন, ও তাহাদের অন্ন অন্যান্য সকল জাতি ভোজন করিতেন। দুর্ব্বাসা ঋষি ষষ্টিসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীর ও দুর্য্যোধনের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক প্রভৃতি অন্যান্য ব্রহ্মকায়স্থগণ যুধিষ্ঠিরের বহু পূর্ব্বে রৌচ্য মনুর কল্প হইতে ক্ষত্রিয়। যথা—

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

চিত্রগুপ্ত দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই গ্রন্থে মর্ত্ত্যলোকের ঘটনা বর্ণনার স্থলে তাঁহার উল্লেখ না হইয়া কেবল চিত্রসেন-বিচিত্রাদ্য অর্থাৎ চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতিই ক্ষত্রিয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মকায়স্থ ও তাহার বংশধরেরা যে ক্ষত্রিয়, তাহা অন্যান্য গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে। ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠিরের সমীপে বর্ণনা করিয়াছেন (শান্তিপর্ব্ব দেখ)। ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, দত্তাত্রেয়ের নিকট ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের পূজার পদ্ধতি অবগত হইয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন এক সময়ের লোক। অতএব তাহাদের বহু পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়। অতএব তাহাদের বংশধর এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক ও অন্যান্য কায়স্থগণের পক্কান্ন যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই ভোজন করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু। গুরুর প্রসাদ ভক্ষণে বিশেষ পুণ্য জন্মে। একারণে তাহাদের পাক করা অন্ন সাধারণতঃ সকল জাতিরই ভোজ্য হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার পরে ও পূর্ব্বে নানাপ্রকার সম্প্রদায় ও আচার প্রচলিত হয়। এইজন্য এক সম্প্রদায়ের পক্ক অন্ন এমন কি

আমান্নও অন্য সম্প্রদায়ের পরিত্যজ্য হইল। এইরূপ এক জাতির মধ্যে শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া পরস্পরের মধ্যে পক্ক-অন্ন-গ্রহণ রহিত হয়। এই এই নিমিত্ত রাঢ় শ্রেণীর অন্ন বৈদিকের, বারেন্দ্র শ্রেণীর অন্ন রাঢ়শ্রেণীর ও বৈদিকের, ও বৈদিকের অন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণের পরিত্যজ্য হইল। এই নিয়ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় মধ্যেও প্রচলিত হইল। এইরূপে গুজরাটী আগরওয়ালা বণিকেরা ও অন্যান্য স্থানের রজপুত, রাজপুত বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণের পক্ক-অন্ন ভোজনও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে পক্ক-অন্ন ও আমান্ন ভোজনের, এমন কি আমান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও আচার প্রচলিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর আর্য্যজাতি ছিল না। বঙ্গদেশ ন্যায়দর্শী। ব্রাহ্মণগণ গুরুবংশজ; ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয় অন্য অন্য জাতির পূজ্য। বিশেষতঃ তাহারা মন্ত্রগুরু ও বিদ্যাগুরুবংশজ। বৌদ্ধধর্ম্মের পরে ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অন্যান্য সকল জাতির উপরই প্রাধান্য লাভ করেন। কায়স্থগণ তাহাদের শিষ্য। এই সকল কারণে কায়স্থগণ আপন গুরুবংশজের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা স্থাপনার্থ সমুৎসুক হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের অন্ন কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি, ও কায়স্থের অন্ন অন্যান্য জাতি ভোজন করিবেন, বঙ্গখণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণজাতি সমস্ত জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেও কায়স্থগণ আপনাপন গুরু ও পুরোহিতবংশজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত নীচবংশজ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না। রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্র-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ একবংশোদ্ভূত, কনৌজ হইতে আগত পঞ্চবিপ্রের সন্তান, কায়স্থগণের গুরু ও পুরোহিতবংশজ, বৈদিকব্রাহ্মণও তাহাদের গুরু ও পুরোহিতবংশজ। সুতরাং কায়স্থগণ কেবল তাহাদেরই অন্ন গ্রহণ করিলেন। সুবর্ণবণিকের, কৈবর্ত্তের, মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, ভট্ট (ভাট) বর্ণের ও পতিত ব্রাহ্মণের এমন কি অপরিচিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয়

ব্রাহ্মণের পক্ক অন্ন তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। এই কারণে ঐ সকল ব্রাহ্মণের অন্ন বঙ্গীয় কায়স্থ ও রাঢ়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন না। উল্লিখিত নিয়ম স্থাপন হইলে বঙ্গকুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে আর্য্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাতির, অর্থাৎ ডেঙ্গর কায়েত, করণ, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, কৈবর্ত্ত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের লিখিতমত সৎশূদ্র উপাধিধারী গোপ ও তৈলিক, তাম্বুলী, মালাকর, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই প্রভৃতি নবশায়ক বারসেনি জাতি এবং অন্যান্য সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতির পক্ষে ভোজ্য হইল। সকলেই কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে ভোজন করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণ আপন গুরুবংশজ ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না। এই নিয়ম বঙ্গবিভাগের সমাজে চলিয়া আসিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বে হিন্দুসমাজ নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। ধনাঢ্য মেথরও শ্রেষ্ঠ জাতি, ধনেই জাতিগত মান, গরীব ব্রাহ্মণ তাহা অপেক্ষা হীন। নীচ জাতিরা স্ব স্ব পূর্ব্বতন বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়স্থ ব্রাহ্মণের সমপদবিশিষ্টপ্রায় হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল জাতিরা কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে পুরুষানুক্রমে পবিত্র প্রসাদ বলিয়া ভোজন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। স্থান বিশেষে নবশায়ক ও বারসেনির মধ্যে অনেকে কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিতে বিরত হইতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই নিয়ম চলে নাই। অদ্যাবধি গোপ, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, প্রভৃতি জাতি কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিতেছেন। যখন চিরকাল কায়স্থের পকান্ন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতি গ্রহণ করিয়াছে, তখন আজ তাহার ব্যত্যয় করার হেতু কি?

মুসলমানের রাজত্বসময়েও কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা

অন্ন মুসলমানজাতিও ভোজন করিতেন। তাহারা অপর কোন জাতির পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। গোপ, নাপিত প্রভৃতি নবশায়ক ও বারসেনি এবং বণিক, কৈবর্ত্ত, এমন কি ডেঙ্গর কায়েতের পাক করা অন্ন তাহারা কদাচ ভোজন করে না। কিন্তু কুলীন মৌলিক কায়স্থগণের ও ব্রাহ্মণের অন্ন তাহারা ভোজন করিয়া থাকে। হিন্দুগণ কাফের, কাফেরের পাক করা অন্ন মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ, এই উপদেশ প্রচার করিয়া দুদুমিয়া ঐ প্রথা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রথমে অকৃত-কার্য্য হন। পরিশেষে তিনি হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার ও মুসলমানের প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তথাপি একেবারে ঐ প্রথা রহিত করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণেও পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডের অনেক স্থানের মুসলমানেরা কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে।

রাঢ়বিভাগের ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন প্রথমে সকল জাতির মধ্যে গৃহীত হইত না। সদ্গোপজাতি এই খণ্ডের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতির নীচে, বোধহয় নবশায়ক জাতির উপরে। গুরুই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণই গুরু, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ, গুরুর প্রসাদগ্রহণ অতিশয় পুণ্যপ্রদ, এই সকল বিষয় তাহারা অদ্যাপিও অবগত হইতে পারে নাই। গুরুর গাত্রমার্জ্জনবস্ত্র দৈবাৎ ভূপতিত হইলে গুরু তাহা তুলিয়া লইতে আজ্ঞা করিলে সদ্গোপ জাতি তাহা তুলে না, সুতরাং তাহারা গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনে ভীত নহে। তাহারা গুরুবংশজ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ পায় না। এখণ্ডের রাজপুত, আচার্য্য প্রভৃতি অনেক জাতি, (যাহারা পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডের কায়স্থগণের জলপূর্ণ হুকা স্পর্শ করিতে পারে না) ঐ ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই বিভাগে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন প্রথমে সাধারণতঃ সকল জাতি ভোজন করিত না। অতএব ব্রাহ্মণের পাক

করা অন্নই যখন সকল জাতি দ্বারা গৃহীত হয় নাই, তখন কায়স্থের পাক করা অন্নও যে অনেকেই ভোজন করে নাই, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কালক্রমে রাঢ়খণ্ডের হিন্দুসমাজে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। অনেকে ভূস্বামী হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সমাজপতি ও রাঢ়খণ্ডের প্রায় একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্" গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া, ব্রাহ্মণই ভূদেবতা এইরূপ প্রতিপাদন করিলেন। এদিকে রঘুনন্দন, কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, কায়স্থ সচ্ছূদ্র এইরূপ অবধারণ করিলেন। ক্রমে রাঢ়খণ্ডের অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মক্রিয়া পূজাদি করিতে ইচ্ছুক হইয়া আর্য্য ব্রাহ্মণ-দিগকে পুরোহিতত্ব ও গুরুত্বে বরণ করিলেন। এদিকে কায়স্থগণ আপনাদের আদিম আচার ও ক্রিয়া ভুলিয়া গেলেন। বিবাহাদিতেও বিপর্য্যয় ঘটিল। কুশণ্ডিকা প্রভৃতি নিয়মও পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বিদ্বেষ ছিল। এই সকল কারণে এই খণ্ডে কায়স্থের পাক করা অন্ন নবশায়ক জাতি গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণের অন্ন সাধারণতঃ প্রচলিত হইল।

রাঢ়খণ্ডের হিন্দুসমাজে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়েও বিশৃঙ্খলা ছিল। সুতরাং তিনি আর্য্যোচিত আহারের নিয়ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতির পাক করা অন্ন নিম্নস্থজাতি ভোজন করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎ পরিমাণে এই নিয়ম প্রচলিতও হইল। বোধ হয় এই জন্যই নদীয়া জেলার অনেক স্থানে সদেগাপেরা কায়স্থের বাটীতে পরিচারকের অর্থাৎ জল আনয়ন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। আমার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বিশ্বাসের বাটীতে এইরূপ দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই নিয়মও সাধারণতঃ প্রচলিত হইতে পারিল না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

রায়ের সময়েই রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। মুসলমানের রাজত্ব লোপ হইয়া ইংরাজের রাজত্ব প্রবৃত্তপ্রায় হইল। আত্মরক্ষার নিমিত্তই সকলে ব্যস্ত, উন্নতির প্রতি আর কে দৃষ্টি করে? সুতরাং এই স্থানে কায়স্থের অন্ন সাধারণতঃ নবশায়ক জাতির মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে নাই। তবে অন্যান্য জাতির মধ্যে চলিয়াছে। যাহা হউক, শাস্ত্রোক্ত অবস্থা ও বঙ্গদেশের প্রাচীন হিন্দুসমাজ অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের আর্য্যসমাজের নিয়মের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন কাল হইতে এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক কায়স্থের পাক করা অন্ন সর্ব্বজাতিই গ্রহণ করিত ও স্থানবিশেষে করিতেছে।

বৈদ্যজাতি রাজা রাজবল্লভের সময়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ঐ রাজা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বোধ হয়, এই সময় হইতে এই জাতি আর্য্য কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজনে রহিত হইয়াছেন। ইহারা কায়স্থের পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু যে সকল নবশায়ক ও অন্যান্য জাতি কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করে, তাহারা উহাদের পাক করা অন্ন ভোজন করে না।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের পরপারের স্থানসমূহ পাণ্ডববর্জ্জিত স্থান। তাহাদের ব্যবহার ও ভাষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। এই স্থানে আচার্য্যগণের কন্যা আর্য্যব্রাহ্মণ, বৈদ্যকন্যা কায়স্থ; ও কায়স্থের কন্যা বৈদ্য বিবাহ করে। এস্থানে বল্লালী নাই, কেবল চাঁদপুরের উপরিভাগ ও নোয়াখালী বল্লালী নিয়মের অধীন।

ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে প্রায় হিন্দু-ক্রিয়াবিবর্জ্জিত হইয়াছেন, মুসলমানের জবাই করা মাংস ব্যবহার করেন। সুতরাং অনেক স্থানে কায়স্থের পাক করা অন্ন অন্যজাতি ভোজন করে না। কিন্তু যে স্থানে কায়স্থগণ সুবৃত্ত ও সুক্রিয়ানিরত, তথায় নবশায়কগণ তাহাদের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাও

দ্রষ্টব্য যে ঐদেশে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্নও প্রায় কোন জাতি গ্রহণ করে না।

"কায়স্থ"-শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি।

অনেকে কায়স্থকে পঞ্চমবর্ণ এই ভ্রমাত্মক মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক হইলেও বর্ণবাচক নহে। মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি, পঞ্চম আর কোন বর্ণ নাই।

চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরে তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—"ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে"।

এস্থলে বর্ণশব্দ সাধারণ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেন না, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে "আমার কায় হইতে উৎপত্তিহেতু তোমার কায়স্থ সংজ্ঞা হইল, তোমার ক্ষত্রিয় বর্ণের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।" কায়স্থ পরে সৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে পূর্ব্বসৃষ্ট ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

কায় হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার 'কায়জ' নাম না হইয়া কায়স্থ নাম কেন হইল? কায়স্থ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা "কায়ে স্থিতঃ" অর্থাৎ যিনি প্রথমে ব্রহ্মার কায়ে অবস্থিত ছিলেন, পরে তথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই কায়স্থ। স্থা ধাতুর উত্তর অতীতকালবোধক "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া "স্থিত" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আদিম বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি হইবার বহু পরে অর্থাৎ সত্যযুগের শেষ ভাগে লেখাপড়ার আবশ্যক হইলে, কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টিকালে চিত্রগুপ্ত আবির্ভূত না হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর কায়-স্থ ছিলেন, এজন্য পরে তিনি আবির্ভূত হইলেও কায়-স্থ ছিলেন বলিয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতা" কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বড় ধূমধাম করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ নামে পরিচিত করিতেছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, কায়া হইতে উৎপন্ন হইলেই যে কায়স্থ হইবে, এ কীদৃশ ব্যুৎপত্তি-মূলক অর্থ হইয়াছে? যদি বল, "কায়ায়াঃ স্থিতঃ" এইরূপ পঞ্চমী সমাস মূলক কায়স্থ শব্দই তাদৃশ ব্যুৎপত্তির মূল। না 'কায়ায়াঃ স্থিতঃ' কায়স্থ, এরূপ বিগ্রহই অগ্রে সম্ভব; যেহেতু স্থা ধাতুর অর্থ অবস্থিত, "কায়ায়াঃ" এই পঞ্চম্যন্ত শব্দের অর্থ 'কায়া হইতে'—কায়া হইতে অবস্থিতি এরূপ অর্থ সম্ভবে না," ইত্যাদি নানাবিধ মূর্খতা প্রকাশ করিয়া কায়স্থজাতির প্রতি অশেষপ্রকার কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক অবশেষে কায়া শব্দে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবাকার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকারের শাস্ত্র বিষয়ে কিছুমাত্র দর্শন নাই, কেবল পূর্ব্বপ্রচারিত কায়স্থদীপিকার বমণ গ্রহণপূর্ব্বক রাঢ়দেশীয় সদ্গোপদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া কায়স্থদিগের প্রতি অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এ বিষয় পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন, অতএব কায়স্থ শব্দে তাঁহার যে ঐরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুতরাং তাঁহার কথার প্রতিবাদ করা অকর্ত্তব্য। তাঁহাকে কেবল এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে "কায়া" শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই, শব্দটী কায়। অতএব কায়ে-স্থিত কায়স্থ এইরূপ ব্যুৎপত্তিমূলক শব্দই কায়স্থ।

বেদ হইতে বৈদ্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এ কারণে আয়ুর্ব্বেদদর্শী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বৈদ্য উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, যথা—ধন্বন্তরি, দিবোদাস-কাশীরাজ ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে অশ্বিনী-কুমারের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মেন তিনি জাতিতে বৈদ্য এবং

ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মেন তিনি জাতিতে অম্বষ্ঠ; আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করিয়া তাঁহারা বৈদ্য উপাধিতে আখ্যাত হন। তৎপরে কালক্রমে ঐ দুই জাতিই বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতিই কালক্রমে কায়স্থজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ আর্য্যকায়স্থগণ ফলতঃ জাতিতে ক্ষত্রিয়, কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত মাত্র।'

আদিমবর্ণ চতুষ্টয় ও ব্রহ্মকায়স্থ জাতির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

হিন্দুশাস্ত্রসমূহের বাক্যবিন্যাসদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ কবি-কল্পনা-প্রসূত নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত হওয়ায় প্রকৃত অবস্থা এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে এক্ষণে তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। সুতরাং কবি-কল্পনা-প্রসূত অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্ভবপর ভাব গ্রহণ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে যাথার্থ্যের উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব হিন্দুজাতির মূলনির্ণয়ার্থ দেখা আবশ্যক, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল কি না।

হিন্দুশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না, সমস্ত জগতই ব্রহ্মময় অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন এক মনুষ্যজাতি। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বা জাতি স্থাপন হইয়াছে। যথা—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥ শান্তিপর্ব্ব।

বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে, প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। অহঙ্কার,

রাগ, দ্বেষ ও খলতাবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় স্থাপন হইয়াছে। যথা—

তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণামিদং ততঃ॥

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে "সত্যযুগে সকলেই সমান জ্ঞানসম্পন্ন, সকলেরই আচার, আশ্রম, ক্রিয়া মন্ত্র, ও বিধি এক ছিল। সাম, ঋগ্ ও যজুর্ব্বেদানুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না"।(১)

বেদান্তদর্শন বলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। অর্থাৎ সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়; আবার অনেক গ্রন্থের মতে ব্রহ্ম নিরাকার। যথা—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
যস্যামতং তস্যমতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

উপনিষদ।

সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব এই সকল অবস্থা দ্বারা প্রতীতি হয়, প্রথমে বর্ণভেদ এবং আকারবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও সাম ঋক্ যজু এই বেদত্রয়ের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এইরূপ হইলেও পুনরায় সাকার সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাহার মুখ, বাহু, উরু ও পদ, ও তদুদ্ভূত বর্ণচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি?

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে সুখাভিলাষী ও ভোগ-বিলাসী হইলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় অসমর্থ হন। সুতরাং সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপকল্পনা হইয়াছে। যথা—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

---

(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

দার্শনিকেরা বলেন, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতীতি হয় যে সাধকের হিতের নিমিত্ত ঐ কল্পনার বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ঐ গুণত্রয়ের পরিবর্ত্তে কল্পিত হইয়াছেন।

সাকার ব্রহ্ম স্থাপন হইলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী ও বৃত্তি প্রচলিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই মনুষ্যগণের মধ্যে পৃথক পৃথক শ্রেণী বা সমাজস্থাপন হইয়াছে। কালগতে এই সকল সমাজই বর্ণ বা জাতিরূপে অভিহিত হইয়াছে।

সাকারবাদিগণ সমস্ত ঘটনাকেই সৃষ্টিকর্ত্তার সংরচিত ও সমস্ত জগৎ ব্রহ্মশরীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং কবিকল্পনার বলে রূপকাদি অলঙ্কার দ্বারা শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সমাজ চতুষ্টয়কে বর্ণত্বে স্থাপন করিয়া তাহা ব্রহ্মার দেহ হইতে নির্গত, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ক্রমে মানবসমাজ খলতা ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; এই হেতু বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণীত হইয়াছে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণাধীন; অতএব ব্রাহ্মণ অগ্রজ ও উত্তম; ক্ষত্রিয় তৎপরে জাত ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট; বৈশ্য তৃতীয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট; এবং শূদ্র সকলের অধম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। তদনুসারে কবিকল্পনার বলে রূপকাদি অলঙ্কার দ্বারা উত্তম অধম বিবেচনায় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন, এইরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক কি নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা শূদ্র ব্রহ্মার পদ, বৈশ্য উরু, ক্ষত্রিয় বাহু ও ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উদ্ভূত, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শান্তিপর্ব্বে উক্ত আছে প্রথমে মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া

পরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে হীনকার্য্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন যথা—

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যনুজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।

শান্তিপর্ব্ব।

কাহারও মতে মনুষ্য জন্মতঃ শূদ্র, সংস্কার হেতু দ্বিজ, বেদাভ্যাসহেতু বিপ্র ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ; যথা—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসে ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এক্ষণেও দেখা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত দীক্ষিত বা উপনীত না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিজ হওয়া যায় না। দ্বিজ না হইলেই শূদ্র বলিয়া পরিচিত হয়।

ইদানীন্তন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলেন, মনুষ্যজাতি প্রথমে অসভ্য ছিল, তাতার ও অন্যান্য বন্যজাতির ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা ফল, মূল ও অপক্ক মাংস দ্বারা উদর পরিপোষণ এবং বল্কল ও পশুচর্ম্ম পরিধান করিত; তাহাদের কোন নির্দ্ধারিত বৃত্তি অথবা বাস-গৃহ ছিল না। কালক্রমে ঐ (Aborigines) আদিম সম্প্রদায় হইতে একদল স্বতন্ত্র হইয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন। কৃষিকার্য্যের যন্ত্র হল; হলকে "হর" বলে, স্থানবিশেষে 'হ' "অ" স্বরূপ উচ্চারিত হয়। সুতরাং 'হর' হইতে "অর" এবং 'অর' হইতে আর্য্য উপাধি স্থাপন হইয়াছে,

অর্থাৎ আদিম সম্প্রদায় অপেক্ষা যাহারা উন্নতিলাভ করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা সভ্য হইয়াছিল তাহারাই আর্য্য এবং তাহাদের বংশধরেরাই আর্য্যবংশধর বলিয়া পরিচিত।

শাস্ত্রে বিবৃত আছে, যাহারা অশুচি ও সর্ব্বকর্ম্মে নিরত তাহারাই শূদ্র।(১) সচরাচর দৃষ্ট হয় যে যাহারা উন্নতিরহিত এবং ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়করণে অসমর্থ তাহারাই স্বভাবতঃ অশুচিকর্ম্মে নিরত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমে যে মনুষ্যগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বিভেদকরণে অসমর্থ অর্থাৎ অসভ্য ও উন্নতিবিহীন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। অবনতি দ্বারা আর্য্য বর্ণত্রয় অনায়াসেই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে (২)। শূদ্রও উন্নতি দ্বারা আর্য্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ হয় যে মানবগণ সংস্কার দ্বারাই দ্বিজনামে পরিচিত হইয়াছে। অতএব সংস্কার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দ্বিজত্ব উন্নতিলাভ। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে আদিম সম্প্রদায় (Aborigines) শূদ্র নামে অভিহিত ছিল ও ঐ শূদ্রসম্প্রদায় হইতেই কতিপয় মনুষ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আর্য্য ও দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। দেহের মূল পদ, পদাপেক্ষা উরু উন্নত, উরু অপেক্ষা বাহু ও বক্ষ উন্নত, বাহু ও বক্ষ অপেক্ষা মুখ উন্নত। সুতরাং কবিকল্পনার বলে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র উদ্ভূত, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, বৈবস্বত মনুর মন্বন্তরে জাতিভেদ হইয়াছে। অতএব এই কল্প দ্বারা যে কোন্ সময়কে

(১) সর্ব্বকর্ম্মরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

(২) ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো বৈ বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তেনালং স এব বৃষলোচ্যতে॥

বুঝাইতেছে তাহা ইংরাজী ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলে বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীর ইংরাজীরসমার্জ্জিত নূতন আর্য্য মানবগণের কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস হইতে পারে, যে হিন্দুশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা কেবল কবিকল্পনাপ্রসূত অমূলক গল্প নহে।

মহাভারতে(১) বিবৃত হইয়াছে, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু একদা চিরিণী নদীর তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, আমি মহাসমুদ্র-মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। আপনি আমার এই উপকার করিলে, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।

মহাত্মা বৈবস্বত মনু মৎস্যবাক্য শ্রবণে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রথমতঃ অঙ্গুলিপরিমিত জলপাত্রে ও তৎপরে বৃহৎ বাপীতে রাখিলেন। ঐ মৎস্য অধিকতর বৃহৎকায় হইলে মনুবর পুনরায় তাহাকে গঙ্গাতে ও পরিশেষে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন।

সমুদ্রে ছাড়িয়া দিবার সময়ে মৎস্য মনুকে বলিলেন, "হে মহাভাগ! অচিরাৎ এই পৃথিবী স্থাবরজঙ্গমের সহিত প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে যাবতীয় পদার্থের ভয়াবহ কাল সমাগত হইয়াছে। অতএব আপনার যাহাতে বিশেষ মঙ্গল হইবে তাহা অদ্য বলিতেছি। আপনি একখানি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে সপ্তর্ষিগণের সহিত আরোহণ করিবেন। পূর্ব্বে দ্বিজগণ যে সকল বীজের কথা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ঐ নৌকাতে তুলিয়া গোপনীয় স্থানে ভাগক্রমে রক্ষা করিবেন এবং সেই নৌকাতে থাকিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। হে তাপস! সেই সময় আমি শৃঙ্গধারণ করিয়া আগমন করিলে আপনি শৃঙ্গ দ্বারা আমাকে জানিতে পারিবেন। অতএব আমি

(১) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৪৩৮—৪৪০ পৃঃ দেখ।

যাহা বলিলাম তাহাই করিবেন। আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই জলরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এক্ষণে গমন করি।” মন্থু বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন আমি তাহাই করিব।”

তদনন্তর প্লাবন উপস্থিত হইলে মনু সর্ব্বপ্রকার বীজ লইয়া সুদৃঢ় নৌকায়(১) আরোহণপূর্ব্বক মহাতরঙ্গবিশিষ্ট সমুদ্রে ভাসমান হইয়া মৎস্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৎস্য তদনুসারে মনুর নিকট উপস্থিত হইলে মনু অচলের ন্যায় উন্নত শৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্যকে দেখিতে পাইয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশবন্ধন করিলেন। মৎস্য পাশবদ্ধ হইয়া অতি বেগে নৌকাকর্ষণ করিয়া প্রবল বায়ুপরিচালিত প্রবলতরঙ্গসঙ্কুল লবণময় সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে ও ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমি, দিক্, বিদিক্ বা অন্তরীক্ষ কিছুই দৃষ্ট হইল না। সমস্তই জলমগ্ন হইল। এইরূপে সমুদায় লোক জলমগ্ন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ, মৎস্য এবং মনু দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সেই মৎস্য আলস্যবিহীন হইয়া, বহু বর্ষ পর্য্যন্ত জলরাশি মধ্যে নৌকা আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নগরাজ হিমালয়ের সর্ব্বোন্নত শৃঙ্গ দৃশ্যমান হইলে, মৎস্য সেই দিকে নৌকাকর্ষণপূর্ব্বক উহার সমীপবর্ত্তী হইল। এবং ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক আরোহীঋষিদিগকে কহিল, “এই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন।”, তখন তাহারা ঐ শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ শৃঙ্গ নৌবন্ধন নামে আখ্যাত।

অনন্তর মৎস্য তাঁহাদিগকে বলিলেন, “আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম। অতএব

---

(১) বোধ হয় ঐ নৌকারই অনুকরণ চট্টগ্রামের বালামী কোষ নৌকা। কারণ, উহাতে লৌহ পেরেকাদির কোন সংস্পর্শ নাই। বেত দিয়া তক্তা বন্ধন করিয়া নৌকা প্রস্তুত হয় ও ইচ্ছা হইলে বন্ধন খুলিয়া তক্তা স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা হয়।

মনু, তুমি পুনরায় দেব, অসুর, মানুষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের প্রজা সৃষ্টি কর।” অনন্তর বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থেও ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের প্রাচীন বাইবেল-ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইলে পরমেশ্বর তৎকালীয় ধর্ম্মাত্মা লোমষের (Lamich) পুত্র নোয়েকে (Noa) (১) বলিলেন, আমি সমস্ত জগত বিনষ্ট করিব, অতএব তুমি একখানি গফার (gopher) কাষ্ঠের নৌকা (ark) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তুমি, তোমার তিন পুত্র ও তাহাদের বনিতা এবং সমস্ত জীবিত পদার্থের এক এক দম্পতী ও আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া আরোহণ করিবে। আমি জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিব। এতচ্ছ্রবণে নোয়ে তিন শত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত এক নৌকা প্রস্তুতপূর্ব্বক স্বয়ং তিন পুত্র ও পুত্রবধূত্রয় এবং সমস্ত জীবের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিলেন। তৎপরে ৪০ দিবারাত্রি “আকাশ ভাঙ্গিয়া” বৃষ্টিধারা পতিত হইল। সমস্ত জগৎ জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইল। পৃথিবীতে ঐ জল ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। ঐ নৌকা আরারত পর্ব্বতের উপর লাগিয়াছিল। (২)

হুকার সাহেব হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, আর্মানী দেশে জলপ্লাবন ও আরারত পর্ব্বতে নৌকাবন্ধনের যেমন প্রবাদ আছে, হিমালয়ের প্রান্তদেশে লেপ্‌কা জাতির মধ্যেও ঐ প্রকার প্রবাদ আছে, এবং তাহার নিকটে হিমালয়ের এক শৃঙ্গ আছে, তাহার নাম আরারত। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে ইংরাজী বিদ্যাভূষিত ব্যক্তিগণ নৌকা আরমানী দেশে আরারত পর্ব্বতে আটক হইয়াছিল বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা ভ্রম। ঐ নৌকা যে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিল

---

(১) No নো + A এ = নোয়ে = নেয়ে।

(২) Old Testament, Book of Genesis.

তাহাই প্রকৃত। সুতরাং পুরাণ ও মহাভারতের লেখাই প্রকৃত হইতেছে। অতএব বোধ হয় আরারত অর্থাৎ "নৌকা আটক" এই শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। সুতরাং নৌবন্ধ ও আরারত এই দুই শব্দই এক অর্থবোধক হওয়া সম্ভব।

জলপ্লাবনের বিবরণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সহিত বাইবেলের ও কোরাণের প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য। কেবল নামের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দু শাস্ত্রে বৈবস্বত মনু, বাইবেলে নোয়ে (Noa), কোরাণে নূ লিখিত হইয়াছে। অতএব দেখা আবশ্যক নোয়ে (Noa) নাম কি নিমিত্ত প্রচলিত হইল।

হিন্দুশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, যাহারা হীন আচারকে দূষিত বলিয়া থাকেন তাঁহারাই হিন্দু ; যথা—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিধানে লিখিত হইয়াছে, যাহারা আচারনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনে তৎপর ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ করে না, তাহারাই আর্য্য। যথা—

কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

হিন্দুগণ যেরূপ আচারনিষ্ঠ, বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন জাতিই এরূপ নহে। অতএব হিন্দুগণই প্রকৃতার্থে আর্য্য, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন জাতিই আর্য্য নহে।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ পবিত্রীকৃত। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা পবিত্রীকৃত ভাষা। হিন্দুগণ প্রকৃতার্থে আচারনিষ্ঠ, অতএব আর্য্য, অর্থাৎ পবিত্র জাতি ; এই কারণে তাহাদের ভাষা পবিত্র ভাষা (সংস্কৃত ভাষা) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

ইদানীন্তন দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত ভাষার মূল। এই ভাষার অপভ্রংশ ভাষাই প্রাকৃত অর্থাৎ অনার্য্য (ইতর) লোকের ভাষা। সুতরাং হিব্রু, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষা হইতেছে।

হিব্রু ভাষা ইহুদী জাতির ভাষা। ইহুদী জাতিই সমস্ত ম্লেচ্ছ অর্থাৎ আচারশূন্য জাতির ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। সুতরাং ইহুদী আদিম ম্লেচ্ছ জাতি, বাহীক জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)। হিন্দুশাস্ত্রমতে বাহীক জাতি বিপাশানদীতীরবাসী বহি ও হীক নামক পিশাচদম্পতীর অপত্য। যথা—

বহিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ॥

কর্ণপর্ব্ব দেখ।

নাবিক শব্দের অপভ্রংশই "নেয়ে" অথবা "নাইয়া।" পূর্ব্ববঙ্গখণ্ডে প্রাকৃত ভাষায় নাবিককে নাইয়া ও রাঢ়খণ্ডে "নেয়ে" বলে। হিব্রুভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ হেতু প্রাকৃতভাষা। সুতরাং ইহুদী জাতিরা বোধ হয় নাবিককে "নেয়ে" বলিত। ঐ নৌকা-আরোহীদিগের প্রকৃত নাম কি, তাহা বাইবেলের প্রণেতা অবগত ছিল না। এক জন নেয়ে (নাবিক) কর্ত্তৃক নৌকা প্রস্তুত ও তাহাতে আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন (flood) সময়ে মনুষ্যজাতির বীজ রক্ষা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ঐ জনশ্রুতি অনুসারে হিব্রু ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকৃত নাম বর্ণিত না হইয়া "নেয়ে" নাম লিখিত হইয়াছিল। তদনুসারে "নোয়া" (Noa), "নু" এই নাম অনুবাদিত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতার্থে নোয়া, নেয়ে, নু, নাম নহে, উহা উপাধি মাত্র।

---

(১) সারার্ণব দেখ।

হিন্দুগণ আর্য্য, পবিত্র ও পবিত্রভাষাসম্পন্ন। বোধ হয় তাহারা জলপ্লাবনের সময়ে যে ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার নাম অবগত ছিলেন। সুতরাং তাহারা অনার্য্যভাষিত নেয়ে, নোয়া, নু উপাধি দ্বারা তাহাকে পরিচিত না করাইয়া তাহার প্রকৃত নাম "বৈবস্বত মনু" বলিয়া পরিব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব বৈবস্বত মনুই যে প্রাকৃত অর্থাৎ অনার্য্য-ভাষায় নেয়ে বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। যখন শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে বৈবস্বত মনুর কল্পে জাতিভেদ হইয়াছে, যখন দৃষ্ট হইতেছে বৈবস্বত মনুই অনার্য্য ভাষায় নেয়ে, নোয়া, নু উপাধিতে সংজ্ঞিত, তখন ইংরাজী-রসমার্জ্জিতগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে নেয়ের সময় অর্থাৎ জলপ্লাবনের (flood) পর হইতে জাতিভেদ হইয়াছে।

জলপ্লাবনের পর আদিম সম্প্রদায় (aborigine) শূদ্র সম্প্রদায়ের কতকলোক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ে বিভক্ত হইলে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম ও আচার অবলম্বন করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ জীবন উপায়ের নিমিত্ত ঐ সকল নিয়মাবলি বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশপূর্ব্বক যজন যাজন অধ্যাপন প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে নানা প্রকার দার্শনিকের উৎপত্তি হইয়া কেহ বা বেদের সপক্ষ, কেহ বা বিপক্ষ হইলেন। চার্ব্বাক মীমাংসা করিলেন "স্বর্গ, অপবর্গ, পরলোক ও আত্মা নাই। জাতি ও তদনুযায়ী আশ্রম ও বর্ণাশ্রমানুসারী কর্ম্মকাণ্ডে কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, যজ্ঞোপবীতধারণ ও ভস্মগুণ্ঠনের কার্য্য বুদ্ধি-পৌরুষহীনদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থ স্থাপিত হইয়াছে। যজ্ঞে পশুবধ করিলে ঐ পশুর যদি স্বর্গ লাভ হয় তবে যজমান কিজন্য আপন পিতাকে ঐরূপ বধ না করে? ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়? শ্রাদ্ধ, প্রেতকার্য্য ও অশৌচপালনাদি ক্রিয়া কেবল ব্রাহ্মণের

জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে আদৌ ছিল না। সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয়ের রচয়িতা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর।

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকম্।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চে তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ॥
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ।
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ॥
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ।

নাস্তিক চার্ব্বাকের ও অন্যান্য দার্শনিকের উল্লিখিতরূপ উপদেশ প্রচার হইলে অনেকে বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। এইহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজ হইতে ধর্ম্মসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমাজ স্থাপন হইল। তাহারা কোন নির্দ্ধারিত বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট না হইয়া নাস্তিক, নাথ প্রভৃতি স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেন। অতএব আর্য্যবর্ণত্রয় ও তাহা হইতে অন্যান্য শাখা সমাজ স্থাপিত হইবার পরেই হউক অথবা কেবল আর্য্যবর্ণত্রয়

বিভক্ত হইবার পরেই হউক, ব্রাহ্মণসমাজ হইতে স্বতন্ত্র নিয়ম, আচার ও বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রদীপনামা এক ব্যক্তি অক্ষর, মসী, লেখনী, প্রভৃতি লেখা পড়ার উপকরণ আবিষ্ক্রিয়া করিয়া মসীশ অর্থাৎ লেখা পড়ার ঈশ্বর বলিয়া সংজ্ঞিত হন। সাম, ঋগ্, যজুর্ব্বেদানুসারিণী ক্রিয়াদ্বারা কোন ফল হইতে পারে না, ইহা তিনি জ্ঞানবলে স্থির করিয়া যজ্ঞোপবীতাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাবসিদ্ধরূপে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় নিরত হইলেন। ক্রমে অনেককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বেদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই আর্য্যসমাজত্রয় হইতে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সমাজ ক্ষত্রিয়ের শাখা উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইল।

জগৎসমূহের সকল ঘটনাই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, সাকারবাদিগণ এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং বর্ণসমূহ ব্রহ্মার শরীরসম্ভূত, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। লেখাপড়ার উপকরণ উদ্ভাবন হইবার পূর্ব্বে অপ্রকাশ্যভাবে প্রদীপ ব্রহ্মার শরীরে ছিল, প্রদীপ ব্রহ্মার কায়ে অবস্থিতি করিয়া পরে আবির্ভূত হইয়াছে, কবিকল্পনা দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কায়স্থ ব্রাহ্মণবৃত্তি না করিয়া রাজকার্য্য ও লেখাপড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিশেষ ঐ সমাজ বেদ অনুসারে না চলিয়া বেদধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিদ্বেষের পাত্র হইলেন। সুতরাং বেদাচারীরা কায়স্থকে ব্রাহ্মণ গণ্য না করিয়া তাহাকে আদিম শূদ্রের পূজিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য সদৃশ স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ বলিয়া গণ্য করিল। এইরূপে কায়স্থগণ বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

কালক্রমে কায়স্থগণ সাকার ব্রহ্মোপাসনায় নিরত হইতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। সুতরাং তাঁহারা তন্ত্রানুসারে বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তান্ত্রিক বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই সময় হইতেই কায়স্থ ব্রাহ্মণের শিষ্য ও ব্রাহ্মণ কায়স্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

কালক্রমে কায়স্থ-পুরুষোত্তম চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধীশ্বর হইলেন। রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। তাঁহারা বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত নিয়মাদি অবলম্বন করিলেন। স্থতরাং তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ নিশ্চিত ক্ষত্রিয় হইলেন। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল কারণে ধর্ম্মগ্রন্থে ব্রহ্মকায়স্থ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

মসীশ (কায়স্থ) অর্থাৎ প্রদীপ বেদধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রামাণ্য সাম, ঋক যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন হইলেন না। স্থতরাং তিনি ঐ সকল বেদমতে যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া স্বভাবসিদ্ধ-রূপে বেদাচারী অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম হইলেন। স্থতরাং আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

কিন্তু সামাদিবেদান্ হি ক্ষত্রো বিট্‌শূদ্র এব হি।
গৃহীতবান্ন তৎ কিঞ্চিন্মসীশোহলসতঃ শিবে॥
অতো যজ্ঞোপবীতী ন তে হি যজ্ঞোপবীতিনঃ।
এতে স্যু বৈদিকাচারো মসীশো হি স্বভাবতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞোপবীত হইলেই দ্বিজ ও বেদাধিকারে সমর্থ, বেদাধিকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই ব্রাহ্মণ হয়। কিন্তু কায়স্থ প্রদীপ বেদানুসারী কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলেও স্বভাবতঃই বেদাচারী ছিলেন।

প্রদীপ বেদমতে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ না করা হেতু বেদাচারী ব্রাহ্মণ স্বরূপ গণ্য না হইয়া বেদাচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য স্বতন্ত্র আর্য্যসমাজ-ভুক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। স্থতরাং আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, অদীক্ষাহেতু মসীশ (কায়স্থ) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যতুল্য, যথা—

"তায় ক্ষত্রবৈশ্যোপমায় চ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদমতে দীক্ষিত না হওয়া হেতুই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তুল্য, নচেৎ বেদমতে দীক্ষিত হইলে তাহারা বেদাচারী ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্যতীত আর বর্ণ বা জাতি নাই। চতুর্থবর্ণ একজাতি শূদ্র, পঞ্চম আর বর্ণ নাই।(১) চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশ-ধরগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেও জনসমাজে জাতিতে কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত হইলেন।

চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয়, কাব্যগ্রন্থেও তাহার প্রমাণ আছে। তিনি নলরাজার বেশ ধারণ করিয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হন। উত্তর-নৈষধচরিতে বিবৃত হইয়াছে—

দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈগুর্ণ এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধং তু পত্রস্য মসীদ একোমসেদ্দধচ্চোপরিপত্রমন্যঃ॥

তিনি ক্ষত্রিয় না হইলে ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইতে পারিতেন না।

লেখনী ও অসি দুইয়েরই রাজ্যশাসনে সমান প্রয়োজন। বিরাট সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ক্ষত্রিয়বর্ণ বিরাটমূর্ত্তির বাহুস্বরূপ। তাহাতে খড়্গ, গদা, শূল, পুস্তক, লেখনী, মস্যাধার ও ছেদনী প্রভৃতি ক্ষত্রিয়উপকরণ বিরাটপুরুষের বাম ও দক্ষিণবাহুতে স্থাপিত হইয়াছে। যথা—

মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েচ্চতুর্ব্বেদিচতুর্ম্মুখম্।
রবিশশিবহ্নিতেজো নয়নত্রয়মুজ্জ্বলম্॥
গজসংখ্যো (২) ভূমিপতির্ব্বাহুরূপং বিরাজিতম্।
বামে চর্ম্মমস্যাধারং পুস্তকং পাশধারণম্॥

(১) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ মনু।

(২) গজ শব্দের অর্থ ৮। আট প্রকার ক্ষত্রিয় জগতে বিরাজমান

দক্ষিণে তীক্ষ্ণখড়্গঞ্চ গদাশূলঞ্চ লেখনীম্।
পার্শ্বয়োর্ব্বৈশ্যজাতিস্তু ধনধান্যসমন্বিতম্॥
পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্তু সেবাধর্ম্মপরায়ণম্।
পশ্বাদিজীবসর্ব্বঞ্চ রোমরূপে বিরাজিতম্॥
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।

ক্ষত্রিয়গণ বিরাটপুরুষের বাহুস্বরূপ। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক জাতি। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়জাতিই কায়স্থ উপাধিতে রহিয়াছেন। এই জন্য আপস্তম্বশাখায় বিবৃত হইয়াছে, বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ বলিয়া সংজ্ঞিত; যথা—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে॥ ইত্যাদি

ক্ষত্রিয় আট প্রকার, তন্মধ্যে এক কল্পে এক সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত, বাহু হইতে উৎপন্ন। এই নিমিত্ত পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
মহাভীমো মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥

*　　*　　*

চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।

স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয়, সূর্য্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ও বাহুজাত অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশজাত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এক কল্পে প্রথমোক্ত ক্ষত্রিয়বংশত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥

ত্রয়োদশ রৌচ্য মনুর কল্পে কায়স্থ চিত্রসেন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য

কল্পের ক্ষত্রিয়জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। যথা—

'জাতিশ্রেষ্ঠে গুণৈর্যুক্তে দক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে।
বিশাতয়ত্যরিবলং রৌচ্যং শ্রুত্বা মনূত্তমম্॥

* * *

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ॥

সমস্তকার্য্যই উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেহে বিরাজমান ও পরে আবশ্যকবশতঃ ব্রহ্ম-শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—সাকারবাদিগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং পরাশরীয় কুলার্ণবে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মার বাহুতে অবস্থিত থাকিয়া উৎপত্তি হওয়া হেতু কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত। যথা—

কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থস্তৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

এই জন্যই মেদিনী লিখিয়াছেন—

ক ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ আ পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ।
য় জাতঃ স স্বরূপশ্চ থ ভয়াদ্রক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ কালক্রমে অক্ষরব্যবসায়ী অর্থাৎ লেখক হন, এইজন্য হেমচন্দ্র ব্যক্ত করিলেন—

কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।

কায়স্থ কালক্রমে অক্ষরজীবী এবং তন্ত্রাবলম্বী হইয়া লেখক ও তান্ত্রিক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন, এইজন্য অমরকোষে বিবৃত হইয়াছে—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।

* * *

তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তস্তন্ত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥

স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দনের মতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, আচার-ভ্রষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা বৃষল। এই জন্য স্মার্ত্তবাগীশ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগকে সচ্ছূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তরমঙ্গলবিশেষাচরণঞ্চ
সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নাম চ বোধ্যং।
স্মার্ত্তস্মৃতি, উদ্বাহতত্ত্ব।

সচ্ছূদ্র সংজ্ঞায় ব্রহ্মকায়স্থগণ আখ্যাত হইলেও তাঁহারা প্রকৃতার্থে ক্ষত্রিয়। সুতরাং ধরণীকোষে ক্ষত্রিয়-পর্য্যায়ে সচ্ছূদ্র, মসীশ, দেব, মাথুরী, কায়স্থ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের যুগে স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ কখন সচ্ছূদ্র, কখন শূদ্র, কখন শূদ্র-কায়স্থ, কখন কায়স্থ, কখন সৎকায়স্থ, এইরূপ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই যুগে কারিকাকারক দেবীবর প্রভৃতিও কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, স্মার্ত্তবাগীশ স্মৃতিকর্ত্তা নহেন, সংগ্রহকার মাত্র। তিনি যে পরিমাণ দর্শন করিয়াছেন সেই পরিমাণেই তাঁহার মীমাংসা। বিশেষ, তাঁহার মীমাংসা ও ব্যবস্থা সর্ব্বদেশে প্রামাণ্য নহে। সুতরাং তিনি কায়স্থদিগকে সচ্ছূদ্র, অথবা কারিকাকারকগণ তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিলে তাহা স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের ও প্রাচীন কোষকারকের বর্ণনার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ব্রহ্মকায়স্থকে তান্ত্রিক ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থগণ তন্ত্রানুসারে সম্যক্‌রূপে চলিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়, কখনই আচারহীন ক্ষত্রিয়, বৃষল অথবা সচ্ছূদ্র নহেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কায়স্থসম্বন্ধীয় ঘটককারিকা-বচনের অর্থ নির্ণয়।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্যকায়স্থ, ক্ষত্রিয়কে আদিম শূদ্রবংশজ প্রমাণকরণার্থ অনেকে ঘটককারিকাধৃত অগ্নিপুরাণের বচন ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতঃ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হিমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ॥
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ॥
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনঃ বিচিত্রশ্চ তথৈব চ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ॥
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষ্যতে।(১)
বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ॥
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতা ভুবি।
করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়তনূদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতশ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়বংশসম্ভূতা নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(১) কোন কোন গ্রন্থে "ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে" পাঠ আছে

প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে শাস্ত্রার্থের বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহাতে একবাক্যত্বে অর্থ হয় এরূপ অর্থ করা আবশ্যক, এক-বাক্যত্বে অর্থ হইতে না পারিলে অধিকাংশ শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহারই প্রামাণ্য হইবে। সমান প্রমাণ স্থলে ন্যায়যুক্তির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; যথা—

সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে।
বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাম্।
তুল্যপ্রমাণসত্ত্বে তু ন্যায় এব প্রবর্ত্তকঃ॥

স্মার্ত্তোদ্ধৃত মলমাসতত্ত্ব।

ঘটককারিকাধৃত অগ্নিপুরাণ কায়স্থকে শূদ্রবংশজ বলিয়াছেন। কায়স্থ ক্ষত্রিয়, এতৎসম্বন্ধে অধিকাংশ প্রমাণ থাকা স্থলে কেবল মাত্র এক ঘটকারিকার বাক্য কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, যখন সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াছেন ব্রহ্মকায়স্থ জাতিতে ক্ষত্রিয়, তখন অগ্নিপুরাণ যে ঐ সকল গ্রন্থের অনৈক্যে কায়স্থকে শূদ্রবংশজ বলিবেন কখনই সম্ভব নহে। বস্তুতঃ অগ্নিপুরাণে ঐ সকল বচন নাই।

তথাপি "হিমনামাসুত স্তস্য" এই পদের "তস্য" শব্দ প্রথম পংক্তির প্রজাপতির সর্ব্বনামপদ গণ্য করিলে আর কোন গ্রন্থের সহিতই বিরোধ থাকে না। সুতরাং কায়স্থ ব্রহ্মার পুত্র, এইরূপ অর্থ হইবে।

অগ্নিপুরাণের উল্লিখিত বচনের "আদৌ" শব্দ দ্বারা প্রথমোৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি ব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণত্রয় আর্য্য। সুতরাং প্রথম দুই পংক্তিতে আর্য্য বর্ণত্রয়ের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে।

শূদ্র অনার্য্য, ঐ বর্ণত্রয়ের সেবক। সুতরাং তৃতীয় পংক্তি দ্বারা শূদ্রের উৎপত্তি ও বৃত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথমোৎপন্ন ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের পরে কায়স্থ ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত ও স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং চতুর্থ পংক্তি হইতে তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ করিলে কোন শাস্ত্রের সহিত বিরোধ থাকে না।

পুরাণ মধ্যে সাত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার ভেদ আছে। মানবগণ তামসপুরাণ পাঠ না করে এজন্য পুরাণসকল ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কোন্ পুরাণ পাঠ্য ও অপাঠ্য তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,, মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয় খানি পুরাণ তামস। বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয়খানি সাত্বিক ; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই ছয় খানি রাজসিক পুরাণ। (১) সাত্বিকপুরাণ পাঠে মোক্ষ, রাজসপুরাণ পাঠে স্বর্গ, ও তামসপুরাণ পাঠে নিরয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।(২)

(১) তামসপুরাণানি, যথা—
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কন্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি। ইত্যাদি
সাত্বিকপুরাণানি, যথা—
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্॥
সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।
রাজসপুরাণানি, যথা—
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
ইতি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে।

(২) সাত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ॥

তামসপুরাণ অনাদৃত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা লোপ হইবার উপক্রম হইল। বহু আয়াসলব্ধ পুরাণসকল একেবারে লোপ না হয়, এই নিমিত্ত পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার এক এক অংশ পুণ্যপ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। অগ্নিপুরাণের ঈশানকল্পবৃত্তান্ত, বশিষ্ঠ অনল যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠ ও শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।(৩) সুতরাং অগ্নিপুরাণের অপর অংশ তামস বলিয়া অপাঠ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঘটককারিকার ঐ উক্তি অগ্নিপুরাণেই নাই। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় ঐ বচন তদীয় শব্দকল্পদ্রুমে লিখিয়াছেন এবং "ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষ্যতে" স্থলে "ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে" কোন পুস্তক দৃষ্টে লিখিয়াছেন। ইহা নিশ্চয় বেতনভোগী ব্রাহ্মণদের কার্য্য।

বেদ বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূঃ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥
ইতি শ্রুতিঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণম্।

(৩) ব্রহ্মোবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তবাগ্নেয়পুরাণকম্।
ঈশানকল্পবৃত্তান্তং বশিষ্ঠায়ানলোঽব্রবীৎ ॥
তৎপদদশসাহস্রং নাম্নাং চরিতমদ্ভুতম্।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্ ॥
নারদীয়পুরাণ-চতুর্থপাদে।

চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

বেদ বলিতেছেন, বিরাটপুরুষের মুখই ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, দুই বাহুকে রাজন্য করা হইয়াছিল, যাহা বৈশ্য তাহাই তাঁহার উরু। স্মৃতিতে বলেন মুখ বাহু হইতে ব্রাহ্মণাদি হইয়াছে। পুরাণ বলেন চন্দ্র, সূর্য্য ও মনুদিগের বংশ ক্ষত্রিয়, বাহু হইতে অন্য ক্ষত্রিয় হইয়াছে। মানসপুত্রগণ হইতে ব্রাহ্মণ, মুখ হইতে অন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছে। কেহ বলেন বাহু হইতে, কেহ বলেন বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে। ইহার মীমাংসা কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি নানা ভাবে নানা সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ঘটক রামানন্দ শর্ম্মা অগ্নিপুরাণের নামে ঐরূপ বচন ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কারিকাতে কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশজাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়, অতএব "চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষ্যতে" এই পাঠই সঙ্গত।

স্মার্ত্তবাগীশের ডিক্রী অনুসারে দক্ষিণরাঢ়ীয়-কারিকায় লিখিত হইল "অথ শূদ্রস্য পরিচয়ঃ"। এই কারিকাকারক কায়স্থগণের বঙ্গাগমনের বেশ ও তাহাদের পরিচয় যে সকল শব্দদ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাহারা ক্ষত্রিয়রাজবংশজ প্রমাণিত হইয়াছে।

দেবীবর রাঢ়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের মেলস্থাপক। তিনি ব্রাহ্মণদিগের বিষয় বর্ণনাকরণসময়ে আনুষঙ্গিকরূপে কথঞ্চিৎ অত্রদেশীয় কুলীনকায়স্থদিগের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাচারিতা ব্যবহার করিয়া

অনেক ব্রাহ্মণকেও অকারণ হীন বলিয়াছেন। তিনি প্রভাকরের অংশকে কুলশূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, যথা—

"ডেকে বলে দেবীবর নিষ্কুল প্রভাকর।"

প্রভাকরও যখন দেখিলেন যে দেবীবর অকারণ আপন গ্রন্থে এইরূপ লিখিলেন তখন তিনি তাহাকেও 'নির্ব্বংশ হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। যথা—

"ডেকে বলে প্রভাকর নির্ব্বংশ দেবীবর।"

যখন অনেক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেও দেবীবর খড়্গহস্ত, তখন কায়স্থের ভাগ্যে তাহার লেখনী যে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্মার্ত্তবাগীশের ডিক্রীর বিরুদ্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বা আচারহীন ক্ষত্রিয় বলিবেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। তথাচ দেখা আবশ্যক তাহার বর্ণিত অবস্থা দ্বারা কতদূর নিশ্চয় হইতে পারে।

দেবীবর পঞ্চকায়স্থের নাম ও গোত্র ব্যক্ত করণার্থ এইরূপ ভূমিকা করিয়াছেন, যথা—

যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থং বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভো শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥

অর্থাৎ হে শূদ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নাম ও গোত্র কি, এবং কি জন্যই বা ব্রাহ্মণগণের সহিত আগমন করিয়াছেন? এই পদগুলি মহারাজ আদিশূরের মুখনিঃসৃত প্রশ্নসূচক বাক্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

দেবীবর বসু, ঘোষ, গুহ মিত্র এই চারি জনের পরিচয় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজার বাক্য শ্রবণে তাহারা স্ব স্ব নাম ও গোত্র বলিলেন। কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষমহামতির দাস গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দাস সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ। ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের দাস আমি বিরাটনামা গুহ, আমার কাশ্যপগোত্র।

সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ মুনির দাস মিত্রবংশোদ্ভূত বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস এই হেতু শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া আখ্যাত। যথা—

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ গোত্রনামকে।
কাশ্যপে বৈ চ গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালিনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশ্যো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥

দত্তের পরিচয়স্থলে দেবীবর দত্তকে ছান্দড় মুনির দাস ও "এই হেতু শূদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া খ্যাত" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই। যথা—

বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥

অর্থাৎ বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়মুনি, মৌদ্গল্যগোত্রীয় আমি পুরুষোত্তম দত্ত ইহাদিগকে রক্ষাকরণার্থ আপনার আলয়ে আসিয়াছি।

দত্ত ছান্দড় মুনির দাস নহে। আদিশূরের প্রশ্নোত্তরে বসু প্রভৃতি পঞ্চজন স্ব স্ব পরিচয় দিতেছেন। যিনি যে মুনির শিষ্য তিনি সেই মুনির নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহার দাস বলিয়া পরিচয় দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু দত্ত যখন ছান্দড় মুনির শিষ্য বা দাস নহে তখন তিনি স্বীয় পরিচয়স্থলে কি নিমিত্ত ছান্দড় মুনির নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিবেন?

ইত্যগ্রে দেবীবর বর্ণনা করিয়াছেন যে আদিশূর ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পঞ্চ শূদ্রকেও স্তব করিয়াছিলেন; যথা—

এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টান্যৎ শূদ্রপঞ্চকম্।

সুতরাং তিনি যে দত্তকে শূদ্র বলেন নাই তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। অতএব তিনি প্রথমতঃ বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত সম্বন্ধে "শূদ্রপঞ্চক", দ্বিতীয়তঃ তাহাদের উদ্দেশ্যে "শূদ্রপুঙ্গবাঃ" বলিয়া, তৃতীয়তঃ বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র সম্বন্ধে "ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ" বাক্য শুনিয়া পরিশেষে দত্তের পরিচয় বিস্তারিত বর্ণনাস্থলে তাহাকে অন্যরূপ শুনিতে হইল কেন?

অনেকে বল্লালসেনকেই আদিশূর বলিয়া ভ্রম করেন। বল্লালসেনের কৌলীন্য নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করণ সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই চারি বংশ বিপ্রদাস বলিয়া স্বীকার করেন, না তাহার ৪।৫ শত বৎ পূর্ব্বে আদিশূরের সভায় করেন? কৌলীন্য প্রথা করিলেন বল্লাল, তিনিই দত্তকে বিপ্রদাস স্বীকার না করাতে নিষ্কুল করিলেন। দেবীবর, রামানন্দ প্রভৃতির দ্বারা ঘটকগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বল্লালেরও ২।৩ শত বৎসর পরে। তখন কায়স্থকে বিপ্রদাসত্ব স্বীকার করাইতে ও শূদ্রতুল্য করিতে ব্রাহ্মণেরা বিশেষ প্রয়াস করিতেছিলেন। সুতরাং এ সকল পরিচয় কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পূর্ব্বাগত যে সকল প্রবাদ বচন তাহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আদিশূর কান্যকুব্জে যে পত্র লিখেন, তাহা কারিকায় এই সকল শব্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; যথা—

সুকৃতসুকৃতসংহাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিতসুগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্তু।

অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থে দক্ষ, বিপক্ষপরাজয়ে সমর্থ, শ্রুতিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলসম্ভূত দ্বিজগণকে পাঠাইবেন।

অতএব এস্থলে দ্বিজ শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ অথবা বিপ্র শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিজ শব্দে কেবল ব্রাহ্মণকে বুঝাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায়। সুতরাং প্রতীতি হয় যে আদিশূরের যজ্ঞে বিপক্ষ পরাজয়ে অর্থাৎ যজ্ঞের অনিষ্টকারী ব্রহ্মরাক্ষস নিরাসনে সক্ষম এবং বেদপারগ অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্য সম্পূর্ণকরণে ক্ষমতাবান্ এইরূপ দ্বিজের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

উল্লিখিত বলবীর্য্যশালী দ্বিজের আবশ্যক হওয়ায় কনৌজাধিপতি দুই প্রকারের দ্বিজ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা গোযানে আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইলে রাজার অশ্রদ্ধা জন্মে। যথা—

গোযানারোহিণো বিপ্রান্ খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পত্তিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥

দেবীবর আর এক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন যে কয়েকজন ব্যক্তি অশ্বারোহী, অসিকবচধারী, অস্ত্রশস্ত্র শব্দকারী, আর কাহারও কিছুমাত্র ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই দর্শন করিয়া আদিশূর "একি? একি?" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যথা—

অসিকবচধনূংষি প্রাদধন্তঃ কয়েতে
প্রবলতুরগরূঢ়া অস্ত্রশস্ত্রৌঘবন্তঃ।
নহি ধরণিসুরাণাং কিঞ্চিদাসাদ্য চিহ্নম্
কিমিতি কিমিতি কৃত্বাঽগচ্ছদন্তঃপুরং সঃ॥

ব্রাহ্মণ যে কোন বেশ ধারণ করুন না কেন, তাঁহার চিহ্ন ললাটবিরাজিত তিলক। ফোঁটা দ্বারাই ব্রাহ্মণকে চেনা যায়। প্রবাদ এই যে "জানা ব্রাহ্মণের ফোঁটার দরকার কি?" অতএব যখন এই অশ্বারোহী কয়েকজনের ব্রাহ্মণের চিহ্ন ছিল না তখন ঐ বচন কায়স্থ-

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে হইতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে পত্তিবেশে গোযানে দর্শনপূর্ব্বক আদিশূরের বিষাদ জন্মিয়াছিল এবং কায়স্থ কয়েকজনকে বীরবেশে দর্শন করিয়া তিনি ভয়ে অন্তঃপুরে গমন করেন।

দেবীবর আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে আদিশূরের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ব্রাহ্মণেরা তাহা অবগত হইয়া নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠের উপর রাখিলেন; যথা—

অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতম্॥ ইত্যাদি।

যখন ব্রাহ্মণগণ গোযানে আগমন করা হেতু রাজা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, যখন লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই এরূপ কয়েকজনকে অশ্বারোহণে দর্শন করিয়া রাজা সভয়ে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, যখন বিবৃত হইয়াছে যে দ্বিজোত্তমেরা নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠোপরি স্থাপন করিলেন, তখন আদিশূরের যজ্ঞে যে দুই প্রকার দ্বিজ আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। আদিশূরের যজ্ঞে প্রধানতঃ পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবীবরের রচনার ভাবে বসু প্রভৃতি পঞ্চজন দ্বিজ ও পঞ্চব্রাহ্মণ "দ্বিজোত্তমাঃ" এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। আদিশূরের যজ্ঞে যে দশ জন দ্বিজ আসিয়াছিলেন, তাহা কবিভট্ট শালিবাহনধৃত বচনেও প্রকাশ আছে; যথা—

গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥

অতএব দেবীবরের বচনের এই বচন সহ সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে। তৎপরে লিখিত হইয়াছে—

তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতম্।
ইতি দৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥

অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য মল্লকাষ্ঠোপরি রাখিলে ঐ কাষ্ঠ সজীব

হইয়া ফল ও পুষ্পসংযুক্ত হইল। এতদ্দর্শনে রাজার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তদনন্তর লিখিত হইয়াছে, রাজা তাহাদিগকে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া আসন ও পাদ্য আনিয়া বিনয় সহকারে প্রদান করিলেন; যথা—

স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষামকরোৎ স নৃপোত্তমঃ।
আসনং পাদ্যমানীয় দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্।

আদিশূর স্তবস্তুতি করিয়া আসন ও পাদ্য আনিয়া বিনয়পূর্ব্বক প্রদান করিলে পঞ্চজন দ্বিজ ও পঞ্চ শূদ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন; ও রাজা তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা—

উপবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ তথা চ শূদ্রপঞ্চকাঃ।
রাজং স্তে কুশলং সর্ব্বং প্রোচুশ্চেত্যবদৎ স তান্।

এস্থলে একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রজাতি ত্রিবর্ণের সেবা করিবে ও দ্বিজাতিরা তাহাদিগকে পরিধানের অযোগ্য শীর্ণ বসন প্রদান করিবেন।(১) দেবীবর লিখিয়াছেন, বসু ঘোষ প্রভৃতি চারি জন শ্রীহর্ষ প্রভৃতি চারি জনের দাস। আদিশূর একজন প্রধান রাজা, তিনি যে ঐ পরিচারক দাসকে এতাধিক বিনয় সহকারে স্তবস্তুতি করিয়া আসন ও পাদ্য (পাদ প্রক্ষালনার্থ জল) স্বহস্তে আনিয়া দিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমতুল্যভাবে তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন, ইহা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এক্ষণেও দেখা যাইতেছে, সভাস্থলে পরিচারক দাস আপন প্রভুর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইতে পারে না, সে ভর্ত্তা হইতে অনেক দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া কেবল প্রভুর অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। যাহারা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুলসম্ভূত লোক তাহারা বিশেষমতে এই বিষয় অবগত আছেন। অতএব ব্রাহ্মণের

(১) অধার্য্যাণি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ।
শূদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তস্য ধর্ম্মধনং হি তৎ॥

পঞ্চ পরিচারক দাস যে রাজপ্রদত্ত আসনে ব্রাহ্মণদিগের সমতুল্যভাবে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণসদৃশ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইল, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে বসু, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থ শ্রীহর্ষ প্রভৃতির পরিচারক দাস বা শূদ্র ছিলেন না। তাঁহারা ক্ষমতায় ও মর্য্যাদায় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমতুল্য ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদের কুলীন-নির্ণায়ক নবগুণ ও ব্রাহ্মণের কুলীননির্ণায়ক নবগুণ সমান। "শূরপঞ্চকাঃ" পাঠ এস্থলে ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

আদিশূর, বসু ঘোষ প্রভৃতিকে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন "অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, আমিই জীবিতগণের মধ্যে সুজীবিত, আপনারা যখন আগমন করিয়াছেন, তখন আমার জাতি ও আমার বাটী পবিত্র হইল।" এইরূপ স্তব করিয়া পঞ্চশূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে শূদ্রশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের নাম ও গোত্র কি? কিজন্যই বা আপনারা ব্রাহ্মণগণের সহিত আগমন করিয়াছেন? এই বিষয় আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনারা বলুন।" যথা ;—

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যতঃ॥
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টান্যৎ শূদ্রপঞ্চকম্।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থং বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥

জাতিমিত্র এই বচন উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার স্তব করিয়া শূদ্রপঞ্চককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। এতৎসম্বন্ধীয় সকল বচনই উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখুন, আদিশূর কেবল ব্রাহ্মণের স্তব করিয়াছিলেন, শূদ্রের স্তব করেন নাই—তাহা কোন্ শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে? জাতিমিত্র অম্বষ্ঠবংশীয়কর্ত্তৃক প্রকাশিত, সুতরাং এরূপ অর্থান্তর করা হইয়াছে।

যাহা হউক, আদিশূর যে বসু, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থের পদপ্রসাদে পবিত্র হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

দেবীবর যে সকল শব্দপ্রয়োগপূর্ব্বক পঞ্চকায়স্থের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বসু, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের সমতুল্য ছিলেন। যখন কারিকার লিখিত আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে তাহারা পঞ্চব্রাহ্মণের সমতুল্য ও ক্ষত্রিয়, তখন ঐ সকল গ্রন্থ কখনই যে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তবে কালক্রমে কারিকার লিপিকারগণ কায়স্থদিগকে শূদ্র করিবার অভিসন্ধিতে যেখানে "শূর" বা "কায়স্থ" শব্দ দেখিয়াছেন সেইখানেই "শূদ্র" শব্দ বসাইয়াছেন।

কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রিয় কি না—এই বিষয় প্রতিপাদন।

মনুস্মৃতিতে বিবৃত হইয়াছে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়, চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্য সাবিত্রীসংস্কারপ্রাপ্ত অর্থাৎ উপনীত না হইলে সাবিত্রীপতিত ব্রাত্য হইয়া আর্য্যসমাজে নিন্দনীয় হইবে; যথা—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥
অত উর্দ্ধং ত্রয়োপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ॥

সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে মনুস্মৃতি হইয়াছে।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, সত্যযুগে সনাতনধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদানুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না, সকলেই এক

আচার, আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র ও বিধিসম্পন্ন, একদেবানুরক্ত ও সমানকর্ম্ম-বিশিষ্ট ছিলেন। দ্বাপরযুগে বেদ চারি ভাগে এবং ক্রিয়াকলাপও বহুধা বিভক্ত হইয়াছে।(১)

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, বৈবস্বত মনুর কল্পে যে সমুদয় দ্বাপরযুগ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক দ্বাপরযুগেই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইলে তাহা হইতে সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ, নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত ও জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছে।(২) বৈবস্বত মনুর কল্পই জলপ্লাবনের (Flood) কল্প। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে জলপ্লাবনের পর যে দ্বাপর-যুগ হইয়াছিল তাহার বিষয়ই মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, নিগম হইতে আগম, আগম হইতে যামল, যামল হইতে বেদ, বেদ হইতে আদিস্মৃতি (বৃহৎ মনুস্মৃতি), ঐ স্মৃতি হইতে পুরাণ এবং পুরাণ হইতে ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে ; যথা—

নিগমাদাগমো জাত আগমাদ্ যামলোদ্ভবঃ।
যামলাদ্বেদ উৎপন্নো বেদাৎ স্মৃত্যাদয়োঽপি চ॥
স্মৃত্যাদেশ্চ পুরাণানি পুরাণাদিতিহাসকাঃ।

নিগম শব্দের অর্থ নিবৃত্তিমার্গ। শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যজ্ঞ, দান, হোম প্রভৃতি দ্বারা যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার ফলভোগের নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে। নিবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ কামনাবিহীন হইয়া এক সচ্চিদানন্দ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় মনঃসংযোগ না হইলে মোক্ষলাভ হইবে না। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনে সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। অতএব প্রতীতি হয় যে যদ্দ্বারা সকলই এক - এইরূপ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে নিগম বলে।

(১) বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩৫১-৩৫২ পৃঃ।
(২) রামসেবক ভট্টাচার্য্যের অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ, ২৩৪—২৪৪ পৃঃ।

আগম শব্দের অর্থ প্রশস্ত পথ বা নিয়ম। সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ঐরূপ লোকের হিতার্থ আগমের সৃষ্টি। ইহাতে দিব্যাচার, পশ্বাচার, বীরাচার প্রভৃতি উপাসনার পদ্ধতি, দেব-সংস্থান, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্ম, ধ্যান, যোগ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রকটিত হইয়াছে। যথা—

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চ্চনা।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

বারাহীতন্ত্রম্।

আগমের আর এক নাম তন্ত্র।

নিগম ও আগম বিভিন্ন হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্থাপন ও জাতিভেদের সূত্রপাত হয়। সুতরাং বর্ণভেদ, জ্যোতিষতত্ত্ব, ও যুগধর্ম্মনির্ণয়পূর্ব্বক যামলের আবির্ভাব হইয়াছে ; যথা—

সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানাং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

বারাহীতন্ত্রম্।

নিগম, আগম ও যামলের সৃষ্টির পর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগের সূত্রপাত হয়। তখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন-বর্ণ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের সামঞ্জস্যসাধন ও বিদ্বেষাপনোদনপূর্ব্বক শান্তিস্থাপনার্থ আগম, নিগম ও যামলের সারভূত কর্ম্মকাণ্ড সম্বলিত লক্ষমন্ত্রাত্মক বেদের উদ্ভব হয়।

মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে "প্রথমে সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর, উহার সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ। ত্রেতা-

যুগের পরিমাণ ত্রিসহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপ। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে একশত বৎসর।(১) ইহাকে মানুষী যুগসংখ্যা বলে। এইরূপ সহস্র মানুষযুগে ব্রহ্মার এক যুগ। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বৈবস্বত মনুর কল্পে অর্থাৎ জলপ্লাবনের পর সত্য ও ত্রেতাযুগের পরিমাণ ন্যূনসংখ্যায় ৮৪০০ বৎসর পরে সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ ও ঐ বেদ-চতুষ্টয় হইতে মনুস্মৃতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে এই বেদচতুষ্টয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে ৮৪০০ বৎসর ব্রাত্য সম্বন্ধীয় বিধান প্রচলিত ছিল না।

নিগম, আগম ও যামলোক্ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বেদচতুষ্টয় সংরচিত হইয়াছে। সুতরাং সকল বেদেই নিগম, আগম ও যামলোক্ত ধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে। বেদের সারমর্ম্ম সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করা।(২) পশ্বাচার ও বীরাচার দ্বারাই জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা মনের একাগ্রতা স্থাপন করিতে পারে। সুতরাং শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে অগ্রে প্রতিমাপূজা দ্বারা মনের একাগ্রতা স্থাপন করা কর্ত্তব্য।(৩) তপ, জপ ও পুরশ্চরণ দ্বারা পুণ্য লাভ হয়। পৃথিবী, জল, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত দ্বারা সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং উহাদের উদ্দেশ্য যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তজ্জন্য তিথি, বার, যোগ ইত্যাদির বিধান স্মৃতিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।(৪) এইজন্য মৈত্রায়ণী উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, পাষাণ, মণি ও মৃণ্ময় বিগ্রহের পূজা দ্বারা পুনঃ পুনঃ সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব

(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, পৃঃ ৪৪২।

(২) এই ভাগ নিগমোক্ত ধর্ম্ম।

(৩) এই ভাগ আগম অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম।

(৪) এই ভাগ যামলোক্ত ধর্ম্ম।

জন্ম দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বাহ্যিক পূজা ত্যাগ করিয়া অন্তরে ভগবানের ধ্যান করিবে—

পাষাণমণিমৃণ্ময়বিগ্রহেষু পূজা পুনর্ভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চ্চন মেব কুর্য্যাৎ বাহ্যার্চ্চনং পরিহরেদপুনর্ভবায়॥
সামবেদ, মৈত্রায়ণী শাখা।

ঋগ্বেদে ব্যক্ত হইয়াছে—

ক। এবেন্দ্রাগ্নী পপিবাংসা সংতস্য বিশ্বাস্মভ্যং সংজয়তং ধনানি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মা মহন্তা মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।
খ। এতং সোমস্য সূর্য্যস্য সর্ব্বং লিঙ্গং স্থাপয়তি পাণিমন্ত্রং পবিত্রম্।
তৈত্তিরীয়।

যজুর্ব্বেদে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

ক। অপঃ পরিষিঞ্চতি রুদ্রস্যাং তহিত্যৈ
ইতি নহি লিঙ্গাদ্যভাবে অপাং পরিষেকঃ সম্ভবতি চ।
হিরণ্যকেশীয় শাখা।

খ। যজুরপ্যাহ লিঙ্গং বৈ সর্ব্বাং স্থাপয়তীতি তৎ।
তস্মাৎ স্থাপ্যং মহালিঙ্গং পাণিমন্ত্রেতি মন্ত্রিতম্।
পাণৌ লিঙ্গং বিনিক্ষিপ্য দীক্ষাকালে গুরুঃ শিবম্। ইত্যাদি—
শঙ্করসংহিতা।

অথর্ব্ববেদে লিখিত হইয়াছে, যথা—

দূর্ব্বাঙ্কুরৈর্যজতি স বৈশ্রবণোপমো ভবতি মহানগ্যাং
প্রতিমাসন্নিধৌ বা জপ্ত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবতীতি। অথর্ব্বশীর্ষ।

কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে দীক্ষার নিয়ম ব্যবস্থিত হইলেও কোন নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সাবিত্রীদীক্ষা গ্রহণ না করিলে যে ব্রাত্য হইতে হইবে, তাহা কোন বেদেই বিধিবদ্ধ হয় নাই। বরং তদ্বিপরীত বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে আর দীক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সনাতন ব্রহ্মধর্ম্মপালন করাই মোক্ষধর্ম্মসাধন।

মনুষ্যপ্রকৃতি নূতনপ্রিয়; সুতরাং সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদ সৃষ্ট হইলে মানবগণের মধ্যে অনেকে তদনুসারা কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণগণ তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমাজে বেদেরই আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

অথর্ব্ববেদ রাজধর্ম্ম-নিয়ামক। অতএব প্রতীতি হয় যে অথর্ব্ববেদের আবির্ভাব হইবার পরেই প্রজাশাসন-বিষয়ক দেওয়ানি, ফৌজদারী কার্য্যসংক্রান্ত বিধি সংবদ্ধ করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং মনু তৎসম্বন্ধে নানাবিধ আইন স্থাপন করেন। এই সময়ে মানবগণের মধ্যে কেহ বা প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা, কেহ বা যামল, কেহ বা তন্ত্র, কেহ বা সাম, কেহ বা ঋক্, কেহ বা যজুঃ, কেহ বা ত্রিবেদ, কেহ বা দ্বিবেদ, কেহ বা একবেদ, কেহ বা চতুর্ব্বেদ অনুসারে ধর্ম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও বিবিধ তন্ত্রবিহিত কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মসিদ্ধ হইবার বিধি স্থাপন হইয়াছে। যথা—

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মসিদ্ধিমভীপ্সতা॥

মনু, দ্বাদশ অধ্যায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিগমোক্ত কার্য্য দ্বারাই হউক, তন্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারাই হউক, বেদোক্ত কার্য্য দ্বারাই হউক, যিনি যে কর্ম্ম কাণ্ডানুসারে চলিতেছেন, তাঁহার তদনুসারেই ধর্ম্মসিদ্ধি লাভ হইবে।

এই সময়ে অনেকে বেদত্যাগী ও নাস্তিক হইয়াছিলেন। সুতরাং মনু বেদবিহিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র আইন স্থাপন করিলেন। বেদের প্রবেশিকা স্বরূপই সাবিত্রী দীক্ষা। এই জন্য তিনি বেদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সম্বন্ধে বিধান করিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য অর্থাৎ নিন্দনীয় হইতে হইবে।

অনেকের ধারণা, ব্রাত্য হইলে পতিত হইয়া সমাজচ্যুত হইবে। পাণ্ডবগণ উপবীতধারী ক্ষত্রিয়। বৃষ্ণিবংশীয় সুভদ্রাকে পাণ্ডববংশীয় অর্জ্জুন ও কুন্তীকে পাণ্ডু রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাত্য ব্যক্তি পতিত বা সমাজচ্যুত নহে, তিনি কেবল আচারসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট নিন্দনীয় মাত্র। নিন্দনীয় হইলেও তাহার সহিত আচারসম্পন্ন ব্যক্তির বিবাহ, আহার ব্যবহার প্রভৃতি কোন প্রকার কার্য্য করণের প্রতিবন্ধক ছিল না ও নাই।

নিগমোক্ত ধর্ম্মসাধনে আদৌ কোন প্রকার সংস্কারের প্রয়োজন নাই। আগমোক্ত ধর্ম্মসাধনে যে কেবল মাত্র সাবিত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এমত নহে, তন্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ না করিলে সকলকেই ব্রাত্য হইতে হইবে—মনু যদি ইহাই স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং তন্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা কি প্রকারে ধর্ম্মসিদ্ধি হইতে পারে?

সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাত্যসম্বন্ধীয় বিধি কেবল বেদাচারীর জন্য স্থাপন হইয়াছে, নিগমাবলম্বী ও তান্ত্রিকের জন্য নহে।

মনু উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে ঐ আইনের কোন কোন বিধি এবং স্থানীয় আচার ও ব্যবহার গ্রহণ পূর্ব্বক অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ এক এক স্থানের নিমিত্ত এক এক আইন প্রণয়ন করিলেন। ঐ সকল আইনও স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীত আইন মিথিলা দেশের জন্য ব্যবস্থিত। কিন্তু সকল স্মৃতিতেই ব্যবস্থিত হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ দ্বৈতপক্ষরহিত নিগমোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। যথা—

প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে।
তৎ সর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজানামুপকারকম্॥

* * * * *

দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যে বিপশ্যন্তি।
অতঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থবিস্তরাঃ॥
অদ্বৈতানাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ।
বোধস্বরূপমাত্রন্তু জ্ঞানালোকং নিরাময়ম্।
আনন্দৈকরসং নিত্যং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ সনাতনম্॥ দক্ষঃ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক দ্বাপরযুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পুরাণ প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান কলিযুগই অষ্টাবিংশতি কলিযুগ। সত্যযুগে সমস্ত আইনের (স্মৃতির) মধ্যে সাধারণতঃ মনুর স্মৃতি, ত্রেতাযুগে গৌতমস্মৃতি, দ্বাপরে শঙ্খ-লিখিত ও কলিতে পরাশরের প্রণীত স্মৃতি অগ্রগণ্য হইয়া তদনুসারে মানবগণের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে এবং ঐ স্মৃতি চতুষ্টয়ই সাধারণতঃ বলবৎ আইন স্বরূপে গণ্য হইয়াছে। যথা—

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥ পরাশর।

আবার সত্যযুগে বেদ, ত্রেতাযুগে স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ ও কলিতে আগমই (তন্ত্র) ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যথা—

যুগাদৌ বেদমার্গেণ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্মতম্।
পুরাণোক্তেন বিধিনা দ্বাপরে ফলদায়কম্। যামলে।

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণানুসারে কার্য্য করিবার বিধি স্থাপন হইলেও কলিযুগে নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রানুসারে কার্য্য করণার্থ যেরূপ কঠোর শাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদ্রূপ সত্যযুগে কেবলমাত্র

বেদ, ত্রেতায় কেবলমাত্র স্মৃতি, দ্বাপরে কেবলমাত্র পুরাণানুসারে চলিবার নিমিত্ত শাসন স্থাপিত হয় নাই। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্মৃতি ও দ্বাপরে পুরাণ অগ্রগণ্য হইলেও ঐ তিন যুগের প্রত্যেক যুগেই বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রচলিত ছিল ও তদনুসারে কার্য্য হইত। কিন্তু কলিযুগের শাসনের প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে কলিতে বেদ ও পুরাণের আধিক্য একেবারে রহিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, "যিনি কলিযুগে তন্ত্র ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করেন, তিনি নিশ্চয়ই নারকী, তাহার আর নিস্তার নাই। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিবে না।" যথা—

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি, সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। যামলে।

নির্ব্বাণতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে "কলিযুগে তন্ত্রব্যতীত যে অন্য পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসিদ্ধির ইচ্ছা করে, সে দুর্ম্মতি ; ঐ কার্য্য গঙ্গাতীরে কূপ খনন করিয়া তৃষ্ণা নিবারণের কার্য্যমাত্র।" যথা—

কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥

যামলে বিবৃত হইয়াছে "কলিতে আগমব্যতীত অন্য বিধানের দ্বারা কখনই ফল লাভ হইবে না।" যথা—

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে কলিতে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা প্রশস্ত।

কলিতে তন্ত্রানুসারিণী দীক্ষা ও মন্ত্র ব্যতীত অন্য দীক্ষা ও মন্ত্র আদৌ মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, যথা—

কালৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণং ফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
তথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥ নির্ব্বাণতন্ত্র।

দীক্ষা ও মন্ত্র শব্দের অর্থ যামলে ও তন্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; যথা—

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥

যামলে ও তন্ত্রে মন্ত্রশব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে যদ্দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভ হয় তাহাকে মন্ত্র বলে; যথা—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধ্যৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥

কলিতে তন্ত্রদীক্ষাই জপের মূল, তপের মূল, ঐ দীক্ষা ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই, যথা—

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেৎ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥ যামলে।

অতএব এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতীতি হয় যে সাবিত্রীদীক্ষা কেবল বেদাচারী সমাজের জন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ বিধি সংবদ্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ অনুমান অর্থাৎ নিগম ও আগমোক্ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণের বিধি ব্যবস্থিত রহিয়াছে। কলিযুগে তন্ত্রব্যতীত অন্য দীক্ষা দ্বারা মুক্তিসাধন করা পাপাবহ।

মনুস্মৃতির পূর্ব্বে সত্য ও ত্রেতা যুগ অর্থাৎ ৮৪০০ বৎসর পূর্ব্বাবধি

ব্রহ্মকায়স্থ প্রদীপ ও তাঁহার বংশধরগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা ও তৎপরে আগমানুসারে বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বকল্পের রৌচ্য মনুর কাল অবধি কায়স্থ চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র এবং তাহাদের বংশধরগণ বেদানুসারী সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াই এক মাত্র উপাসনার মূল, তন্ত্র ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করা পাপাবহ। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রাহ্মদিগের উপাসনার নিশ্চিত নিয়মের প্রয়োজন নাই, যিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, যথা—

ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

সুতরাং এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ইচ্ছানুসারে তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব এই যুগে বেদোক্ত সাবিত্রী-সংস্কার না থাকা হেতু এই ক্ষত্রিয়গণ কখনই ব্রাত্য নহেন; বরং তাহারা তান্ত্রিক। কলিযুগে যে ধর্ম্মাবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহারা তাহাই সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার। তদুক্ত ধর্ম্মগ্রহণ হেতু যাহারা উপবীত ত্যাগ করিয়াছে তাহারা ব্রাত্য বা পাতকগ্রস্ত হইতে পারে না।

এক্ষণে বেদ ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া মিশ্রধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ বেদোক্ত সাবিত্রীদীক্ষা ও উপনয়ন গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎপরে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। জাত্যভিমানবশতঃ তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া সকলেই উপনয়ন গ্রহণে সমুৎসুক।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। উপবীতসূত্রই তাহাদের নিকট জাতিতে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রতিপালন করে। এই নিমিত্ত রাঢ়দেশে এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অস্পৃশ্য আচার্য্য, সূত্রধারী বৈষ্ণব ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি আচরণীয়।

এ অবস্থায় ব্রহ্মকায়স্থগণের নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রানুসারিণী ব্যবস্থার অধীন থাকা সদ্যুক্তিসঙ্গত নহে। উপবীতসূত্রবলে যখন অস্পৃশ্য জাতিসমূহও আচরণীয় হইতেছে, উপবীতসূত্রই যখন জাতীয় উৎকর্ষ খ্যাপক, তখন তদভাবে ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রহ্মকায়স্থগণ যে ক্রমে অপদস্থ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? সুতরাং বেদাচারী ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বেদোক্ত বিধানে উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে এখন নিতান্ত আবশ্যক।

শূদ্র করণ নির্ণয়।

বর্ণসঙ্কর।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রের স্ত্রী ও বৈশ্যের অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর করণ উৎপন্ন হইয়াছে; যথা—

বভূবু র্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ॥

* * *

শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠৌ বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ।

পরাশর বলেন, করণ বর্ণসঙ্কর, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা হইতে উৎপন্ন, ইহার বৃত্তি কালি বিক্রয় করা। যথা—

অম্বষ্ঠো গণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এব চ।
রাজপুত্রাস্তথা শ্রেষ্ঠা জাতয়ো বর্ণসঙ্করাঃ।
বৈশ্যাদ্‌বৃষলকন্যায়াং করণো মসিজীবকঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে করণ হইয়াছে; যথা—

বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।

শূদ্রের স্ত্রীকে শূদ্রী বলে; শূদ্রী শব্দের সপ্তমীর এক বচনে শূদ্র্যাং হইয়াছে। সুতরাং শূদ্র্যাং পদে শূদ্রের স্ত্রী বুঝাইতেছে। বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রজাতীয় স্ত্রী বুঝায় না।

স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজ ও কুণ্ড বলে। স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে গোলক বলে; যথা—

অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।

অবিবাহিতা কন্যাকে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ না করিয়া রক্ষিতা উপপত্নীর ন্যায় গ্রহণপূর্ব্বক অথবা বলাৎকার দ্বারা তাহার গর্ভে যদি পুত্র উৎপাদন করা যায়, তাহাকে কানীন সন্তান বলে।

সবর্ণা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পিতার দ্বারা যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অবাটব বলে। যথা—

দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অবাটব ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ স জাতিতঃ॥

কুল্লকভট্টোদ্ধৃত দেবলবচনম্।

উল্লিখিত কুণ্ড গোলকাদি অবৈধ পুত্রের মধ্যে অনেক অনুলোম ও প্রতিলোমজ সন্তান আছে। এই নিমিত্ত মিতাক্ষরাকার অম্বষ্ঠ ও করণাদির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বচন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছেন যে কুণ্ড, গোলক প্রভৃতি সবর্ণ ও অসবর্ণজাত সন্তানের মধ্যে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ ভেদ আছে। তন্মধ্যে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" পদের দ্বারা যাহাদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারা বিবাহিতা স্ত্রীতে অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শূদ্রের বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্মিয়াছে বলিয়াই করণ, এবং ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্মিয়াছে বলিয়াই অম্বষ্ঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অনুলোমজ; যথা—

অতশ্চ কুণ্ড-গোলক-কানীন-সহোঢ়াদীনামসবর্ণত্বমুক্তং ভবতি।

তে চ সবর্ণেভ্যোঽনুলোমপ্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিদ্যমানাঃ॥ ইত্যাদি।

এষ সবর্ণমূর্দ্ধাবসিক্তাদিসংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাস্থ উঢ়াস্থ স্মৃত উক্তো বেদিতব্যঃ।

এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যোগ্রকরণাঃ ষড়নুলোমজাঃপুত্রা বেদিতব্যাঃ॥

রভসকোষ বলেন—শূদ্রাবিশোঃ সুতে করণঃ।

অমর বলেন, আচণ্ডাল অম্বষ্ঠ ও করণ প্রভৃতি জাতি বর্ণসঙ্কর শূদ্র। শূদ্রা ও বৈশ্যসংযোগে করণ হইয়াছে। যথা—

শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।

কোন গ্রন্থেই এরূপ ব্যক্ত নাই যে করণ জাতিতে কায়স্থ। সকল গ্রন্থই বলিয়াছেন যে, বৈশ্য ও শূদ্রীতে যে পুত্র জন্মিয়াছে, সে জাতিতে করণ।

অমরসিংহ দুই হাজার বৎসরের মনুষ্য। তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন, যে বৈশ্য ও শূদ্রী সংযোগজাত সন্তান জাতিতে করণ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে করণ দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্তও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিল না।

করণ প্রথম কালি-বিক্রয়ের বৃত্তি অবলম্বন করে। কালক্রমে ঐ করণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ নামেও পরিচিত হয়। সুতরাং অমর-কোষের টীকাকার ভরত ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন যে করণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ নামে আখ্যাত হইয়াছে, যথা—

করণো লিপিবৃত্তিকঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ।

মেদিনীকোষে লিখিত হইয়াছে যে কায়স্থবাচক করণশব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রীজাত করণ পুংলিঙ্গ শব্দ।

——করণং হেতুকর্ম্মণোঃ।

* * *

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে।

উল্লিখিত গ্রন্থাদি দ্বারা প্রমাণ হয় যে বৈশ্য ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্কর পুত্র জাতিতে করণ, কদাচ কায়স্থ নহে।

ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে অমরসিংহ করণ শব্দ শূদ্রবর্গে ও লেখক জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্গে নিবেশিত করিয়াছেন। যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতেৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ॥

* * *

লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥ ইত্যমরঃ

করণদিগকে শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত জাতিমিত্র নিম্নলিখিত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহাদের পিতৃসদৃশ জাতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান জাতিতে ব্রাহ্মণসদৃশ, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান জাতিতে ক্ষত্রিয়সদৃশ, এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান জাতিতে বৈশ্যসদৃশ হইয়াছে। অতএব ঐ বচন বৈশ্য-শূদ্রা সংযোগসম্ভূত পুত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলে এই জাতিটী শূদ্র নহে, বৈশ্যসদৃশ জাতি, উপনয়নাদি সংস্কারগ্রহণে অধিকারী হয়। মনূক্ত এই বৈশ্যশূদ্রাজাত বৈশ্যের অনন্তরজ পুত্র দ্বিজধর্ম্মী এবং বৈশ্যই বটে; তাহার যে করণ নাম তাহা মনু বলেন নাই। বৈশ্যশূদ্রীজাত যে বর্ণসঙ্কর জাতির কথা যাজ্ঞবল্ক্য ও অমর বলিয়াছেন তাহারই নাম করণ। অতএব উল্লিখিত মনুবচন এই করণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

মনু বলেন, ব্যভিচার অর্থাৎ অবৈধসংযোগ, সগোত্রাদি অবিবাহ্যাস্ত্রী-বিবাহ এবং স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে। যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

মনু বলেন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভে সমুৎপাদিত, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভে সমুৎপাদিত—এই ছয় জাতি অপসদ। যথা—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

বর্ণসঙ্কর জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—অনুলোমজাত ও প্রতিলোমজাত। অনুলোমজ জাতিগণ অপসদ ও প্রতিলোম-সমুৎপন্ন জাতিরা অপধ্বংসজ শব্দে আখ্যাত হইয়াছে। মনু বলেন, অপসদ ও অপধ্বংসজ বর্ণসঙ্করগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ঘৃণিত কার্য্য অর্থাৎ যে সকল বৃত্তি আর্য্যের বৃত্তি নহে, তাহা নিষ্পন্ন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, যথা

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ু দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

কিন্তু এস্থলে অপসদশব্দে অনন্তরজ দ্বিজধর্ম্মীদিগকে বুঝিতে হইবে না, কেবল একান্তরজ অম্বষ্ঠ ও উগ্র ও দ্ব্যন্তরজ নিষাদের কথা মনু বলিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন, দণ্ড বিধান না করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় পরদারগমন দ্বারা বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপাদন করিতে পারে; যথা—

দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ॥

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে রাজ্যে বর্ণদূষক অর্থাৎ অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হয়, সে রাজ্য প্রজাবর্গের সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে; যথা—

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত আছে, বর্ণসঙ্করদিগের কোন প্রকার ধর্ম্মসাধনে ও শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার নাই, তাহারা কুলশূন্য ও পতিত; যথা -

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বর্ণসঙ্কর জাতি শাস্ত্রবিগর্হিত জাত্যন্তর প্রাপ্ত। এই নিমিত্ত এই অম্বষ্ঠকরণাদি জাতি অমরকোষে শূদ্রবর্গে নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই করণ জাতিতে কায়স্থ নহে, কায়স্থ করণ ও বর্ণসঙ্কর করণ দুই ভিন্ন জাতি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে করণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তৎপরেই অম্বষ্ঠ।

মনু বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহিতা সবর্ণাস্ত্রীজাত সন্তানের মধ্যে যাহারা ব্রত ও সাবিত্রীহীন তাহারা ব্রাত্য। যথা—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥

মনু ১০। ২১।

ক্ষত্রিয়া ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে যাহারা জন্মে, তাহারা ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। যথা—

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥ মনু ১০। ২৩

তৎপরে মনু বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ ক্রিয়াহীন হইয়া পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

মনু।১০।৪৩ অ

অত্র কুল্লূকভট্টঃ—

পৌণ্ড্রকাদিদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা, শূদ্রত্বমাপন্নাঃ।

কতিপয় ক্ষত্রিয় সগর রাজার পিতাকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করেন। তাহাতে সগর তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেককেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্নব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বশিষ্ঠ তাহাদিগকে অন্য বেশ ধারণ করাইয়া সগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। সগর যবনসংজ্ঞাধারী ক্ষত্রিয়দিগের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডন, (১) শকদিগের মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডন (২) এবং পারদদিগকে দীর্ঘকেশ-ধর (৩) এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুল (৪) করিয়াছিলেন। ইহারা ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষত্রিয়জাতি স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে তাহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ও আচারভ্রষ্ট হয়, এবং তৎপরে ক্রমে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—

শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্নবা হন্যমানা স্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ। এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। স তথেতি তদ

---

(১) বোধ হয় ইহারাই আরব ও তুরকি জাতি।
(২) বোধ হয় ইহারাই মোগল।
(৩) বোধ হয় ইহারাই চীনা।
(৪) বোধ হয় ইহারাই কাবুলী প্রভৃতি অপগণ (Afghan)

গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ, অৰ্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান পারদান্, পহ্নবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্ এতানন্যাংশ্চকার। তে চ নিজধৰ্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ।

হরিবংশ পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে সগর কাম্বোজদিগেরও (৫) যবনের ন্যায় সর্ব্বমস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধৰ্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অৰ্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্নবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যে মনূক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, কিরাত ও খস সগরকর্ত্তৃক আর্য্যধৰ্ম্ম-বহিষ্কৃত হয। এতন্মধ্যে মনূক্ত দ্রবিড়, করণ, লিচ্ছিবী প্রভৃতি কতিপয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির নাম দৃষ্ট হইতেছে না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধোর্ব্বৃহদ্দুর্গমসঙ্গমনী টীকাতে শ্রীজীব গোস্বামী স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে গৌতমের বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, দ্বারকা দেশীয় অন্ত্যজাত শঙ্খচক্রধারী রাজগণ বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছে। যথা—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ।

(৫) বোধ হয় ইহারাই ক্যাম্বে (Cambay) অথবা অপগণদেশস্থ কম্বুপ্রদেশীয়।

উল্লিখিত বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা যে সকল অন্ত্যজাত ক্ষত্রিয় পবিত্র হইয়াছে তাহাদের নাম ঐ পুরাণের রেবাখণ্ডে লিখিত বিষ্ণুর প্রতি গৌতমের বচন দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। কিরাত, পুক্কস, মেধ, খস, করণ, কিরা, নিচ্ছিব, বাহ্লিক, পুলিন্দ, কংকর ও নগ এই কয়েক ক্ষত্রিয় জাতি বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যথা—

> কে তেঽন্ত্যজাঃ তৎপ্রমাণমাহ রেবাখণ্ডে বিষ্ণুং প্রতি গৌতমঃ।
> কিরাতাঃ পুক্কসা মেধাঃ খসাশ্চ করণাঃ কিরাঃ।
> নিচ্ছিবা বাহ্লিকাশ্চৈব পুলিন্দাঃ কংকরা নগাঃ॥

এই করণ মনূক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ হইতে পারে। ইহাও কায়স্থ-করণ নহে। কোষকার বলিয়াছেন—

> করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
> বৃন্দে কায়স্থভেদেপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥ শব্দরত্নাকর।
> করণং ক্ষেত্রে গাত্রে চ সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
> বণিগাদৌ চ কায়স্থে করণস্ত প্রকীর্ত্তিতঃ॥
> অমরকোষের টীকাকার মথুরেশ ধৃত শব্দমালাকোষ।

এক ব্যক্তি ব্যাসের নামে বচন রচনা করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

> বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
> বণিক্-কিরাতকায়স্থমালাকার-কুটুম্বিনঃ॥
> বরাটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
> এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥

অর্থাৎ কায়স্থ, গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল জাতিই অন্ত্যজ। বলাবাহুল্য ইহা ব্যাসবচন হইতে পারেনা। ব্যাস অন্য গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণন করিয়া গোপ, নাপিত, কুম্ভকার, বণিক, মালাকারাদি জাতিকে সৎ শূদ্র বলিয়াছেন। যথা—

> গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
> তাম্বুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বাণিজজাতয়ঃ॥

ইত্যেবমাখ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

পরাশরসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে দাস, নাপিত প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্তসংস্কার হইয়া আচরণীয় হইয়াছে; যথা—

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥

নাপিতাদি জাতি এক্ষণেও অস্পৃশ্য জাতি নহে, তাহাদের জল পানীয় ও তাহারা আচরণীয়। সুতরাং চণ্ডালের নাম সহ নাপিত ও করণাদি জাতির উল্লেখ হওয়ায় যদি অন্ত্যজ শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট, অন্ত্যজ অর্থাৎ অস্পর্শীয় করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি জাতি, যাহারা নাপিতাদির জলান্ন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অস্পর্শীয় বলা বিহিত।

অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যাহারা অধম তাহারা পরশুরামপদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে সগরের প্রতি পরশুরামের বাক্যে উদ্ধৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে। যথা—চর্ম্মকার (চামার), কুরাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্ল, মল্ল, থারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ডোখল, মৃতপ (মূর্দ্ধফরাশ), কিরাত, নিষাদ, খশ, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হড্ডীপ (হাড়ি) এই কয়েক জাতি অন্ত্যজাত অর্থাৎ শেষজাত জাতিসমূহের মধ্যে নিতান্ত অধম; যথা—

চর্ম্মকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা।
পুলিন্দো মেধো ভল্লশ্চ ঝল্লো মল্লশ্চ থারকঃ।
কুন্দকারঃ কাণ্ডকারঃ ডোখলো মৃতপস্তথা।
কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খশো দ্রবিড় এব চ॥
চণ্ডালো হড্ডিপশ্চৈব অন্ত্যজাদধমাঃ স্মৃতাঃ॥

যাহা হউক, ব্যাসের নামে কায়স্থকে অন্ত্যজ প্রমাণ করিবার জন্য বচন রচনা করা যে চরম বিদ্বেষের ফল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা সগর কর্ত্তৃক শকাদি জাতির শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, শকজাতির (সিথিয়াবাসিগণের) মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত, যবন জাতির (গ্রীকদিগের) ও কাম্বোজ জাতির মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত, পারদ জাতির (পারার্দিন দেশবাসীদিগের) কেশ উন্মুক্ত, এবং পহ্লব জাতি (পারসীকগণ) শ্মশ্রুধারী।

মাসিকপত্রিকা কল্পদ্রুমের "কায়স্থপুরাণ" সম্বন্ধীয় তর্ক খণ্ডন।

কল্পদ্রুমের ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় কায়স্থ-পুরাণ প্রথমভাগ সমালোচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুম প্রথম সংখ্যায় বলিয়াছেন —"এক্ষণে সেই মনুষ্যের (পতিত মনুষ্যের) উপকারার্থ কল্পতরুকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।" তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "গ্রন্থ সমালোচনা করা যাইবে, কিন্তু কাহারও কোন দোষ ধরিয়া পরিহাস বিদ্রূপ করিয়া গ্রন্থকারকে অপদস্থ বা অপমানিত করা হইবে না।" বিশেষ, কল্পদ্রুম বিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে অন্যান্য সমালোচক অপেক্ষা তাঁহার কর্ত্তৃক প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবার অনেকটা প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু সে আশা বিফল হইল। কল্পদ্রুম পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া কায়স্থ জাতি ও কায়স্থপুরাণকে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন—"সেই গলিতদন্ত পলিতমস্তক লোলদেহ পুরাণ কায়স্থ নূতন হইয়া শশিভূষণ বাবুর গ্রন্থে উদিত হইয়াছেন। অতএব 'কায়স্থ-পুরাণ' এই সমস্ত শব্দের অন্তর্গত পুরাণ শব্দটী বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত না হইয়া বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেই ভাল হইত।" কল্পদ্রুম

স্বর্গীয় পদার্থ হইলে কখনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষপাতকী হইতেন না, তাহা হইলে ঈর্ষাবশতঃ পবিত্র পদার্থে কলঙ্কার্পণ প্রয়াসে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতনা।

কল্পদ্রুমের সমালোচনায় দৃষ্ট হয়, কায়স্থপুরাণ প্রণীত হওয়াতে তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায় ও রাজনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি যে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, নির্ব্বাণপ্রায় হইলে হরিনাভি রাজপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের কয়েকজন কায়স্থ উপবীত ধারণ ও বর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিয়া যে অগ্নি পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, শশিভূষণ বাবু তাহাতেই বাতাস দিয়াছেন।

ইহাতে সহজেই মনে হয় কল্পদ্রুমের ঈদৃশ গাত্রদাহের কারণ কি? শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ যদি উপবীত ধারণে অধিকারী হন, হউন; তাহাতে অন্যের ক্ষতি কি? উপবীত ধারণে কায়স্থের অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করাই ভদ্রোচিত ব্যবহার। অসমর্থতা বা অন্য কারণে তাহাতে বিরত হইয়া গাত্রদাহ প্রকাশ করা অনার্য্য কার্য্য। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ভূত অপসারণের কথা মনে পড়িল। কল্পদ্রুম বলিয়াছেন—"এরূপ কতকগুলি মূর্ত্তিমান্ গর্ব্বভূত মহামহোপাধ্যায় আছেন, গ্রন্থ বা পত্রের গুণ দোষ পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, পাতা উল্টাইয়াও দেখেন না, অথচ সিদ্ধান্ত করিয়া লন, উক্ত গ্রন্থ বা পত্র কোন কাজেরই হয় নাই। * *। যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা প্রথম ভূত। দ্বিতীয় ভূতগুলি বড় ঈর্ষান্বিত। পাছে আপনাদিগের মহিমার হানি হয় এই আশঙ্কায় যে কোন নূতন গ্রন্থ হউক, তাঁহারা তাহার কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় ভূতগুলি বড় ভয়ঙ্কর। তাহাদের কোন প্রকার স্বার্থ নাই অথচ গ্রন্থ দেখিলে তাহারা ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্র হন।" তিনি এই সকল ভূত অপসারণার্থ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—

"বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ॥"

ইত্যাদি।

কায়স্থপুরাণ এই সকল ভূতাপসারণার্থ চেষ্টা করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে যে এইরূপ ভূত আছে, কায়স্থপুরাণ তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কল্পদ্রুম দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইল যে এরূপ ভূত এখনও আছে। যাহা হউক, তদীয় প্রণালীতে, তাঁহারই মন্ত্রে ভূতাপসারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করা যাইতেছে। কল্পদ্রুম স্থিরচিত্তে পক্ষপাতশূন্য হইয়া কায়স্থপুরাণের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখুন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভ্রমমূলক কি না?

মহাত্মা চিত্রগুপ্তের বংশজ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়—এই বিষয় প্রমাণকরণার্থ প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মপুরাণ ও বিজ্ঞানতন্ত্রের বচন সম্বন্ধে কল্পদ্রুম অনেক তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে ঐ সমস্ত গ্রন্থের বচনসমূহ একত্র করিয়া সমন্বয় এবং ঐ কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ কোন্ সময়ে কিরূপে সমাজবদ্ধ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা কল্পদ্রুমের উত্থাপিত তর্ক ও সিদ্ধান্ত বিশিষ্টরূপে খণ্ডন ও ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কল্পদ্রুমের এতৎসম্বন্ধীয় তর্কসমূহের স্বতন্ত্র প্রতিবাদ করা গেল না।

কল্পদ্রুম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন "এস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে, ক্ষত্রিয়জাতির কারণবশে কায়স্থ নামে একটী বিভাগ হইয়াছিল, বিজ্ঞান-তন্ত্রাদিতে তাহারই উল্লেখ আছে * *।" কিন্তু কল্পদ্রুমের দেখা উচিত ছিল যে বিজ্ঞানতন্ত্রাদিতে চিত্রগুপ্তেরই উল্লেখ হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ। সুতরাং কায়স্থপুরাণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাহার মীমাংসামতেও সঙ্গত ও যথার্থ হইয়াছে।

কল্পদ্রুম বলেন, "আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্গভূমি পুরাণ ও তন্ত্রের প্রসূতি। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল না। কায়স্থেরা অন্যান্য জাতির অপেক্ষা উন্নত ও ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের অধ্যাপকেরা চিরদরিদ্র। ধনশালী কায়স্থদিগের যাহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তেমনি স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তন্ত্রাদিতে লেখাইয়াছেন। অধিকাংশ পুরাণ ও তন্ত্র যে বঙ্গদেশের সৃষ্ট, সে বিষয়ে সংশয় নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ঐ সকল গ্রন্থের আদর করে না।" অষ্টাদশ পুরাণ হিন্দুমাত্রেরই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ। কায়স্থ-পুরাণ যে সকল তন্ত্র ও পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি সকল স্থানের হিন্দুই ধর্ম্মার্জ্জন কামনায় নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে যে কোন্ খানি বঙ্গদেশ-প্রসূত, কোন্ খানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুরা আদর করে না, কায়স্থগণ উৎকোচ প্রদান করিয়া কোন্ ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন্ খানিতে স্বজাতির শ্রেষ্ঠতা লেখাইয়াছেন, তাহা প্রমাণ না করিয়া ঐরূপ লেখা পণ্ডিতের কার্য্য নহে।

অনেক ব্রাহ্মণ এক্ষণে বিদ্যা বিক্রয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ সাময়িক পত্রিকা, ও সংবাদপত্র, এবং গ্রন্থাদি রচনাপূর্ব্বক তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ অর্থে, আলাপে ও উপকারে বাধ্য হইয়া কাহাকেও স্বর্গে এবং অনর্থ ঘটিলে কাহাকেও বা নরকে বসাইতেছেন। তাহাদের ধারণা, প্রাচীনকালেও বুঝি আর্য্য পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্যবসায় চালাইতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য কালে এতৎসম্বন্ধে গুরুতর শাসন ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

"যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।
সূর্য্যোদয়ে দ্বিভোজী চ মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ॥
শিলাপূজাদিরহিতো। ইত্যাদি।

সুতরাং প্রাচীন কালে দরিদ্রতাবশতঃ অর্থলোভে ব্রাহ্মণগণ কোন হীন জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া যে পুরাণাদি গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক বিদ্যা বিক্রয় করিয়াছেন, এরূপ মনে করাই পাপাবহ।

কল্পদ্রুম বলেন, "উপবীত ধারণ করিলে তাঁহারা (কায়স্থেরা) গোপ নাপিতাদি সৎশূদ্রগণের নমস্য হইবেন না, উহারাও তাঁহাদিগের পাক করা অন্ন ভোজন করিবে না।" যে স্থানবাসীরা প্রকৃত হিন্দু, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা অবগত আছেন, সে স্থানে উপবীত না থাকিলেও কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিরই নমস্য এবং গোপাদি ও নাপিতাদি জাতি পুরুষানুক্রমে তাহাদের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে স্থানবাসীরা হিন্দু নহে, যে স্থানে ধনাঢ্য অস্পর্শীয় জাতি গরিব ব্রাহ্মণাপেক্ষা পূজ্য ও আদরণীয়, সে স্থানে কায়স্থগণ কি প্রকারে গোপাদি জাতির নমস্য হইবেন? কিন্তু তথাপি প্রাচীন নিয়মানুসারে এই স্থানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকল জাতিই কায়স্থের পৃষ্ঠ-ভোজী এবং কায়স্থগণ তাহাদের বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের নমস্য বটেন, এবং গোপ ও নাপিতাদি জাতিরা তাহাদের দাসত্বের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তবে এক্ষণে সাহেবি বাবুদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে জুতার ব্যবসায় করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

কল্পদ্রুম বলিয়াছেন "কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ইহার অশৌচাদি ব্যবস্থা হইত।" অশৌচ নিয়ম দ্বারা যে জাতির উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ প্রতিপাদন হয় না, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে।

আবার বলিয়াছেন "ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি নামের পরে দাস শব্দ প্রয়োগ হয়। ক্ষত্রিয় এমন কাপুরুষ নয় যে সে দাসত্ব স্বীকার করিয়া গৃহ-মার্জ্জনাদি অতি নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদনে সম্মত হয়।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণের পদ ধৌত ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়; যথা—

পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ।

যে কারণে কায়স্থ বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও সর্ব্বস্থানের কায়স্থগণ যে "দাস" শব্দ ব্যবহার করে না, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কল্পদ্রুম যে বলিয়াছিলেন, কায়স্থগণ লোকের গৃহমার্জ্জনাদি করিয়া থাকে, ইহা তাহার সামাজিক নিয়মানভিজ্ঞতার কথা মাত্র। আর্য্য কায়স্থ ঐ কার্য্য আদৌ করে না। তবে দারিদ্র্যবশতঃ কোন কোন কায়স্থসন্তান ব্রাহ্মণের বাটীতে ভৃত্য থাকিয়া সামান্য কাজ করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে জাতীয় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রতিপাদিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণেরাও অপর ব্রাহ্মণের বাটীতে গৃহ ও তৈজসপাত্রাদি মার্জ্জন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ জাতীয়া অনেক স্ত্রীলোক এবং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির বাটীতে পাচিকা ও পাচকের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সময়ে সময়ে গৃহসম্মার্জ্জনাদিও করিয়া থাকে; তাহা বলিয়া কি ঐ সকল ব্রাহ্মণকে নিকৃষ্ট জাতি বলিব? বিশেষতঃ সদ্বংশপ্রসূত আর্য্য কায়স্থ (ডেঙ্গরা কায়েত নহে) কখনই গৃহমার্জ্জনাদি নীচ কার্য্যে সম্মত হয় না।

বঙ্গদেশকে আর্য্যদেশ বলিয়া প্রমাণকরণার্থ কল্পদ্রুম নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

মনু।

অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বসমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত এই স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। কিন্তু এই বচনে পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্ব সমুদ্র বর্ণিত হইয়াছে। উড়িষ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। উড়িষ্যার পূর্ব্বদিকেই পূর্ব্বসমুদ্র। বঙ্গের পূর্ব্বে সমুদ্র নাই, উপসমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের খাড়ি (Bay of Bengal) আছে। অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশ চরভরাটি স্থান। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও নির্ণয়

করিয়াছেন ভারতবর্ষের শেষ ভাগে কামরূপ ও বঙ্গাদি দেশ ম্লেচ্ছদেশ। তাহার পর হইতেই আর্য্যাবর্ত্ত। যথা—

ভারতবর্ষস্যান্তঃ শিষ্টাচাররহিতঃ
কামরূপবঙ্গাদিঃ ম্লেচ্ছদেশ
আর্য্যাবর্ত্তস্তৎপরমিতি। ইতি ভরতঃ।

বঙ্গদেশ পতিত, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানে আর্য্যজাতি ছিল না বলিয়া কায়স্থ-পুরাণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণাশয়ে কল্পদ্রুম ৭।৮ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে অগত্যা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এ স্থান আর্য্যবাসভূমি নহে। "আমাদিগের বোধ হইতেছে আর্য্যেরা ক্রমে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে যে উপনিবেশ করেন, তন্মূলকই আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমনের জনপ্রবাদটী রচিত হইয়াছে।" "ঐ স্থানে প্রথম ইতরজাতির বসতি হয়। এই কারণে আর্য্যগণ ঐ স্থান (বঙ্গদেশ) অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন।" তবে কল্পদ্রুম কেন কায়স্থ-পুরাণের এতৎসম্বন্ধীয় মীমাংসার প্রতিবাদে অগ্রসর হইলেন? তিনি বঙ্গের আদিমবাসীকে ইতর জাতি এবং কায়স্থ-পুরাণ তাহাদিগকে অনার্য্য জাতি বলিয়াছেন—এই মাত্র বিশেষ। অনার্য্য জাতিকেই ত লোকে ইতর জাতি বলে।

কল্পদ্রুম বলেন "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানকে যে বঙ্গদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নলিখিত যুক্তিতে তাহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।" কায়স্থ-পুরাণও ইহা অস্বীকার করেন না। ঐ নদের পূর্ব্বভাগে কোন্ স্থান পয্যন্ত বঙ্গদেশের সীমা, স্মার্ত্তবাগীশ তাহা নির্ণয় করেন নাই। ঐ বচনের সহিত অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বচনের সামঞ্জস্য করিয়া কায়স্থ-পুরাণে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে বল্লালসেন আপন রাজ্যের যে ভাগ রাঢ়, বঙ্গ ও বাগাড়ি এই খণ্ডত্রয়ে বিভাগ করিয়াছেন, তাহাই বঙ্গরাষ্ট্র।

কল্পদ্রুম বলেন, "এখন দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোন ব্যক্তির পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কোন ব্যক্তিকে গালি দিবার মন হয়, সে 'দূর বেটা বাঙ্গাল' বলিয়া গালি দিয়া থাকে।" স্বভাবের নিয়মই এই—আধুনিক উন্নতিশীলেরা প্রাচান উন্নতিশীলদিগকে অপদস্থ করিতে না পারিলে জনসমাজে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত হইতে পারেন না। সুতরাং আধুনিকেরা প্রাচীন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া থাকেন। আমেরিকার মার্কিন জাতি ও ইংলণ্ডের ইংরাজেরা এক বংশপ্রসূত। কিন্তু আমেরিকাবাসিগণ আধুনিক, এই জন্য ইংলণ্ডের ইংরাজদিগকে তাহারা নিন্দা করিয়া থাকেন; ইংলণ্ড-বাসীরাও তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। আধুনিক ফিরিঙ্গিরা, "কালা বাঙ্গালী" বলিয়া প্রাচীন বাঙ্গালীকে নিন্দা করিয়া থাকে। বাঙ্গালিরাও তাহাদিগকে মেটে ফিরিঙ্গী, ট্যাস ফিরিঙ্গী বলিয়া ঘৃণা করে। অন্যান্য আধুনিক ধর্ম্মাবলম্বীরা "হিঁদেন" ও "কাফের", গোঁড়া হিন্দু বলিয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজকে নিন্দা করেন, তাঁহারাও তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে "ম্লেচ্ছ" ও "যবন" বলিয়া ঘৃণা করেন। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী আর্য্যবংশই বঙ্গদেশের আর্য্যজাতি। কিন্তু বঙ্গবাসী আর্য্যগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সুতরাং তাহারা প্রাচীন উন্নতিশীল পশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগকে "মেড়ুয়াবাদী" ও "খোট্টা" (মন্দলোক) প্রভৃতি বাক্য দ্বারা নিন্দা করিয়া থাকেন; তৎপরিবর্ত্তে তাহারাও বাঙ্গালিকে "গীধ্বর বাঙ্গালি" বলিয়া ঘৃণা করে। বঙ্গরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী আর্য্যগণই ঐ রাষ্ট্রের রাঢ়বিভাগের আর্য্যজাতি। রাঢ়খণ্ডের আর্য্য-সমাজ আধুনিক উন্নতিশীল। বঙ্গ অলং বঙ্গালং, বঙ্গালং হইতে বঙ্গাল, ও বঙ্গাল হইতে বাঙ্গাল, ও বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালি শব্দের উৎপত্তি। অলং শব্দের অর্থ ব্যর্থ। রাঢ়ব শব্দ হইতে রেঢ়ো হইয়াছে। রাঢ়ব শব্দের অর্থ—অশিষ্ট ও মূঢ়। সুতরাং আধুনিক উন্নতিশীল রাঢ়ীয়েরা উন্নত পূর্ব্বাঞ্চলবাসীকে "দূর বেটা বাঙ্গাল" বলিয়া নিন্দা করে, তৎপরিবর্ত্তে রাঢ়ীয়কে "রেঢ়ো ভেড়ো"

বলিয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরাও ঘৃণা করিয়া থাকেন। যাহা হউক "দূর বেটা বাঙ্গাল" অথবা "রেঢ়ো ভেড়ো" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা বঙ্গদেশ হইতে রাঢ়খণ্ডকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলা যাইতে পারে না।

বঙ্গদেশের পাতিত্য প্রমাণকরণার্থ সিদ্ধচাউল ভোজন প্রভৃতির সহিত এই স্থানে মৎস্যভক্ষণের নিয়ম উল্লেখ করিয়া কায়স্থ-পুরাণের প্রথমখণ্ডে লিখিত হইয়াছিল যে মৎস্যভোজন করা অপবিত্র কার্য্য। কিন্তু কল্পদ্রুম এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "বঙ্গদেশে মৎস্য ভূরি পরিমাণে জন্মে এবং খাইতে সুস্বাদু লাগে। সুতরাং এখানে মৎস্যভোজন ব্যবস্থা হইয়াছে।" বঙ্গদেশে বোধ হয় সিদ্ধ চাউলও অনেক পরিমাণে জন্মে। তৎসম্বন্ধে কল্পদ্রুম কি নিমিত্ত নীরব রহিলেন? বলিলেই ত হইত, বঙ্গদেশে সিদ্ধচাউল অধিক পরিমাণে জন্মে ও উহা খাইতে মিষ্ট, অতএব উহা ভোজনও শাস্ত্রসিদ্ধ, বিধবাগণ উহা অবশ্য ভোজন করিবে; এবং আত্মবৎ সেবার ব্যবস্থানুসারে দেবতাদের নৈবেদ্য ও পিতৃপিণ্ডেও সিদ্ধ চাউল দিতে হইবে?

আর্য্যগণের পক্ষে মৎস্য ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। আর্য্যগণ মৎস্য ভোজন করিলে শালগ্রাম প্রভৃতি দেবপূজায় অনধিকারী হইয়া পতিত হন। যথা,—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

মানবে ৫ অ।

মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্মৎস্যং পরিত্যজেৎ।

পাদ্মে।

বর্জয়েৎ পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চ।

ইত্যাহ্নিকতত্ত্বধৃত-বিষ্ণুসূত্রম্।

সূর্য্যোদয়ে দ্বিভোজী চ মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ॥

শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

কল্পদ্রুম বলেন, "কায়স্থ-পুরাণকার কায়স্থদিগের বঙ্গদেশে আগমন সম্বন্ধে যে বৃত্তান্তটী (আদিশূর ও বীরসিংহের যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিবরণ) বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া বোধ হয় কি না? পাঠকগণ ক্ষণকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন। * *। এ বৃত্তান্তটি বাস্তবিক বা কল্পিত তাহার মীমাংসা করা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়।" বৃত্তান্তটী প্রকৃত কি কল্পিত, যদি এই বিষয় মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে বিনা প্রমাণে ঐ বৃত্তান্তটী "আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া বোধ হয় কি না? পাঠকগণ ক্ষণকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন"—এইরূপ লেখার প্রয়োজন কি ছিল? বরং স্পষ্ট কথায় বলিলেই হইত, এতদ্বিষয়ক প্রমাণাদি তাঁহার জানা নাই। ঐ বৃত্তান্তটী প্রকৃত কি না তাহা বাচস্পতি মিশ্র-কৃত কুলরাম গ্রন্থ ও দেবীবর প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলেই কল্পদ্রুম অবগত হইতে পারিবেন। বর্ণনা ও ঘটনা কিছুই গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত নহে।

কল্পদ্রুম বলেন, "যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ পাচজন কায়স্থ আনাইবার প্রয়োজন কি?" যে কারণে কায়স্থগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমভাগে বিবৃত হইয়াছে।(১) প্রথম কারণ, যজ্ঞবিঘ্নকারী ব্রহ্মরাক্ষস নিরসন। দ্বিতীয়, ভূস্বামিবরণ ও দান। তৃতীয়, যজ্ঞানুষ্ঠেয় ক্ষত্রিয়পূজা। চতুর্থ, পঞ্চব্রাহ্মণকে সৈন্য সহ রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন। তবে "পাঁচ জন আসিবার কারণ কি ছিল; একজন আসিলেই ত হইত"—কল্পদ্রুমের এবম্প্রকার আপত্তির মীমাংসা পূর্ব্বে করা হয় নাই। তাহার কারণ, গ্রন্থকারের ধারণা ছিল এই সকল সামান্যজনবিদিত বিষয়সমূহের উল্লেখ ও তাহার হেতুপ্রদর্শন অনাবশ্যক। হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন, যজ্ঞে পাঁচটি বেদির প্রয়োজন। পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধারক, সদস্য ও উদ্গাতা বরণ করিয়া পঞ্চবেদিতে স্থান দিতে

(১) পৃষ্ঠা ১১১—১১৫ দেখ।

হয়। উদ্গাতার কার্য্য সংকল্পপূর্ব্বক বেদপাঠ ও বেদোক্ত গাথা গান করা। এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বেদোক্ত গাথা অবগত নহেন, এই জন্য সামান্য যজ্ঞকার্য্যে উদ্গাতৃবেদি অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সমৃদ্ধ যজ্ঞাদিতে যজ্ঞীয় হবিঃ রক্ষণোদ্দেশে, মহাভারত পাঠার্থে এবং বেদগাথাপাঠার্থে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উদ্গাতৃ-নিয়োগের প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি কার্য্যে পঞ্চবেদির প্রয়োজন ছিল। যজ্ঞের অনিষ্টকারী ব্রহ্মরাক্ষসের হস্তে পঞ্চবেদিস্থিত পঞ্চজনকেই রক্ষা করা আবশ্যক। এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক সময়ে বিপক্ষহস্তে পঞ্চবেদিস্থিত পঞ্চ জনকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য। সুতরাং পঞ্চবেদিরক্ষার্থ পাচজনকে নিযুক্ত করাই নীতিসঙ্গত কার্য্য।

শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে রক্ষণাবেক্ষণার্থ যে পঞ্চকায়স্থ (ক্ষত্রিয়) আগমন করিয়াছিলেন, তাহা কারিকার লিখনানুসারেও প্রমাণিত হয়। স্বীয় পরিচয়দানকালে দত্ত বলিয়াছিলেন,—

"এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥"

গুহের পরিচয়ে আছে, দ্বিজশ্রেণীকে প্রতিপালনকরণার্থ শ্রীহর্ষের সেবায় অর্থাৎ শ্রীহর্ষের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। যথা—

"দ্বিজালিপালনার্থকোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ॥"

ঘোষের পরিচয়ে বিবৃত হইয়াছে, মকরন্দ ভট্টের আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞসময়ে ভট্টনারায়ণের পৃষ্ঠপর থাকিয়া ভট্টনারায়ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা—

"মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ।"

আদিশূরের যজ্ঞে বিপক্ষনিবারণে সমর্থ এইরূপ দ্বিজের (ক্ষত্রিয়ের) প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তদনুসারে আদিশূরের প্রয়োজনোপযোগী দশজন দ্বিজ কান্যকুব্জরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল।

কল্পদ্রুম বলেন, "এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মরাক্ষস কাহারা?" মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক এই তর্ক উত্থাপিত হইত না।

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধান অন্যভাব পরিগ্রহ করিয়া ক্ষুধার সৃষ্টি করিলে ক্ষুধা হইতে ঘোরদর্শন শ্মশ্রুধারী ক্ষুধাতুর প্রাণিসমূহের সৃষ্টি হয়। উহারা উৎপত্তিমাত্র তাঁহাকে গ্রাসকরণার্থ ধাবমান হইল। যাহারা তাঁহাকে রক্ষাকরণে অসম্মত হয়, তিনি তাহাদিগকে রাক্ষস নামে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, উৎপত্তি অবধি যে সম্প্রদায় উন্নতিরহিত ও ভোজন-লোলুপ হইয়া পশু, পক্ষী ও নরমাংস দ্বারা উদর পরিপোষণপূর্ব্বক নিবিড় জঙ্গলে, পর্ব্বতে ও অন্যান্য স্থানে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারাই মনুষ্যসমাজে রাক্ষস বলিয়া পরিচিত। ইদানীন্তন দার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন, "লুসাই, কুকি, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বন্য ও পাহাড়ী জাতিকেই হিন্দু পণ্ডিতগণ রাক্ষস, দৈত্য ও অসুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" এই সকল জাতির কোন কোন সম্প্রদায় নরমাংসাশী ও আমমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহারা দলবলে সামান্য নহে। উন্নতিশীল ইংরাজেরাও ইহাদের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া আসিতেছেন।

আদিশূরের এক রাজধানী ব্রহ্মপুত্রের নিকট রামপাল। তন্নিকটস্থ কাচার রাক্ষসের দেশ। ঐ স্থানের প্রাচীন রাজ-বংশীয়েরা হিড়িম্ব-রাক্ষসের বংশ। ত্রিপুররাজ্য দৈত্যদেশ। রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থানেই কুকী, লুসাই ও ভীল প্রভৃতি রাক্ষসজাতির বসবাস। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মরাক্ষস লুসাই, ভীল, কুকী প্রভৃতি জাতির দ্বারাই আদিশূরের যজ্ঞানিষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহারা প্রকৃতার্থে কোন ক্ষতি করুক বা না করুক, তাহাদের দ্বারা যজ্ঞের অনিষ্ট সংঘটন হইবার আশঙ্কায় আদিশূর পূর্ব্বসতর্কতাবশতঃ যজ্ঞবিদ্বেষি-নিরসন-

সমর্থ দ্বিজ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও তদনুসারে পঞ্চক্ষত্রিয় প্রেরিত হইয়াছিল।

কল্পদ্রুম বলেন, কবিভট্ট শালিবাহন-ধৃত বচনের (১) "উপযুক্তা দ্বিজা দশ" এই পদের "কায়স্থ-পুরাণকার দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিজ শব্দে যে উভয় বুঝায়, তাহা অযথার্থ নয়, কিন্তু * * * উল্লিখিত শ্লোকের অন্তর্গত দ্বিজ শব্দটীর যে যুগপৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই অর্থ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইতেছে না। কবিতার রচয়িতার সে অভিপ্রেত হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতেন, সন্দেহ নাই। * *। ক্ষত্রিয়েরা কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণের তুল্যকক্ষ নন। * *। 'উপযুক্তা দ্বিজা দশ' এই 'উপযুক্ত' বিশেষণটীর দ্বারাও কারিকালেখক উভয়কে যে তুল্যপদস্থ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে।" কল্পদ্রুমের স্মরণ রাখা উচিত যে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণ যাজনকার্য্য গ্রহণ করিলেও ক্ষত্রিয়গণও যজনযাজনাদি পুরোহিতের কার্য্য ও লেখক-ক্ষত্রিয়গণ তান্ত্রিককার্য্য গ্রহণ করেন। (অমরকোষ দেখ)। অতএব কায়স্থ-ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে যে তুল্যপদস্থ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই উহাদের ও ঐ ব্রাহ্মণদিগের কুলীন-নির্ণায়ক গুণাবলি এক। এবং এই জন্যই আদিশূরের সভায় পঞ্চক্ষত্রিয় ও পঞ্চব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া একরূপ দক্ষিণা ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কায়স্থগণ দ্বিজ। সুতরাং "উপযুক্তা দ্বিজা দশ" পদটী পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের উদ্দেশে সমতুল্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দেবীবরের বচনের "অসি-কবচ-ধনূংষি" "ধরণিসুরাণাং" শব্দ কবিভট্ট শালিবাহন-ধৃত বচনের "উপযুক্তা দ্বিজা দশ" পদের সহিত ঐক্য করিয়া কল্পদ্রুম বলেন—"দ্বিজ শব্দ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের বাচক,

(১) কায়স্থপুরাণ প্রথম ভাগ ১০৪ পৃঃ (ক) শ্লোক।

ধরণিসুর শব্দ সেরূপ নয়। ধরণিসুর শব্দে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বুঝাইতে পারে না। অতএব এই স্থির হইতেছে কবিভট্ট শালিবাহন-ধৃত বচনের দ্বিজ'শব্দটী নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণবাচক, ক্ষত্রিয়বাচক নয়। অনুমান হইতেছে, দশজন ব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন।" দশজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন নাই, পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ঐরূপ অনুমান ভ্রান্তিমূলক।

কল্পদ্রুম বলেন, "ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয় আগমন করিলে কারিকা-লেখক ব্রাহ্মণদিগকে অস্ত্রশস্ত্রও পরাইতেন না। ব্রাহ্মণেরা যখন স্বয়ং অস্ত্রধারী হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, তাঁহাদিগের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ছিল না।" আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারী লোকমাত্রই যুদ্ধবিশারদ নহে। সুতরাং শত্রুনিবারণার্থ যুদ্ধপটু সুশিক্ষিত আয়ুধধারীর প্রয়োজন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করিতে বসিলে যদি বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত, তখন কি এক হাতে উপবীত ধরিয়া মন্ত্র পড়িতেন ও আর এক হস্তে অস্ত্র ধরিয়া শত্রুপক্ষকে নিবারণ করিতেন? না মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে এক একবার বেদী হইতে উঠিয়া বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিয়া আবার আচমনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিতে বসিতেন? যখন যজ্ঞবিদ্বেষীকে অপসারণ করা আবশ্যক, যখন ব্রাহ্মণেরা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেও যুদ্ধবিদ্যায় অপটু, যখন যুদ্ধবিদ্যা ক্ষত্রিয়-গণেরই বৃত্তি, তখন ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ যে ক্ষত্রিয়গণের আগমন করা বিশেষ আবশ্যক ছিল ও তজ্জন্যই পঞ্চ কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমাগত হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কল্পদ্রুম বলেন "আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন বৃত্তান্তের কোন্‌টী যে ঠিক্ এখন তাহা নির্ণয় করা কঠিন; এ সম্বন্ধে যে কিছু বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, সে সমুদায়ই কুলাচার্য্য ও ঘটকদিগের কপোল-কল্পিত, তাঁহারাই কারণবিশেষের বশীভূত হইয়া কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের

সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।” কি আশ্চর্য্য অনুভব! এই সকল কারিকা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম ছিল না? যখন শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণই দেবতা, কায়স্থ ত্রিলোকের অধিপতি ও কায়স্থের জন্মবৃত্তান্ত ভক্তিমৎচিত্তে পাঠ করিলে যোগিজন-বাঞ্ছিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কারিকা প্রস্তুত করাইয়া সম্ভ্রমবৃদ্ধি করণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারিকা দ্বারা কায়স্থগণের সম্ভ্রম বৃদ্ধি না হইয়া বরং সম্ভ্রমের হানি হইয়াছে। কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ রঘুনন্দনের ডিক্রী অনুসারে শূদ্র বলিয়া আখ্যাত হন, সুতরাং কারিকাকারগণও তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আদিশূরের যজ্ঞে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ যে বেশে আগমন করিয়াছিলেন ও যে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রবাদ ও জনশ্রুতি দীর্ঘকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং কারিকাকার জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব বাক্যের দ্বারা কারিকা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহ আদি কার্য্যে ঐ কারিকা দ্বারাই কায়স্থ ব্রাহ্মণের বংশমর্য্যাদার ইতর বিশেষ নির্ণীত হইতেছে। সুতরাং কারিকা অপ্রামাণ্য গ্রন্থ নহে।

কল্পদ্রুম বলেন, “কায়স্থ-পুরাণকার যেন ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্তকে কান্যকুব্জ হইতে আনিলেন, মৌলিক কায়স্থদিগকে তাঁহার এখানকার লোক এই কথাই বলিতে হইয়াছে।” মৌলিক কায়স্থগণ গৌড়দেশের চিরাধিবাসী ও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে গৌড় ও বঙ্গদেশ এক দেশ নহে; গৌড় আর্য্য ও বঙ্গ অনার্য্য দেশ। বঙ্গে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতির বাস ছিল না। মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ ক্ষত্রিয়, তাঁহারা গৌড়দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করিয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয় পাঠ না করিয়া এইরূপ লেখা কেবল বিদ্বেষবুদ্ধি মাত্র।

কল্পদ্রুম বলেন "কায়স্থের মূল ভাল হউক, আর মন্দ হউক, কায়স্থ এখন উচ্চশ্রেণীস্থ হইয়াছেন, এখন আর জাত্যংশে উচ্চতা লাভের গৌরব নাই, সে কেবল অভিমান মাত্র। এ প্রকার অভিমানের আর সময় নাই, এখন গুণেরই গৌরব। মহাকবি ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।

যাহার গুণ আছে, তিনিই পূজ্য ইত্যাদি।"

ব্রাহ্মণের মূল ভাল হউক বা মন্দ হউক, এই জাতি এক্ষণে উচ্চশ্রেণীস্থ হইয়াছেন। কল্পদ্রুমের প্রণেতা ব্রাহ্মণ। অতএব তিনি যদি বিবাহাদি কার্য্যে কেবল গুণের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির সহিত আদান-প্রদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা এক দিন বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে জাত্যংশে এখন আর অভিমান করার সময় নাই। সভ্য হউক, অসভ্য হউক, সকল জাতিকেই স্বজাতির পক্ষপাতী হইতে দেখা যাইতেছে।" হিন্দুদিগের প্রাচীন সম্প্রদায় স্বজাতির পক্ষপাতী। সভ্য ইংরাজ জাতির মধ্যে জাতিভেদ নাই, তথাপি লর্ডবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা সামান্য লোকের সহিত আদান প্রদান দূরে থাকুক, আহার ব্যবহার করিতেও ঘৃণা করেন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীবমাত্রেই স্বজাতির পক্ষপাতী। ফল কথা, পৃথিবীর সকলেই জাতিগৌরবের দাস। শুধু মুখের কথায় বাহাদুরি করা কার্য্যকর নহে। কার্য্যে যদি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কল্পদ্রুমের কথা শুনিতাম, তাহা হইলে বরং তাঁহার কথা প্রতিবাদযোগ্য হইত।

উপসংহারে কল্পদ্রুম বলেন "আমাদিগের শেষ অনুরোধ এই, তিনি (কায়স্থ-পুরাণকার) যেন আর কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করিয়া তুলিবার বিফল চেষ্টা করিয়া পণ্ডশ্রম না করেন।" কায়স্থ-পুরাণের পণ্ডশ্রম হইয়াছে কি না—তাহা সাধারণে মীমাংসা করিবেন। কিন্তু কল্পদ্রুমের নিকট

কায়স্থপুরাণের নিবেদন এই, তিনি যখন পতিত মনুষ্যকে উদ্ধার করণার্থ স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন এইরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া যেন আর মর্ত্ত্যবাসীর নিকট উপহাসাস্পদ না হন।

জাতিমিত্র ও কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থকারের কায়স্থসম্বন্ধীয় তর্কখণ্ডন।

বঙ্গদেশস্থ আর্য্য কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ অর্থাৎ কায়স্থ উপাধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধে জাতিমিত্রের স্থূল মীমাংসা এই;—"করণজাতিকে কায়স্থ জানিবে। ইহারা শূদ্রাগর্ভসম্ভূত। পূর্ব্বে অনুলোম জাতি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বচনদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে করণজাতির উৎপত্তি। সেই করণ জাতিই কায়স্থ ও শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" (জাতিমিত্রের ৩০ পৃষ্ঠা দেখ)।

কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ যে করণের বংশজ, জাতিমিত্র তাহার কোন প্রমাণই দিতে সমর্থ হন নাই। প্রত্যুত তাহারা যে ঐ করণ-বংশজ নহে, এবং করণ যে প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, এই সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে।

জাতিমিত্র বলেন, "অনেকে বলেন কায়স্থেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান, যেহেতু কতকগুলি প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, করণ জাতিই কায়স্থ জাতি। করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। মনু বলিয়াছেন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং কায়স্থগণকে অবশ্যই ব্রাত্যক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, দ্রবিড় ও খস জাতিকে

কেহ কেহ অন্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, ঝল্ল মল্ল প্রভৃতিরা ম্লেচ্ছজাতিমধ্যে পরিগণিত। অতএব আমরা বঙ্গীয় সমাজে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণকে ব্রাত্যক্ষত্রিয়সন্তান বলিতে বাধ্য না হইয়া বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভসম্ভূত এবং শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।" (৩৪ পৃঃ দেখ)। কিন্তু কেহ যদি বলেন "আমরা বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত অম্বষ্ঠ বৈদ্যকে চণ্ডাল-বৈদ্যের বংশ না বলিয়া বেদের বংশ বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি" ইহাতে যেমন ঐ জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, তদ্রূপ আর্য্যকায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগকে জাতিমিত্র যাহাই বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন তাহাতেও কায়স্থের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। সুতরাং "আমরা স্বীকার করিতেছি" জাতিমিত্রের এইরূপ পদ ব্যবহার করা প্রগল্‌ভতামাত্র। যাহা হউক, ঝল্ল, মল্ল জাতি ম্লেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া করণ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে ম্লেচ্ছ বলা বিদ্বেষ-বুদ্ধি মাত্র। দ্রবিড়, খস, নট প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্রবিড়, খস ও নট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত। এইরূপে কর্ণাট-দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ করণ ও অম্বষ্ঠদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় অভিহিত। যেমন এক আদ্য ব্রাহ্মণবংশ রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সংজ্ঞায় পরিচিত, তদ্রূপ একই ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া করণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইলে বারেন্দ্র বা অন্য স্থানবাসী ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছ বলা অজ্ঞতার কার্য্য, তদ্রূপ দ্রবিড় ও খসজাতি ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয় অর্থাৎ করণকে ম্লেচ্ছ বলা নির্ব্বোধের কার্য্য মাত্র। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তানসমূহের মধ্যে কেবল

* "এস্থলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট পারিভাষিক অর্থ নহে।"

দ্রবিড় ও খস ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ; নিচ্ছিব, নট ও করণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা যে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ও তাঁহারা যে বিশুদ্ধক্ষত্রিয়, তাহা শূদ্র-করণ নির্ণয় অধ্যায়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কায়স্থ জাতি মনূক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

জাতিমিত্র বলেন, করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। কিন্তু কায়স্থ-বাচক করণ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ; শূদ্রাগর্ভসম্ভূত করণ পুংলিঙ্গ ; এই করণ জাতিতে কায়স্থ নহে, জাতিতে বর্ণসঙ্কর এবং ইহারা লিপিবৃত্তি (নকল-নবীসের বৃত্তি) গ্রহণ করিয়া কোন কোন স্থলে কায়স্থ উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছে মাত্র (শূদ্রকরণ অধ্যায় দেখ)। সুতরাং কায়স্থ শব্দ ও ঐ করণ শব্দ প্রকৃতার্থে এক পর্য্যায়ক শব্দ নহে।

সমস্ত কোষেই হরিশব্দার্থে বিষ্ণু, সিংহ, বানর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে এবং দ্বিজশব্দে পক্ষী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বুঝাইয়াছে। অতএব কায়স্থ ও করণ এক পর্য্যায়ক হইলে বানর, বিষ্ণু ও সিংহকে এবং দ্বিজ ও পক্ষীকে এক পর্য্যায়ক এবং তদ্বশতঃ একবংশপ্রসূত বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, যাহারা করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক বলিয়া এই দুই জাতিকে এক বলিয়াছেন তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

"কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতা"র প্রতিবাদকার জেলা হুগলীর তড়া আটপুরনিবাসী ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ স্কন্দপুরাণোক্ত পরশুরাম ও ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানের কায়স্থ-সংজ্ঞা ধারণের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"এই পুরাণপ্রমাণে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে পারে ; ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রমাণ প্রধান, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি সংহিতাতে বলিয়াছেন যে, বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে উৎপন্ন করণ জাতি এবং ব্রহ্ম-

বৈবর্ত্ত পুরাণে জন্মখণ্ডে বলিয়াছেন করণজাতি লিপিবৃত্তিক, কায়স্থ। প্রধান স্মৃতিকর্ত্তা মনু বলিয়াছেন, বৈশ্যকর্ত্তৃক শূদ্রকন্যাতে যে সন্তান জন্মে সে বৈশ্যের সদৃশ; তবেই মনুর মতেও করণজাতি বৈশ্যের সদৃশ হইল। * * * এই সকল প্রমাণ অনুসারে সুস্পষ্ট বোধ হইল যে করণ আর কায়স্থ এক জাতি, ইহারা শূদ্রের গর্ভোৎপন্ন, এই জন্য শূদ্রজাতি হইল; কিন্তু বৈশ্যের ঔরসজাত প্রযুক্ত মনুর প্রমাণ দ্বারা বৈশ্যের সদৃশ হইল। যে যাহার সদৃশ হয় সে তাহা হইতে ভিন্ন হয়, কিন্তু তাহার অনেক ধর্ম্ম তাহাতে থাকে, * * * শূদ্রজাতি বলিয়া উপনয়ন সংস্কারও নাই, কিন্তু দ্বিজ সন্তান এবং দ্বিজ সদৃশ বলিয়া অন্য শূদ্র মাত্রেরই নমস্য, অর্থাৎ শূদ্রেরা কায়স্থকে নমস্কার করিবে।" ইনিও ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণকে অস্পর্শীয় বলিয়াছেন। কায়স্থপুরাণের করণ-অধ্যায় পাঠ করিলেই সদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদকারী লেখক অবগত হইবেন যে এইরূপ মীমাংসা ভ্রমমূলক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ঐ করণকে "কায়স্থ" বলা হয় নাই, উহা তর্কবাগীশের স্বকপোলকল্পিত।

তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতি প্রামাণ্য। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের করণসম্বন্ধীয় বচন গ্রহণ পূর্ব্বক আদ্যকায়স্থকে বৈশ্য ও শূদ্রীসংজাত করণ প্রমাণ করিতে এত লালায়িত হইলেন কেন? করণজাতি কায়স্থ—এইরূপ কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নাই। কোন পুরাণে ঐরূপ কথা থাকিলেও, তাহা আর্য্য কায়স্থের সম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি তাহাই হয় তবে যে সকল পুরাণে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ঐ সকল পুরাণ কি জন্য কায়স্থের অনুকূলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য না হইবে? বোধ হয়, যদ্দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে, উক্ত লেখকের নিকট তাহা অপ্রামাণ্য, এবং যাহাতে স্বার্থরক্ষা হয়, তাহাই সপ্রমাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কায়স্থ করণ বলিয়া উক্ত হয় নাই। উহাতে

এইরূপ পাঠ আছে যথা—জন্মৈকং করণো ভবেৎ। বিশ্বৈকলিপিকর্ত্তাচ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বৈশ্য ও শূদ্রীজাত ব্যক্তি এক জন্মকাল করণ নামে অভিহিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে একজন প্রধান লিপিকর্ত্তা (নকলনবিশ) হইবে। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রথমে জানা উচিত যে, কায়স্থ করণ ও বর্ণসঙ্কর করণ দুই পৃথক্ জাতি; তাঁহার কোষশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠ করা উচিত। মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, বেদের অর্থ প্রাকৃত লোকের পক্ষে সহজ নহে, সুতরাং ঋষিগণ পুরাণাদিতে দেশ, কাল পাত্রানুসারে লোকের জ্ঞানার্থ বেদোক্ত ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। অতএব পুরাণাদির প্রমাণ সহযোগে বেদের অর্থ সমর্থন করাই উচিত, নতুবা বেদের প্রকৃত অর্থের অনুপলব্ধি প্রযুক্ত অসন্মীমাংসা দ্বারা বেদকে বিকৃত করা হয়। যথা—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

মহাভারতে আরও বিবৃত হইয়াছে, পুরাণ, মনূক্ত ধর্ম্ম, সাঙ্গবেদ ও আয়ুর্ব্বেদ এই চারি শাস্ত্র ঐশাজ্ঞাসিদ্ধ প্রমাণ। অতএব কুতর্ক দ্বারা তাহা খণ্ডন করা পাপাবহ। যথা—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারো ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

কাশীখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতিহীন ব্যক্তি অন্ধ; তন্মধ্যে একটী বিহীন হইলেই কাণ হয়। আর যে ব্যক্তি পুরাণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তিনি হৃদয়শূন্য অর্থাৎ জীবন্মৃত স্বরূপ। অতএব কাণ অথবা অন্ধ হওয়া অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি না জানা বরং ভাল, কিন্তু হৃদয়শূন্য অর্থাৎ পুরাণে অনভিজ্ঞ হওয়া অধিক দোষাবহ। কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সকল ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণে তাহাই পুরাবৃত্ত ঘটনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হীনোঽন্ধঃ কাণঃ স্যাদেকয়া বিনা॥
পুরাণহীনাং হৃচ্ছূন্যাং কাণান্ধাবপি তৌ বরৌ।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতো ধর্ম্মঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে॥

বাল্মীকির রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থেও পুরাণের উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, "যোগিগণ বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল আলোচনা করিয়া তাঁহারই (নিরাকার ব্রহ্মের) ধ্যানে নিমগ্ন হন।"(১) কিন্তু স্মৃতি দ্বারা যে ব্রহ্মের আরাধনা হইবে তাহা কোন শাস্ত্রেই লিখিত হয় নাই। সুতরাং পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতিকে সাধারণতঃ প্রামাণ্য বলিলেও পুরাবৃত্ত ও ভগবৎসাধনবিষয়ে পুরাণই প্রমাণ ও সহায়।

স্মৃতিতেও বিবৃত হইয়াছে যে পুরাণ ও বেদাদি চতুর্দ্দশ শাস্ত্র মানবগণের মান্য। যথা—

পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের নিত্যকার্য্য নির্ণয় করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন বেদাংশ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, তাহার মাংস, ক্ষীর, অন্ন, মধু ও সর্পির দ্বারা দেবতাদিগকে এবং ঘৃত মধু দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়, যথা—

বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাং স্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাঽধীতে হি যোঽন্বহম্॥
মাংসক্ষীরৌদনমধুতর্পণং স দিবৌকসাম্।
করোতি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৃণাং মধুসর্পিষা॥

(১) বিনোদবিহারী গোস্বামিকর্ত্তৃক অনুবাদিত, উত্তরকাণ্ড, ১৬০ পৃঃ দেখ।

তিনি আরও বলিয়াছেন, জপযজ্ঞ সাধনার্থ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিবে; যথা—

বেদাথর্ব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীঞ্জপেৎ॥

অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রমাণ হয়, পুরাণ স্মৃতি অপেক্ষা কম মাননীয় গ্রন্থ নহে।

সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে বিশুদ্ধ হিন্দুগণ ধর্ম্ম অর্জ্জন কামনায় কত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাটীতে পুরাণ দেওয়ার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কেহই স্মৃতি দেওয়ার জন্য যত্ন করেন নাই।

বর্ত্তমান স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের গুরু রঘুনন্দন, তিনিও পুরাণ ও স্মৃতির বচন গ্রহণপূর্ব্বক স্মৃতি-সংগ্রহ করিয়া রাঢ়খণ্ডে নূতন আইন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ উহাই অবলম্বন করিয়া বঙ্গসমাজে স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক হইয়াছেন। তথাপি কালের গতি এইরূপ যে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশকরণসময়ে পুরাণকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

স্মৃতি স্থানীয় আইন (Local Law)। সর্ব্বস্থানের আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় আইন (স্মৃতি) এক নহে। বর্ত্তমানসময়েও বঙ্গদেশে দায়ভাগ, মিথিলা প্রভৃতি দেশে মিতাক্ষরা এবং দ্রাবিড় ও পুনা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিচন্দ্রিকা প্রচলিত। পুরাণে সৃষ্টির প্রথমাবধি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা ও নিয়ম বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু পুরাণ স্থানীয় আইন নহে, সকল স্থানের সমুদয় আর্য্য সন্তানের জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং কোন সময়ে কোন স্থানে সাময়িক ঘটনাক্রমে যদি কোন নিয়ম স্থাপন হইয়া ঐ নিয়ম তৎস্থানীয় ধর্ম্মস্বরূপ গণ্য হইয়া আসিয়া থাকে এবং ঐ নিয়মের সহিত যদি পুরাণোক্ত ধর্ম্মের বিরোধ হয়, তবে স্থানীয় আইন

(স্মৃতি) প্রবল হওয়াই উচিত। নচেৎ তৎস্থানীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভব। এই নিমিত্ত মরীচি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে স্থানে যে আচার ও নিয়ম ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে সেই দেশে তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণ্য হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন দেশে ভ্রাতৃজায়া বিবাহ করিবার ও মৎস্যভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ। অতএব স্থানীয় প্রথা (স্মৃতি) অতিক্রম করিয়া পুরাণোক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে হইলে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং এমত স্থলে স্থানীয় আইন (স্মৃতি) অনুসারেই কার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং ব্যাস বলিয়াছেন, স্মৃতি অর্থাৎ স্থানীয় প্রচলিত ব্যবহারের সহিত পুরাণের বিরোধ হইলে স্থানীয় ব্যবহারই বলবৎ হইবে; যথা—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

মনু আদি ব্যবস্থাপক। মনুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই অন্যান্য স্থানীয় আইন প্রণীত হইয়াছে। নূতন স্মৃতিকর্ত্তারাও স্বীয় স্বীয় মত প্রচলন করিয়াছেন। তাহাতে মনুর মতেরও বৈষম্য জন্মিয়াছে। সুতরাং বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, যে স্মৃতি মনুস্মৃতির বিপরীত, তাহা অপ্রামাণ্য; যথা—

বেদার্থোপনিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

অতএব পুরাণ ও স্মৃতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। তন্মধ্যে পুরাণ ধর্ম্মগ্রন্থ, সাধারণতঃ স্মৃতি অপেক্ষা অগ্রগণ্য, কেবল স্থানীয় ব্যবহার ও প্রথা সম্বন্ধে স্থানীয় আইন (স্মৃতি) অগ্রগণ্য মাত্র, অন্য কোন সম্বন্ধে নহে।

স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতি অগ্রগণ্য হইলেও বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের কোন ক্ষতি নাই।

কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা করণের বংশ নহে, তাহা বিষ্ণু, বৃহৎ-পরাশর, মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থ বচনের দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়, এতৎসম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রই একমত, কেহই বিরোধী নহে।

এস্থলে স্মৃতির কতিপয় প্রমাণ ধরা হইল :—

বিষ্ণুসংহিতা (৭ম অধ্যায়)—

অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।
রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং
রাজসাক্ষিকম্॥

বৃহৎপরাশর (১০ম অধ্যায়)—

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যবিচক্ষণান্॥

মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়)—

কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ। তৈঃ পীড্যমানাঃ প্রজা
বিশেষতো রক্ষেৎ। তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ
দুর্নিবারত্বাৎ॥

মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসবচন (আচারাধ্যায়)—

সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্ রাজশাসনম্॥

বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যাসবচন (ব্যবহারাধ্যায়)—

স্ফুটলেখং নিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥
অত্র শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তে গণকো দ্বিজাতিস্তৎসাহচর্য্যাৎ
লেখকোঽপি দ্বিজাতি রিতি বীরমিত্রোদয়মতম্॥

মেধাতিথিকৃত মনুসংহিতাভাষ্য (৮ম অধ্যায়)—

রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থহস্তলিখিতান্যেব প্রমাণীভবন্তি॥

হারীতসংহিতায় ক্ষত্রিয়লক্ষণ (২য় অধ্যায়)—

নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—রাজার ধর্ম্মাধিকরণে রাজার নিযুক্ত কায়স্থের দ্বারা লিখিত না হইলে কোন দলিল পাকাদলিল (রাজসাক্ষিক) বলিয়া গণ্য হইবে না।

পরাশর বলিলেন—রাজা ধর্ম্মজ্ঞ শুচি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মাধিকরণে সকল দলিলে রাজমুদ্রা (সীল) ও স্বাক্ষর দেওয়ার অধিকার দিবেন এবং দলিল-রচনায় বিচক্ষণ কায়স্থকে ধর্ম্মাধিকরণের লেখক নিযুক্ত করিবেন।

মিতাক্ষরায় উক্ত হইয়াছে—কায়স্থেরাই রাজকীয় গণক ও লেখক। তাহারা রাজার প্রিয়পাত্র এবং অতিশয় চতুর বলিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী, তাহাদের দ্বারা নিপীড়িত প্রজাকে রাজা বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন।

আর ব্যাসবচন এই যে—রাজার সান্ধিবিগ্রহকারী যে লেখক (সামরিক মন্ত্রী) তিনি স্বয়ং রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রাজকীয় শাসন পত্র লিখিবেন, অন্য কোন মন্ত্রীর আদেশে বা স্বইচ্ছায় লিখিবেন না।

বীরমিত্রোদয়ে ব্যাসবচন ধৃত হইয়াছে—রাজা শব্দতত্ত্বজ্ঞ শুচি ব্যক্তিকে শাসনপত্রাদির স্পষ্টাক্ষরলেখকপদে এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন গণক নিযুক্ত করিবেন। এই বচন উদ্ধার করিয়া মিত্রমিশ্র বলিতেছেন—এই ব্যাসবচন হইতে জানা যাইতেছে যে রাজকীয় গণক ও তৎসহকারী লেখক দ্বিজাতি।

মেধাতিথি মনুসংহিতার ভাষ্যে বলিতেছেন—রাজার ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসনপত্র কায়স্থহস্তলিখিত হইলেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

মহর্ষি হারীত বলিতেছেন—নীতিশাস্ত্রকুশল, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ দেব-ব্রাহ্মণভক্ত ও পিতৃকার্য্যপরায়ণ—এই কয়টী ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।

পূর্ব্বকালে কায়স্থগণ যে এই সমুদয়লক্ষণসম্পন্ন দ্বিজাতি ছিলেন তাহা উল্লিখিত প্রমাণ-পরম্পরা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। যে সকল

ক্ষত্রিয় অসিদণ্ড-ধারী ক্ষত্রিয়রাজগণকে লেখনী ধারণ করিয়া এবং যুদ্ধ ও সন্ধিবিষয়ে মন্ত্রণা দিয়া রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতেন তাহারাই কালক্রমে কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে কায়স্থদিগকে বৈশ্য ও শূদ্রাণীসংযোগজাত শূদ্র-করণ বলিতে অগ্রসর হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা করা মাত্র।

জাতিমিত্র বঙ্গীয় আর্য্যকায়স্থদিগকে প্রথমতঃ বৈশ্য ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্কর-করণ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আবার কল্পিত, অগ্নিপুরাণের বচন গ্রহণপূর্ব্বক ঐ কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশজ বলিয়াছেন। ধন্য বিচারশক্তি! যাহা হউক, অগ্নিপুরাণোক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে।

জাতিমিত্র ভবিষ্যপুরাণের কায়স্থ সম্বন্ধীয় বচন সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এই পুস্তকের কায়স্থপ্রকরণে ঐ বচনের সমালোচনা হইবে, তাহাতে পূর্ব্বাপর অনৈক্য, ব্যাকরণাশুদ্ধি, অন্য শাস্ত্র ও পরস্পর পুরাণ-বিরুদ্ধ, তাৎপর্য্য ও ভাব অতি জটিল ইত্যাদি দোষ সকল দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন—ঐ বচনগুলি অসাধারণ জ্ঞানশালী মুনিপ্রণীত, কি আধুনিক কাল্পনিক রচিত" (দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৯)। বর্ত্তমান সময়ের নিয়মই এই যে, যে গ্রন্থ স্বীয় মতের পোষক নহে, ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ দর্শাইয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে সকলেই পাণ্ডিত্যাভিমানী ও বিদ্যাবাগীশ। সুতরাং প্রাচীন মুনি ও ঋষিদের ব্যাকরণাশুদ্ধি না ধরিলে তাঁহারা কখনই পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে তাঁহারা প্রাচীন ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন। অতএব তাঁহারা যে প্রাচীন গ্রন্থের ব্যাকরণদোষ ধরিতে অগ্রসর হন, ইহা কেবল কালমাহাত্ম্য ও দুঃসাহসমাত্র।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদেরা মাহেশব্যাকরণ জানিতেন না। এই নিমিত্ত ব্যাসপ্রণীত পুরাণাদি গ্রন্থোক্ত কোন কোন পদ ও শব্দ সম্বন্ধে

তাঁহাদের সন্দেহ জন্মিলে তাঁহারা পাণিনির ব্যাকরণ মতে সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং নারায়ণ বকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যে পদরত্ন সমুদ্রবৎ মাহেশব্যাকরণ হইতে ব্যাসদেব সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা গোষ্পদ তুল্য পাণিনি-ব্যাকরণে থাকিতে পারে না, যথা—

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥

ভাষ্যকার দুর্গাসিংহ বলিয়াছেন যে যখন কুশাগ্রভাগসদৃশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারাও তিনি শব্দসাগরের পারদর্শী হইতে পারেন নাই তখন জড়বুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা কি হইবে? যথা—

অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রৈকধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥

অতএব আধুনিক পণ্ডিতাভিমানীদের মধ্যে যাঁহারা ব্যাসের ব্যাকরণ-দোষ ধরিয়া পুরাণাদি গ্রন্থের অবমাননা করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের স্বীয় বুদ্ধি ও বিদ্যার সীমা কতদূর, তাহা অগ্রে বিবেচনা করা উচিত।

এক্ষণে অনেক পণ্ডিতই সহসা শাস্ত্রসম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসা ও ব্যবস্থা দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু জানা উচিত যে তর্ক, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের পার-দর্শিতা এবং তৎসহ যাঁহাদের পণ্ডা অর্থাৎ বিচারশক্তি ছিল, তাঁহারাই প্রাচীনকালে পণ্ডিত এবং হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য ছিলেন; যথা—

তর্কসিদ্ধান্তসাহিত্যবেদবেদাঙ্গগামিনী।
পণ্ডাবুদ্ধিসমাযুক্তস্তদ্যোগাৎ পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ॥

অতএব রঘুনন্দনের দেড় পাতা ও গৌতমস্থত্রের দুই একটা সূত্র পাঠ করিয়া যাঁহারা কোন বিষয়ের ব্যবস্থা দিতে ও মীমাংসা বা প্রতিবাদ

করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের মনে মনে বিবেচনা করা উচিত যে কি পর্য্যন্ত তাঁহাদের দর্শন। সুতরাং জাতিসম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসায় যে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতা যেমন কবির চিতেন ধরিয়া নানাবিধ অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক কায়স্থকে গালি দিয়া লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, অনেকের ইচ্ছা কায়স্থপুরাণও তদ্রূপ লেখনী দ্বারা তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হন। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, যে স্থানে পাষণ্ড বক্তৃতা করে সে স্থানে বর্ষাকালীন কোকিলের ন্যায় ভদ্রলোকের নীরব থাকাই কর্ত্তব্য; যথা—

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

অতএব তাহার লেখনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা গেল না।

বাবু গোপালচন্দ্র সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক "জাত নাই তার কুলের আশা" নামক একখানি পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে, "বৈদ্যবংশজ রাজা বল্লালসেন স্বীয় স্বীয় সমাজচ্যুত যে পঞ্চসেবককে কৌলীন্য প্রথা দিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশীয় কি না, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই—অনুমান করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বলা অন্যায়, যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন তাহা হইলেও স্বকর্ম্ম ও স্বধর্ম্মাদি পরিভ্রষ্ট হইয়া বিবাহাদি কর্ম্মকারণ চলিত হওয়াতে এদেশীয় পূর্ব্বকায়স্থদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বক্ষত্রিয়দের সহিত আচার ব্যবহারাদিতে কোন ক্রমেই তুল্য হইতে পারেন না। অতএব বল্লাল ভূপালকৃত কুলুজির মতেই তাঁহাদের আচার ব্যবহারাদি করা ও সেই সকল রীতি-নীতিতে চলাই বিধেয়।"

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" মনু।

"একস্থলে মনু এইরূপ লেখেন যে ইহলোকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাদির অভাবে ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে। যখন আসল ক্ষত্রিয়দের শূদ্রত্ব হইল তখন কৃত্রিম ক্ষত্রিয়দের কথা আর অধিক কি লিখিব ?"

এই গ্রন্থকার মনুবচনের "ইমাঃ" শব্দে ইহলোক এবং "গতাঃ" শব্দে "হইবে"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "গতাঃ" ক্রিয়াটি ভূতকালবাচক ক্রিয়া ; এবং "ইমাঃ" শব্দে "এই সকল" অর্থ বুঝায়।

"ইমাঃ" বাক্য দ্বারা মনু যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাদের বিষয় তিনি ঐ বচনের পরবচনেই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

অর্থাৎ পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণ না পাইয়া ক্রিয়ালোপ-বশতঃ ক্রমে ক্রমে শূদ্রভাবসম্পন্ন হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত মনুবচন দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়কে শূদ্র বলা শাস্ত্র না জানার ফল মাত্র।

এই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এদেশীয় (বঙ্গদেশীয়) পূর্ব্বকায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়গণ অর্থাৎ কুলীনকায়স্থগণ বিবাহাদি করিয়া মিশ্রিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বক্ষত্রিয়দের সহিত আচার ব্যবহারাদিতে কোনক্রমেই তুল্য হইতে পারেন না। "পূর্ব্বক্ষত্রিয়" এই শব্দ দ্বারা গ্রন্থকার যে কোন্ ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা জানা যায় না।

কনৌজী কায়স্থেরা গৌড় কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করাতে তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উভয়ই ক্ষত্রিয় কায়স্থ।

ক্ষত্রিয়গণ নানা স্থানে বাস করিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমাজস্থাপন ও স্বতন্ত্র আচার অবলম্বন করিয়া আছেন, বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয়গণও সেইরূপ করিয়াছেন। এইরূপ আচারভেদ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণের মধ্যেও

রহিয়াছে। তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বও নষ্ট হয় নাই। মৌলিক কায়স্থ ও কুলীন কায়স্থের পরস্পরের বিবাহাদি কার্য্য দ্বারা তাহাদের সবর্ণবিবাহই প্রচলিত রহিয়াছে।

মৌলিক কায়স্থদিগকে বঙ্গের আদিমবাসী প্রমাণকরণার্থ কবিরাজ মহাশয় লাক্ষণ্য স্মৃতির এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ :
রাজকর্ম্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ ॥
লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
এতে বঙ্গজা নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা ॥

বঙ্গজ বলিতে বঙ্গদেশজাত অথবা বঙ্গদেশজয়কারী এইরূপ অর্থ বুঝায়। কায়স্থগণ বঙ্গদেশজাত নহেন, তাহারা কনৌজ ও গৌড় হইতে আসিয়া বঙ্গভূমি জয় করিয়া তথায় বসতি করিয়াছিলেন। অতএব 'বঙ্গজ' শব্দে বঙ্গজেতা—এই অর্থই সঙ্গত অর্থ হইতেছে। অতএব কবিরাজ মহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না।

কবিরাজ মহাশয় কায়স্থের লক্ষণ বর্ণনার্থ লাক্ষণ্য স্মৃতির যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত এই—কায়স্থ বিদ্যাবান্ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত হইয়াছে চিত্রগুপ্তের বংশজ গৌড় প্রভৃতি কায়স্থগণ সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। যথা—

"সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।"

এতদ্ব্যতীত মৌলিক কায়স্থগণ শুচি, ধীর (পণ্ডিত), দাতা, পরোপকারী, রাজকর্ম্মচারী, ক্ষমাশীল,—এই সকল গুণ যে ক্ষত্রিয়দিগেরই লক্ষণ তাহা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। এই সপ্তগুণ শূদ্র বা হীনজাতিদিগের ছিল না এবং হইতে পারে না। কারণ যাহারা অশুচি ও হিংসাপ্রিয় তাহাদিগকেই শাস্ত্রকারেরা শূদ্র বলিয়াছেন।

উল্লিখিত লাক্ষণ্যস্মৃতির বচনে মৌলিক কায়স্থের সপ্তগুণসহ লেখক, লিপিকর ও অক্ষরজীবী এই কয়েকটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অমরকোষে ক্ষত্রিয়বর্গে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ।

*　　*　　*　　*

লিপিকারোঽক্ষরচনোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকে।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণই ক্রমে অক্ষর রচনা দ্বারা লিপিকার ও লেখক (কায়স্থ) হইয়াছেন। এই সপ্তগুণসম্পন্ন কায়স্থদিগের মধ্যে যাহারা প্রাড়্‌বিবাক (জজ) প্রভৃতি রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরাই মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক মহাপাত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। মহাপাত্রের অর্থ প্রাড়্‌বিবাক (জজ)।

কবিরাজ মহাশয় লাক্ষণ্যস্মৃতির উল্লিখিত বচন যে স্থানে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বচন বর্ণসঙ্করতত্ত্বের বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

মাহিষ্যবনিতাসূনুর্বৈদেহাদ্ যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য ধর্ম্মো বিধীয়তে॥
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটীপ্রভেদতঃ॥
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
ত্রিবর্ণস্য চ সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্॥
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্তমংশুসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥

কবিরাজ মহাশয়ের জানা উচিত 'বর্ণসঙ্করতত্ত্ব' নামক কোন প্রাচীন গ্রন্থ নাই। কমলাকর ভট্ট নামক এক ব্যক্তি "শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থকার বিবিধ জাতির

ধর্ম্মনির্ণয়করণার্থ অন্যান্য জাতিসহ বৈদেহ ও মাহিষ্যসংযোগজাত বর্ণসঙ্কর-জাতির বিষয়ও কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় ভ্রমবশতঃ হউক অথবা অন্যকারণপ্রযুক্তই হউক, "চাতুর্ব্বর্ণস্য" পাঠের পরিবর্ত্তে "ত্রিবর্ণস্য চ" লিখিয়াছেন। যাহা হউক, এই জাতি চতুর্ব্বর্ণের সেবক।

তৎপর বচন দ্বারা গ্রন্থকার (কমলাকর ভট্ট) ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের জীবিকা শিল্পকর্ম্ম-ব্যবসায়। যথা—

ব্যবসায়ঃ শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতম্।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শিল্পকর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই ইহাদের মূল বৃত্তি, তবে কালক্রমে ইহারা লেখা নকল করার ও চিত্রকর প্রভৃতির বৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে।

পরিশেষে উক্ত হইয়াছে যে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ, দেবতা স্পর্শন ও রক্তবস্ত্রপরিধান কায়স্থাদি বর্জ্জন করিবে।

চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনী কায়স্থদের এই সকল অধিকার রহিয়াছে বলিয়াই এই বর্ণসঙ্কর কায়স্থ বিশুদ্ধ কায়স্থের অনুকরণে যেন ঐ সকল দ্বিজোচিত কার্য্য না করে এই অভিপ্রায়ে এই বচন রচিত হইয়াছে। ইহারা যে প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, নকলনবিশ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিল, তাহা কমলাকরও বলিয়াছেন এবং চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনি কায়স্থের শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় ত্রিবিধ করণ বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ যে ঐ ত্রিবিধ করণের কোন এক করণবংশজাত, তিনি তাহা বলিতে সমর্থ হন নাই। তবে অনর্থক কি নিমিত্ত ঐ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

কবিরাজ মহাশয় কায়স্থদিগের কৌলীন্যপ্রথাসংবদ্ধকারী বল্লালসেনকে বৈদ্যবংশজ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৈদ্যদিগের বিরচিত গ্রন্থ অর্থাৎ

পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং কবিকণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্যকুলজী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই বল্লালসেন বৈদ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

বৈদ্যকুলজী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, বৈদ্যকুলোদ্ভূত রাজা বল্লাল সাধ্য-ভাবযুক্ত দুহিসেনাদি বৈদ্যবংশজদিগকে আচার-বিনয়াদি গুণ না থাকিলেও কৌলীন্য দিয়াছিলেন, যথা—

> পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভুজা।
> ব্যবস্থাপিতং কৌলীন্যং দুহিসেনাদিবংশজে॥
> পৌরুষৈরনতিক্রম্য সাধ্যদোষাদিদূষিতে।
> আচারবিনয়াদ্যৈশ্চ গুণৈর্বিরহিতেঽপি চ॥ ইত্যাদি।

বল্লালকে বৈদ্য করা চাই, কিন্তু তিনি বৈদ্য হইলে স্বজাতিকে কৌলীন্য দিলেন না কেন? এই তর্কের উত্তরে এক কাহিনী সৃষ্টি করা হইয়াছে যে তিনি অন্যায়রূপে গুণহীন দুহিসেনাদিকে কৌলীন্য দেন এবং আরও বহু অপকার্য্য করেন, এজন্য তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন বিদ্রোহী হন, বৈদ্যগণ লক্ষ্মণসেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বল্লালপ্রদত্ত কৌলীন্য গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে বল্লালসেন বৈদ্যকে কৌলীন্য দেন নাই, এবং বৈদ্যেরা নবগুণে কৌলীন্য লাভ করিতে পারে নাই। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্যমেলবন্ধনকারী বল্লালসেন বৈদ্য নহে, অম্বষ্ঠ শ্রেণীর কায়স্থ (ক্ষত্রিয়)—এই বিষয় দেবীবর, বাচস্পতি মিশ্র এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের অন্যান্য প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বল্লালসেনের বংশবর্ণনাস্থলে "বৈদ্য" অথবা "বৈদ্য অম্বষ্ঠ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া তাঁহাদের কেহ বল্লালকে "ক্ষত্রিয়," কেহ বা কেবল "অম্বষ্ঠ" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আইন-ই-আক্‌বরিতে বল্লালসেন সুস্পষ্টই কায়স্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় বল্লাল-ভূপালকৃত দানসাগর নামক গ্রন্থ হইতে যে

বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐ ভূপতি বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ প্রমাণ না হইয়া বরং তিনি যে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত ছিলেন তাহাই প্রমাণ হইতেছে। বৈদ্য-অম্বষ্ঠগণ গুপ্ত ও দাস উপাধিসম্পন্ন, তাহারা "দেব" উপাধি-সম্পন্ন নহে। কিন্তু বল্লালসেনদেব কর্ত্তৃক দানসাগর-গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের উপাধিই দেব। সুতরাং এই বল্লালসেন যে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যথা—

পরমমাহেশ্বরমহারাজাধিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর-
শ্রীমদ্বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ॥

কবিরাজ মহাশয় বলেন "অম্বষ্ঠ" শব্দে কায়স্থ কুত্রাপি বোধ হইতেছে না। তিনি আরও বলেন "মহাভারতে অম্বষ্ঠদিগের নাম উল্লেখ আছে. কিন্তু উহারা কোন্ জাতি তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই।" (২৭—২৮ পৃঃ দেখ)। কিন্তু কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজগণ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্যোগপর্ব্ব প্রভৃতি নানা পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে তিনি অবগত হইবেন, অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়ই ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

শিবীংস্ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্। ইত্যাদি।

অর্থাৎ শিবিবংশজ, ত্রিগর্ত্তবংশজ, অম্বষ্ঠবংশজ, মালববংশজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ। অম্বষ্ঠদেশের নামানুসারে ক্ষত্রিয়দিগের এক বংশের সংজ্ঞা অম্বষ্ঠ হইয়াছে; যথা—

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌড়া অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তম॥ ভবিষ্যপুরাণ।

ভরত বলিয়াছেন, ভূমির নামানুসারে যোগার্থে অম্বষ্ঠ হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন, অম্বার শরীরে অবস্থিতি করিয়া যে অম্বষ্ঠ হইয়াছে, সেই অম্বষ্ঠ বৈদ্য; যথা—

"তিষ্ঠত্যম্বাকুলে যস্মাত্তস্মাদম্বষ্ঠবৈদ্যকঃ।"

অর্থাৎ অম্বাকুলে (বৈশ্যকুলে) স্থিত বলিয়া বৈদ্যের অম্বষ্ঠ নাম।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভূমি অর্থাৎ দেশের নাম অনুসারে যিনি অম্বষ্ঠসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন। অতএব অম্বষ্ঠ শব্দে কায়স্থ বুঝায় না বলিয়া কবিরাজ মহাশয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র না জানার ফলমাত্র।

বৈদ্যকুলজী গ্রন্থকর্ত্তারা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্যস্থাপক বল্লালসেনকে বৈদ্যবংশজ বলিয়া ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে বল্লালসেনই কনৌজী পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরদিগকে স্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কুলদীপক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে ; যথা—

> অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
> আদিশূরানীতানাঞ্চ বিপ্রাণাং দেশভেদতঃ।
> শ্রেণাদ্বয়ঞ্চ নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞিতম্।

অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়া এই বল্লালসেনকেই আদিশূর গণ্য করিয়া থাকেন। এই হেতু দেবীবর প্রভৃতি কারিকাকারগণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে আদিশূর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য নিয়ম ও শ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং বৈদ্য অম্বষ্ঠগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠতরতা প্রতিপাদনার্থ আপনাদের কুলজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—কনৌজী ব্রাহ্মণের বংশধরদিগকে বৈদ্য বল্লালসেনের মাতৃকুলজাত আদিশূর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তৎপরে তাহার কন্যাকুলজাত বল্লালসেন তাহাদের মধ্যে কৌলীন্য নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব। শূরবংশের পরে পালবংশের বহু রাজা রাজত্ব করেন, তৎপরে সেনবংশের রাজত্ব। সুতরাং বল্লালকে আদিশূরের দৌহিত্রকুলজাত বলা কল্পনামাত্র।

কবিরাজ মহাশয় আইন-আক্‌বরির লিখিত "কায়েত" শব্দকে অপভ্রংশ করিয়া "কয়থ" লিখিয়াছেন। বোধ হয় পারস্যভাষা না জানা হেতু এইরূপ হইয়াছে। পারস্য "কাফ" অক্ষর স্থানবিশেষে "ক" ও "কা" এবং "তোয়ে" ও "তে" অক্ষর "ত" ও "থ" উচ্চারিত হয়। অতএব আইন-ই-আক্‌বরিতে প্রকৃতার্থে কায়েত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, "কয়থ" শব্দ লিখিত হয় নাই।

আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য মেল যে ব্যক্তি কর্তৃক সংবদ্ধ হইয়াছে ঐ ব্যক্তি যে প্রকৃতার্থে আচার ও নিষ্ঠা প্রভৃতি হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, দানশক্তি ও তপস্যা, এবং বিদ্বান্, শুচি, ধীর (পণ্ডিত), পরোপকারিতা ও দয়া, এই সকল গুণের বিবেচনা ও বিচার করিয়া কুলীন ও মৌলিকের মেলবন্ধন হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি জাতিবিচার করে না এবং শুচিতা, আচার ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক যে উল্লিখিত গুণসমূহের গৌরব বা শ্রেষ্ঠতা সংবৰ্দ্ধন হইবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ; সুতরাং তাহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অশুচি ব্যক্তি শুচিতাকে এবং আচার-হীনেরা আচারনিষ্ঠকে ঘৃণা করে, এবং যাহারা জাতি মানে না তাহারা জাতি বিনষ্ট করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকে। বৈদ্যদের প্রচারকালে বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ বল্লালসেন ডোম বা চণ্ডাল জাতীয় কন্যা বিবাহ করেন-- এই বিষয় বঙ্গবাসী প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকে অদ্যাপি বিশ্বাস করেন। ডোম অস্পৃশ্যজাতি। অতএব যে ব্যক্তি অস্পৃশ্যজাতিকে বিবাহ করিতে ঘৃণা করে নাই, সেই ব্যক্তি যে কি পর্য্যন্ত জাতিবিচার ও শুচিতাসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশোদ্ভূত বল্লালসেন-কর্তৃক যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্যমেল স্থাপন হয় নাই, তাহাতে

কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই অন্ত্যজা বিবাহকারী বৈদ্য বল্লাল অন্য কোন পরবর্ত্তী লোক হইবেন।

কৌলীন্য মূলস্থাপকের বংশ ও জাতি সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমপূর্ণ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণ, যাহারা বল্লালসেনের পরে ব্রাহ্মণের কুলীন বংশধরদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারাও বল্লালসেনের বংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করেন। সুতরাং অনেকের ধারণা এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন, দেবীবর বল্লালসেনের পুত্র। কিন্তু দেবীবর প্রকৃতার্থে ব্রাহ্মণ, যোগেশ্বর পণ্ডিতের মাসতুত ভ্রাতা। যখন দেবীবর ব্রাহ্মণ হইয়াও বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তখন বৈদ্য বল্লালসেন ও কায়স্থ বল্লালসেন এবং আদিশূর যে এক ব্যক্তি ও এক বংশধর বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

তৃতীয় খণ্ড।

চিকিৎসক অম্বষ্ঠ নির্ণয়

মানবে ৯।১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, মহারাজ বেণের রাজত্ব-সময়ে মনুষ্যগণ গর্হিত পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক যদৃচ্ছাচারে অন্যের বিবাহিতা সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল ঐ সকল সন্তান বর্ণসঙ্কর। যে সকল ব্যক্তি উক্তরূপে বর্ণসঙ্কর সমুৎপাদন করেন, তাঁহারা সাধুজনবিগর্হিত; এবং বর্ণসঙ্কর পুত্রগণ নিকৃষ্ট। বর্ণসঙ্কর মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাতে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম অম্বষ্ঠ; যথা—

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥

* * * *

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় বিবৃত হইয়াছে—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈশ্যজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী মুনি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অগ্রজ অমৃতাচার্য্য অম্বাকুলে স্থিত হইয়া অম্বষ্ঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; তদবধি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা হইতে উদ্ভূত সকলেই অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। জননী গর্ভে জন্মলাভ করিয়া যেহেতু বেদসংস্কৃতব্যক্তিগণকর্ত্তৃক জাত, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ; এই অম্বষ্ঠগণ সকলেই দ্বিজ ও বৈদ্য। বৈদ্যসমূহ রোগের প্রতিকারিত্বে নিযুক্ত হইয়া ভিষক্ বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছে। ঐ বৈদ্যগণ সত্য ও ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণবৎ, দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয়বৎ ও কলিযুগে বৈশ্যসদৃশ; যথা—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে॥
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্ত স্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ॥
পরে সর্ব্বেঽপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।
জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ॥
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥

এই কুলপঞ্জিকা বৈদ্য-লিখিত গ্রন্থ; স্বজাতির গুহ্য বৃত্তান্ত কেহই সহজে প্রকাশ করিতে চাহেন না। সুতরাং ঐ গ্রন্থকার উল্লিখিত

জটিলভাবসম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করিয়া অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

কুলপঞ্জিকাকার স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছে। সুতরাং অমৃতাচার্য্য বৈধ পুত্র হইলে জাতিতে ব্রাহ্মণই হইতেন, কখনই অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাতি হইতেন না।

স্মার্ত্তবাগীশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সকল গ্রন্থের একবাক্য হইতে পারিলে বাক্য-ভেদ করা অনুচিত। মানবে ব্যক্ত আছে, বেণরাজার সময়ে পশুধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক মানবগণ অন্যের স্ত্রীর দ্বারা বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপত্তি করে। বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যজাতীয়া ও চিকিৎসক কন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বেণরাজার শাসনকালে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বলাৎকারে বৈশ্যের স্ত্রীতে অম্বষ্ঠ জন্মে, তাহার বৃত্তি চিকিৎসা, বৈদ্য তাহার অপর নাম। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাতেও উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাস্ত্রীতে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া মাতৃকুলেই থাকিল, জনকের সহিত পরিচয় থাকিল না, এইজন্যই অম্বষ্ঠ নাম হইল। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর শূদ্রজাতি বিশেষ। কারণ অবৈধ পুত্রই সাধারণতঃ মাতৃ-নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অম্বষ্ঠ অমৃতাচার্য্যের বৈধ পুত্র নহে, অম্বাতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ বলাইতে না পারিয়া জনসমাজে অম্বায়াং স্থিতঃ বলিয়া অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় পরিচিত ও ঐ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাতি বা সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বোধ হয়, কুলপঞ্জিকাকার ভদ্রতার ও স্বজাতির অনুরোধে "তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ" এইরূপ পদ ব্যবহার করিয়াছেন।

জাতিমিত্র উল্লিখিত কুলপঞ্জিকার——

"জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই বচনের অর্থ করিয়াছেন "জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাদের বেদ সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ দ্বিজ এবং বৈদ্য নামে খ্যাত।" কিন্তু অম্বষ্ঠের মাতা জাতিতে বৈশ্য। সুতরাং জননী হইতে জন্মলাভ করা হেতু সংস্কারসম্পন্ন হইয়া থাকিলে অম্বষ্ঠ যে বৈশ্য সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ বচনের পরবচনে বিবৃত হইয়াছে, বৈদ্য সত্য ও ত্রেতা যুগে ব্রাহ্মণের সদৃশ এবং দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয়ের তুল্য। এস্থলে পিতৃ শব্দে যে ব্রাহ্মণ, তাহা জাতিমিত্র স্বীকার করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ সত্যযুগে বেণরাজার সময়ে জন্মিয়াছেন। বৈশ্য ও ব্রাহ্মণের সংস্কার এক নহে এবং বৈশ্য-সংস্কার-সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়সদৃশ হইতে পারে না। অতএব সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়সদৃশ থাকার কথা অপ্রকৃত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রোগের প্রতিকারিবে নিযুক্ত হইয়া বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় সেই আখ্যান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলা হয় নাই।

মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্ট নিম্নলিখিত মনুবচনের টীকায় বর্ণন করিয়াছেন, গর্দ্দভী ও তুরঙ্গের সংযোগে যেমন অশ্বতর জন্মিয়াছে, অম্বষ্ঠও সেইরূপ ; যথা—

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥

কুল্লুকভট্টের এতৎসম্বন্ধীয় টীকা, যথা—

অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাম্ অম্বষ্ঠক্ষত্তৃকরণপ্রভৃতীনাং তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবেন খরতুরগীয়সম্পর্কাজ্জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তরত্বাদ্বর্ণশব্দেনাগ্রহণাৎ।

পরাশরও বলেন, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর, যথা—

অম্বষ্ঠো গণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এব চ।
রাজপুত্রাস্তথা শ্রেষ্ঠা জাতয়ো বর্ণসঙ্করাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের সঙ্কর (অবৈধ) সংযোগে বর্ণসঙ্কর হইয়াছে, ত .ধ্য ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, ভ্রষ্টা স্ত্রী হইতে বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে।

উশনাঃ বলেন, অকস্মাৎ দৈববশে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে যে পুত্র জন্মিয়াছে, ঐ পুত্র অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ; যথা—

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

জাতিমিত্র এই বচনের অর্থ করিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে বিধিপূর্ব্বক অম্বষ্ঠের জন্ম হইয়াছে।" কিন্তু সকল শাস্ত্রেই ইহা বিবৃত হইয়াছে যে, অম্বষ্ঠ অবৈধরূপে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর। শাস্ত্রের অর্থ একবাক্যে হইতে পারিলে বাক্যভেদ করা অনুচিত। বিধি শব্দের তৃতীয়া বিভক্তিতে বিধিনা হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তবিবেক "বিধিনা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অকস্মাৎ বিধিচোদিতঃ" অর্থাৎ হঠাৎ দৈবকর্ত্তৃক যাহা সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং "বিধিনা" শব্দে "বিধিপূর্ব্বক" না বুঝাইয়া "বিধির বিপাকে" অথবা দৈবসংঘটনে বুঝাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে অম্বষ্ঠ হইয়াছে, যথা—

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥

জাতিমিত্র "মূর্দ্ধাবসিক্তো হি" পাঠের পরিবর্ত্তে "মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি" পাঠ ব্যবহার করিয়াছেন। বোধ হয়, এটী অনবধানতা মাত্র। তিনি ও অম্বষ্ঠদীপিকা এই বচনের অর্থ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ।" কিন্তু বিবাহিতা বৈশ্যা শব্দে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্য

জাতীয় স্ত্রী, কি বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রী বুঝাইবে, তাহা তাহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যখন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার গর্ভজাত বৈধ পুত্র বলিয়াছেন, তখন তাঁহাদের মনোগতভাব ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যা। কিন্তু অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নহে, বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রযুক্ত পদদ্বারাও বুঝাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে "বিশঃ স্ত্রিয়াম্" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বিশ্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিশঃ হইয়াছে। সুতরাং "বিশঃ স্ত্রিয়াম্" শব্দে বৈশ্যের স্ত্রী। "বিপ্রাৎ বিশঃ স্ত্রিয়াম্ অম্বষ্ঠঃ" এই সমস্ত বাক্যের অর্থ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের ভার্য্যাতে অম্বষ্ঠ হইয়াছে। অমরকোষে আছে, "শূদ্রী শূদ্রস্য ভার্য্যা স্যাচ্ছূদ্রা তজ্জাতিরঙ্গনা।" অতএব এই শ্লোকে যে শূদ্র্যাং শব্দ আছে, তদ্দ্বারাও শূদ্রের বিবাহিতা ভার্য্যাতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত পুত্র বুঝাইতেছে। ক্ষত্রিয়া বলিতে ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী বা কন্যা দুইই বুঝাইতে পারে। এস্থলে ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে হইবে।

অতএব এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যের বিবাহিত বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে সমুৎপন্ন বর্ণসঙ্কর সন্তান।

অম্বষ্ঠের বংশপদ্ধতি।

অমৃতাচার্য্যাদি অম্বষ্ঠ হইতে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা স্ব স্ব বংশের নামে পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু তাহারা বৈদ্য (চিকিৎসক) বলিয়া খ্যাত নহে। নানা গোত্রে উৎপন্ন হইয়া এক পদ্ধতিবিশিষ্ট হইয়াছে এমন বহু

আছে। এক সেন পদ্ধতির মধ্যেই আট প্রকার বংশ আছে। যথা, বৈদ্যকুলপঞ্জিকা—

অথাম্বষ্ঠেষু সর্ব্বেষু বিখ্যাতা অভবন্নমী।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ॥
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
এষাং বংশাঃ সমুৎপন্না এতৎপদ্ধতয়ৌ মতাঃ॥
অন্যপদ্ধতয়োঽপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ।
বহুবংশৈকনামানো নানাগোত্রসমুদ্ভবাঃ॥
যথাষ্টৌ বিশ্রুতাঃ সেনা ইত্যেবমপরে মতাঃ।

ইত্যাদি।

বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ একজাতি কিনা; তাহাদের উন্নতির কারণ।

মানবে ৯।১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, বেণ রাজার রাজত্বসময়ে মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপত্তি করে। ঐ বর্ণসঙ্কর-দিগের মধ্যে অম্বষ্ঠ একজন, ইহা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। মনু অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি দিয়াছেন কিন্তু বৈদ্য বলেন নাই। বৃহদ্ধর্ম্ম তাহাকে বৈদ্যও বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ পত্নীতে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে যে জারজ পুত্র হয় তাহার নাম বৈদ্য, তাহাকে চিকিৎসা বৃত্তি দেওয়া হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বর্ণসঙ্কর বৈদ্য উৎপন্ন হয়—

চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব জাতো হি শূদ্রাদপসদা স্ত্রয়ঃ॥

অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮ অ।

এ তাবৎ প্রমাণে তিন প্রকার বৈদ্য জাতির পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু ঐ তিনই বর্ণসঙ্কর।

মহাভারতোক্ত বৈদ্য জাতি বোধ হয় অস্পৃশ্য বেদিয়া জাতি; বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি ঐরূপ নিকৃষ্ট জাতি হইতে পারে না।

তাহারা অশ্বিনীকুমারের ঔরসজাত দেব সন্তান হইতে পারেন, অথবা মনূক্ত অম্বষ্ঠ হইতে পারেন। মনূক্ত অম্বষ্ঠ যে দ্বিজাতি নহে, পরন্তু চিকিৎসাবৃত্তিক শূদ্রধর্ম্মী জাতি, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ণসঙ্কর মাত্রই শূদ্রধর্ম্মী এবং অবৈধ যোগে উৎপন্ন। এ জন্যই অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—চণ্ডাল হইতে অম্বষ্ঠ-করণাদি পর্য্যন্ত সমুদয় বর্ণসঙ্কর শূদ্র।

মনু বলিতেছেন—

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ যে রাজ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় সেই রাজ্যই নষ্ট হয়। অতএব এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বর্ণসঙ্কর হীনজাতি।

এই অম্বষ্ঠ যে হীনজাতি তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে। সৌতি শৌনককে বর্ণসঙ্কর জাতির বিষয় বলিতে বলিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর, বর্ণসঙ্করদোষে অনেক নীচজাতি জন্মিয়াছে, কে বা তাহাদের নাম ও সংখ্যা করে। যথা—

তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দ্বিজন্মনোঃ।
বর্ণসঙ্করদোষেণ বহবো নীচজাতয়ঃ।
তসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ॥

এই অম্বষ্ঠ যে নীচজাতি তাহা অম্বষ্ঠবান্ধব "জাতিমিত্র" প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমভাগ জাতিমিত্রের ৭৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে

"বেণ রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি করেন।" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বেণ রাজার শাসনসময়েই ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভে এই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। অতএব অম্বষ্ঠ যে নীচজাতি তাহা জাতিমিত্রকেও অগত্যা স্বীকার করিতে হইয়াছে। মনুতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি দেখিয়া বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইয়াছেন। অম্বষ্ঠ নামে পরিচয় দেওয়া তাহাদের নিতান্ত ভুল হইয়াছে। বোধ হয় তাহারা অম্বষ্ঠ নহে।

উশনাঃ বলেন, অম্বষ্ঠ প্রথমতঃ কৃষিবৃত্তিসম্পন্ন, পরে আগ্নেয়বৃত্তি অর্থাৎ ছায়াবাজীকর বেদীয়ার বৃত্তিসম্পন্ন, তৎপরে বনজবৃক্ষবিক্রয় বৃত্তি এবং পরিশেষে চিকিৎসাবৃত্তিসম্পন্ন ছিল; যথা—

> বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রা জ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
> কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
> ধ্বজিনীজীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।

আগ্নেয়বৃত্তি যে বেদিয়ার বৃত্তি, তাহা রত্নাবলী-নাটক দৃষ্টি করিলে প্রতীয়মান হইবে।

মনু বলেন, অম্বষ্ঠ চিকিৎসক, যথা—

> সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।

পরাশর বলেন, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসার্থ মুনিগণকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে, যথা—

> বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা স্তুতোঽম্বষ্ঠাশ্চিকিৎসকাঃ।
> ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

বৈদ্য শব্দ বহু উচ্চগুণবোধক।

দায়তত্ত্ব বৈদ্য শব্দের অর্থ পণ্ডিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা— "বৈদ্যেন বিদুষা।" বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ, সাহিত্য, ছন্দ, নিরুক্তি— এই সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ও তৎসহ বিচারশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই বৈদ্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের পারদর্শী, চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও দয়ালু ব্যক্তিই বৈদ্য বলিয়া পরিচিত, যথা—

আয়ুর্ব্বেদস্য বিজ্ঞাতা চিকিৎসাতত্ত্বকোবিদঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ দয়ালুশ্চ তেন বৈদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অতএব উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসাতত্ত্বদর্শী ও ধর্ম্মিষ্ঠ তাঁহারাই বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত ছিলেন। ইংরাজিতে যাহাকে প্রফেসার অথবা ডাক্তার বলে, প্রাচীন-কালে ঐরূপ পদবিশিষ্ট ব্যক্তি বোধ হয় বৈদ্যসংজ্ঞায় অভিহিত ছিলেন। এতদর্থে বৈদ্যশব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবোধক মাত্র।

রোগের প্রতিকারককে ভিষক্ বলে, যথা কুলপঞ্জিকা—

অথ রুক্প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

ভিষককেই চিকিৎসক বলে। অতএব লিখনানুসারে ঔষধের দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগ উপশমনার্থ যিনি রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন তাঁহাকে ভিষক বা চিকিৎসক বলে। অতএব কম্পাউণ্ডারও ভিষক্ বা চিকিৎসক, কিন্তু বৈদ্য নহে।

ব্রাহ্মণও বৈদ্য হইতে পারেন, কিন্তু অর্থের জন্য ভিষক্ বা চিকিৎসক হইতে পারেন না। শাস্ত্রে বিবৃত আছে, ব্রাহ্মণ চিকিৎসক (ভিষক্) বৃত্তিসম্পন্ন হইলে ঐ ব্রাহ্মণকে স্পর্শকরণমাত্র পরিধেয় বস্ত্রসহ স্নান করিয়া শুচি হইতে হইবে। যথা—

চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চণ্ডালমেব চ।
ব্রাহ্মণং ভিষজং স্পৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য অর্থাৎ অব্যবহার্য্য; যথা—

চিকিৎসকাতুরক্রুদ্ধপুংশ্চলীমত্তবিদ্বিষাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা॥

এই জন্যই বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী নবশায়ক প্রভৃতি কোন জাতি

বৈদ্যজাতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব চিকিৎসকের অন্ন যখন অভোজ্য, শাস্ত্রে যখন বিবৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইলে অস্পৃশ্য হইবে, যখন প্রমাণিত হইয়াছে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্য্য-বর্ণগণের পক্ষে ঘৃণিত বৃত্তি, তখন চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতি আর্য্য-সমাজে উচ্চ স্থান পাইতে পারে না।

কি নিমিত্ত যে চিকিৎসকের অন্ন অব্যবহার্য্য ও চিকিৎসাবৃত্তি আর্য্যগণের ঘৃণিত হইয়াছে তাহা চিকিৎসাকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই প্রতীয়মান হইবে। প্রাচীনকালে আর্য্যগণ আচারনিষ্ঠ ও শুচি ছিলেন। চিকিৎসা করিতে গেলে রোগীর অপবিত্র সংসর্গ ও তাহার মল, মূত্র, বমন, ক্লেদ প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থের সংসর্গ করিতে হয়। স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য জাতির শরীর-নির্গত ঘৃণিত পদার্থের দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা রোগের নির্ণয় ও প্রতিকার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পরিশ্রমের বেতন গ্রহণ ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদিজাতি এই বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না। পরন্তু মহামাস তৈল, হংসাদি ঘৃত যে ভাবে প্রাণিবধ করিয়া করিতে হয় তাহা ব্যাধের কার্য্য, কোন আর্য্যজাতির কার্য্য নহে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, পরের উপকার করাই পুণ্য (পুণ্যঞ্চ পরোপকারে)। অতএব পরের উপকারার্থ রোগীর সেবা শুশ্রূষা অর্থাৎ চিকিৎসক হইলে কোন দোষ হইতে পারে না, তাহাতে বরং পুণ্য-লাভ হয়। কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহার্থ পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ অর্থগ্রহণপূর্ব্বক রোগীর চিকিৎসা করার কার্য্য পরোপকারের কার্য্য নহে। ঐ কার্য্য সেবকের বৃত্তি। অনেকে অবগত আছেন, প্রাচীনকালে চিকিৎসক রোগ আরোগ্য করিয়া আরোগ্য-স্নান করাইতেন। রোগী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐ স্নান করিতেন, তাহা চিকিৎসকের প্রাপ্য এবং ঐ স্নান করাইয়া বিদায় হওনকালে চিকিৎসক একটী সিদা ও ঐ পরিধেয় বস্ত্র, আ

এবং স্নানের কলস গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বাঞ্চলে স্থানবিশেষে এই প্রথা এপর্য্যন্তও প্রচলিত রহিয়াছে। যে বৃত্তিদ্বারা অশুচি বস্ত্র ও তৈজস গ্রহণ-পূর্ব্বক রোগীর রোগ প্রতিকার করিতে ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়, প্রাচীনকালে ঐ বৃত্তি যে হিন্দুগণের নিকট প্রকৃতার্থে ঘৃণিত বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা চিকিৎসকের অন্ন অব্যবহার্য্য ও ব্রাহ্মণ চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিলে অস্পৃশ্য হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ধর্ম্মযাজন, ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) বৃত্তি রাজ্য শাসন, বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, বাণিজ্য ও পশু প্রতিপালন; শূদ্রের বৃত্তি আর্য্য-বর্ণত্রয়ের সেবাশুশ্রূষা করা। ইহাদের কাহারও বৃত্তি চিকিৎসা নহে। সুতরাং চিকিৎসাবৃত্তি অতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, রোগ দুই প্রকার, পাপজ ও কর্ম্মজ। পাপজনিত রোগ পাপজ, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলজনিত রোগ কর্ম্মজ। কর্ম্মজ রোগ দীর্ঘপ্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এবং পাপজ রোগ স্বল্পপ্রায়শ্চিত্ত, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দূর হইয়া থাকে। এই জন্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত ও অন্যান্য যাগযজ্ঞ ব্যবস্থিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে প্রথমে আর্য্যগণ প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অথবা নিজগৃহে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগের শান্তি করিতেন। সুতরাং প্রথমে তাহাদের চিকিৎসক ছিল না।

এক্ষণেও দৃষ্ট হয়, বৈদ্যশাস্ত্রমতে দ্রব্য আহরণ করিয়া অনেকে আপন বাটীতে ঔষধ প্রস্তুত করেন। প্রাচীনকালে হিন্দুগণের যে ঔষধালয় ছিল ও তাঁহারা তথা হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া যে সেবন করিতেন, তাহা কোন শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। অনেকে অবগত আছেন, কবিরাজ চিকিৎসা করিলে ঔষধের মূল্য স্বতন্ত্র পায় না, পরিশ্রমের মূল্যের মধ্যেই ঔষধের মূল্য বিবেচনা করিয়া কবিরাজকে

বিদায় করা হয়। পল্লীগ্রামে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে যাহারা আদৌ চিকিৎসা-বিষয় অবগত নহে তাহারাও অনেক উৎকট রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা যে ঔষধ ব্যবহার করে তাহা শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজও অবগত নহে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীনকালে ভারতবাসী আপামর সাধারণ সকল লোকেই চিকিৎসা জানিত ও রোগের প্রতিকার করিতে পারিত। সুতরাং তৎকালে চিকিৎসাকার্য্য নিষ্পাদনার্থ স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা ছিল না। অনেক সময় রোগ হইলে তাহার প্রতীকারার্থ ঔষধের ফর্দ্দ শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া ঔষধের দ্রব্যাদি আনয়নপূর্ব্বক ঔষধ প্রস্তুত ও রোগীকে সেবন করান হইত। কখন বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা রোগের প্রতীকার করা হইত।

মানবগণ ক্রমে সুখাভিলাষী ও ভোগবিলাসী হইয়া অলসপ্রকৃতি ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সুখ ইচ্ছা বলবৎরূপে প্রবাহিত হইল। ঔষধ প্রস্তুত করা এবং রোগীর মলমূত্র প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থের বিচার না করিয়া রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকাও অত্যন্ত ক্লেশকর। বিশেষতঃ ঔষধের জায় অনুসারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক কোটা, জাল দেওয়া, শুষ্ক করা ও সর্ব্বদা তদারক করা, এবং রোগীর সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এই জন্য ঐ সকল কার্য্য নিষ্পাদনার্থ বেতনভোগী চিকিৎসকে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্কর জাতিরা সমাজশূন্য ও কুলশূন্য। এই নিমিত্ত মনু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে অপসদ ও অপধ্বংসজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বর্ণসঙ্কর জাতিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের নিত্য আবশ্যক নিন্দিত চিকিৎসাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। যথা—

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬। ১০

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকৃপথঃ॥ ৪৭। ১০

পরাশরও বলিয়াছেন—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতাস্ততোঽম্বষ্ঠাশ্চিকিৎসকাঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

কালক্রমে মানবগণ নানাকারণবশতঃ চিকিৎসকের বশীভূত হইয়াছেন। রোগ উপস্থিত হইলে পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে যে কোন জাতি হউক, আদরের পাত্র হইয়া থাকে। কাওরা প্রভৃতি নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়, প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে তাহারা যে কিরূপ আদরের পাত্র হইয়া পড়ে তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহারা জলপড়া ও ঔষধ দিলে ব্রাহ্মণীরাও পান করেন। অম্বষ্ঠগণও চিকিৎসা দ্বারা ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণের তুষ্টিসাধন করিয়া কালসহকারে ধনাঢ্য ও আর্য্যোচিত ব্যবহারে নিরত হইয়া কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের আদরের পাত্র হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সকলেই তাহাদের খাতির করেন, কিঞ্চিৎ ভয়ও করেন।

অম্বষ্ঠজাতির বৈদ্য-উপাধি প্রাপ্ত হইবার কারণনির্ণয়।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, অম্বষ্ঠ প্রথমে কৃষি, পরে বাজীকর বেদিয়ার বৃত্তি অর্থাৎ আগ্নেয়বৃত্তি সম্পন্ন, পরিশেষে চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসক আখ্যা প্রাপ্ত হয়; তাহারা বৈদ্য নহে। কিন্তু এরূপ হইলেও ঐ অম্বষ্ঠের কতিপয় বংশধরেরা বঙ্গদেশে বৈদ্য আখ্যা সম্পন্ন। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে, বিনা কারণে এইরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, বৈদ্য শব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবাচক শব্দ। যে কোন জাতি হউক, চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিলে ক্রমে বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এতদ্বশতঃ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কোন কোন নাপিত ও চণ্ডালবংশও বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। রামসিদ্ধির বৈদ্যবংশ জাতিতে চণ্ডাল, এবং বার্ত্তিগ্রামের

বৈদ্যবংশ জাতিতে নাপিত। এই সকল কারণে প্রতীয়মান হয় যে, অম্বষ্ঠ জাতির কোন কোন বংশ চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করিবার পরে কোন কারণে বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাহারা বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া তাহারা এক্ষণে বৈদ্যজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন।

কুলপঞ্জিকা-গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ জাতীয় অমৃতাচার্য্য সিদ্ধবিদ্যা নাম্নী বৈদ্যের মানসী কন্যাকে বিবাহ করে। ঐ কন্যা বৈদ্যের বিদ্যা-দেবীস্বরূপ। তাহার বরপ্রভাবে অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত এই কয়েক বংশকে বৈদ্য শাস্ত্রানুশীলন করাইলে তাহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য বংশধরেরা বৈদ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যথা—

"অম্বষ্ঠেহমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোহভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স বৈদ্যস্য তু মানসীম্॥
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
তথ তস্যা বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজসোমৌ চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥"
"অন্যপদ্ধতয়োহপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ।"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অম্বষ্ঠ জাতির মধ্যে কেবলমাত্র সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি উল্লিখিত ত্রয়োদশ বংশই বৈদ্য উপাধিসম্পন্ন হইয়াছে, সিদ্ধবিদ্যা নাম্নী কন্যার বরপ্রভাবে অন্য কোন বংশ ঐ উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই, এবং এই সময় হইতেই ঐ কয়েক বংশ বৈদ্যশাস্ত্রানুশীলন করিয়া বৈদ্য হইয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বৈদ্য-অম্বষ্ঠ জাতির ধর্ম্মনিরূপণ।

মানবে ব্যক্ত আছে, অম্বষ্ঠ দ্বিজাতির হিতজনক অথচ দ্বিজাতির অকরণীয় চিকিৎসাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

উশনাঃ বলেন, অম্বষ্ঠ কৃষিবৃত্তি, বাজীকর বৃত্তি, শিবিকাবাহনবৃত্তি ও চিকিৎসাবৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছে। পরাশর বলেন, মুনিগণ অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিয়া নিয়ম করিয়া দিলেন যে—তোমরা পুরাণ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই অধিকারী নহ, তোমরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক বৈদিক কার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে; আয়ুর্ব্বেদ ছাড়া আর কোন শাস্ত্রই তোমাদের আলোচ্য নহে। যথা—

ব্রাহ্মণা উচুঃ ॥

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম।
তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাদ্যেঃ কদাচন ॥
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি ॥
আয়ুর্ব্বেদস্তু যো দত্তস্তভ্যমম্বষ্ঠ ভূসুরৈঃ।
তেন মত্তো ন চৈবাক্তং পুরাণাদি বদিষ্যসি ॥
আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং নান্যৎ যুষ্মাকং বাচ্যমর্হতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অম্বষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পাছে বেদ, স্মার্ত, পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধিকার করে—এই জন্য মুনিগণ তাহাদিগকে সাধারণতঃ শূদ্রধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মসাধন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। এ পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্মই তাহারা পালন করিয়া আসিয়াছেন।

মিতাক্ষরা ব্যক্ত করিয়াছেন, কুণ্ড, গোলক, কানীন ও সহোঢ়াদি বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে সবর্ণ, অনুলোম ও প্রতিলোমজ ভেদ আছে,

তাহারা সাধারণতঃ অহিংসাদি শূদ্রধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে। যাহারা ব্যভিচার জাত তাহাদিগকেই মনু অপধ্বংসজ বলিয়াছেন, উহাদের মধ্যে অম্বষ্ঠ অনুলোমজ। যথা—

"অতশ্চ কুণ্ড-গোলক-কানীন-সহোঢ়াদীনামসবর্ণত্বমুক্তং ভবতি। তে চ সবর্ণেভ্যোঽনুলোমপ্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিদ্যমানাঃ সাধারণধর্ম্মৈরহিংসা-দিভিরধিক্রিয়ন্তে। শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতা ইতি স্মরণাৎ। অপধ্বংসজাঃ ব্যভিচারজাতাঃ শূদ্রধর্ম্মৈরপি দ্বিজ-শুশ্রূষাদি-ভিরধিক্রিয়ন্তে। * *। এতে * * অম্বষ্ঠ * * অনুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যাঃ। ইত্যাদি।

কুণ্ড—পতি বর্ত্তমানে উপপতি দ্বারা যে পুত্র হয়। গোলক—বিধবার উপপতিদ্বারা যে পুত্র হয়। কানীন—অবিবাহিতা কন্যাতে যে পুত্র হয়। সহোঢ়—সগর্ভা কন্যা বিবাহ করিলে তাহার যে পুত্র হয়।

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তান অহিংসাদি ধর্ম্ম অধিকার করিতে পারে। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের ১২১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, অহিংসাদি ধর্ম্মে আচণ্ডাল সমস্ত জাতিরই অধিকার আছে ; যথা—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥

হিংসা প্রাণিপীড়া তস্যা অকরণমহিংসা। সত্যমপ্রাণিপীড়াকরং যথার্থবচনম্। অস্তেয়মদত্তানুপাদানম্। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং নিয়তবিষয়বৃত্তিতা ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। যথাশক্তি প্রাণিনামন্নোদকাদিদানেনার্ত্তিপরিহারো দানম্। অন্তঃকরণসংযমো দমঃ। আপন্নরক্ষণং দয়া। অপকারেঽপি চিত্তস্যাবিকারঃ ক্ষান্তিঃ।

এতে সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং ব্রাহ্মণাদ্যাচাণ্ডালান্তং ধর্ম্মসাধনম্॥

অতএব অহিংসাদি ধর্ম্মদ্বারাও অম্বষ্ঠের শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছেনা।

পরাশর বলেন, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে চারিটী বর্ণ ছিল, কলিযুগে ছত্রিশপ্রকার শূদ্র স্থাপন হইয়াছে ; যথা—অম্বষ্ঠ, গণক, ভট্ট, করণ ইত্যাদি—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বর্ণাশ্চত্বার এব চ।
ষট্‌ত্রিংশদ্ জাতয়ঃ শূদ্রা কলিকালে কিলাভবন্ ॥
অম্বষ্ঠো গণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এব চ। ইত্যাদি।

এই হেতু অমরকোষেও এই জাতি সকল শূদ্রবর্গে নিবিষ্ট হইয়াছে। অমরকোষ ২২০০ বৎসরের গ্রন্থ। সুতরাং বিগত ২২০০ বৎসরের পূর্ব্ব সময়েও অম্বষ্ঠ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যথা—

শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাস্তু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ ॥

অতএব ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি কোন প্রকার আর্য্যধর্ম্মসাধনে অম্বষ্ঠের অধিকার নাই ; তাহারা কেবল শূদ্রধর্ম্মে অধিকারী, আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি কোন গ্রন্থে তাহাদের অধিকার নাই।

জাতিমিত্র, অম্বষ্ঠদীপিকা এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই অম্বষ্ঠ উপনয়নগ্রহণে অধিকারী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু অম্বষ্ঠ যে জাতিতে বৈশ্য, তাহা তাঁহারা বলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি জাতি ও তদনুসারী চারিটি আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রম নাই। অম্বষ্ঠ জাতিতে বৈশ্য বলাইতে না পারিলে বৈশ্যের আশ্রমগ্রহণে অনধিকারী। সুতরাং বৈশ্যাচারে উপনয়ন গ্রহণে ফল কি?

কেবল উপনয়ন গ্রহণ করিলেই বড় জাতি হওয়া যায় না, তাহা

শাস্ত্রসম্মত হওয়া চাই। আচার্য্য ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক জাতির উপনয়ন আছে, কিন্তু তাহারা আর্য্যের অনাচরণীয়, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জলস্পর্শ করেন না, তাহাদিগকে একাসনে বসিতে দেন না, এবং তাহারা কায়স্থ ব্রাহ্মণের জলপূর্ণ হুঁকা স্পর্শ করিলে ঐ হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই জাতিরা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত-গ্রহণ করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা আচরণীয় জাতি নহে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা মূলে জাত্যন্তর জাতি, আর্য্যের অনাচরণীয় ছিল। সুতরাং তাহারা কোন কারণবশতঃ ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিলেও মূল বর্ণচতুষ্টয়ের আচরণীয় হইতে পারে নাই। অতএব অম্বষ্ঠ যখন জাতিতে বৈশ্য নহে, তাহারা জাত্যন্তর বর্ণসঙ্কর, তখন কেবল উপনয়নগ্রহণ করিলেও তদ্দ্বারা তাহাদের কোন ফললাভ হইতে পারে না।

অম্বষ্ঠসম্মিলনীসভার নীত পাতিতে স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণ তাহাতে কেবল ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে অম্বষ্ঠ বহুপুরুষপর্য্যন্ত উপনয়নাদি ক্রিয়াহীন হইয়া ব্রাত্য হইয়াছে, তাহারা ব্রাত্যতাজনিত পাপক্ষয়ার্থ একশত কাহন (কার্যাপণী) কড়ি উৎসর্গ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারে ; যথা—

বহুপুরুষানুক্রমেণোপনয়নাদিক্রিয়ালোপজনিতপাপক্ষয়কামা অম্বষ্ঠাস্তৎ পাপক্ষয়ায় ব্রতাদ্যশক্তৌ শতকার্যাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি * * কৃত্বা উপনয়নার্হা ভবন্তীতি ইত্যাদি।

কিন্তু হিন্দুসমাজে দ্বিবিধ অম্বষ্ঠ আছে। এক অম্বষ্ঠ অম্বষ্ঠদেশীয় ক্ষত্রিয়জাতি ; এতদ্ব্যতীত প্রাচীনশাস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, বেণরাজার রাজত্ব সময়ে ব্রাহ্মণ পশুধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক বৈশ্যের স্ত্রী দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে ঐ পুত্র জাতিতে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ, তাহার বংশধরেরা প্রথমে কোন প্রকার ধর্ম্মে অধিকারী ছিল না, কালক্রমে

চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারা কেবল শূদ্রধর্ম্মে অধিকারী হইয়াছে এবং ঐ অম্বষ্ঠজাতিই বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিচিত। মনূক্ত অম্বষ্ঠও দ্বিজাতি নহে, পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্র যে কোন্ অম্বষ্ঠের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ যে কোন্ আচারে উপনয়নগ্রহণ করিবে তাহা ঐ পাতিতে বিবৃত হয় নাই। এতাধিক আড়ম্বর, সভাও স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু অধ্যাপকগণ যে মূলে ফাঁকী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কাহারও চক্ষে পড়িল না।

বলা যাইতে পারে যে, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ-সংমিলনী সভাকর্ত্তৃক যখন উল্লিখিত পাতি গৃহীত হইয়াছে, তখন ঐ পাতি বৈদ্য-অম্বষ্ঠজাতির নিমিত্তই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহার নিমিত্ত ও যে কার্য্যের জন্য পাতি গ্রহণ করা যায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত না হইলে ঐ পাতি যে অকর্ম্মণ্য পাতি তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং কোন্ অম্বষ্ঠের নিমিত্ত যে ঐ পাতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট লিখিত না হওয়ায় তাহা যে কেবল বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ বৈদ্যের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। বিশেষ যখন শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে বৈদ্য অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর—শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী, তখন ঐ পাতি কখনই তাহাদের ব্যবহারযোগ্য নহে।

যদি তর্কানুরোধে স্বীকার করা যায় যে পণ্ডিতগণ আধুনিক বৈদ্য অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠজাতির নিমিত্ত উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে পাতির প্রস্তাবিত বহুপুরুষের ভূতপূর্ব্ব পুরুষের, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও যাহার বংশধরেরাই বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য-অম্বষ্ঠগণ, ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে বৈশ্য বা দ্বিজ ধর্ম্মী ছিলেন ব্যবস্থাপত্রে আদৌ তাহার প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই এবং কোন শাস্ত্রেও তাহা বিবৃত হয় নাই। ঐ বিষয়ের প্রমাণ না দিয়া বর্ত্তমান বৈদ্য-অম্বষ্ঠবংশধরদিগকে ব্রাত্য বলা

কেবল অর্থের মাহাত্ম্য মাত্র। শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া, আদিপুরুষের উপবীত ছিল না তথাপি অর্থবলে তাহার বংশধরেরা ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবার পাঁতি প্রাপ্ত হইল!

ঢাকা জেলার রাজনগর-নিবাসী বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ রাজা রাজবল্লভের গৃহীত পাতির স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণও বিচারশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ ও নিষাদ (ব্যাধ জাতি) যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা —

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্। জাতোঽম্বষ্টস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পারশবোঽপি বেতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানাং যজ্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপ্তঃ।

এই পাঁতিদাতারা যে শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া মহারাজকে ফাঁকি দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের লিখনানুসারেই প্রতিপন্ন হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যে "মূর্দ্ধাবসিক্ত" পাঠ আছে, ইঁহারা "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলিতেছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মূর্দ্ধাবসিক্ত এক জাতি নহে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের একটী উপাধি-মাত্র। যথা—

মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্। ইত্যাদি।

অমরকোষ দেখ॥

কিন্তু মূর্দ্ধাবসিক্ত একটী স্বতন্ত্র জাতি, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা স্ত্রী হইতে উৎপন্ন জাত্যন্তর জাতি। অতএব এই পাঁতিদাতাগণ মূলেই ভুল করিয়াছেন। সুতরাং এই পাঁতি শাস্ত্রসম্মত নহে, অর্থ-সম্মত বটে।

উল্লিখিত পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যের অম্বষ্ঠ ও নিষাদ (ব্যাধ জাতি) উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণই দেন নাই। ঐ অম্বষ্ঠ যে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক, তাহা হইলেই তাহার বংশজাতগণ উপনয়ন

গ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, নচেৎ নহে। যাহা হউক, যে বিষয় প্রমাণ করা আবশ্যক সেই বিষয় বিনাপ্রমাণে পণ্ডিতগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অম্বষ্ঠ উপবীত প্রাপ্ত হইয়াছে এই বিষয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ শঙ্খ স্মৃতির এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে—"ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান বৈশ্য হইয়াছে।" এই বচন উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন শঙ্খের বচনে ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক বৈশ্যা-গর্ভজাত সন্তান বৈশ্যাচারে উপনয়ন-সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত অম্বষ্ঠ অবশ্যই বৈশ্যাচারে উপনয়ন-সংস্কার অর্থাৎ বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে। যথা—

তথাহেতদ্বচনব্যাখ্যা মিতাক্ষরায়াম্। যস্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতো বৈশ্য এব ইত্যাদি শঙ্খস্মরণং তৎ-ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং ন তু ক্ষত্রিয়াদিজাত্যাক্রান্তয়ে। অতশ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তা-দীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুপনয়নদণ্ডাজিনোপবীতিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি।

অর্থলোভে অধ্যাপকগণ মিতাক্ষরার পাঠের বিকৃতি করিয়া স্বার্থসিদ্ধি-সূচক কল্পিত পাঠ স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত পাঠ এই যে— * * ইতি শঙ্খস্মরণং তৎক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থম্। ন পুনর্মূর্দ্ধাবসিক্তাদিজাতিনিরা-করণার্থং ক্ষত্রিয়াদিজাতিপ্রাপ্ত্যর্থং বা। অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ক্ষত্রিয়া-দিভিরুক্তৈরেব দণ্ডাজিনোপবীতাদিভিরুপনয়নাদি কার্য্যং প্রাপ্তোপনয়নাৎ কামাচারাদি পূর্ব্ববদ্বেদিতব্যম্॥

ইহার অর্থ এই যে—শঙ্খস্মৃতির ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তানের ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতিনিরাকরণার্থ অথবা ক্ষত্রিয়াদিজাতিপ্রাপ্ত্যর্থ নহে। অতএব মূর্দ্ধাবসিক্তাদির ক্ষত্রিয়াদির জন্য বিহিত দণ্ডাজিন ও উপবীতাদি-দ্বারা উপনয়নাদি কর্ত্তব্য, উপনয়ন হইলে কামাচারাদি পূর্ব্ববৎ থাকিবে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত সাবিত্রীসংস্কারসূচক উপনয়ন নহে, উহা যদৃচ্ছাচার অবলম্বিত প্রথা মাত্র। সুতরাং অধ্যাপকগণ কল্পিত পাঠ স্থাপনপূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের উপনয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থ ক্ষত্রিয়াচারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তানও বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, শঙ্খ কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইলেও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান যে বৈশ্যাচারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা হইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থা শঙ্খ কর্ত্তৃক আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। মনু বলেন, অনন্তরজ পুত্র দ্বিজধর্ম্মী, শঙ্খও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু কোন্ শাস্ত্রের বলে পণ্ডিতগণ শঙ্খোক্ত বচনের অসদ্ভাবস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত একান্তর বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠজাতির বৈশ্যাচারে উপনয়নগ্রহণবিষয়ে পাতি প্রদান করিয়াছেন ?

বর্ত্তমান শাস্ত্রব্যবসায়ী হিন্দু পণ্ডিতগণের কোন বিষয়ের পাতি দিবার সময়ে এই কথা স্মরণ করা উচিত যে তাঁহারা আইনকর্ত্তা (Legislature) নহেন, আইনের ব্যাখ্যাকর্ত্তা মাত্র, কেবল তাহার মর্ম্মপ্রকাশক ও পরিচারক (administrator) মাত্র। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে যাহা পরিব্যক্ত হয় নাই তাহা তাঁহারা স্বীয় যুক্তি বা অনুভবের দ্বারা স্থাপন করিয়া প্রচলিত করণে অনধিকারী। অতএব তাঁহাদের জানা উচিত যে, কোন জাতি বা ব্যক্তি প্রথমে সাবিত্রীসংস্কারসম্পন্ন ছিল,—এই বিষয় যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়া থাকে, এবং ঐ জাতি বা ব্যক্তি কালক্রমে ব্রাত্য হইলে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ব্রাত্যদোষখণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বার সাবিত্রীসংস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে—এই বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবস্থিত থাকিলে পণ্ডিতগণ কেবল তাহারই পাঁতি দিতে পারেন। নচেৎ যে জাতি বা ব্যক্তি প্রথমে আদৌ সাবিত্রীসংস্কারসম্পন্ন ছিল না, সেই জাতি বা ব্যক্তিকে অন্যজাতিসম্বন্ধীয়

ব্যবস্থা দ্বারা এক্ষণে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা প্রদানপূর্ব্বক নূতনজাতিত্বে স্থাপন করিলে ঐ নূতনজাতি যে হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় হইবেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

শঙ্খের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত বৈধপুত্র, ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত বৈধপুত্র, এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রাজাত বৈধসন্তান দ্বিজ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং শংখস্মৃতিতে ঐ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান (অম্বষ্ঠ) বৈশ্যধর্ম্ম বা কোন প্রকার দ্বিজধর্ম্ম অধিকার করে নাই। সুতরাং শংখ তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। একান্তরবর্ণজাত ও দ্ব্যেকান্তরবর্ণ-জাত বৈধপুত্রের ধর্ম্মও যে শূদ্রধর্ম্ম, বোধ হয় উল্লিখিত পাঁতিদাতা পণ্ডিতগণ তাহা অবগত ছিলেন না। এই নিমিত্তই প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ জাতি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

জাতিমিত্র শংখের বচনের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ চটক লাগাইয়াছেন যে তাহা দৃষ্টি করিলেই ধারণা হইবে অম্বষ্ঠ জাতিতে বৈশ্য। যথা—

"তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্যায়াং জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র এব ভবতি॥"

"দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়ই হইবে, যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে তাঁহারা বৈশ্যই হইবে, যাহারা শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে তাহারা শূদ্রই হইবে।" উত্তম গুণপনা! কাহার ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মিলে বৈশ্য হইবে এই বিষয় ত ঐ বচনে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ বচন ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় নাই।

পাতিদাতারা পুনরায় বলেন, মনূক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ এক নহে। কারণ মনু বলেন বৈশ্য কন্যা হইতে অম্বষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য বলেন বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী হইতে অম্বষ্ঠ। মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি বলিতে যে আদি শব্দ আছে তদ্দ্বারা পারশবের উপনয়ন বুঝিতে হইবে না, মনু তাহা নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

অত্র চ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদীনামিত্যাদিপদং পারশবস্য তত্তৎসংস্কারপ্রাপ্তৌ তস্যৈব নিষেধমাহ মনুঃ। মনূক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ এক হউক বা দুই হউক, কাহারও মতে অম্বষ্ঠ দ্বিজাতি নহে। প্রকৃতার্থে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ দ্বিবিধ নহে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্মৃতি স্থানীয় আইন (Local Law)। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি মিথিলা প্রভৃতি দেশ অর্থাৎ যে দেশে মৃগ কৃষ্ণবর্ণ সেই দেশের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ সংবদ্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন স্থানের জন্য নহে, যথা—

মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাহব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত॥

এই বচনের টীকায় মিতাক্ষরা বলেন, যে দেশে অধিক পরিমাণে কৃষ্ণসার মৃগ বিহার করে সেই দেশের আইন সংস্থাপনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, অন্য কোন স্থানের নিমিত্ত নহে ; যথা—

যস্মিন দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত। কৃষ্ণসারো মৃগো যস্মিন্ দেশে স্বচ্ছন্দং বিহরতি, তস্মিন্ দেশে বক্ষ্যমাণলক্ষণা ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়া নান্যত্রেত্যভিপ্রায়ঃ।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি কেবল মিথিলা প্রভৃতি দেশের জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছে, বঙ্গদেশ প্রভৃতি অন্য দেশের নিমিত্ত নহে। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যবচনের ব্যাখ্যা লইয়া বঙ্গদেশবাসী বৈশ্যদিগের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উল্লিখিত অম্বষ্ঠগণের এক সম্প্রদায় ইদানীং কটিদেশে ঘুনসীর ন্যায় সূত্রধারণ করিয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতেরা ঐ সূত্রকে উপবীত গণ্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে অম্বষ্ঠের উপবীত ছিল, অতএব যে অম্বষ্ঠেরা ঐরূপ সূত্রধারণ করে না, তাহারা ব্রাত্য; যথা—

শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতমাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎ-প্রমাণ্যমপ্যস্তি পশ্চাত্তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ কেষাঞ্চিত্তদ্দূরীকৃতং কেষাঞ্চিদদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথা দৃশ্যতে চ। কড়ইধাদিগ্রামনিবাসিনামম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোক-দর্শনেন চ॥

অর্থাৎ অম্বষ্ঠ বল্লালসেনের যজ্ঞোপবীত ছিল, লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে। তৎপরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাঁহার সহিত বিরোধ করায় কতক-গুলি অম্বষ্ঠের উপবীত দূরীকৃত হয়। কতকগুলি অম্বষ্ঠের অদ্যাবধি উপবীত আছে। কড়ইধাদি গ্রামবাসী অম্বষ্ঠগণের উপবীত সকলেই দেখিতেছেন।

বল্লালসেনাদি অম্বষ্ঠগণের যে উপবীত ছিল, ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতেরা তাহার কোন প্রমাণ প্রদান করেন নাই। কেবল লৌকিকাখ্যায়িকা অর্থাৎ জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া পণ্ডিতের কার্য্য হয় নাই। পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটনা হইয়া কতকগুলি অম্বষ্ঠের উপবীত অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি? এই কাল্পনিক আখ্যায়িকা পণ্ডিতদের পাতিতেও স্থান পাইল? অর্থো হি বলবত্তরঃ, একালে অর্থই সর্ব্বসাধক। নবোদ্ভূত লক্ষ্মণসেনী সম্প্রদায়ের কটিদেশে যে সূত্র আছে তাহা উপবীত নহে, উপবীতসূত্র কখনই নাভির অধরে রাখা যায় না। অতএব ঐ সূত্রকে সাবিত্রীসংস্কারসূচক যজ্ঞোপবীত বলিয়া গণ্য করা বেদোক্ত যজ্ঞোপবীতের অবমাননা মাত্র। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে হইলে যে সকল ক্রিয়া ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন, অম্বষ্ঠগণ কটিদেশে সূত্রধারণসময়ে

আদৌ ঐ সকল ক র্মা ণ্ডের অনুষ্ঠান করেন না। অতএব ঐ সূত্র আদৌ যজ্ঞোপবীত নহে।

অম্বষ্ঠগণের গৃহীত ব্যবস্থাপত্রের অবস্থা প্রদর্শিত হইল। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ ব্যবস্থা এবং তদুক্ত যুক্তি ন্যায়বিরুদ্ধ, সুতরাং অপ্রামাণ্য।

জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদীপিকা অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া কন্যার গর্ভজাত বৈধপুত্র ও বৈশ্যাচারে উপনয়নার্হ বলিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ তাহারা যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের অর্থান্তর করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ সমস্ত শাস্ত্রের একবাক্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রমাণ করা হইয়াছে, অম্বষ্ঠ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতি।

আধুনিক পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, হিন্দুসমাজ আদিম কালাবধি এক নিয়ম ও বিধি (আইন) প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, কস্মিন্‌কালে তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং তাহারা এক সময়ের সামাজিক বিবাহবিধি অন্য সময়ের সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া কোন জাতিকে উৎকৃষ্ট এবং কাহাকেও বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে প্রাচীন আইন রহিত বা সংশোধন করিয়া নূতন আইন জারি করিতেছেন, হিন্দু-গণও প্রয়োজনমতে তদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। এই নিমিত্ত এক বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, প্রথমে জাতি বা বর্ণভেদ ছিল না, সকলেই এক জাতিভুক্ত ছিলেন, তৎকালে পরদার-গমন দূষণীয় ছিল না, সকলে ইচ্ছানুসারে অন্যের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রী-গমন করিত। শ্বেতকেতুর অভিসম্পাত বশতঃ হিন্দুসমাজে পরদার-গমন পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রথমে বর্ণভেদ না থাকায় সবর্ণ,

অসবর্ণ, কোন প্রকার বিবাহ এবং অনুলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতি ও তৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। তৎকালে মনুষ্যসংখ্যা অত্যল্প ছিল। সুতরাং মানবগণ যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বনপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিয়া মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল সন্তানও বৈধসন্তান বলিয়া তৎকালিক সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

ক্রমে কর্ম্মদ্বারা মানবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী বা বর্ণচতুষ্টয়ে সংজ্ঞিত হন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা একনিয়মপরতন্ত্র, এক আচার ও ব্যবহারে নিরত ছিলেন। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ ছিল না। সুতরাং তৎকালে অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদও ছিল না। যে কোন বর্ণ হউক, ইচ্ছামত অন্য বর্ণে বিবাহ করিতেন। বিবাহ হইলেই স্ত্রী ও পুরুষ এক অঙ্গস্বরূপে গণ্য হইত। (অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচমিতি শ্রুতেঃ)। সুতরাং তৎকালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে, অর্থাৎ যে কোন বর্ণ হউক ইচ্ছামত অন্য বর্ণে বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে সন্তান জন্মিত ঐ সন্তান পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত।

ক্ষত্রিয় যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে এবং দৈত্য-বংশজ শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া পুরু ও যদু প্রভৃতি যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারা পিতৃজাতি প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। পরশুরাম এবং তাহার পিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঘটোৎকচ রাক্ষসীর গর্ভজাত হইলেও ক্ষত্রিয়, বিদুর ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা শূদ্রকন্যার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয়, যুযুৎসু ক্ষত্রিয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্যাসদেব এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য ধীবর কন্যার গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। গ্রীসদেশীয় সেকন্দার (Alexander) যবন ছিলেন।

তাহার সেনাপতি সেলুকসের কন্যা লিসিয়ানাকে ক্ষত্রিয় চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেন। তাহার গর্ভজাত পুত্রও ক্ষত্রিয় হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রাগর্ভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

ভারতবর্ষ-বিচার নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে—ইউরোপ, যাহাকে হিন্দুগণ অশ্বক্রান্তা (ইযুজাত) বলিতেন, তাহার অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা বিড়ালাক্ষ (বিড়ালের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট) তাহারা দৈত্য। এই খণ্ডে দানব (Danube) নদী আছে। অতএব ঐ নদীর নিকটবাসীকেই যে হিন্দুগণ দানব বলিতেন তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বন্য ও পাহাড়ী জাতিকেই রাক্ষস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যযাতিরাজার বিবাহিতা দৈত্যবংশজা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত এবং ভীমের বিবাহিতা হিড়িম্বা-রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তান যখন জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে, এবং গ্রীসদেশবাসী যবন সেলুকসের কন্যাকে যখন ক্ষত্রিয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হয় যে এক সময়ে হিন্দুগণ ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীর কন্যাকেও বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও পিতার জাতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কালক্রমে জাতিবিচার অধিকতর প্রবল হইয়া বর্ণচতুষ্টয় চারি সমাজে বিভক্ত হইলে চারিটি জাতি স্থাপিত হয়। তদনুসারে বর্ণচতুষ্টয়ের ইতরবিশেষও স্থাপিত হইল। সুতরাং বিবাহনিয়মও পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই নিমিত্ত স্বজাতিজাত অক্ষতযোনি কন্যাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত, এবং কামোপশমনার্থ অসবর্ণা অক্ষতযোনি কন্যাকেও বিবাহ করা যাইতে পারে—কিন্তু অসবর্ণা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সকল জাতি ক্ষেত্র ও

ঔরস বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে—ইত্যাদি বিবাহ সম্বন্ধীয় নানাবিধ নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংবদ্ধ হইয়াছে।

বিবাহ আইন প্রচলিত হইলে বেণরাজা ঐ সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হন। তাঁহার উপদেশে তাঁহার অধীনস্থ বহু প্রজা পশুধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী (বিধবা ও সধবা) ও অনূঢ়া কন্যা গমনদ্বারা হিন্দুসমাজের নিন্দনীয় অম্বষ্ঠ-করণাদি পুত্র উৎপাদন করে। ঐ সকল পুত্র সামাজিক নিয়মের অতিক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে পারে নাই। তাহারা পিতৃজাতি বা মাতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া আর্য্যসমাজে পাপজ বর্ণসঙ্করজাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ঐরূপ পাপজ বর্ণসঙ্কর আর উৎপন্ন না হয়, ক্রমে তৎসম্বন্ধেও নানাবিধ কঠোর শাসন স্থাপিত হইয়াছে।

ক্রমে জাতিবিদ্বেষ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অধম, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধম, কিন্তু শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং শূদ্র ঐ জাতিত্রয়ের অধম—এইরূপ সমাজনিয়ম হইয়াছিল। নিকৃষ্টবর্ণ উৎকৃষ্টবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে উৎকৃষ্টবর্ণের গৌরব ও সম্ভ্রম থাকিতে পারে না; সুতরাং এই সময়ে বিবাহসম্বন্ধীয় প্রাচীন আইনের পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ক্রমে জাতিবিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিবাহনিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল, অনুলোম ও প্রতিলোমবিবাহ একেবারে রহিত করিবার প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ঐ নিয়মই প্রচলিত আছে। অতএব যাহারা মনে করেন যে হিন্দুসমাজ চিরকাল একই নিয়মের অধীন ছিল, তাঁহারা যে প্রাচীন অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হিন্দুগণ যেরূপ সমাজস্থাপন ও আইন প্রচলন করিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুগণ ক্রমে যত সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, ততই তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন আইন স্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দুসমাজ পরিপক্কাবস্থায় নীত হইলে মনুকর্ত্তৃক প্রথমতঃ এই আইন প্রচলিত হইয়াছিল যে, দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পক্ষে স্বজাতীয় ভার্য্যাগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তবে কামনিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিলে ক্রমে অবরা অর্থাৎ স্বজাতি অপেক্ষা হীনবর্ণের কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবে। এই হেতু সমস্ত আইনকর্ত্তাই (স্মৃতিকর্ত্তা) ব্যবস্থা দিয়াছেন যে স্বজাতীয় ভার্য্যাগ্রহণ করাই বিধেয়। এই সময় হইতেই হিন্দুসমাজের যদৃচ্ছাচারে বহুবিবাহবিধি রহিত করণার্থ কামতঃ অনুলোমবিবাহ অসঙ্গত বিবাহস্বরূপ গণ্য হয়, যথা—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ মনু।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
স্বজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা স্বজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ॥
নারদসংহিতা।

ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মপ্রথমকল্পিকঃ। যম।
গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।
গৌতমসংহিতা, ৪র্থ অঃ।

গৃহস্থো বিনীতক্রোধামর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা
অসমানার্ষস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত।
বশিষ্ঠসংহিতা, ৮ম অঃ।

স্বজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।
বৃহৎপরাশরসংহিতা।

মৎস্যসূক্তে বিবৃত হইয়াছে, স্বজাতীয়া ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী, অসবর্ণা ভার্য্যা কামপত্নী অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী নহে ; যথা—

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী তু সা স্মৃতা।
অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা ॥ ৩১ পটল।

শূদ্রজাতীয়া পত্নী পরিবৃত্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের জাতিনিরাকরণার্থ মনুকর্তৃক এই নিয়ম সংস্থাপিত হয় যে স্বজাতীয় ও তুল্যজাতীয় অক্ষতযোনি কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা যে সন্তান উৎপাদন করা যায়, ঐ সন্তান পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। যথা—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥

কামপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে অনন্তরবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের জাতিনির্ণয়ার্থ মনুকর্তৃক এই বিধি সংবদ্ধ হয় যে অনন্তরবর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নীর, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যজাতীয়া পত্নীর, এবং বৈশ্যের শূদ্রজাতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মাতৃদোষ হেতু তাহারা পিতৃসদৃশজাতি অর্থাৎ মাতৃজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট এইরূপ দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। যথা—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥

কুল্লুকভট্ট এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন, যথা—

"আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতাসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভিরুৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতৃহীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতানপি সদৃশান্ নতু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। ইত্যাদি।

জাতিমিত্র ঐ বচনের অর্থ করিয়াছেন "দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তরজাত-জাতীয়া পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে * * যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা * * পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট * *" (প্রথমভাগ জাতিমিত্র, ১৭ পৃঃ দেখ)। জাতিমিত্র উপবীতলোভে কি ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন! অনন্তর এবং একান্তর ও দ্ব্যেকান্তর বর্ণের মধ্যে যে ইতরবিশেষ আছে তাহা বোধ হয় জাতিমিত্র অবগত নহেন। ব্রাহ্মণের একান্তরে (একজাতি অন্তরে) বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের একান্তরে শূদ্রাতে উগ্রজাতি হইয়াছে, যথা—

"একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।"

মনু।

অনন্তর-জাতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃসদৃশ দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে—এই বিধি মনুকর্তৃক সংস্থাপিত হইলেও কালক্রমে শঙ্খকর্তৃক এই আইন সংবদ্ধ হইয়াছিল যে অনন্তরজাতীয়া ভার্য্যার অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া পত্নীর (বাবাতার) গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য হইবে এবং বৈশ্যকর্তৃক তাহার বিবাহিতা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান শূদ্র হইবে, যথা—

"ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামুৎপাদিতো বৈশ্য এব ভবতি, বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতঃ শূদ্র এব ভবতি।"

নারদসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বজাতি-ভার্য্যা গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর; কিন্তু অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে, এবং বৈশ্য শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, এবং প্রতিলোমক্রমে শূদ্রার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় অন্য তিন পতি, বৈশ্যার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতীয় অন্য দুই পতি, এবং ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণজাতীয় অন্য এক পতি হইতে

পারে; এবং অনুলোমবিবাহ দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহারাই বৈধপুত্র, প্রতিলোমবশতঃ যাহারা জন্মিবে তাহারা বর্ণসঙ্কর। যথা—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ॥
ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয় স্ত্রয়ঃ॥
দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ॥
আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

প্রতিলোম শব্দের অর্থ বিলোম, বিক্রান্ত, বিপরীত, অধম, দুষ্ট, ব্যুৎক্রম, ব্যত্যয় (শব্দার্থরত্নমালা দেখ)। নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনে বিবৃত হইয়াছে, প্রতিলোমবশতঃ ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্যার ও শূদ্রার অন্য পতি হইয়াছিল। অন্য পতি শব্দে স্বজাতীয়পতি ব্যতীত অন্যকে বুঝিতে হইবে।

নারদসংহিতার উল্লিখিত বচন সমূহের স্থূল মর্ম্ম এই যে, বর্ণচতুষ্টয়ের স্ব স্ব জাতীয়া পত্নী গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

জাতিমিত্র নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনের শেষ দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'এই প্রমাণানুসারে অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তান-গণের বর্ণসঙ্করতা নাই, যাহারা প্রতিলোমজ সন্তান, তাহারাই বর্ণসঙ্কর (জাতিমিত্র, প্রথম ভাগ, ১১৭ পৃঃ দেখ)। অম্বষ্ঠ যে বৈধপুত্র, তাহা নারদ বলেন নাই। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভে অবৈধরূপেও ত পুত্র হইতে পারে। সেই অবৈধ পুত্রই বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ বলিয়া নানা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এ জন্যই অম্বষ্ঠের মাতৃজাতিত্ব বা দ্বিজধর্ম্মত্ব কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই।

কালক্রমে কোন কোন স্থানের হিন্দুসমাজে বিবাহবিধি সংশোধিত হইয়া এই বিধি বোধ হয় প্রচলিত হইয়াছিল যে, বিবাহিতা সবর্ণাজাত পুত্র স্বজাতি হইবে, অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ হইবে, এবং প্রতিলোমবিবাহ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপাদিত হইবে তাহারা আর্য্যধর্ম্মে অনধিকারী হইবে। সুতরাং বিষ্ণুসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে,—

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ॥

এস্থলে বিবৃত হইয়াছে, অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই বিধি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ। পরন্তু এই বিধি অনুসারে অম্বষ্ঠ যে মাতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য হইয়াছিল অথবা বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কোন শাস্ত্রেই বর্ণিত হয় নাই।

ক্রমে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তান শূদ্রাপেক্ষা অধম বলিয়া গণ্য হয়। এই নিমিত্ত ব্যাসসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে, অধমবর্ণ উত্তম-বর্ণাতে সন্তানোৎপত্তি করিলে ঐ সন্তান শূদ্রাপেক্ষাও অধম হইবে, যথা—

অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।

মিথিলা প্রভৃতি দেশে কালক্রমে এই নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল যে সবর্ণা ভার্য্যা বর্ত্তমানে অসবর্ণা পত্নী লইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবে না, এবং সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান স্বজাতি, ও অনিন্দ্যবিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি-বিবাহজাত পুত্রগণ বংশবৃদ্ধিকারক হয়। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য—

"সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।"

মিতাক্ষরার টীকা—

সবর্ণায়াং সত্যাং অন্যামসবর্ণাং নৈব ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ।
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥

মিতাক্ষরার টীকা—

সবর্ণেভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ সবর্ণাসু ব্রাহ্মণ্যাদিষু সজাতয়ো মাতৃপিতৃ-সমানজাতীয়াঃ পুত্রা ভবন্তি। * * কিন্তু অনিন্দ্যেষু ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনা অরোগিণো দীর্ঘায়ুষো ধর্ম্মপ্রজ্ঞাসম্পন্না ভবন্তি।

প্রতিলোম বিবাহ রহিতকরণ জন্য এই নিয়মস্থাপন হইয়াছিল যে প্রতিলোমবিবাহজাত সন্তান কোন প্রকার ধর্ম্মে অধিকারী হইবে না। এই নিমিত্ত গোতম বলিয়াছেন—"প্রতিলোমাস্ত ধর্ম্মহীনাঃ।" এবং ক্রমে অনুলোমবিবাহও রহিতকরণাথ এই নিয়মস্থাপন হইয়াছিল যে সকল পুত্রের মধ্যে বিবাহিতাসবর্ণাজাত পুত্রই শ্রেষ্ঠ, অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মধ্যবর্ত্তী জাতি, এবং প্রতিলোমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বর্ণবাহ্য পতিত বলিয়া গণ্য হইবে। যথা—দেবল ঋষির বচন পরাশরভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—

তেষাং সবর্ণজাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽনুলোমজাঃ স্মৃতাঃ।
অন্তরালা বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ॥

মনু বলেন, চারিটী জাতি ব্যতীত আর জাতি নাই। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি, চতুর্থ সমস্তই শূদ্র। সুতরাং এই বচনানুসারে বর্ণবহির্ভূত মধ্যবর্ত্তী জাতি শূদ্রধর্ম্মাবলম্বীই হইবে। অতএব অম্বষ্ঠও বর্ণবহির্ভূত মধ্যবর্ত্তী জাতি বলিয়া শূদ্রধর্ম্মেই অধিকারী হইতে পারে, আর্য্যধর্ম্মে নহে।

অবশেষে জীমূতবাহন দায়ভাগের দ্বারা প্রতিলোমবিবাহ একেবারে রহিত করিলেন, যথা—

প্রতিলোমপরিণয়ং সর্ব্বথৈব ন কার্য্যম্।

মাধবাচার্য্য নিয়ম করিলেন যে প্রতিলোমবিবাহজাত পুত্র পতিত ও অধম অর্থাৎ অস্পৃশ্য হইবে, যথা—

প্রতিলোমজাস্ত বর্ণবাহ্যত্বাৎ পতিতা অধমাঃ।

ক্রমে অনুলোমবিবাহবিধি সংশোধিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত এবং তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; যথা মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে—

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥

অম্বষ্ঠবংশজ রাজা রাজবল্লভের গৃহীত ব্যবস্থাপত্রে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রীজাত নিষাদ সাবিত্রীসংস্কারার্হ। কিন্তু এই বচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। মনুর মতেও নিষাদ নীচ শূদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণের শূদ্রীগর্ভজাত সন্তান অর্থাৎ নিষাদ যে পতিত সন্তান, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব বিবাহবিধি দ্বারাও ঐ ব্যবস্থাপত্র অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক সময়ে এইরূপ নিয়ম সংবদ্ধ হইয়াছিল যে স্বজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিতে পারে। পরাশরভাষ্য ও বীরমিত্রোদয়ধৃত পৈঠানসির বচন—

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপি বা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে।

সকলেই অবগত আছেন, বিবাহসম্বন্ধীয় বিধি অনুসারে বিবাহ না করিয়া যাহাকে পত্নীত্বে নিযুক্ত ও তদ্দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করা যায়, ঐ পত্নী ও পুত্র অবৈধ পত্নী ও পুত্র বলিয়া সমাজে গণ্য হইয়া থাকে। যখন উল্লিখিত বচনানুসারে প্রমাণ হয় যে স্বজাতিকন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলেই অসবর্ণাকন্যার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতে পারে; নচেৎ নহে, তখন স্বজাতীয়াকন্যাপ্রাপ্তি ঘটিলে যদি অসবর্ণাকন্যাকে বিবাহ ও তদ্দ্বারা পুত্র উৎপাদন করা যায় তাহা হইলে ঐ পুত্র ও স্ত্রী অবৈধ পুত্র ও স্ত্রী

বলিয়া সমাজে গণ্য হইবে। অতএব যে ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছেন ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিবশতঃ যে অসবর্ণা বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছিলেন, এই বিষয় যে পর্য্যন্ত প্রমাণ না হয় সে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে ঐ স্ত্রী অবৈধ স্ত্রী এবং তজ্জাত অম্বষ্ঠ অবৈধ পুত্র বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবেন। কিন্তু এই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুসমাজের বিবাহসম্বন্ধীয় আইন বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের অনুকূল না হইয়া বরং তাহার প্রতিকূল হইতেছে।

ক্রমে অনুলোমবিবাহ নিবারণার্থ এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণগণ অনুলোমক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না; তাহারা সবর্ণা কন্যা অগ্রে বিবাহ করিয়া কদাচ কখনও বা স্থলবিশেষে ক্ষত্রিয়াদি জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে; যথা, বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু ন বিবাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ।
বিবাহ্যা ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু॥

এই নিমিত্ত কেশববৈজয়ন্তী বলিয়াছেন যে প্রথমে ব্রাহ্মণজাতীয়া কন্যাকে ব্রাহ্মণের বিবাহ করা কর্ত্তব্য, তৎপরে ক্ষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ; ইহার অন্যথা করিলে রাজন্যাপূর্ব্বী প্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ঘটে, যথা—

তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীবিবাহঃ প্রথমং ততঃ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহঃ অন্যথা রাজন্যাপূর্ব্ব্যাদিনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গঃ॥

ব্রাহ্মণ প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ না করিয়া অন্য জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—ক্ষত্রিয়কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করিলে দ্বাদশরাত্রিব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সবর্ণার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহারই সহিত সহবাস করিবে, প্রথমে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র, ও প্রথমে শূদ্র কন্যা বিবাহ করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যথা—

প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত শাতাতপবচন—

ব্রাহ্মণো রাজন্যাপূর্ব্বী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্ব্বিশেৎ তাঞ্চৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপূর্ব্বী তপ্তকৃচ্ছ্র শূদ্রাপূর্ব্বী কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রম্।

অতএব এই সকল বচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বজাতি ব্যতিরেকে অন্য জাতিতে বিবাহ করা একরূপ নিষিদ্ধ। তবে স্থলবিশেষে কখন বা অন্যজাতিতে বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে স্বজাতিতে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ অন্যজাতিতে বিবাহ করিবে। প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত প্রমাণ না হয় যে ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণজাতীয়া কন্যাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করণানন্তর কোন অপরিহার্য্য কারণবশতঃ বৈশ্য-জাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপাদন করিয়াছে, অম্বষ্ঠের মাতা ঐ ব্রাহ্মণের প্রথমবিবাহিতা স্ত্রী নহে, কিম্বা ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া বৈশ্যজাতীয়া পত্নীদ্বারা অম্বষ্ঠকে উৎপত্তি করে নাই, সে পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠের মাতা কখনই ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসম্মত বৈধপত্নী এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র (অম্বষ্ঠ) শাস্ত্রসম্মত বৈধপুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রাচীন আর্য্য সমাজের বিবাহবিধি যিনি সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন তিনিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আপস্তম্ব বলেন, যদি প্রথমবিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে না। অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পুত্রলাভসম্পন্না না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে অন্যতরা বিবাহ করিবে। যথা—

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যং কুর্ব্বীত। অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি॥

বীরমিত্রোদয় এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন, যথা—

যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিসাধ্যেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি।

বিধানপারিজাত এই অর্থ করিয়াছেন—

যদি প্রাগূঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ অন্যতরাভাবেঽগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোঢ়ব্যেতি।

কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে অধিবেদন করিবে। যথা—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

"অপ্রিয়বাদিনী তু সদ্যএব যদ্যপুত্রা ভবতি পুত্রবত্যাস্ত তস্যাং ধর্ম্মপ্রজা-সম্পন্নে দারে নান্যং কুর্ব্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত ইত্যাপস্তম্বনিষেধাৎ অধিবেদনং ন কার্য্যম্।"

অতএব উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ সবর্ণা একটী ভার্য্যা গ্রহণ করিবেন, তিনি ধর্ম্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্না হইলে অন্যবিবাহ করিতে পারিবেন না। অম্বষ্ঠের মাতা ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রী ছিল—তর্কানুরোধে বলিলেও, তিনি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসম্মত বৈধপত্নী ছিলেন না, এতাবৎ প্রমাণে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে। বৈশ্যার পক্ষে ব্রাহ্মণের বৈধপত্নী হওয়াতে বহু বাধা। সুতরাং তজ্জাতপুত্রও অভিজাত নহে। অতএব অম্বষ্ঠের উপবীত গ্রহণের যে পাতি দেওয়া হইয়াছে ও পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে তাহা শাস্ত্রবিরোধী।

শাস্ত্রোক্ত অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুসমাজে দুই প্রকার বর্ণসঙ্কর আছে। এক বর্ণসঙ্কর প্রতিলোম-বিবাহ দ্বারা উৎপাদিত, কালক্রমে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতৃবৎ শৌচাশৌচ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা সমাজের অচল। আর এক সম্প্রদায় বর্ণসঙ্কর মানবগণকর্ত্তৃক পশুধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক বিবাহ বিধি

অমান্য করিয়া প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী বা কন্যার গর্ভে উৎপাদিত হইয়াছে। তাহারা জাত্যন্তর বর্ণসঙ্কর; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে অম্বষ্ঠ এই বর্ণসঙ্করসম্প্রদায়ের অন্যতম।

হিন্দুসমাজে অনুলোম-প্রতিলোমবিবাহজাত পুত্রের সম্বন্ধে নানাবিধ আইন সংস্থাপিত হইলেও মোহবশতঃ অসবর্ণাবিবাহ দ্বারা সন্তান যে শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে এবং ঐ পুত্র যিনি উৎপাদন করেন তিনি যে প্রায়শ্চিত্তার্হ তাহা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

পরাশরভাষ্যধৃত কূর্ম্মপুরাণোক্ত বচন—

যস্তু পত্ন্যা সমং রাগান্মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্‌ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ॥

কেবল কামবশতঃ স্বীয় পত্নীগমনেও ব্রত নষ্ট হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

মনু বলেন—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যবনয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ যদৃচ্ছাচারে হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিয়া ঐ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপত্তি করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সসন্তান শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।

অতএব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা বৈশ্যাতে উৎপন্ন হউক, তাহার আভিজাত্য লাভ সুদূরপরাহত। এই নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্যপণ্ডিতগণ অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে কেবল শূদ্রধর্ম্মেই অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে যে অম্বষ্ঠকে বৈশ্যধর্ম্মে অধিকারী বলিয়া পাতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কলিযুগের ধর্ম্ম মাত্র, অর্থাৎ "অন্নচিন্তা চমৎকারা" এই ধর্ম্মের ফল মাত্র।

জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদীপিকা পশ্চাল্লিখিত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকর্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান (অম্বষ্ঠ) উপনয়ন-সংস্কারার্হ। যথা—

স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

কিন্তু এই বচনে কেবল "স্বজাতিজাত" ও "অনন্তরজাত" পুত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে; একান্তরজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তানের বিষয় বর্ণিত হয় নাই। অনন্তরজ পুত্রের কথা বলিয়া একান্তরজ অম্বষ্ঠ ও উগ্রজাতি ও দ্ব্যন্তরজ পারশব বা নিষাদ জাতির উৎপত্তি বিষয় মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন—

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥
ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়ামুগ্রো নাম প্রজায়তে।

অনুলোমক্রমে দ্বিজাতিদের স্বজাতি ভার্য্যাজাত ৩ পুত্র, অনন্তর ভার্য্যা জাত ৩ পুত্র, একান্তরজ অম্বষ্ঠ ও উগ্র এই ২ পুত্র ও দ্ব্যন্তরজ (ব্রাহ্মণ হইতে দুই জাতি অন্তরে শূদ্রাতে) নিষাদ। অনন্তরজ পুত্রগণ পিতৃসদৃশ বলিয়া তাহাদের পৃথক্ নাম হয় নাই।

অতএব "অম্বষ্ঠ" যে অনন্তরজ দ্বিজধর্ম্মী নহে তাহা সুস্পষ্ট। উশনাঃ বলেন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে দৈবাৎ সমন্ত্রক "সুবর্ণ" (শোনক্ষত্রিয়) ও অবৈধক্রমে এক পুত্র "ভিষক্" উৎপন্ন হয়। প্রথম পুত্র দ্বিজধর্ম্মী এবং দ্বিতীয়টী রাজাজ্ঞায় ভিষক্ উপাধিতে পরিচিত। যথা—

বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্তো নৃপায়ান্তু সমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ॥

ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ব্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্।
অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া॥
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ॥
অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥

উশনার উল্লিখিত বচনের "সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ" পদের শব্দার্থ এই যে, এই সমন্ত্রক পুত্রই অনুলোমজ দ্বিজ বলিয়া কথিত। সুবর্ণ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ক্রিয়া করিবে, অশ্ব-রথ-হস্তিচালক হইবে, সৈনাপত্য বা চিকিৎসাবৃত্তি করিবে। আর ব্রাহ্মণ হইতে চৌর্য্যক্রমে ক্ষত্রিয়াতে যে ভিষক্ নামক পুত্র হইয়াছে সে রাজাজ্ঞায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া বৈদ্যক বৃত্তি ও বেদোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করিবে। বিবাহবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল বলিয়াই ভিষক্ দ্বিজধর্ম্মে অধিকারী ছিল না, তবে বেদোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করিতে বলায় মনে হয় তাহারা দ্বিজধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় বৈদ্য এই সুবর্ণ বা ভিষক্ কিনা তাহাও চিন্তনীয়।

মিতাক্ষরায় বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়োৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যাদি অনুলোমজ বর্ণসঙ্করজাতি জাত্যন্তর হইলেও উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োৎপন্ন-মূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যাদ্যনুলোমসঙ্করে জাত্যন্তরতোঽপ্যুপনয়নাদিপ্রাপ্তিশ্চ বেদিতব্যা তয়োর্দ্বিজাতিত্বাৎ।" এই বচন উশনার বচনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাস্ত্রের ব্যবস্থা যে সময় প্রচলিত ছিল সে সময়ে কেবল ব্রাহ্মণের অনুলোম-বিবাহিতা ক্ষত্রিয়জাতীয়ভার্য্যার ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান মাতৃজাতীয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু অম্বষ্ঠের তাদৃশ উপনয়ন হইবে এ কথা কোথাও উক্ত হয় নাই।

মিতাক্ষরার উল্লিখিত বচনে "মূর্দ্ধাবসিক্তাদিজাতীনাং" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং অর্থলোভী পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন যে, "আদি" শব্দদ্বারা অম্বষ্ঠকেও বুঝাইতেছে। কিন্তু শঙ্খোক্ত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়জাত, ও ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক বৈশ্যজাত পুত্র মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থার পরেই যখন মূর্দ্ধাবসিক্তাদি পদ ব্যবহার হইয়াছে, তখন ঐ "আদি" শব্দের দ্বারা মিতাক্ষরায় কেবল অনন্তরজ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য ও করণ জাতিরই উল্লেখ হইয়াছে; অম্বষ্ঠ জাতির বিষয় উল্লেখ হয় নাই। কারণ, মূর্দ্ধাবসিক্তজাতি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, এবং মাহিষ্যজাতি ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে উৎপন্ন হইয়াছে। শঙ্খোক্তবচনে যদি এরূপ বর্ণিত হইত যে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যাতে উৎপাদিত সন্তান বৈশ্য হইয়াছে এবং তৎপরে যদি মিতাক্ষরাকার "মূর্দ্ধাবসিক্তাদিজাতীনাং" পদ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে ঐ 'আদি' শব্দদ্বারা অম্বষ্ঠকেও বুঝাইতে পারিত। কিন্তু শঙ্খের বচনে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যাজাত পুত্রের বিষয় কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত দৃষ্ট হইতেছে যে, মনু ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের স্ত্রীজাত অম্বষ্ঠকে দ্বিজাতির প্রেষ্যকর্ম্মরত সূত, মাগধ ও বৈদেহের সমশ্রেণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বজাতিজ ও অনন্তরজ ছয় পুত্রই দ্বিজধর্ম্মপ্রাপ্ত, দ্ব্যেকান্তরবর্ণজাত পুত্রগণের দ্বিজত্ব হইবে না। অতএব মনুর বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন যে দ্ব্যেকান্তরবর্ণজাত অম্বষ্ঠাদি উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না। কারণ "মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।"

অম্বষ্ঠদীপিকা ও জাতিমিত্র মহর্ষি হারীতের নামে ব্যক্ত করিয়াছেন, অম্বষ্ঠ দ্বিজ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগৌরবান্বিত। যথা—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

জাতিমিত্র বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, কিন্তু পিতৃজাতির উৎকর্ষ হেতু অম্বষ্ঠ মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্যজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বলা বাহুল্য, ইহা হারীতবচন বা অন্য কোন শাস্ত্রবচন নহে। শাস্ত্রবচন হইলেও এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে এই বচনে "বৈদ্য" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, অম্বষ্ঠ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। সুতরাং ঐ বচন প্রকৃতার্থে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত বচন হইলেও তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে অনন্তরজ ক্ষত্রিয়া-জাত "বৈদ্যকে" বুঝাইতেছে।

এক্ষণে বঙ্গবাসীরা হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং যে জাতি প্রাচীন শাস্ত্রে হীনজাতি বলিয়া গণ্য ছিল তাহারা উন্নতি লাভ করিয়া উপনয়নলোভে আপনাদের সুবিধা অনুসারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই আদিপুরুষ বলিয়া দাড় করাইতেছেন। তদ্দর্শনে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অধ্যাপকগণও অল্পদর্শী, বিশেষ অন্নচিন্তায় বিব্রত। সুতরাং তাঁহারাও ঐ সকল জাতির বাসনা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জন্যই জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদীপিকা সাধারণের চক্ষে ধূলা দিয়া যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ অম্বষ্ঠকে পরিচিত করিয়াছেন, অর্থাৎ কখন অম্বষ্ঠকে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত, কখন তাহাকে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভজাত বৈধ পুত্র, কখন তাহাকে বৈশ্যোপম, কখন বা ক্ষত্রিয়াপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; এবং কখন বলিয়াছেন, নারদসংহিতার বচন দ্বারা অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করতা লোপ হইতেছে। আবার "জাত নাই তার কুলের আশা" নামক পুস্তিকায় অম্বষ্ঠ ঔরস বিবেচনায় ব্রাহ্মণ—এইরূপও বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি উপবীতলোভে শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বীয় মূল বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সুতরাং যখন যেমন ইচ্ছা সেই জাতি হইয়াই দণ্ডায়মান হইতেছেন। এক্ষণে চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা কি জন্য নীরব রহিয়াছে? এই সময়ে তাহারা কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি

অপেক্ষা গৌরবান্বিত ও ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করে না ? তাহাদের বিলক্ষণ বলাইবার সুবিধাও আছে, তাহারা ব্রাহ্মণীর ক্ষেত্রজ, এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় দশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া থাকে। যাহা হউক, জাতিমিত্র, অম্বষ্ঠ-দীপিকা, এবং অম্বষ্ঠের উপনয়ন সম্বন্ধীয় পাঁতিদাতা পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, ইহা প্রমাণিত হইল।

উল্লিখিত বচন হারীতের বলা হইয়াছে। কিন্তু পাঁচ ছয় খানা পুঁথি একত্রিত করিয়া দৃষ্ট করা হইয়াছে, ঐ বচনটী তাহাতে নাই। সাধারণ অবস্থা গ্রহণ করিলেও ঐ বচনের সত্যতার প্রতি সন্দেহ জন্মে। অবৈধ পুত্র কখনই বৈধপুত্রাপেক্ষা গৌরবান্বিত হইতে পারে না। এই সকল কারণে নিশ্চয় হইতেছে যে, ঐ বচন কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৌশল-কল্পিত, প্রাচীন স্মৃতিকর্ত্তাদের নহে।

অম্বষ্ঠ প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করণে অধিকারী এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ জাতিমিত্র পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "বৈদ্যক গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, স্বাহা প্রণবযুক্ত মন্ত্র সকল বৈদ্যদিগের পাঠ্য।" যথা—

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্ত্ব বস্তুতঃ স্বাহা।

ওঁ নমো মহাবিনায়কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি ইত্যাদি।

ওঁ নমো অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ ইত্যাদি।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈদ্য ; তাহাদের প্রণবে অধিকার আছে। সুতরাং ঐ সকল মন্ত্র তাহাদের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে কোথাও প্রণব থাকিলেই তাহা যে অম্বষ্ঠের জন্য লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি ? অম্বষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদে অধিকারী হইলেও প্রণবাদিতে তাহার অধিকার নাই, ইহা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শুচি শূদ্রগণ প্রণবের পরিবর্ত্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। যথা—

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াহজীবন্ বণিগ্ভবেৎ।
ভার্য্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যঃ ভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়াপরঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্নহাপয়েৎ॥

১১৯। ১২০ শ্লোক।

সকলেই অবগত আছেন, শূদ্রগণ "নমঃ" বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব বৈদ্যগ্রন্থের উল্লিখিত মন্ত্রের অগ্রে যে "ওঁ" আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অম্বষ্ঠ ও অন্য শূদ্রগণ কেবল নমঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। স্বাহা, স্বধা শব্দ বা কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠকে চিকিৎসকপদে নিযুক্ত করিয়া শূদ্রধর্ম্মে অধিকার দিয়াছেন; কিন্তু তাহাদিগকে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি গ্রন্থে অধিকার দেন নাই, ইহা পুরাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অতএব যে সকল অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তাহাতে আচার্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, এবং যাহারা ঐরূপ পাঁতি দিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া পাপী হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপবিমোচন করা কর্ত্তব্য। তবে এক্ষণে হিন্দুসমাজ নিয়মশূন্য, কর্ত্তৃশূন্য ও ধর্ম্মভ্রষ্ট; সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও কোন লৌকিক ক্ষতি হইবার সম্ভব নাই; কিন্তু প্রকৃত হিন্দুগণ অবশ্যই তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া গণ্য করিবেন ও করিতেছেন। আমরা বলি, বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠ কিনা তাহাই প্রথমে নির্ণয় করুন।

অম্বষ্ঠের প্রাচীন সামাজিক অবস্থা।

এক্ষণে অধিকাংশ জাতিই এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে তাহাদিগকে অনায়াসেই আর্য্যবংশজ বলা যাইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থার দ্বারা কোন জাতির মূল নির্ণয় হইতে পারে না।

যে কোন জাতি হউক, শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন সামাজিক অবস্থা দ্বারাই তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রমাণ হইবে। অতএব দেখা আবশ্যক, অম্বষ্ঠ প্রাচীনকালে কিরূপে সমাজবদ্ধ ছিল।

অমরকোষ ২২০০ বৎসর পূর্ব্বেকার গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থকার অম্বষ্ঠকে চণ্ডালসহ শূদ্রবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

বৈদ্যগণ বলিতেছেন, কোন এক বৈদ্যরাজা বল্লালসেন ডোমকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করিলে বৈদ্যসমাজে দলাদলি হইয়াছিল। তাহা হইলে, যে সকল অম্বষ্ঠগণ তাহার সহিত আদানপ্রদান ও আহারব্যবহার করিয়াছিল অর্থাৎ তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত অম্বষ্ঠগণ যে পদ্মিনীর জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহাদের বংশধরেরা বৈশ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আচরণীয় শূদ্রধর্ম্মও প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ হিন্দুসম্প্রদায় অবগত আছেন যে উৎকৃষ্ট জাতির ব্যবহার্য্য যে আসনে নীচ জাতি উপবিষ্ট হয় তাহা ধৌত না করিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যায় না। এই নিমিত্ত নীচ জাতিকে বসিবার জন্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ প্রায় আপনাদের ব্যবহার্য্য আসন দেন না। স্থানবিশেষে এখনও দৃষ্ট হয় যে, বৈদ্য অম্বষ্ঠ রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ সমাগত হইলে তিনি বসিবার জন্য পিড়া বা চৌকি প্রভৃতি কোন আসন প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে কখন বা ভূমিতে কখন বা রোগীর শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া চিকিৎসা করিতে হয়। এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে চিকিৎসককে বসিবার আসন প্রদান করিলে রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু রোগের শান্তির নিমিত্ত চিকিৎসককে আনা যায়। উপবিষ্ট না হইলে মন স্থির হয় না, মন স্থির না হইলেও নাড়ি ধরিয়া রোগ নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, ভূম্যাসনে উপবিষ্ট হওয়া পাপাবহ। এক্ষণেও প্রত্যক্ষ করা যায় যে বসিবার জন্য ডাক্তারকে চেয়ার (কেদারা)

দেওয়া যায়, তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা চিকিৎসা করেন, এবং তাহাতে নাকি রোগ শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে। অতএব বৈদ্য অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া বসিবার আসন প্রাপ্ত না হওন সম্বন্ধে যে কারণ বলিয়া থাকেন তাহা জ্ঞানবান্ লোকে কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর জাতি, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। রোগীর জন্য সকলকেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, সুতরাং তৎকালে চিকিৎসকের বসিবার আসন স্মরণ করিয়া ধৌত করা ঘটে না এই কারণে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে কেহ তাহাদিগকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিত না। কালক্রমে উহাই প্রথাস্বরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আরোগ্য স্নানের কাপড় ও কলস তাহারা পাইতেন, এখনও অনেক স্থলে পান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য দেশে বৈদ্য-অম্বষ্ঠ জাতির অস্তিত্ব অতি বিরল। মনুকর্ত্তৃক এই বিধি সংবদ্ধ হইয়াছে, যে, রাজ্যমধ্যে বর্ণসঙ্কর থাকিলে রাজ্য শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, বেণরাজার যদৃচ্ছাচারবশতঃ মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি করিলে তৎপুত্র পৃথুরাজা তাহাদিগকে একেবারে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, কেবল ভৃগুমুনির উপদেশ অনুসারে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। অতএব এই সকল অবস্থা একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বর্ণসঙ্করগণ কালক্রমে আর্য্যদেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া পর্ব্বতে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় ও পতিত স্থানে অর্থাৎ যে সকল দেশ প্রাচীনকালে আর্য্য-বাসযোগ্য ছিল না, সেই সকল দেশে বসবাস করিয়াছিল। এই ভাবে অম্বষ্ঠ বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়া থাকিবে, অনেকে হয়তঃ নানারূপে আত্মগোপন করিয়া অন্যনামে পরিচিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে নাপিতেরাই অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত। অম্বষ্ঠ-বান্ধব জাতিমিত্র স্বীকার করিয়াছেন,

"জনসংখ্যা ধরিলে এ দেশে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) জাতি অতি নিকৃষ্ট। যে হেতু, সমুদায়ে বৈদ্যের (অম্বষ্ঠের) সংখ্যা ৬৮০০০ অষ্ট ষষ্টি সহস্রের অধিক হইবে না।" এস্থলে একটী বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষভাবে প্রণিধান করিলে অম্বষ্ঠের মূলতত্ত্ব প্রকাশ হইতে পারে। অম্বষ্ঠের উৎপত্তি সত্য-যুগে। কলিযুগের ৫০০০ সহস্র বৎসর গত হইয়াছে। স্থতরাং প্রাচীন জাতি মাত্রেরই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। পরশুরাম একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় প্রায় করিলেও তাঁহার বর্ত্তমানেই অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ এক অক্ষৌহিণী ২১৮৭০০ সৈন্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অসংখ্য ক্ষত্রিয় তাঁহার শাসনা-ধীনে ছিলেন। এই রাজার সময়ে ভারতবর্ষে জনক প্রভৃতি বহুতর ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহাদেরও অসংখ্য সৈন্য ও রাজকর্ম্মচারী ক্ষত্রিয় ছিল। দ্বাপরযুগের শেষাবস্থায়ও কুরুপাণ্ডবের সময়ে কেবল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী (প্রায় চল্লিশ লক্ষ) ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অসংখ্য ক্ষত্রিয় ছিল। যদিও কালক্রমে মহানন্দী নামক শূদ্র রাজা কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিলেন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে। এইরূপে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ১১৬২০০০ এবং ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ১১৫৮০০০ জনেরও অধিক হইবে। অতএব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও বর্ত্তমান কলিযুগের ৫০০০ সহস্র বৎসর অতীত হইলেও বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতির জনসংখ্যা ৬৮০০০ সহস্রের অধিক না হইবার কারণ কি? এই অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিলে এই প্রতিপাদ্য উত্থাপিত হয় যে, বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য জাতিটি অতি অল্পকাল হইল স্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই সংজ্ঞায় আদৌ কোন জাতি ছিল না। স্থতরাং প্রতীতি হয় যে তাহারা অন্যান্য সংজ্ঞায় পরিচিত ছিলেন।

"অন্ধের চক্ষুদান" নামক পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে, "আমাদের বিবেচনায় বেদে (বাদিয়া) শব্দটী বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশ।* * যখন উভয়েরই একানুরূপ ব্যবসায় ও একানুরূপ জাতিবোধক শব্দ তখন যে বাদিয়া ও বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য ইহারা পরস্পরের স্বজাতি হইবে, তাহা অযুক্তিসিদ্ধ নহে।" উশনার বচনের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধন হইতেছে। তিনি বলেন, অম্বষ্ঠ এক সময়ে আগ্নেয়বৃত্তি অর্থাৎ ছায়াবাজিকর বেদিয়ার বৃত্তি সম্পন্ন ছিল। বৈদ্য অম্বষ্ঠদিগের কুলপঞ্জিকায় বিবৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠবংশধরের সেন ও গুপ্ত প্রভৃতি ত্রয়োদশ বংশই বৈদ্য বলিয়া কথিত; এতদ্ব্যতীত অন্য বংশের বৈদ্যত্বের বিষয় শুনা যায় না। অতএব এই সকল প্রাচীন বিবরণ একত্রিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গদেশস্থ বর্ত্তমান বৈদ্য জাতিটি আধুনিক জাতি, ইহারা পূর্ব্বে অন্য সংজ্ঞায় পরিচিত থাকিবে; তন্মধ্যে কেবল ত্রয়োদশ বংশ চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ হেতু বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাহারাই কালক্রমে বৈদ্যজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রকৃত বৈদ্য নির্ণয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করিয়া ভাস্করকে প্রদান করেন। ভাস্কর আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র সংহিতা প্রণয়নপূর্ব্বক তাহা ও আয়ুর্ব্বেদ আপন শিষ্যসকলকে অধ্যয়ন করান। ঐ শিষ্যগণ চিকিৎসাবিষয়ক নানাবিধ তন্ত্র প্রণয়ন করেন। ঐ শিষ্যগণের নাম—ধনন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীসুতদ্বয়, নকুল, সহদেব, অর্কি (যম), চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য।(১) এই ১৬ জন বেদাঙ্গ ও বেদসমূহে পারদর্শী ও ব্যাধিনাশক।

ঐ ষোড়শ মহাত্মার মধ্যে ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান নামক তন্ত্র, দিবোদাস চিকিৎসাদর্পণ, কাশীরাজ চিকিৎসাকৌমুদী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভ্রমঘ্ন ও চিকিৎসাসার-তন্ত্র, নকুল বৈদ্যকসর্ব্বস্ব-তন্ত্র, সহদেব ব্যাধিসিন্ধু-বিমর্দ্দনতন্ত্র, অর্কি (যম) জ্ঞানার্ণব নামক মহাতন্ত্র, মহর্ষি চ্যবন জীবদান-তন্ত্র, জনক বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন-তন্ত্র, বুধ সর্ব্বসারতন্ত্র, জাবাল তন্ত্রসার, জাজলি বেদাঙ্গসার তন্ত্র, পৈল নিদান, করথ সর্ব্বধরতন্ত্র এবং অগস্ত্য দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই ষোড়শ তন্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যাধিপ্রণাশের বীজস্বরূপ অর্থাৎ ইহা হইতেই চিকিৎসাবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে। যথা—

(১) ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল, সহদেব, অর্কি (চিত্রগুপ্ত), বুধ ও জনক এই অষ্টজন জাতিতে ক্ষত্রিয়, এবং অপর অষ্টজন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ইহাদের কেহই বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠের বংশজাত নহে।

ঋক্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ ॥
কৃত্বা তু পঞ্চমবেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাদ্ভাস্করশ্চ চকার সঃ ॥
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ ॥
তেষাং নামানি বিদূষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানি চ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বিমত্তো নিশাময় ॥
ধনন্তরির্দ্দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽশ্বিনীসুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ ॥
জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এব চ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শব্যাধিনাশকাঃ ॥
চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি ॥
চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ।
চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজশ্চকার সঃ ॥
চিকিৎসাসারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ ॥
চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনম্।
জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার হ ॥
চ্যবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবানৃষিঃ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনম্ ॥
সর্ব্বসারং চন্দ্রসুতো জাবালস্তন্ত্রসারকম্।
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলির্মুনিঃ ॥
পৈলো নিদানং করথস্তন্ত্রং সর্ব্বধরং পরম্।
দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্রঞ্চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ ॥

চিকিৎসাশাস্ত্রবীজানি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি বলাধানকরাণি চ॥

অতএব ঐ ষোড়শ মহাত্মাই আর্য্যদিগের আদিম বৈদ্য। ইহাদের মধ্যে ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল, সহদেব, অর্কি, জনক, বুধ, ইহারা ক্ষত্রিয়, ৬ জন ব্রাহ্মণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্রদেবতা।

কালক্রমে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি জাতিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বের কুষ্টরোগ হওয়ায় গরুড় তাঁহাকে শাকদ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। যথা—

শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো আনীতো দ্বিজপুঙ্গবঃ।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভুব হ॥

এই ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেও কালক্রমে ভিষকের (চিকিৎসকের) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। চিকিৎসাবৃত্তি আর্য্যবৃত্তি নহে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণগণ পতিতস্বরূপ গণ্য হইয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হওনে অনধিকারী হইয়াছেন। যথা—

কন্যাদূষয়িতা বৈদ্যো গুরুপিত্রোস্তথোজনকঃ।
তথান্যে চ বিকর্ম্মস্থা বর্জ্যাঃ পৈত্রেষু বৈ দ্বিজাঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ॥

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে চৌর্য্যক্রমে ভিষক্ নামা এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত মহাত্মারাই প্রথম বৈদ্য। পরে অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীতে এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে অপর বৈদ্য হইয়াছে। তৎপরে বিপ্রবৈশ্যাজাত অম্বষ্ঠকেও বৈদ্যবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত মহাত্মারা অর্থ লইয়া চিকিৎসা করিতেন না, বর্ণসঙ্কর বৈদ্যেরাই তাহা করিতেন।

পঞ্চম খণ্ড।

নবশায়ক নির্ণয়।

পরাশর বলেন, গোপ, মালী, তিলি, তাঁতি (ক্ষীরতাঁতি), মোদক (ময়রা), বারুজী (বারুই), কুলাল (কুম্ভকার), কর্ম্মকার (কামার) ও নাপিত এই নয় বর্ণসঙ্কর জাতি নবশায়ক অর্থাৎ জল আচরণীয় নয়টী শাখা জাতি। যথা—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকো বারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

পরাশর বলেন, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে গোপের উৎপত্তি। মনু বলেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে গোপের জন্ম। পরশুরাম-পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে, মণিবন্ধ্যার গর্ভে তন্তুবায়ের ঔরসে গোপ জন্মিয়াছে। এই তিন গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে, গোপ বর্ণসঙ্কর। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দুসমাজে তিন প্রকার গোপ আছে।

পরাশর বলেন, শূদ্রকন্যার গর্ভে যে গোপ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কৃত অর্থাৎ দীক্ষা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, নামকরণ ও বিবাহাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের অন্ন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবে। অতএব পরাশরের লিখনানুসারে প্রমাণ হয় ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যে গোপের উৎপত্তি, সেই গোপই হিন্দুসমাজের আচরণীয়। যথা—

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসোঽসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥

এস্থলে অন্ন শব্দে পাক করা অন্ন, স্বামিত্ববিশিষ্ট তণ্ডুল, লুচি প্রভৃতি ঘৃতপক্কান্ন ও অন্যান্য অন্ন বুঝাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণ গোপান্ন গ্রহণ করিতে পারিবে। ইনি এই গোপকে শূদ্র বলিয়াছেন; যথা—

শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণঃ।
ভোজ্যান্না ন্যাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

এই বচনের টীকায় মিতাক্ষরাকার বলেন,—

দাসা গর্ভদাসাদয়ঃ, গোপালো গবাং পালকঃ গবাং পালনেন যো জীবতি, * * * এতে দাসাদয়ঃ শূদ্রাণাং মধ্যে ভোজ্যান্নাঃ চকারাৎ * *।

বর্ণসঙ্কর জাতি শূদ্র, কিন্তু যে বর্ণসঙ্কর গোপালনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, মিতাক্ষরার মতে সেই গোপই আচরণীয়। সুতরাং গোপশব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবাচক শব্দ। যে বর্ণসঙ্করগণ গোপালনাদি জীবিকাদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা গোপ বলিয়া আখ্যাত। এই নিমিত্ত অমরসিংহ ব্যক্ত করিয়াছেন, এক গোপই গোপ, গোপাল, গোসংখ্য (গোসংখ্যাকারী), গোধুক্ (গোদোহনকারী), আভীর, বল্লব (গোচিকিৎসক) ও গবীশ্বর (গো ও মহিষাদির পাদবন্ধনকারী) আখ্যায় পরিচিত; যথা—

গোপ-গোপাল-গোসংখ্য-গোধুগাভীরবল্লবাঃ।
গোমহিষাদিকং পাদবন্ধনং দ্বৌ গবীশ্বরে॥

গো শব্দে গোরু, প শব্দের অর্থ পালন। অতএব গোপ শব্দে যে "গোরু পালন করে" তাহাকে বুঝায়।

উল্লিখিত শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বচনদ্বারা প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার গোপের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যে গোপ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ জাতি গোপালন বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক

গোপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া তাহারা গোপজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। ক্রমে গোসেবা, গোসংখ্যা, গোদোহন, গোচিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাহারা গোসঙ্খ্য, গোধুক, আভীর, বল্লব ও গবীশ্বর উপাধিতে পরিচিত হন। ব্রাহ্মণকর্তৃক তাহারা দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া আর্য্যের আচরণীয় হইয়াছে এবং আর্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের গুরু ও পুরোহিত ইহাদের গুরুত্বে ও পৌরোহিত্যে নিযুক্ত আছেন। তাহারা বিপ্রভক্ত, বিপ্রমানদ ও ব্রাহ্মণের প্রসাদভোজন ও গুরুর গামছা প্রভৃতি বহন করিয়া গুরুভক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বঙ্গরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলের হিন্দুসমাজে এই গোপ ব্যতীত অন্য গোপ নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য দুই প্রকার গোপ আচরণীয় নহে।

বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়বিভাগে উল্লিখিত আচরণীয় গোপ নাই, সদ্গোপ নামে একটী জাতি আছে। এস্থানের সমাজে তাহারাই আচরণীয় গোপস্বরূপে গণ্য হইতেছে। কিন্তু তাহারা যে প্রকৃতার্থে আচরণীয় গোপ নহে, স্বতন্ত্র জাতি, তাহা এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উল্লিখিত গোপান্ন ভোজনীয়। এতদ্ব্যতীত মনু, যম, ব্যাস প্রভৃতিও তাহা বলিয়াছেন।

আদিম শূদ্রের বিবাহসংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার নাই, তাহাদের বৃত্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবাশুশ্রূষা করা। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত গোপ বর্ণসঙ্কর হইলেও কালক্রমে তাহারা কিয়ৎ-পরিমাণে বৈশ্যবৃত্তি (গোপালনাদি বৃত্তি) গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। ইহারা বৈশ্য নহে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহারা শূদ্র বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। অমরসিংহ যে গোপকে বৈশ্যবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহারা বৈশ্যই; কেবল গোপালনহেতু গোপ বলিয়া খ্যাত। এইরূপ বৈশ্যগোপবংশজ বৃন্দাবনের নন্দ, বৃষভানু প্রভৃতি। অতএব গোপ বলিতে এক শ্রেণীর খাঁটি বৈশ্যকেও বুঝায়। অমর বলিতেছেন—

উরব্যা উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো বিশঃ।
আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্তনজীবনে॥

এস্থলে গোপের উল্লেখ নাই। সুতরাং অমরকোষের লিখনের মর্ম্মানুসারে প্রতীয়মান হয় যে অমরসিংহ গোপমাত্রকেই জাতিতে বৈশ্য বলেন নাই। তবে বৈশ্য মধ্যে যাহারা তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিসমূহের মধ্যে একটা বৃত্তি অর্থাৎ গোপালনবৃত্তি অবলম্বন করিত তিনি তাহাদিগকে বৈশ্যবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি বিবৃত হইয়াছে যে কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন, কুসীদ এই চারিটী কার্য্য বৈশ্যের কার্য্য; তন্মধ্যে কেবল গোপালন বৃত্তিই আমাদের বৈশ্যশ্রেণীর নিশ্চিত বৃত্তি; যথা—

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাঃ কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়ো বিশঃ॥

পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, পশুপালন ও কৃষিকার্য্যাবলম্বী, শুচি ও বেদাধ্যায়ীরাই বৈশ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্ণভেদের সূত্রপাত হইলে কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ গ্রহণ এবং তৎসহ শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন মানবগণ এক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বৈশ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা দ্বারা শূদ্রগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই। রজোগুণ ও তমোগুণে বৈশ্যের, এবং কেবল তমোগুণে শূদ্রের উৎপত্তি। এই নিমিত্ত বৈশ্যবর্ণে শূদ্রগুণও নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুসমাজপতিগণ এই আইন সংবদ্ধ করিয়াছিলেন যে দ্বিজাতির সেবাশুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রগণের জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে তাহারা দ্বিজাতি-সেবা দ্বারা পাপবিমোচন, পুত্রকলত্রাদি প্রতিপালন, কৃষিকার্য্য, পশুপালন,

ভারবহন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, চিত্রকর্ম্ম, নৃত্য, গীত, এবং বাঁশী, বীণা, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গাদিবাদনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, যথা—

মিতাক্ষরাধৃত দেবলবচন—

"শূদ্রধর্ম্মো দ্বিজাতি-শুশ্রূষা পাপবর্জ্জনং কলত্রাদিপোষণং কর্ষন-পশুপালনভারোদ্বহনাপণ ব্যবহারচিত্রকর্ম্মনৃত্যগীতবেণুবীণামুরজমৃদঙ্গবাদনাদীনি।"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি প্রথমে কেবলমাত্র বৈশ্যের নিশ্চিত বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কালক্রমে জীবিকানির্ব্বাহার্থ আদিম শূদ্র ও বর্ণসঙ্করের অনেকে ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল গত হইলে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে। এইরূপে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত, ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভজাত, এবং তন্তুবায়ের (তাঁতির) ঔরসে মণিবন্ধার (মণিবণিকের কন্যার) গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর জাতিরা বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে কেবল গোপালনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রথমে গোপ উপাধি প্রাপ্ত হয়। কালগতে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন গোপজাতি হইয়াছে। অতএব গোপজাতি প্রকৃতার্থে জাতিতে বৈশ্য নহে, তাহারা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী জাতি, বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে কেবল গোরক্ষাবৃত্তিসম্পন্নমাত্র।

সৎশূদ্র শব্দে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বুঝায় অথবা শূদ্রমধ্যে উৎকৃষ্টকে বুঝায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, গোপ সৎশূদ্র বলিয়া কথিত। সুতরাং গোপ শূদ্র নহে, শূদ্রের পূজ্য, স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্বরূপ গণ্য হইবে—এইরূপ কেহ কেহ বলেন, তাহা ঠিক নহে; এস্থলে সচ্ছূদ্র বলিতে উত্তম শূদ্র বুঝিতে হইবে। মনু, ব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে গোপ শূদ্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রকৃত বৈশ্য,

ভাগবতপাঠে এইরূপ জানা যায়, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে তাঁহারা শূদ্র গোপজাতি। কালক্রমে গোপজাতি নবশায়ক জল-আচরণীয় শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

তন্তুবায়ের ঔরসে মণিবন্ধ্যার (মণিবণিক) এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভজাত জাতিগণ গোপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গোপ ও আভীর বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে। বোধ হয়, তাহারা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং অনাচরণীয় হইয়াছে। এই নিমিত্ত অনেক গ্রন্থে আভীর ও গোপজাতি মহাশূদ্র বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদকারক ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ বলেন, মণিবন্ধ্যার গর্ভজাত গোপকে ঘড়িয়াল গোপ কহে, উড়িষ্যা প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা অধিক।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নাপিত জন্মিয়াছে, যথা—

নাপিতং শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ।

ইতি বিবাদার্ণবসেতুঃ।

নাপিত যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আচরণীয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে দৃষ্ট হয়, যে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করেন, তাহার ক্ষৌরকার্য্য ব্রাহ্মণই করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে ক্ষৌরকার্য্যকরণার্থ আর্য্যগণের প্রথমে স্বতন্ত্র পরিচারক ছিল না। কালক্রমে তাহারা সুখাভিলাষী হইয়া ঐ কার্য্য স্বয়ং করিতে কষ্টবোধ করেন। এই নিমিত্ত তাহারা ক্ষত্রিয় ও শূদ্রজাত জাতিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তদবধি ঐ জাতি নাপিত আখ্যায় আর্য্যের সেবায় নিযুক্ত, সংস্কৃত ও আচরণীয় হইয়াছে। সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ সময়ে শূদ্রের মুখদর্শন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকার্য্য অগত্যা স্বয়ং করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ইহারা "শীল" উপাধিসম্পন্ন,

ইহারা পরিচয় প্রদানের সময় নামের পরে "শীল" শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরিচয় দেয় ও নাম স্বাক্ষর করে। তবে ইংরাজি বিদ্যাপ্রভাবে অনেকে নাপিতের চিহ্ন "শীল" শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বীয় পরিচয় ও নাম স্বাক্ষর করিতে লজ্জাবোধ করিয়া কেবল "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

নাপিত-বংশধরের মধ্যে যাহারা নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির ক্ষৌরকার্য্য করিয়া থাকে তাহারা "বর্ণের নাপিত" বলিয়া আখ্যাত। সুতরাং তাহারা অনাচরণীয়। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য করান না, এবং কোন আচরণীয় জাতি তাহাদের জলস্পর্শ করে না।

কিম্বদন্তী আছে, আর্য্যের আচরণীয় নাপিতবংশজ মধুনাপিত রামচন্দ্রের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া এই বরলাভ করিয়াছিল যে তাহার বংশধরদিগের পাক করা মোদক (মোয়া) আর্য্যগণ ভোজন করিলে অপবিত্র হইবে না। তদবধি ঐ নাপিতবংশধরেরা ক্ষৌরকার্য্যের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মোদকবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হয়। সুতরাং তাহারা মোদক উপাধিতে স্বতন্ত্র মোদকজাতি বলিয়া স্বতন্ত্র জাতিত্বে স্থাপিত হইয়াছে।

পৌরাণিক সময়ে আদিম শূদ্রের বিবাহসংস্কার ব্যতীত অন্য কোন সংস্কার ছিল না। কিন্তু তৎকালে গোপ, নাপিত ও মোদক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং জনসমাজে তাহারা সৎশূদ্র অর্থাৎ আদিম শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে নাপিতাদি জাতি সচ্ছূদ্র বলিয়া কথিত। কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত সচ্ছূদ্র, কালক্রমে এই স্মার্ত্তবাণী প্রচার হইলে, গোপ, নাপিত ও মোদক প্রভৃতি জাতির সৎশূদ্র আখ্যা লুপ্ত হইয়া তাহারা জল আচরণীয়

জাতি অর্থাৎ নবশাখা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। নাপিতের অন্নও ব্রাহ্মণের ভোজ্য বলিয়া মন্বাদি স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীর অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যপুরে ব্রাহ্মণবংশে, এবং বিশ্বকর্ম্মার অভিসম্পাতে ঘৃতাচী প্রয়াগদেশে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, তাহাদের সংযোগে মালাকার (মালী), কর্ম্মকার (কামার), কংসকার, কুবিন্দ (ক্ষীরতাঁতি)(১), কুম্ভকার (কুমার), সূত্রধার (ছুতার), স্বর্ণকার (সেকরা) এবং চিত্রকর (পোটুয়া) জন্মিয়াছে; যথা—

ঘৃতাচী কামতঃ কামং বেশঞ্চক্রে মনোহরম্।
তাং দদর্শ বিশ্বকর্ম্মা গচ্ছন্তীং পুষ্করে পথি॥
তাং যযাচে স শৃঙ্গারং কাম্মেন হৃতচেতনঃ।
ঘৃতাচ্যুবাচ।
অদ্য যাস্যামি কামস্য মন্দিরং তস্য কামিনী।
বেশং কৃত্বা গমিষ্যামি ত্বৎকৃতেঽহং দিনান্তরে॥
ঘৃতাচীবচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা রুরোষ তাম্।
শশাপ শূদ্রযোনিঞ্চ ব্রজেতি জগতীতলে॥
ঘৃতাচী তদ্বচঃ শ্রুত্বা তং শশাপ সুদারুণম্।
লব্ধজন্মা ভব ত্বঞ্চ স্বর্গভ্রষ্টো ভবেতি চ॥
ঘৃতাচী হ্যেবমুক্ত্বা চ জগাম কামমন্দিরম্।
কামেন সুরতং কৃত্বা কথয়ামাস তাং কথাম্॥
সা ভারতে চ কামোক্ত্যা গোপস্য মদনস্য চ।
পত্ন্যাং প্রয়াগে নগরে ললাভ জন্ম শৌনক॥
বিশ্বকর্ম্মা তু তচ্ছাপং সমাকর্ণ্য রুষান্বিতঃ।
জগাম ব্রহ্মণঃ স্থানং শোকেন হৃতচেতনঃ॥

(১) এই তাঁতি রাঢ়খণ্ডে আশ্বিনে তাঁতি বলিয়া পরিচিত।

নত্বা স্তুত্বা চ ব্রহ্মাণং কথয়ামাস তাং কথাম্।
ললাভ জন্ম ব্রাহ্মণ্যাং পৃথিব্যামাজ্ঞয়া বিধেঃ॥
স এব ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভুবি কারুর্ব্বভূব হ।"
নৃপাণাঞ্চ গৃহস্থানাং নানাশিল্পং চকার হ॥
একদা তু প্রয়াগে চ শিল্পং কৃত্বা নৃপস্য চ।
স্নাতুং জগাম গঙ্গাঞ্চ দদর্শ তত্র কামিনীম্।
ঘৃতাচীং নবরূপাঞ্চ যুবতীং তাং তপস্বিনীম্॥
দৃষ্ট্বা সকামঃ সহসা বভুব হৃতচেতনঃ।
উবাচ মধুরং শান্তঃ শান্তাং তাঞ্চ তপস্বিনীম্॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহোঽধুনা ত্বমত্রৈব ঘৃতাচি সুমনোহরে।
মা মাং স্মরসি রম্ভোরু বিশ্বকর্ম্মাঽহমেব চ॥
শাপমোক্ষং করিষ্যামি ভজ মাং তব সুন্দরি।

গোপিকা উবাচ।

সর্ব্বং স্মরামি দেবাহমহো জাতিস্মরা পুরা:
ঘৃতাচী সুরবেশ্যাঽহমধুনা গোপকন্যকা॥
ঘৃতাচীবচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা নিরাকৃতিঃ।
জগাম তাং গৃহীত্বা চ মলয়ং চন্দনালয়ম্॥
চকার সুখসম্ভোগং তয়া সহ সুনির্জ্জনে।
বভূব গর্ভঃ কামিন্যাঃ পরিপূর্ণঃ সুদুর্ব্বহঃ॥
সা সুসাব চ তত্রৈব পুত্রান্নব মনোহরান্।
মালাকারকর্ম্মকংসশঙ্খকারকুবিন্দকান্।
কুম্ভকারসূত্রধারস্বর্ণচিত্রকরাং স্তথা॥

উল্লিখিত নয়জন শিল্পী এক গর্ভসম্ভূত সহোদর ভ্রাতা ও এক জাতি ছিল। কালক্রমে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভিন্ন

ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়। ঐ উপাধি জাতিত্বে নিবিষ্ট ও এক্ষণে নয়টী পৃথক্ জাতি হইয়া তাহাদের পরস্পর আহার, ব্যবহার ও আদানপ্রদান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য রহিত হইয়াছে।

উল্লিখিত নয় জাতির মধ্যে স্বর্ণকার (সেকরা), সূত্রধার (ছুতার), ও চিত্রকর (পোটুয়া) ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া অনাচরণীয় হইয়াছে, যথা—

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।
বভূব পতিতঃ সদ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা॥
সূত্রধারো দ্বিজানাস্তু শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা॥
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।

সেকরা, ছুতার ও পোটুয়া ব্যতীত বক্রী ছয় শিল্পীর মধ্যে মালী, কামার, ক্ষীরতাঁতি, কুমার এই চারি জাতিকে পরাশর নবশায়ক অর্থাৎ জলআচরণীয় নয়টী শাখা জাতির অন্তর্গত করিয়াছেন। কংসকার ও শঙ্খকার নবশায়কের মধ্যে গণ্য হয় নাই।

রাঢ়দেশে সেকরা ও ছুতার আচরণীয় জাতি। আচরণীয় জাতির সহিত তাহাদের হুঁকা চলা ও পংক্তিভোজন থাকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে তাহারা আচরণীয় জাতি নহে।

বেণরাজার শাসনসময়ে মানবগণ পশুধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক অম্বষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করিয়াছিল, উল্লিখিত নয়জন শিল্পী তাহাদের পরে স্বতন্ত্রভাবে জন্মিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা (ত্বষ্টা) অদিতির পুত্র, ইন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা। দেবগণের মধ্যে অদিতিপুত্রগণ ক্ষত্রিয়, যথা—

আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বৈশ্যাস্তু মরুতঃ স্মৃতাঃ।
অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ বিপ্রাস্ত্বাঙ্গিরসো মতাঃ॥

অতএব এই সকল জাতি উত্তম জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরাশরপদ্ধতি অনুসারে অম্বষ্ঠের ঔরসে রাজপুত্রীর গর্ভে গন্ধবণিকের উৎপত্তি, যথা—

অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাঞ্চ জাতো বৈ গান্ধিকো বণিক্।

কিন্তু অনেকের মতে গন্ধবণিক প্রকৃত বৈশ্যজাতি।

গন্ধবণিকের কন্যার গর্ভে রাজপুত্রের ঔরসে শঙ্খবণিকের উৎপত্তি, যথা—

গান্ধিক্যাং রাজপুত্রাচ্চ সংজাতঃ শাঙ্খিকো বণিক্।

গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খবণিক কন্যার গর্ভে তাম্র ও কাংস্যবণিক হইয়াছে, যথা—

শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে কাংস্যকার হইয়াছে। কাংস্যকার শব্দে যিনি কাঁসা প্রস্তুত করেন তাঁহাকে বুঝায়। কাংস্যোপজীবী অর্থাৎ কাংস্যবণিক শব্দের অর্থ—যে কাংস্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। অতএব কাংস্যকার ও কাংস্যবণিক এক জাতি নহে, ইহারা পৃথক জাতি।

কাংস্যবণিক ও তাম্রবণিক এক পিতামাতা হইতে জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহারা এক জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা স্বতন্ত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ উপাধি কালক্রমে জাতিতে নিবিষ্ট হইয়া কাংস্যবণিক ও তাম্রবণিক এই দুইটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে।

শঙ্খবণিক ও কাংস্যবণিকের সংযোগে মণিকার অর্থাৎ মণিবণিকের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকেই ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জহরি (ওসয়াল) বলে ; যথা—

শাঙ্খিকাৎ কাংস্যকন্যায়াং মণিকারঃ প্রজায়তে।

কাংস্যকার ও মণিবণিকের যোগে সুবর্ণবণিক হইয়াছে। যথা—

কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবিকোঽভবৎ।

এই বচনে কাংস্যকার শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, কাংস্যবণিক শব্দ ব্যবহার হয় নাই। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও গোপকন্যাজাত

কাংস্যকার এবং মণিবণিকের যোগে সুবর্ণবণিক্ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ জাতিকে বিশুদ্ধ বৈশ্যজাতি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণ বিধান করিয়াছিলেন যে, দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রের জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে তাহারা বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসায়াদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। এই বিধি অনুসারে উল্লিখিত ছয়টী জাতি দ্রব্যবিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বণিক্ উপাধি প্রাপ্ত হয়, ইহাও অনেকের মত। ক্রমে আদিম শূদ্রাপেক্ষা সংক্রিয়ান্বিত হইয়া তাহারা সংশূদ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল।

কালক্রমে এই বণিক্গণের মধ্যে এক বণিক্ পতিত স্বর্ণকারের (সেকরা) সহিত স্বর্ণচুরি অপরাধে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মশাপে পতিত অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা—

> কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
> স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্ণকার কোন ব্রাহ্মণের অলঙ্কার প্রস্তুত করণার্থ স্বর্ণগ্রহণপূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ চুরি করিয়া কোন বণিকের নিকট বিক্রয় করে। ঐ বণিক উল্লিখিত চৌর্য্য কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া স্বর্ণকার ও ঐ বণিক পতিত অর্থাৎ অস্পৃশ্য হইয়াছে। অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ই ঐ বণিক্। সুবর্ণবণিক্কে পতিত করিবার অভিসন্ধিমূলেও এইরূপ বচন রচিত হইয়া শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। এই জাতি আর্য্যাবর্ত্তে অতি বিরল। কিন্তু রাঢ়খণ্ডে এই জাতি এক প্রকার আচরণীয়। এই খণ্ডের অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ ধনাঢ্য সুবর্ণবণিকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক সিদা ও বিদায় এবং স্থানবিশেষে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণও ইহাদের বাটীতে ফলাহার অর্থাৎ লুচী প্রভৃতি পক্কান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে এই নিয়ম প্রচলিত নাই।

বঙ্গদেশে আদিম শূদ্রের অস্তিত্ব না থাকা নির্ণয়।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে—মনুষ্য জন্মতঃ শূদ্র, সংস্কার হইলে দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র, এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রাহ্মণ হয়।

স্মার্ত্তবাগীশ বলেন, যে পর্য্যন্ত বেদাভ্যাসে রত না হয় সে পর্য্যন্ত মনুষ্য শূদ্রসম, যথা—

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবৎ বেদে না জায়র্তে।"

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রের নাম বৃষল নহে, বেদের নাম বৃষ, যে বিপ্র বেদে অসমর্থ, তিনিই বৃষল।

ব্রাহ্মণের স্ত্রীর শালগ্রাম পূজায়, দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিতে ও বিপ্রপাদোদক প্রদান করিতে অধিকার নাই। ফলতঃ ব্রাহ্মণকন্যারাও বর্ত্তমানে শূদ্রাসদৃশা।

দর্শনবেত্তারা বলেন, দস্যু হইতে দাস হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক অশুচিকর্ম্মে নিরত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত তাহারাই দস্যু। প্রথমে মনুষ্যজাতি গৃহস্থ ছিল না, তাহারা বর্ত্তমান তাতার জাতির ন্যায় যাযাবর ছিল এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বন করিলে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ স্থাপিত হয়, এবং অবশিষ্ট মনুষ্যগণ দস্যুই থাকে। ঐ দস্যুসম্প্রদায় হইতে আর্য্যবর্ণত্রয় যাহাদিগকে শাসন করিয়া আপনাদের দাসত্বে নিযুক্ত করিলেন তাহারাই দাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারাও সুপ্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে—প্রথমে জাতিভেদ ছিল না, সকলে এক জাতি ছিল। হিংসাপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বপ্রকার অশুচি কর্ম্মে নিরত ও অনাচারী সম্প্রদায়ই শূদ্র। যথা—

"হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।"
"সর্ব্বকর্ম্মরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।"
"ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।"

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, জাতিভেদ হইলে দস্যুসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা আর্য্যবর্ণত্রয়ের দাসত্ব না করিয়া দস্যুবৃত্তিতেই রহিল, তাহাদিগকে রাজগণ শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাহারা রাজশাসনের ভয়ে ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতে, অরণ্যে ও দ্বীপান্তরে বাস করিয়াছে।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, শূদ্রের বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন সংস্কার নাই। সুতরাং প্রতীতি হয় যে, যাহাদের বিবাহব্যতীত দীক্ষা, অন্নপ্রাশন, পুংসবন, গর্ভাধান, নিষ্ক্রমণ, চূড়াকরণ, নামকরণ প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কার আছে, তাহারা মূলে শূদ্র নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য ও দেবল ঋষি প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দ্বিজাতির সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে শূদ্রগণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। অতএব প্রতীতি হয়, যে সকল শূদ্র দ্বিজাতির সেবায় নিরত ছিল, তাহারাও ঐ বিধানানুসারে পশুপালন, কৃষিকার্য্য, ভারবহন, বাণিজ্য, ব্যবসায়, ঢাক ও ঢোলবাদন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কেবল শূদ্র নামে পরিচিত কোন জাতি এখন দৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে যে সকল জাতিরা "দাস" শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক ক্রিয়ানিষ্পাদন করিতেছেন, অনেক মহাত্মা তাঁহাদিগকেই শূদ্রজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনেক জাতি আদিম শূদ্র নহে, কালক্রমে তাহারাও শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া "দাস" শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীনতা বশতঃ বৃষলত্ব

প্রাপ্ত হইয়া দাস শব্দপ্রয়োগে সংস্কারাদি করিতেছে। কারণ স্মার্ত্তবাগীশের ডিক্রীমতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, সকলেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত। এই সকল জাতি প্রকৃতার্থে আদিম শূদ্রবংশ নহে। অতএব এক্ষণে "দাস" উপাধি-ব্যবহারকারী মাত্রকেই আদিম শূদ্র-বংশজ বলা প্রাচীন শাস্ত্র ও সামাজিক অবস্থা না জানার ফল মাত্র।

উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত অবস্থা সাময়িক ঘটনার সহিত একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে যখন প্রতীয়মান হয় যে অবাধ্য শূদ্রগণ রাজশাসনভয়ে কালক্রমে পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিয়াছে, তখন পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী ধাঙ্গড় প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতিরাই আদিম শূদ্রবংশজ।

জাতিমিত্র বলেন, ত্রিপুরা ও নওয়াখালী প্রভৃতি স্থানে একজাতীয় লোক আছে, তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহারা বেহারা, পালকী বহন করে, বাসার ভাণ্ডারীগিরি কর্ম্মও করে।

উড়িষ্যাদেশে একসম্প্রদায় লোক আছে, তাহারা নানা নামে পরিচয় দেয়, উপবীত ধারণ করে এবং দাঁড়ী মাঝীর কার্য্যও করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা আদিম শূদ্রবংশজ কি না, জানা যায় না।

তাতার ও কসাক জাতিরা অদ্যাপি প্রকৃত গৃহস্থ নহে। তাহারা দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া কেবল দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। চীন ও রুসিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহাদের সংখ্যা অধিক। কসাক জাতির অনেকে রুশসম্রাটের ক্রীতদাস। ইহারা আদিম শূদ্রবংশজ হইতে পারে।

কৌমারিকাখণ্ডে অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকাখণ্ডে অনেক আদিম শূদ্র পলায়ন করিয়া যাইয়া বসতি করিয়াছিল। কিন্তু পশুশীল (আধুনিক পর্টুগেল) ও স্পেনদেশ-বাসীরা কৌমারিকায় যে হত্যাকাণ্ড করেন, তাহাতে অনেক শূদ্রই বিনষ্ট হইয়াছে, শুনা যায় এখন অল্পই জীবিত আছে।

পশ্চিমপ্রদেশে কঞ্জর নামক এক জাতি আছে। তাহাদের নিশ্চিত বাসগৃহ নাই, তাহারা কুক্কুর সমভিব্যাহারে দেশদেশান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক লোকালয়ে বাস না করিয়া সর্ব্বদা মাঠে ছাওনি করিয়া থাকে এবং তাহারা সময়ে সময়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এই জাতি তন্ত্র ও বেদ-বিহিত ধর্ম্ম মানে না এবং অত্যন্ত কদাচারী। আগরা, জয়পুর, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশে এই জাতি সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়। ইহারাও আদিমশূদ্রের এক শাখা, হিন্দুস্থানে পঞ্জর নামে পরিচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

রাঢ়ীয় সদ্গোপ ও পল্লবগোপ নির্ণয়।

বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডের কিয়দংশ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সদ্গোপ নামক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতা বলেন, "বঙ্গদেশের মধ্যভাগে ভাগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ভিন্ন আর কোন স্থানেই সদ্গোপ দেখা যায় না।" ঐ গ্রন্থের ৮৬ পৃঃ দেখ। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, এই জাতি রাঢ়খণ্ডের চিরাধিবাসী।

কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতাই এই জাতির একমাত্র উপায়স্থল। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে "মিঃ হণ্টরের রুর‍্যাল বেঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যজাতি বর্ণভেদে বিভিন্ন হইবার পূর্ব্বে উড়িষ্যাতেই সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া বাস করেন। ইহাতে বোধ হয়, নারায়ণগড়স্থ রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল ও মেদিনীপুরান্তর্গত নাড়াজোলের বর্ত্তমান রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ অজিত-সিংহও উপরোক্ত আর্য্যজাতির অন্তর্গত ছিলেন।"

অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্য্যগণ সিন্ধুনদের পশ্চিমপার ও মধ্য আসিয়ার কোন স্থান হইতে আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বাস করেন ও তথা হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া আপনাদের অধিকৃত স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। অতএব আর্য্যগণ বর্ণভেদে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে উড়িষ্যাতে বাস করেন বলিয়া কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতায় যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য দার্শনিকের মতের বিরুদ্ধ, অপ্রামাণ্য ও ভ্রমমূলক। সুতরাং ঐ গ্রন্থকার তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও ভ্রমমূলক।

মিঃ হণ্টারের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, মেদিনীপুরের উল্লিখিত সদ্গোপ-বংশদ্বয় যে আর্য্যবংশজ তাহা কেবল ঐ উক্তিদ্বারাই প্রমাণিত হয় না।

মিথিলা প্রভৃতি দেশে মিতাক্ষরা প্রচলিত। মেদিনীপুরস্থ উল্লিখিত সদ্গোপবংশের, কোন কোন মকদ্দমায় ঐ আইনানুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা হয়। সুতরাং গোস্বামী মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে ঐ বংশীয়েরা মিথিলা প্রভৃতি দেশের অধিবাসী আর্য্যবংশজ ছিলেন। তিনি দুইটী মকদ্দমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটী রাণী শ্রীমতী দেই আপীলাণ্ট, বনাম রাণী কুন্দলতা দিগর। কিন্তু এই মকদ্দমা দায়ভাগানুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে।

গোস্বামী মহাশয় বলেন, "ইহারা (নারায়ণগড়ের সদ্গোপবংশ) যদি এদেশীয় না হইবেন তবে মিতাক্ষরানুসারে বিচার প্রার্থনার কি আবশ্যকতা ছিল?" কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ রাঢ়খণ্ডের ও কিয়দংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভূত স্থান। এ জেলায় মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ এই দুই আইন প্রচলিত। কোন কোন স্থলে দায়ভাগ অপেক্ষা মিতাক্ষরা দ্বারা সুমহৎ ফললাভ হইবার সম্ভব আছে। মিতাক্ষরা অনুসারে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বিধবা তাহার মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী নহে, কিন্তু দায়ভাগানুসারে অধিকারিণী বটে। এইরূপ আরও অনেক সুবিধা আছে। এই নিমিত্ত মেদিনীপুরের সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমায় প্রায়ই মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা হইয়া থাকে। আদালত প্রমাণের বাধ্য, অনেক সময়ে মিতাক্ষরানুসারে বিচারও হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত মকদ্দমায় মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা যে কি কারণে হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং মেদিনীপুরের কোন পরিবারের মকদ্দমা মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইলেই যে ঐ পরিবার মিথিলা বা আর্য্যাবর্ত্তের অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে এরূপ বলা যায় না।

কোন পরিবারের মধ্যে মিতাক্ষরা প্রচলিত থাকিলে কেবল মাত্র ঐ অবস্থা দ্বারা ঐ পরিবারকে আর্য্যবংশজ বলা যাইতে পারে না। কারণ, মিতাক্ষরাপ্রচলিত স্থানে আর্য্য ও অনার্য্য সকল বংশে ধনবিভাগাদির বিবাদ মিতাক্ষরা দ্বারাই মীমাংসিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই জাতিকে কোন্ জাতি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। নিগম, আগম, বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থে আদৌ "সদ্গোপ" নামক জাতির নামগন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীনকালে সদ্গোপ নামক জাতি আদৌ ছিল না। অতএব কিরূপে সদ্গোপ নাম হইল এবং ইহারা মূলে কি জাতি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

"বঙ্গদর্শন" এই জাতির মূলনির্ণয়করণার্থ বিশেষ যত্ন করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, এই জাতির মূল কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার এই জাতির মূল নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কেবল কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে কথার দ্বারা সদ্গোপদিগের তুষ্টিসাধন করণার্থ অমূলক অভিপ্রায় প্রদান ও বিতণ্ডা স্থাপন করিয়াছেন।

কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার যে জাতির অথবা সমাজের কর্তা কিম্বা নূতন জাতি স্থাপনের অধিকারী নহেন, তাহা রাঢ়ীয় সমাজপতিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। সুতরাং তিনি শাস্ত্র-প্রমাণ না দর্শাইয়া বর্ত্তমান সমাজের কোন জাতিকে যদি বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় কিম্বা ব্রাহ্মণ কি অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা হইলে ঐ বর্ণনা যে হিন্দু-সমাজের অগ্রাহ্য হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তিনি সদ্গোপ জাতির মূল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "সুবর্ণ বণিকদিগকে কোন

কোন লেখক বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমরা ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু ইহাদিগের ব্যবসায় অনেকাংশে বৈশ্যতুল্য। বোধ হয় বৈশ্যগণ এদেশে আসিয়া, যাহারা কৃষি ও গো-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সদ্গোপ এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সুবর্ণবণিক নামে খ্যাত হইয়াছে" (৫৫ পৃষ্ঠা দেখ)। তিনি সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের প্রমাণ পান নাই, কিন্তু, সদ্গোপ জাতি যে বৈশ্য জাতির এক শাখা, তৎসম্বন্ধেই বা কি প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন? অতএব এই অভিপ্রায় তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। তবে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবকালে বঙ্গীয় বৈশ্যগণও উপবীত ত্যাগ করিয়া পরে শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছে। সদ্গোপেরও তদবস্থা হইতে পারে।

উল্লিখিত সংহিতাকার আবার বলিয়াছেন—"পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে জাঠ নামে যে একটি জাতি আছে, তাহারাই প্রকৃত বৈশ্য, এবং বঙ্গীয় সদ্গোপেরা, তাহাদিগের একটি শাখা মাত্র" (৫৮ পৃঃ দেখ)। কিন্তু সদ্গোপ যে জাঠ জাতির শাখা, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুতরাং এই অভিপ্রায়ও তাঁহার কপোল-কল্পিত মাত্র। জাঠ জাতিকে প্রকৃত বৈশ্য বলা হইয়াছে—এটা ভ্রম-মাত্র। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জাঠজাতি শূদ্র বলিয়া গণ্য। এই জাতি সকল স্থানের আচরণীয় জাতি নহে, তবে কোন কোন স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে জাঠজাতির রাজা আছে সেই সেই স্থানে ইহারা জলাচরণীয় হইয়াছে। এই জাতি সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে প্রবাদ এই যে "জাঠ্ ভিখারী বেরণী তিনো জাত্ কুজাত্।" হিন্দুশাস্ত্রে জাঠ নামে কোন জাতি নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, এই জাতিও আধুনিক, প্রাচীন হিন্দুসমাজভুক্ত জাতি নহে।

হিন্দুশাস্ত্রে জাঠজাতির উল্লেখ নাই, সুতরাং এই জাতির মূল

নির্ণয়ার্থ অগত্যা ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইল। কিন্তু ইংরাজি গ্রন্থে যদি এরূপ কোন কথা থাকে যে কথা হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থের বিরুদ্ধ, তাহা হইলে আমরা কদাচ তাহা বিশ্বাস করিব না। কারণ, হিন্দুসমাজভুক্ত কোন জাতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রে ঐ জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সহ সংমিলন করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ মীমাংসা সঙ্গত মীমাংসা ও হিন্দুসমাজের স্বীকার্য্য হইতে পারিবে।

মার্সম্যান সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন, অসভ্য (savage) বন্যজাতির এক শাখা মুণ্ডিতমস্তক ও পাদুকাবিহীন গুকর্যজাতি, যাহারা সিন্ধুনদীর পূর্ব্বদিকে গিরিগুহায় বাস করে, তাহারাই আধুনিক জাঠজাতির পূর্ব্বপুরুষ।(১) ইংরাজিতে Gukkers (গুকারস্) শব্দ লিখিত আছে। ঐ শব্দ সংস্কৃত গুকর্য শব্দের অপভ্রংশ শব্দ হইতে পারে। গু শব্দে গুহ্য, কর্য শব্দে আকর্ষিত, গুকর্য শব্দে গুহ্য হইতে উদ্ভূত। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কামধেনু লইয়া যে বিবাদ হয়, ঐ বিবাদে কামধেনুর গুহ্যদেশ হইতে ম্লেচ্ছ পহ্লব জাতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং গুকর্য শব্দের অর্থ এই অবস্থার সহিত একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে, জাঠজাতিকে পহ্লবের এক শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, সদ্গোপজাতি এই গুকর্য অসভ্যজাতির এক শাখা হইলে হিন্দুদিগের অনাচরণীয় জাতি হইত।

কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতাকার পুনর্ব্বার সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যেখানে গোধেনু সেখানেই বৈশ্য।" যথা, ঋগ্বেদে—

(১) "The bareheaded and barefooted Gukkers, a tribe of savages, living in the hills and fastnesses to the east of Indus, the ancestors of the modern Jauts."

History of India,
Marshman.

"সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিন্যা। ধেনু জিনত মৃত জিনতং বিশোহভং রক্ষাংসি সেবত মমী বা।"

তিনি পদ্মপুরাণ হইতে এই বচন তুলিয়াছেন—

"বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃশুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্ত্যনুসারী সদ্গোপেরাই যে প্রকৃত প্রমাণসিদ্ধ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই" (৯১ পৃঃ দেখ)। কিন্তু ঐ প্রমাণসিদ্ধ বৈশ্যের বংশ যে সদ্গোপ, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণই দিতে পারেন নাই। সুতরাং এই উপলব্ধি ভৌতিক বিদ্যাবলে স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে সদ্গোপ জাঠজাতির শাখা। জাঠজাতি শূদ্র, বৈশ্য নহে। তিনি আবার বলিয়াছেন,—সদ্গোপ ও সুবর্ণবণিক এক বংশজ। সুতরাং তিনি যে সদ্গোপ জাতির কিছুমাত্রই অবগত নহেন অথবা কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তিনি বলেন, যেখানে গো সেইখানেই বৈশ্য। এক্ষণে এই ব্যবস্থা অনুসারে বৈশ্য নির্ণয় করিতে হইলে, যে সকল জাতি এক্ষণে কৃষিবৃত্তি করিতেছে সেই সকল জাতিকেই বৈশ্য বলিতে হইবে। বঙ্গরাষ্ট্রে চাষাধোবা, নমঃশূদ্র, বাগ্‌দি প্রভৃতি জাতি প্রাচীনকাল হইতে কৃষিবৃত্তি করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের নিকট গো আছে। সুতরাং ঐ বিধি দ্বারা বৈশ্য নির্ণয় করিতে হইলে সদ্গোপ, চাষাধোবা, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বর্ত্তমান কৃষিজীবীদিগকে একবংশজ বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

বৈদিকযুগে যাহারা যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছিল, তদনুসারে তাহাদের বর্ণ স্থাপন হইয়াছে। মনুষ্যগণের এক সম্প্রদায় গোপালনাদি বৃত্তি দ্বারা তৎকালে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহা-

দিগকে বৈশ্যবর্ণত্বে স্থাপনার্থ সমাজ নিয়ম করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এই সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করে। এই নিমিত্ত বেদের পর পদ্মপুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে বিবৃত হইয়াছে যে, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনবৃত্তিই বৈশ্যের বৃত্তি। ঐ বৈশ্যগণের সন্তানেরা অদ্যাবধিও বৈশ্য বলিয়া পরিচিত আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন বংশ ব্রাত্য হইয়াছিল এবং ঐ ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য্য, কারুষা, বিজন্ম, মৈত্র প্রভৃতি বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা, মনু—

বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥

চতুর্ব্বর্ণস্থাপন হইবার পরে তাহাদের সংযোগে গোপাদি জাতির উৎপত্তি হয়। সমাজপতিগণ তাহাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্বে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমাজবদ্ধ হইয়া আছেন। এক্ষণে সমাজপতিগণ সর্ব্বসমাজস্থ সকলের সম্মতি লইয়া নূতন জাতি স্থাপন করিতে পারেন। তাহা হইলেই নূতন জাতি সর্ব্বসমাজে গৃহীত হইতে পারে, নচেৎ নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারই আর নূতন জাতি স্থাপনে অধিকার নাই। তবে পূর্ব্বস্থাপিত জাতির কেহ ক্রিয়াহীনতা দ্বারা ব্রাত্য হইলে ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যদোষ খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বসমাজ প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে থাকিলে তাহারই ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে, এবং ব্রাত্যসমাজ তদনুসারে কার্য্য করিয়া সমাজ অধিকারকরণে সমর্থ। অতএব সদ্গোপজাতি শাস্ত্রোক্ত বৈশ্য জাতির এক শাখা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ না দর্শাইয়া সদ্গোপকে বৈশ্য বলিয়া গ্রন্থপ্রণয়ন করিলে ঐ জাতি ঐ গ্রন্থকারের চক্ষেই বৈশ্যস্বরূপে প্রতিভাত হইবে, সমাজে কখনই বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। যাহা হউক, প্রথমে মনুষ্যসংখ্যা অল্প ছিল। এই নিমিত্ত হিন্দুসমাজপতিগণ পশুপালন,

কৃষি, বাণিজ্যবৃত্তি কেবলমাত্র বৈশ্যের বৃত্তি এবং দ্বিজাতির শুশ্রূষা করাই শূদ্রবৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যখন কেবল দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রগণের ভরণপোষণ হইতে পারিল না; তখন বৃত্তিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইল। বৈশ্য-বর্ণে কিয়ৎপরিমাণে শূদ্রের গুণ আছে। শূদ্র তমোগুণে এবং বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য এই বিধি করিলেন যে, দ্বিজশুশ্রূষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে শূদ্রগণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বিজদিগের হিতাচরণ করিতে পারিবে, যথা—

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥

এবং দেবল ঋষি শূদ্রদিগের নিমিত্ত এইরূপ ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন যে, তাহারা দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা পাপের শান্তি, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন, কৃষিকার্য্য, পশুপালন, ভারবহন, দোকানদারি, ব্যবসায়, চিত্রকর্ম্ম, নৃত্য গীত এবং বাঁশী, বীণা, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ বাদন আদি কার্য্য করিবে। যথা—

শূদ্রধর্ম্মো দ্বিজাতিশুশ্রূষা পাপবর্জ্জনং কলত্রাদিপোষণং কর্ষণপশুপালন-ভারোদ্বহনাপণব্যবহারচিত্রকর্ম্মনৃত্যগীতবেণুবীণামুরজ মৃদঙ্গবাদনাদীনি।

এই সকল বিধি স্থাপিত হইলে শূদ্রগণ বৈশ্যবৃত্তি পশুপালন, কৃষি-কার্য্য ও বাণিজ্যদ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অতএব "যেখানে গো সেইখানেই বৈশ্য" এই বিধান মানিয়া বর্ত্তমান গোপালন-কারী অথবা কৃষিকর্ম্ম বা বাণিজ্যব্যবসায়ীকে বৈশ্য বলিলে দেশের সকলেই এখন বৈশ্য।

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সমূহের মধ্যে কোন জাতিকে বৈশ্যবংশজ বলিতে হইলে প্রথমতঃ প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ জাতি হিন্দুগণের বর্ণভেদ হওনের সময় যাহারা বৈশ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের অর্থাৎ

ব্রহ্মার উরুদেশসম্ভূত বৈশ্যের সন্তান। সদ্গোপজাতি যে ঐ বৈশ্যের বা ব্রাত্যবৈশ্যের সন্তান তাহার কোন প্রমাণ নাই।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, সদ্গোপজাতির বর্ত্তমান রীতিনীতি দ্বারা কি পর্য্যন্ত নির্ণয় হইতে পারে। মনু বলেন, অপরিচিত জাতির মূল তাহার নিন্দিত কর্ম্মানুসারে নির্ণয় করিতে হইবে। যথা—

বর্ণোপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ॥

অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, পৌরুষভাষিত্ব, হিংসেচ্ছা, এবং বৈধকর্ম্মের অননুষ্ঠান,—এই সকল লক্ষণ হীনযোনিজাত নীচজাতির পরিচয়স্বরূপ, যথা—

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥

নিন্দিত জাতি পিতার নিন্দিত স্বভাব বা মাতার দুষ্টচরিত্র অনুকরণ করে। নিন্দিতজাতি কখন পিতামাতার নিন্দিতস্বভাব গোপন করিতে পারে না; যথা—

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥

মহৎকুলজাত ব্যক্তিও মাতার অজ্ঞাত ব্যভিচার দোষে জারজ হইতে পারে, তথাচ তাহাতে বংশানুরূপ শ্রেষ্ঠলক্ষণ কিছু না কিছু অবশ্যই থাকিবে, যথা—

কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু॥

সর্ব্বপ্রকার গুণের মধ্যে ধর্ম্মগুণই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের একমাত্র লক্ষণ। তাহা না থাকিলে অন্যান্য সকল গুণেরই আধিক্য বিলোপ হয়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে গুরুভক্তি, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন, গুরুসেবা, গুরুবংশের

মর্য্যাদা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদগ্রহণ ও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই প্রধান ধর্ম্মসাধন ও সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অগ্রগণ্য। যিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অহিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী, পাপাত্মা ও পতিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, গুরু, গুরুপুত্র-পৌত্রাদি গুরুবংশকে যে ভেদজ্ঞান করে, সে মহাপাপী।

গুরুতন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, গুরুর প্রসাদ ভোজন করিলে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়; যথা—

গুরোরন্নং মহাদেবি যস্তু ভক্ষণ মাচরেৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি॥

গুরু ও গুরুবংশজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে কদাচ সন্দেহ করিবে না, যে তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বা ঘৃণা করে, সে নিশ্চয়ই নারকী ও পাপাত্মা; যথা—

গুরূচ্ছিষ্টঞ্চ দেবেশি তৎসুতোচ্ছিষ্টমেব চ।
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদধোগতিঃ॥

ভগবতীর উচ্ছিষ্ট যেমন ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষে সুদুর্ল্লভ, গুরুর উচ্ছিষ্টও সেইরূপ দুর্ল্লভ ও মহাপবিত্র বস্তু, তদপেক্ষা প্রার্থনীয় পদার্থ আর কিছুই নাই। যথা—

তবোচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্ল্লভম্।
গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপূতং পরাৎপরম্॥

ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু, যথা—বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রসাদ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হিন্দুজাতির ভোজনীয়। এই নিমিত্ত সকল হিন্দুই প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাইয়া আসিতেছেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রসাদ সদ্গোপজাতি গ্রহণ করে না। এই জন্য তাহারা ব্রাহ্মণের প্রসাদ পায় না।

কিম্বদন্তী আছে, একদা কোন সদ্‌গোপ গুরুর সহিত স্থানান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে নদীপার সময়ে অকস্মাৎ গুরুর হস্তস্থিত গামছা-খানি জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গুরু শশব্যস্তে শিষ্যকে ঐ গামছা উঠাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। শিষ্য বলিল, মহাশয় ওখানি গেল, তাহার জন্য ভাবিত হইবেন না, আমি বাটীতে গিয়া একখানি নূতন গামছা ক্রয় করিয়া দিব। গুরু কহিলেন, বৎস, তুমি আমার শিষ্য, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ, বিশেষ গুরুর দ্রব্যাদি বহন করিয়া গুরুর পরিশ্রম শান্তি করিলে যার পর নাই ধর্ম্ম অর্জ্জন হইয়া থাকে। অতএব কি জন্য তুমি এরূপ পুণ্যপ্রদ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধে অপরাধী হইতেছ? সদ্‌গোপ বলিল, তা যা হোক, এরূপ কার্য্য আমাদের সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ। সুতরাং আমি ঐ কার্য্য করিতে পারিব না। কায়স্থ-সদ্‌গোপসংহিতাও এই বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তিনি প্রকৃত অবস্থাকে সুসজ্জিত করণার্থ কথঞ্চিৎ অলঙ্কার দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৫৮ পৃঃ দেখ)। এই জাতি মুটে মজুরের ও অপর জাতির পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপন প্রভুর মোট বহন করিতেছে, তাহাতে তাহারা সমাজচ্যুত হয় না। কিন্তু গুরুর গামছা দৈবাৎ ভূপতিত হইলে তাহা উঠাইয়া লইয়া গুরুকে দিতে হইলে এই জাতির সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়! এই জাতির কেহ কেহ মুটে মজুরের কাজ করিয়াও যে দিনপাত করে, এবং ইহাদের মধ্যে অদ্যাপিও যে সকল কুরীতি প্রচলিত আছে, তাহা সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন (ঐ গ্রন্থের ৭১ পৃঃ দেখ)। অন্য জাতি দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণও আপন গুরুর তলপী বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু সদ্গোপ কেন তাহাতে কুণ্ঠিত হয়?

রুদ্রযামলে বিবৃত হইয়াছে, গুরু যে আজ্ঞা করেন কদাচ তাহা লঙ্ঘন করিও না। তাহাতে বিদ্যা, ধন ও জাত্যভিমান করা অকর্ত্তব্য, যথা—

গুর্ব্বাজ্ঞামেব কুর্ব্বীত তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
অভিমানো ন কর্ত্তব্যো জাতিবিদ্যাধনাদিভিঃ ॥

হিন্দুদিগের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, গুরুর আজ্ঞাবশতঃ সুরাপান করিলেও তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যকতা নাই, যথা—

সুরাং যদ্যপ্যসংস্কারাং গুরোরাজ্ঞাবশাৎ পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাপি বেদেঽপি স্থিতমেব হি ॥

যোগিনীতন্ত্র।

গুরু যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন, তথাপি তাহাতে সম্মত হইবে, যথা—

অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি।
তৎসম্মতং ভবেদ্দেবি মহারুদ্রবচো যথা ॥

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে গুরুই ব্রহ্ম, শিষ্য গুরুর দাস, শিষ্যের দেহ পর্য্যন্ত গুরুর আজ্ঞাধীন। হিন্দু অন্তরে থাকুক, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতিরাও কায়মনোবাক্যে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে নিরত। রোমান-কাথলিক প্রভৃতি সমস্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পোপের (অভীষ্টদেবের) আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর, তাহাতে জাত্যভিমান ও বংশাভিমান করে না। এতাধিক উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াও সদ্গোপজাতি এক্ষণেও যখন সদাচার বিষয়ে এতাধিক অজ্ঞ, তখন অনুমান হয় পূর্ব্বে এই জাতি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের ভাবাবশেষ কি না তাহাও চিন্তনীয়। কালক্রমে হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেও তাহাদের পূর্ব্বপ্রকৃতি ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং গুরুসেবা যে কি প্রকারে করিতে হয় এতাধিক উন্নতি লাভ করিয়াও তাহারা অবগত হইতে পারে নাই।

"চাষা" শব্দ নীচ লোকের প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে। চাষা উপাধি বৈশ্যের নহে, এবং বৈশ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতিকে কেহই চাষা বলে না।

অসভ্যকেই লোকে চাষা বলিয়া থাকে। যদি কোন ভদ্রবংশজ ব্যক্তি অসভ্য ব্যবহারে নিরত হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকেই বলিয়া থাকে "এটা চাষা।" রাঢ়ীয়গণ সদ্গোপকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে, এ বিষয় সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতাকারও স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীনকালে সদ্গোপজাতি বিশেষ সভ্য জাতি ছিল না। কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ রাঢ়খণ্ডে বসবাস করিলে ইহারা তাহাদের সহবাসে এই স্থানের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা প্রথম কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুধর্ম্ম অবগত হইয়া হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ হইলে ক্রমে ক্রমে আচরণীয় ব্রাহ্মণসংগ্রহপূর্ব্বক এস্থানের নবশায়কের অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

এদেশে প্রথমে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত অথবা বিশেষ সমাজবন্ধন ছিল না। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ এস্থানে বাস করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত করিলে হিন্দুসমাজবন্ধন স্থাপনের চেষ্টা হয়। কালক্রমে রঘুনন্দন নানা শাস্ত্র হইতে নানা বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এস্থানের সমাজের নিমিত্ত নূতন আইন (স্মৃতি) প্রণয়ন করেন। তাহাই নব্য স্মৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের আইন ব্যতীত কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের মতও প্রচলিত আছে। যাহা হউক, ঐ সকল মত স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এস্থানে হিন্দুনিয়ম সম্যক্ প্রচলিত থাকিলে নূতন স্মৃতি হইবার কোন কারণই ছিল না, হইলেও তাহা আদৃত হইত না। যেস্থানে প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের হিন্দু নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেস্থানে রঘুনন্দন কি শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের মত সম্যক্‌রূপে গৃহীত হয় নাই। এইজন্যই ঐ সকল স্মৃতি সাধারণতঃ সর্ব্বস্থানের প্রামাণ্য নহে। অতএব এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইলে রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজস্থাপনের সময়ে যাহারা ধনাঢ্য ও উন্নতিশীল ও নবশায়কের বৃত্তিসম্পন্ন ছিল তাহাদের বৃত্তি অনুসারে

হিন্দুসমাজে স্থান দান করিয়া আচরণীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের যাজক হইয়াছিল।

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ অতিশয় লোভী। যে কোন জাতি হউক, ধনাঢ্য হইলেই তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা এতাধিক লোভী যে সংস্পর্শদোষ অল্পই বিচার করিয়া থাকেন। জলপানের নিমন্ত্রণ হইলে ত রক্ষাই নাই। তখন তাঁহারা নিজের ভোজনার্থ আহ্বানকারীর দত্ত লুচি, তরকারী (ছকা) ও দধি পৃথক্ পাত্রে লইয়া যাইয়া পরিবারকে ভোজন করাইতে ব্যগ্র হন, অথবা আবশ্যক মতে তাহা বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিশেষ এস্থানে ধনেই শ্রেষ্ঠতা, যে কোন বৃত্তি দ্বারাই হউক ধনাঢ্য হইলেই এস্থানে আচরণীয় হওয়া যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত খাঁ উপাধিসম্পন্ন মদ্য-ব্যবসায়ী শুঁড়ী আচরণীয় ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যুবরাজ কলিকাতায় আগমন করিলে তৎকালীয় মান্যতম অধ্যাপক অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব মহিমবর ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাঁহাকে বেদ উচ্চারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও অর্ঘ্য প্রদান করেন; এই হেতু কাশ্মীরাধিপতি ইচ্ছানুসারে এইস্থানীয় ব্রাহ্মণ-দিগকে কিছুই দান করেন নাই, এবং ঐ কার্য্য হেতু তিনি যে এস্থানের ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এস্থানের অনেক ব্রাহ্মণ মৎস্য, দুগ্ধ ও আলুর দমাদি বিক্রয় করে, তাহাতে তাহারা সমাজচ্যুত হয় না। যদিও বঙ্গদেশস্থ বৈদ্যজাতি উপবীত গ্রহণের পাঁতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পূর্ব্বাঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা ঐ উপবীত সম্বন্ধীয় আচার্য্যকার্য্যকরণে অনিচ্ছুক। একজন অধ্যাপক ঐ কার্য্য করিয়া সমাজে যেরূপে নিগৃহীত হইয়াছেন তাহা পূর্ব্বাঞ্চলের সমাজপতি-গণ অবগত আছেন। এই নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অর্থপ্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইয়া তাহাদের দ্বারা আচার্য্যের কার্য্য নিষ্পাদন করা হইতেছে। অতএব উন্নতিশীল সদ্গোপ জাতি যে কালক্রমে এস্থানের

আচরণীয় ব্রাহ্মণ যাজকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

শাস্ত্রবারা সদ্গোপজাতির মূলনির্ণয়করণার্থ চেষ্টা করিয়া কেবল ইহাই স্থির হইল যে এই জাতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের অপরিচিত জাতি ছিল। কিন্তু যাঁহারা তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। সদ্গোপজাতি যে তাঁহাদের অপরিচিত থাকিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং বলিতে হইবে যে এই জাতি আধুনিক কোন প্রাচীন জাতির শাখা।

রাঢ়খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে এই জনশ্রুতি (tradition) প্রচলিত আছে যে পল্লব গোপবংশজ কালুঘোষ ও মুরলী দুই সহোদর ছিল। তন্মধ্যে একজন জাতীয় কুরীতি কুনীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পল্লবজাতির আদিম ক্রিয়া অপেক্ষা সৎক্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত হওয়ায় সদ্গোপ, অর্থাৎ তাহার ভ্রাতা পল্লবগোপাপেক্ষা সৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই উপাধি প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে ঐ উপাধি জাতিগত হইয়া বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডের জলাচরণীয় সদ্গোপ নামক একটী আধুনিক জাতি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু পল্লবেরা আজিও অনাচরণীয় রহিয়াছে।

এস্থলে একটী বিষয় বলা আবশ্যক। বর্ণভেদ হওনের সময়ে চাষ্যবৃত্তি আর্য্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও কালক্রমে ঐ বৃত্তি অনার্য্য বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই নিমিত্ত আর্য্যবর্ণত্রয়ের মধ্যে কোন বর্ণ কেবল চাষ্য-বৃত্তিতেই নিরত থাকিলে তাহারা নাঙ্গলা বা চাষা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। কালক্রমে চাষ্যবৃত্তি অনার্য্যবৃত্তিস্বরূপ পরিগণিত হইলে দেবল ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আইনকর্ত্তারা শূদ্রজাতিকে ঐ বৃত্তিতে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ঐ বিধি অনুসারে যখন শূদ্র ও বর্ণসঙ্করজাতিরা চাষ্যবৃত্তি অধিকার করিয়াছে তখন ঐ বৃত্তি আর আর্য্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সদেগাপ ও পল্লবগোপ যে এক বংশ তাহা সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থ-সদেগাপ-সংহিতাকারও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি তৎসম্বন্ধীয় জনশ্রুতির রূপান্তর করিয়া বলিয়াছেন, "অধুনা যাঁহারা সদেগাপজাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকারে অনিচ্ছুক ও এই জাতির প্রশংসা করিলে যাঁহাদিগের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা কহেন 'ইহারা গোয়ালার জাতি, পূর্ব্বে ইহারা এক ছিল, পরে পল্লবেরা নীচ ব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং সদেগাপেরা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।' ভাল, যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সদেগাপের পক্ষে ক্ষতি কি? পল্লবেরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকর্ম্ম দ্বারা বা ব্রাত্যদোষে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে বরং সদেগাপের বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, সদেগাপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্বর্বৃত্তিতে কালযাপন করিয়াছে * *। সদেগাপ গোয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদ্গোপ হইতে পারে নাই।" তিনি বলিয়াছেন 'পরে পল্লবেরা নীচ ব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং সদেগাপেরা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।'—ইহা জনপ্রবাদের বিপরীত। প্রকৃত অবস্থা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পল্লবগোপেরাই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, তাহাদের এক বংশ সৎ আচারসম্পন্ন হইয়া সদেগাপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যে সৎ হইতে পারিয়াছে সেই ত ধন্য।"

গ্রন্থকার বলেন "পল্লবেরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকর্ম্ম দ্বারা বা ব্রাত্যদোষে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন কি?" কিন্তু পল্লবগোপ যে ব্রাত্যদোষে পতিত একথা কে বলিয়াছে? সকলে এই মাত্র বলিয়া থাকে যে পল্লবগোপ অনাচরণীয় জাতি, তাহাদের এক বংশ সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সদেগাপসংজ্ঞায় রাঢ়ীয় সমাজে আচরণীয় হইয়াছে। আমরা বিশেষমতে অবগত আছি, এ পর্য্যন্ত সদেগাপদের মধ্যেও অনেকের

গর্ভাধান ও সূর্য্যার্ঘ্যবিবাহ প্রভৃতি অনেক সংস্কার নাই। যাহা হউক, গ্রন্থকার ব্রাত্যশব্দের অর্থ অবগত নহেন, এই জন্যই তিনি ব্রাত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকর্ম্মকারীকে ব্রাত্য বলে না। ব্রাত্য হইয়াও শাস্ত্রসম্মত সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে। ব্রাত্য শব্দের অর্থ সাবিত্রীভ্রষ্ট, সংস্কারহীন আর্য্যজাতি।

তিনি তৎপরে বলিয়াছেন যে উল্লিখিত অবস্থা দ্বারা বরং সদ্গোপের বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে "সদ্গোপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্ববৃত্তিতে কালযাপন করিয়াছে।" এতদ্দ্বারা গ্রন্থকার সদ্গোপকে সদাচারসম্পন্ন বৈশ্য ও পল্লবগোপকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু সদ্গোপ আচারসম্পন্ন বৈশ্য হইলে অবশ্যই তাহাদের উপনয়নাদি বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত সমস্ত সংস্কার থাকিত।

সদ্গোপ-বান্ধবের লিখন এবং প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে প্রমাণ হয় যে রাঢ়ীয় সদ্গোপ ও পল্লবগোপ এক বংশ। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কিরূপে পল্লবের উৎপত্তি হইয়াছে? ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যুদ্ধসময়ে কামধেনুর গুহ্যদেশ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে "ম্লেচ্ছ" পল্লবজাতির উৎপত্তি।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ কাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বৌধায়ন বলেন, যাহারা গোমাংসখাদক, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বহুভাষী অর্থাৎ বাচাল ও আচারশূন্য তাহারাই ম্লেচ্ছ, যথা—

গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥

অনেকে অবগত আছেন, পল্লবের মধ্যে অনেকে এক্ষণেও গরুর অণ্ড তোলাইয়া দিয়া মজুরী গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ এবং ফুকা দিয়া

দুগ্ধ দোহন করিতেছে। যাহা হউক, ম্লেচ্ছজাতিরা সত্যযুগে আর্য্যদেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া দেশত্যাগী অর্থাৎ পর্ব্বতে, পতিত স্থানে ও অরণ্যে বাস করে, ত্রেতাযুগে তাহারা ঐ সকল স্থানে গ্রাম স্থাপন করে অর্থাৎ তাহাদের বংশ বর্দ্ধিত হইলে তাহারা যে সকল স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা গ্রাম বলিয়া গণ্য হয়, দ্বাপরযুগে তাহারা এক এক কুল স্থাপন অর্থাৎ নিয়মসম্পন্ন সমাজবদ্ধ হয়, এবং কলিযুগে তাহারা কর্তৃত্বপদেও নিযুক্ত হইয়াছে।

ম্লেচ্ছগণ আর্য্যদেশত্যাগী হইয়া পল্লীতে, অরণ্যে ও আর্য্যবাসহীন সমুদ্রতটস্থ বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে।

গোপালনবৃত্তি দ্বারা যে জাতি জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাকে গোপ বলে। সুতরাং পল্লবগোপ জাতিতে গোপ নহে, জাতিতে পল্লব, গো-সম্পর্কিত বৃত্তিহেতু পরে গোপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সদ্গোপেরা তাঁহাদের জ্ঞাতি হইলে তাঁহাদের বৈশ্যত্ব লাভ দুরূহ।

যাহা হউক, সদ্গোপজাতির পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা আমরা বলিয়াছি। তাঁহারা পল্লবগোপের স্বগোষ্ঠী না হইয়া প্রকৃত বৈশ্যও হইতে পারেন। তাঁহাদের সেই বিশ্বাস থাকিলে তাঁহারা ব্রাত্যতা পরিহার করিয়া বৈশ্য হউন। কায়স্থদের গালি দিলেই তাঁহাদের বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ হইবে না।

সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়ো ভাগঃ

পরিশিষ্ট খণ্ড।

কায়স্থসম্রাটের অধিকার ও প্রতাপ নির্ণয়।

আর্য্যকায়স্থ-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণের যাঁহারা ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন, তন্মধ্যে কোন কোন সম্রাটের নাম ও প্রতাপ এসিয়াটিক রিসার্চে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ কায়স্থপুরাণের মুদ্রাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর অনেকে ঐ সম্রাটগণের ইতিবৃত্ত এই খণ্ডে উল্লেখ করিবার অনুরোধ করেন। কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি তাহা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বঙ্গের নবাগত কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ স্বজাতীয় আদিশূরের (বঙ্গদেশ-বিজেতার) অধীনস্থ হইলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বীর্য্য বিলুপ্ত না হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি তাঁহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই যখন কায়স্থ-পুরাণের মূল উদ্দেশ্য, তখন যে পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। অতএব ঐ বংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে যাহাদের প্রতাপ ও বীর্য্য, সূর্য্য, চন্দ্র ও মনুবংশীয় ক্ষত্রিয়-সম্রাট অপেক্ষা অল্পতর প্রভাসম্পন্ন ছিল না, এবং বঙ্গদেশ মুসলমান বাদসাহের অধীন হইলেও ঐ সকল বংশীয় জমীদারগণের মধ্যে যাহাদের প্রতাপ ও বীর্য্য মুসলমান বাদসাহের ভয়ের কারণ হইয়াছিল, তাঁহাদের বিষয় এস্থলে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা গেল।

কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, মৌলিক কায়স্থগণ পুরুষোত্তম চিত্রগুপ্তের বংশজ ও গৌড়দেশের চিরাধিবাসী এবং গৌড়দেশ আর্য্যদেশ, বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ। রাজসাহী শব্দ পারস্য ভাষা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। "সাহ" শব্দ হইতে সাহী হইয়াছে। "সাহ"

শব্দের অর্থ স্বাধীনরাজ্যাধিপতি, যথা "সাহে ইরাণ," "সাহে আউধ"। সুতরাং স্বাধীনরাজ্যাধিপতি রাজগণের বাসস্থানকে মুসলমান বাদসাহগণ "রাজসাহী" নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত বঙ্গদেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভক্ত হইলে গৌড়দেশের কেন্দ্রস্থল "রাজসাহী" এখন জেলা বলিয়া সংজ্ঞিত ও বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ মৌলিককায়স্থ পালবংশজ সম্রাট ভূপালের বংশধর দেবপালদেব গঙ্গোত্রী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং লক্ষ্মীকোল অর্থাৎ প্রাচীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান লক্ষ্মীপুর হইতে পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পরিশেষে কাম্বোজ, হূণ ও পারসীক রাজ্য (পারসিয়া) জয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিজয়ী সেনা সহ যখন মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন যে সকল বীর্য্যশালী অন্যান্য নরপতিগণ তাঁহাকে সম্মানপ্রদানার্থ দর্শন করিতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্বগণের পদধূলিতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন এবং সৈন্যপদভরে পৃথ্বী ভারাক্রান্তা হইয়া রসাতলগামী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি নদী পার হইবার জন্য যে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এতাধিক উচ্চ ও দীর্ঘ, যে তাহা পর্ব্বত বলিয়া মানবগণের ভ্রম জন্মিয়াছিল। তিনি সৌগতপতি বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের সমস্ত বিজিত ভূপতিগণ যে প্রকারে তাঁহাকে করপ্রদান করিবে ও তাহারা যে প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিবে এবং তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে যে নিয়মে শাসন করিবেন তৎসম্বন্ধে দুইখানি অনুশাসন পত্র সংরচিত করাইয়াছিলেন। তাহার এক খানি মুঙ্গেরে ও আর এক খানি বুদাল নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মন্ত্রীর নাম কেদার মিশ্র। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ

ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি হূণদিগের দেশ জয় করিয়া, উৎকলকুলের গর্ব্ব খর্ব্ব, দ্রাবিড় রাজ্যের মহিমা নষ্ট, ও গুর্জ্জরের শ্রী ভ্রষ্ট করিয়া সার্ব্বভৌম সমুদ্রমেখল রাজসিংহাসন উপভোগ পূর্ব্বক কাম্বোজ-দেশ আক্রমণ করেন। এই সম্রাট সম্বন্ধে এসিয়াটিক রিসার্চের প্রথমভাগে এইরূপ লিখিত আছে।(১)

সিংহবংশজ রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ পিতৃরাজ্য গৌড় হইতে কোন অপরাধবশতঃ নির্ব্বাসিত হইলে সাত শত অনুচর লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপথে গমন করিতে করিতে এক দ্বীপে

(১) "At Moodgoghiri where is encamped his victorious army; across whose river is constructed for a road a bridge of boats which is mistaken for a chain of Mountains; * * whither the princes of the north send so many troops of horse that the dust of their hoofs spreads darkness on all sides; whither so many mighty chiefs of Jamboo Dwipa resort to pay their respects, that the earth sinks beneath the weight of the feet of their attendants. Here Deva Pall Deva who walking in the footsteps of the mighty Lord of the Soogots * * issues his commands."

"He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well known bridge, which was constructed by the enemy of Dasasya, from the river of Luckhicool, as far as the habitation of Boroon, * * who going to subdue other princes, his young horses meeting their females at Komboge, they mutually neiged for joy."

"Trusting to his (Kedar Misser's) wisdom, the king of Gour for a long time enjoyed the country of the eradicated race of Ootkola, the king of Dravir and Goorjas whose glory was reduced, and the universal sea-girt throne."

উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ পরাক্রমশালী ভূপতিকে পরাজয় করতঃ ঐ দ্বীপের সিংহাসন অধিকার করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার মন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১)। সিংহবংশজ রাজা কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শাসিত হওয়ায় ঐ দ্বীপ সিংহল বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অনেকে সিংহলকে বর্ত্তমান সিলন ও প্রাচীন লঙ্কা দ্বীপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই মতের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি না। আমাদের মতে সিংহল বর্ত্তমান সিংহপুর (Singapur) হইতে পারে। বুদ্ধদেব যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, অর্থাৎ প্রায় ২৬০০ বৎসর হইল পাণ্ডুবাস সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড়দেশ অর্থাৎ রাজসাহী বিভাগ কালক্রমে বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন গ্রন্থকার বিজয়সিংহকে বঙ্গাধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই কালক্রমে বৌদ্ধ হইয়া বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থানুসারী কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্বেষী হন এবং সর্ব্বত্র আপনাদের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করণের চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। শাক্য সিংহ ক্ষত্রিয়, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে তিনিই বুদ্ধদেব, তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি যে বৌদ্ধগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং জগন্নাথদেবের মন্দিরও যে বৌদ্ধ রাজগণের নির্ম্মিত, তাহাই অনুমিত হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা এক সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির

(১) মহাবংশ ও রাজরত্নাকরী গ্রন্থে সিংহলের বিবরণ দেখ।

প্রস্তুত করান। কলভিন সাহেব যে অনুশাসন প্রাপ্ত হন, তদ্দৃষ্টে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে অনন্ত বর্ম্মা ঐ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ, প্রায় ৮০০ বৎসর হইল তিনি গঙ্গার দক্ষিণ তটস্থ রাঢ়খণ্ডের অধিপতি ছিলেন (১)। বর্ম্মা উপাধি সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়ের উপাধি। সুতরাং অনন্ত বর্ম্মা যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কোন্ ক্ষত্রিয়েরা বর্ম্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ছিলেন। শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে ক্ষত্রিয়ের উপাধি দেব, রায়, ত্রাতা, ভূভুজ এবং বর্ম্মা। ব্যোমসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই কলিতে নিশ্চিত ক্ষত্রিয়, তাহারা বর্ম্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বর্ম্মা উপাধিধারী কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই কলিতে রাজত্ব করিতেন। কায়স্থদের পদ্ধতির মধ্যেও বর্ম্মা পদ্ধতি আছে।

দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রথমে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সম্রাট যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র ও মনুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিলেন। তৎপরে মহাপদ্ম নন্দও বহু ক্ষত্রিয় নাশ করেন। কায়স্থ চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলেও কালক্রমে হীনবল হইয়াছিলেন। ক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ প্রবল হইয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর কলিযুগ প্রবৃত্ত

(১) "An inscription procured since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that Choraganga was not the founder of the Gunga Vansa family, but the first who came into Kalinga was Ananta Barma, sovereign of Gunga Rahri, the low country on the right bank of the Ganges**; this occurred at the end of the eleventh century of our era."

P. CXXVIII. Wilson's preface to
The Mackenzie Collection.

হইয়াছে। এই যুগে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই আবার প্রবল হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিলেন। এই সকল কারণে কায়স্থই কলিযুগে রাজদণ্ডধারী ও বর্ম্মসংজ্ঞাধারী, জপযজ্ঞে নিরত ও রাজা এই সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব উল্লিখিত অবস্থা সকল একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে অনুমিত হয়, যে গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ অনন্ত বর্ম্মা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি গঙ্গার পশ্চিম রাঢ়খণ্ডের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বংশধরেরা সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন।

উৎকলে বুদ্ধদেবের মন্দির রাজা ইন্দ্রদেবনকর্তৃক নির্ম্মিত, ইহা প্রাচীন সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, ইন্দ্রদেবন রাজা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোন্ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন চিন্তাকরণানন্তর উপদেশ-গ্রহণ করণার্থ কোন ঋষির নিকটে গমন করেন। ঐ ঋষি তৎকালে যোগাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া করজোড়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত রহিলেন। এইরূপে কয়েক যুগ অতিবাহিত হইলে একদা ঋষিবর যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিয়া রাজাকে দর্শন ও তাঁহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে কারণে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে কোন্ দেবের প্রতিমূর্ত্তি ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য—এই বিষয় নির্ণয়করণার্থ ঋষিবর পুনর্ব্বার ধ্যানে নিরত হইলেন। এইরূপে পুনর্ব্বার কয়েক যুগ অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে সমুদ্র-ধৌত-বালুকা দ্বারা ক্রমে ক্রমে আচ্ছাদিত হইয়া ঐ মন্দির আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

জগন্নাথদেবের (বুদ্ধদেবের) মন্দির যে স্থানে বালুকাবৃত পৃথ্বীতলে ছিল, সেই স্থান দিয়া একদা গঙ্গাবংশীয় কোন রাজা রথে আরোহণ

করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ রথচক্র আবদ্ধ হইল। রাজা রথ হইতে নামিয়া চক্রবদ্ধতার কারণ নির্ণয় করিতে করিতে চক্রপার্শ্বে মন্দির-চক্রের লৌহ দৃষ্টি করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি ঐ স্থানে খনন করিবার আদেশ করেন। ক্রমে খনন করিতে করিতে জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাহার সংলগ্ন অন্যান্য ইমারত বহির্গত হইলে ঐ রাজা তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করিলেন।

এদিকে ইন্দ্রদেবন রাজা যে ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি যোগ সম্বরণ করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রদেবন রাজা তচ্ছ্রবণে মন্দিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে অন্যরাজাকর্ত্তৃক তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং মন্দিরহেতু ইন্দ্রদেবনের সহিত ঐ রাজার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে বিবাদভঞ্জনার্থ ঐ ঋষির নিকট গমন করেন। তিনি এইরূপে বিবাদনিষ্পত্তি করিলেন যে ঐ মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তিতে উভয়েরই তুল্য স্বত্ব জন্মিয়াছে। কারণ বালুকাবৃত পৃথ্বীতলস্থ মন্দির যখন গঙ্গাবংশীয় রাজা স্বীয় পরিশ্রমে ও ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তখন তাহাতে তাহার অর্দ্ধেক স্বত্ব অবশ্যই বর্ত্তিবে। এই অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে ঐ মন্দির ইন্দ্রদেবন রাজার নির্ম্মিত।

কল্‌ভিন্‌ সাহেব উল্লিখিত ঘটনাটী একাদশ-শত খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হওয়া বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার অনুমানিক কথা মাত্র। উহা যখন ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত অনৈক্য হইতেছে, তখন আমরা ঐ আনুমানিক কল্পনার প্রতি নির্ভর করিতে সমর্থ নহি।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় বল্লালসেন, যিনি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য পদ্ধতি পুনঃ প্রচলন করেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করিয়া ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীক্ষেত্র ও কাশী

[illegible]মাণিক্য, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ও ভূষণার মুকুন্দরায় দেবের এবং সীতারাম রায়ের বীরত্বকাহিনী অনেকেই অবগত আছেন।

যে গণেশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ কায়স্থ ক্ষত্রিয়; বর্ত্তমান দিনাজপুরের রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] ইনিও কায়স্থ স্বাধীন রাজা ছিলেন।